তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চতুর্দশ কল্পের প্রথম ভাগের সূচীপত্র ৵০

বৈশখ ৬২১ সংখ্যা।

নববর্ষ ১
ব্রাহ্মাবতারের অভিব্যক্তি ২
স্বর্গোদ্যানের সুবর্ণ বৃক্ষে মুক্তা ফল ৬
অপরাধ ভঞ্জন ১১
সেতারায় মাঘোৎসব ১৩
সমালোচনা ১৬

জ্যৈষ্ঠ ৬২২ সংখ্যা।

বর্ষারম্ভে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ১৭
ঈশ্বরই অমৃতসেতু ১৮
উদ্বোধন ২১
প্রার্থনা ২৩
ব্রহ্মসঙ্গীত ২৪
ক্ষমা ২৪
পত্র ২৯
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী ৩০
প্রেরিত পত্র ৩১

আষাঢ় ৬২৩ সংখ্যা।

উপদেশ ৩১
পরলোক ও মুক্তি ৩৬
ব্রাহ্মাবতারের অভিব্যক্তি ৩৯
ধর্ম্মব্যাধ ৪২
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী ৪৬
সংবাদ ৪৭

শ্রাবণ ৬২৪ সংখ্যা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৪৯
পরলোক ও মুক্তি ৫১
পৌরাণিক ভূগোল ৫৫
আদিম আর্য্যদিগের পুরাবৃত্ত ৫৮
উদ্ভিদ রহস্য ৬১

ভাদ্র ৬২৫ সংখ্যা।

জীবাত্মা ৬৫
ব্রাহ্মাবতারের অভিব্যক্তি ৬৯
বীর দিবোদাস ৭৩
উদ্ভিদ্ রহস্য ৭৭
অশোকের অনুশাসন ৭৯

আশ্বিন ৬২৬ সংখ্যা।

অবস্থা ৮১
ব্রাহ্মাবতারের অভিব্যক্তি ৮৪
আদিম আর্য্যদিগের পুরাবৃত্ত ৮৯
অধীন আর্য্যমিসনের প্রচারক প্রার্থনা পত্র ৯২
সংবাদ ৯৪
সেতারা প্রার্থনা সমাজের অভিনন্দন পত্র ৯৫
শ্রীমৎ প্রধানাচার্য্যের ছবি সম্বন্ধে বিদেশস্থ বন্ধুগণের উক্তি ৯৫

কার্ত্তিক ৬২৭ সংখ্যা।

আচার্য্যের উপদেশ ৯৭
রামাবতারের অভিব্যক্তি ১০৩
অকিঞ্চনতা ১০৮
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী ১১১

অগ্রহায়ণ ৬২৮ সংখ্যা।

আচার্য্যের উপদেশ ১১৩
ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন ঈশ্বর ১২০
রামাবতারের অভিব্যক্তি ১২৪
কালনা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পত্র ১২৭

পৌষ ৬২৯ সংখ্যা।

আচার্য্যের উপদেশ ১২৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পারায়ণ ১৩২
একটী পরিভাষা ১৩৭
ব্রাহ্মাবতারের অভিব্যক্তি ১৩৭
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী ১৪১
সাংখ্য স্বরলিপি ১৪২
বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারি সম্বন্ধীয় পত্রোত্তর ১৪৩

মাঘ ৬৩০ সংখ্যা।

ষট্ ষষ্টিতম ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ ১৪৫
শান্তিনিকেতনে পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব ১৪৫
অধ্যাত্মযোগ ১৪৯
তদ্বনাত্যেতি কশ্চন ১৫২
উপদেশ ১৫৪
ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য ১৫৭
The Brahmo Dharmo Ch. I. ১৬২
বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারি সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পত্র ১৬২

ফাল্গুন ৬৩১ সংখ্যা।

ষষ্ঠষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ (প্রাতঃকাল) আধ্যাত্মিক সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন ১৬৫
ব্রাহ্মধর্ম্মই বিশুদ্ধ সত্যধর্ম্ম এবং স্বাধীনতার সোপান ১৭৪
বেদগান ১৮০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১৮০
ব্রাহ্মসম্মিলন সভা ১৮১

চৈত্র ৬৩২ সংখ্যা।

আচার্য্যের উপদেশ ১৮৩
শ্রীমন্মহর্ষিদেবের গৃহে দীক্ষা ১৮৪
মরি-ভ্রমণ ১৮৫
সেতারায় মাঘোৎসব ১৯১
বোলপুর ১৯২
Brahmo Dharmo (Translated) ১৯৩

৵০ অকারাদি বর্ণক্রমে চতুর্দশ কল্পের প্রথম ভাগের সচীপত্র

অপরাধ ভঞ্জন	শ্রী ঈশানচন্দ্র বসু	৬২১, ১১
অশোকের অনুশাসন	শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস	৫২৫, ৭৯
অকিঞ্চনতা	শ্রীঈশানচন্দ্র বসু	৬২৭ ১০৮,
আচার্য্যের উপদেশ		৬২৭, ৯৭; ৬২৮, ১১৩; ৬২৯, ১২৯; ৬৩২, ১৮৩
আদিম আর্য্যদিগের পুরাবৃত্ত	শ্রীরাজনারায়ণ বসু	৬২৪, ৫৮; ৬২৬, ৮৯;
আধ্যাত্মিক সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৩১, ১৬৫;
ঈশ্বরই অমৃত সেতু	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬২২, ১৮;
উদ্বোধন	শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী	৬২২, ২১;
উপদেশ	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি	৬২৩, ৩৩
উদ্ভিদ রহস্য	শ্রীমহেন্দ্রনাথ হালদার	৬২৪, ৬১; ৬২৫, ৭৭
কএকটী পরিভাষা		৬২৯, ১৩৭;
কালনা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পত্র		৬২৮, ১২৭;
জীবাত্মা	শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৬২৫, ৬৫; ৬২৬, ৮৪
দয়া	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ	৬২২, ২৪;
ধর্ম্মব্যাধ	শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	৬২৩, ৪২
ধর্ম্মবীর দিবোদাস	শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৬২৫, ৭৩
নববর্ষ		৬২১, ১
পত্র		৬২২, ২৯;
পরলোক ও মুক্তি	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৬২৩, ৩৬; ৬২৪, ৫১
পৌরাণিক ভূগোল	শ্রীরাজনারায়ণ বসু	৬২৪, ৫৫
প্রার্থনা	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৬২২, ২৩
প্রেরিত পত্র		৬২২, ৩১
বর্ষারম্ভে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৬২২, ১৭
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)	৬২২, ৩০; ৬২৩, ৪৬; ৬২৭, ১১১; ৬২৯, ১৪১
বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারি সম্বন্ধীয় পত্র		৬২৯, ১৪৩, ৬৩০, ১৬২
ব্রহ্মসঙ্গীত		৬২২, ২৪; ৬৩১, ১৮০
ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন ঈশ্বর	শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৬২৮, ১২০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পারায়ণ	শ্রীঈশানচন্দ্র বসু	৬২৯, ১২২
ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩০, ১৫৭
ব্রাহ্মধর্ম্মই বিশুদ্ধ সত্যধর্ম্ম এবং স্বাধীনতার সোপান	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৩১, ১৭২
ব্রাহ্মসম্মিলন সভা		৬৩১, ১৮৬
বেদগান		৬৩১, ১৮০
বোলপুর	শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	৬৩২, ১৯২
মরি ভ্রমণ	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৬৩২, ১৮৫
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৬২৪, ৪৯
রামাবতারের অভিব্যক্তি	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৬২১, ২; ৬২৩, ৩৯; ৬২৫, ৬৯; ৬২৬, ৮৪; ৬২৭, ১০৩; ৬২৮, ১২৪; ৬২৯, ১৩৭
শান্তিনিকেতনে পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব		৬৩০, ১৪৫
—অধ্যাত্মযোগ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৩০, ১৪৯
—তদ্বনাত্যেতি কশ্চন	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩০, ১৫২
—উপদেশ	শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী	৬৩০, ১৫৪
শ্রীমৎ প্রধানাচার্য্যের ছবি সম্বন্ধে বিদেশস্থ বন্ধুগণের উক্তি		৬২৬, ৯৫
শ্রীমন্মহর্ষি দেবের গৃহে দীক্ষা		৬৩২, ১৮৪
ষট্‌ষষ্টিতম ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ		৬৩০, ১৪৫
সমালোচনা		৬২১ ১৬,
সংবাদ		৬২৩, ৪৭; ৬২৬, ৯৪
সাংখ্য স্বরলিপি	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬২৯, ১৪২
সেতারায় মাঘোৎসব		৬২১, ১৩; ৬৩২, ১৯১
সেতারা প্রার্থনা সমাজের অভিনন্দন পত্র		৬২৬, ৯৫
স্বর্গোদ্যানের সুবর্ণ বৃক্ষে মুক্তা ফল	শ্রীহেমেন্দ্রনাথসিংহ	৬২১, ৬
স্বাধীন আর্য্যমিসনের প্রচারক প্রার্থনা পত্র		৬২৬, ৯২
BRAHMO DHARMA Translated	(শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়)	৬৩০, ১৬২; ৬৩২, ১৯৩

প্রেম।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, প্রণীত।

মূল্য এক টাকা। ডাঃ মাঃ এক আনা।

"উহা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে। উহাতে উভয় পাণ্ডিত্য ও হৃদয় সম্মিলিত আছে। উহাতে "অনেক স্থল হৃদয়োন্মাদক কথা আছে।"

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

"বিশুদ্ধ প্রেমের গুণ যতদূর লেখনীতে ব্যক্ত হইতে পারে, তাহার তুমি কিছুই বাকি রাখো নাই।"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"Thoughtful production full of noble sentiments clothed in elegant language."

(Sd) Gooroodas Banerjee (Hon'ble Justice.) (Dr.)

"I have read through the volume with great interest. Its style and sentiments make it a delightful reading."

(Sd) Nobin Chandra Sen. (Tht.)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহের নিকট ২নং প্যারীমোহন সুরের লেন, গোয়াবাগান, শিমলা পোঃ কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।৹
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম	১৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ	১৷৹
ব্রহ্মের আরাধ্য দেবতা	৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸৹
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৷৵০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৹
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৹
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৷০
ব্রহ্মোপাসনা	৷০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৵০
পরলোক ও মুক্তি	৵০
দশোপদেশ	৷৷০
মাঘোৎসব	৷৷০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৵০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	৷৹
ধর্ম্মশিক্ষা	৵০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৷০
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (৯ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ঐ (ভাল বাঁধা)	১৷৹
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷০

	মূল্য।
A Discourse against Hero-making in Religion	R.A.P. " 12 "
Hindoo Theism	" 1 "
Theist's Prayer Book	" 1 "
Tuhfatal Muwahhiddin	" 4 "
Doctrine of Christian Resurrection	" 2 "
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1 "
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	৷৷০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৷৷০
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৵০
সঙ্গীতমঞ্জরী	১৲
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	২৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	।৹
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	৷০
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	৵০
বৃদ্ধহিন্দুর আশা	৷০
তাম্বূলোপহার ২য় ভাগ	R. A. P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	" 4 "
Brahmic Quest. of the Day	" 6 "
Brahmic Advice, Caution and Help	" 3 "
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2 "
Adi B. Samaj as a Church	" 3 "
A Reply to the Query "What is Brahmoism?	" 4 "
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1 "
Science of Religion	" 4 "
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	৷৷৵০
তত্ত্ববিদ্যা	১৷৷০
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৵০
আর্য্যাযী ও সাহেবিআনা	৵০
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৷৹
ঐ (বাঁধা)	৷৷০
উদ্গীথা	৵০
ধর্ম্মমালা	১৲
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	

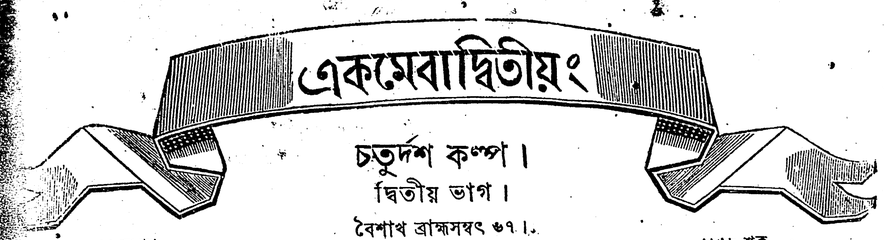

চতুর্দ্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।
৬৬৩ সংখ্যা
১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভমবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ রবিবার ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

আচার্য্যের উপদেশ।

আজ বৎসরের প্রথম দিবস। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবী আরম্ভ-স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং পুনর্ব্বার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। এই পুণ্য মুহূর্ত্তে আমরা তরুলতা-পরিবেষ্টিত নিভৃত প্রাঙ্গণে নিস্তব্ধে মিলিত হইয়া জ্যোতির জ্যোতি প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা পরমাত্মার বাৎসরিক পূজায় নিঃ সমাধান করিতেছি।

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।

তিনি অধোতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে—

ঈশানোভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ।

তিনি ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ন্তা—তিনি নিত্যও আছেন কল্যও থাকিবেন; সর্ব্বদাই তিনি আমাদের নেতা হইয়া আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছেন এবং বন্ধুর সঙ্গী হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাই আজ আমরা বৎসরের প্রথম সূর্য্যোদয়ে তাঁহার চরণে প্রীতি-কুসুমাঞ্জলি বিকীর্ণ করিয়া, তাঁহার প্রসাদ বারিতে পবিত্র হইয়া, তাঁহার আশীর্ব্বাদে বলীয়ান্ হইয়া, শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সহিত তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া নূতন বর্ষে, তাঁহারই নূতন মঙ্গল-রাজ্যে, প্রবেশ করিতেছি। নব-বর্ষের এই দ্বারোপান্তে দণ্ডায়মান হইয়া নিস্তব্ধ চিত্তে আমরা ক্ষণকাল সেই সর্ব্বলোক-প্রকাশক সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ মঙ্গল জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান এবং শক্তি ধ্যান করি। সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ভূলোক দ্যুলোক অন্তরীক্ষ সত্তাবান্ এবং জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে—তরুলতা সকল প্রাণবান্ হইয়াছে—পশু পক্ষী জীব জন্তু সকল চেতনাবান্ হইয়াছে—মনুষ্য প্রজ্ঞাবান্ হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি অপরিসীম এবং সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ। তাঁহার জ্ঞান প্রেমরসে পরিপূর্ণ তাঁহার শক্তি মঙ্গল ইচ্ছায় পরিপূর্ণ। তিনি যেমন সত্যং জ্ঞানং অনন্তং—তেমনি আনন্দরূপমমৃতং।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

চরাচর ব্রহ্মাণ্ড আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয়-কালে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে। নিখিল জগৎ-সংসার পরমাত্মার আনন্দের উচ্ছ্বাস এবং প্রেমের আস্পদ। এই আশ্চর্য্য শোভাময় জগতের প্রতি একবার অন্তঃকরণের সহিত নিরীক্ষণ করিলে, সরোবরে সুগন্ধি পদ্ম পুষ্প বিকসিত দেখিলে—বনকাননে পুষ্প লতা পল্লবের অভিনব লালিত্য এবং সুকুমার মাধুর্য্য দেখিলে—পতঙ্গ ও বিহঙ্গের পক্ষচ্ছদের অপূর্ব্ব চিত্রকর্ম্ম দেখিলে—গো অশ্ব এবং মৃগ প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুগণের গঠন-সৌন্দর্য্য দেখিলে—ধর্ম্ম-নিষ্ঠ মনুষ্যের প্রশান্ত মুখশ্রী দেখিলে—কে এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারে যে, জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার অপরিসীম জ্ঞান আনন্দ-শূন্য প্রেমশূন্য উদাসীন সত্তামাত্র। পরমাত্মা তাঁহার এই সৃষ্ট জগৎকে কত যে প্রীতি-নয়নে অবলোকন করিতেছেন—অভিনব সবিতা আজ উদয়াচলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা আমাদের নিকটে মুখের আভাসে জ্ঞাপন করিতেছে; উদিত দিবাকরের সুমঙ্গল অবলোকনে কেমন দেখ অচেতন জীব-সকল সচেতন হইয়া উঠিতেছে—রূপহীন বস্তু সকল রূপবান হইয়া উঠিতেছে—পৃথিবীর মুখে স্ফূর্ত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। পরমাত্মা তাঁহার সৃষ্ট জগৎকে যেমন প্রীতির সহিত অবলোকন করিতেছেন তেমনি স্নেহ এবং করুণার সহিত পালন করিতেছেন।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

পরমাত্মার স্নেহ এবং করুণা দ্বারা সমস্ত জগৎ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। মাতা বিহঙ্গিনী যেমন শাবকদিগকে স্বীয় পক্ষযুগল দ্বারা আচ্ছাদন করে এবং অল্পে অল্পে শিক্ষাদান করিয়া তাহাদিগকে আপনার ন্যায় দৃঢ় এবং সক্ষম করিয়া তুলে, প্রেমের আকর এবং করুণার সাগর পরমাত্মা তেমনি তাঁহার সৃষ্ট জগৎকে প্রাণের সহিত পালন করিতেছেন এবং জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞান শিক্ষা দিয়া প্রজ্ঞাবান্ জীবদিগকে আপনার সহবাসের উপযুক্ত এবং আনন্দের ভাগী করিয়া তুলিতেছেন। পরমাত্মা যেমন তাঁহার সৃষ্ট জগৎকে প্রীতির সহিত অবলোকন করিতেছেন, স্নেহ করুণার সহিত পালন করিতেছেন, তেমনি মঙ্গল ইচ্ছার সহিত শাসন করিতেছেন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

ইঁহার শাসনে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে—সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে—মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে—বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। প্রজ্ঞাবান্ জীবদিগকে তিনি যেরূপ বিশেষ প্রণালীতে শাসন করিতেছেন—তাহা অনুশাসন বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে; অনুশাসন কিনা জ্ঞান-ধর্ম্মের শিক্ষাদান। রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু সমস্তই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অনুশাসন—সমস্তই পৃথিবীর নশ্বরতার প্রতি এবং আত্মার মাহাত্ম্যের প্রতি মনুষ্যের চক্ষু ফুটাইয়া দেয়। শিক্ষক যেমন বালকদিগকে প্রকৃত পক্ষে মনুষ্য করিয়া তুলিবার জন্য শাসন করে—পরমাত্মা সেইরূপ মনুষ্যকে প্রকৃতপক্ষে আত্মা করিয়া তুলিবার জন্য—আপনার সহবাসের উপযুক্ত, ভাবের ভাবুক, এবং আনন্দের ভাগী

করিয়া তুলিবার জন্য—নানা রূপে শাসন করেন। সে শাসনের উদ্দেশ্য এই যে, সমস্ত মনুষ্য পাপ হইতে বিরত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে;—এরূপ ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে যাহাতে তাহারা পুণ্য শ্রী, আধ্যাত্মিক বল, ধীরতা, উদ্যমশীলতা, এবং প্রসন্নতায় বিভূষিত হইয়া তাঁহার পবিত্র প্রেমময় সহবাসের আনন্দ-রস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে। কেননা, তস্কর যেমন আপনার চরিত্র সংশোধন না করিলে সজ্জনসহবাসের বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না, মনুষ্য তেমনি পাপের পরিহার এবং ধর্ম্মের সাধন দ্বারা মনকে পরিশুদ্ধ না করিলে পরমাত্মার সহিত সহবাসের আনন্দ-রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না। এইরূপ আমরা ধ্যানের আলোকে নিখিল চরাচরের সৃজন পালন এবং শাসন কার্য্যে জগতের জনক জননী পরম দেবতার পরিপূর্ণ আনন্দ, অনির্ব্বচনীয় স্নেহ করুণা, এবং অবিশ্রান্ত মঙ্গল ইচ্ছা দেদীপ্যমান দেখিতে পাইতেছি,—দেখিতে পাইতেছি ময়, পরমাত্মার সৃজন-শক্তি পালন-শক্তি এবং শাসন-শক্তি আনন্দ প্রেম স্নেহ করুণা এবং মঙ্গল ইচ্ছায় পরিপূর্ণ। পরমাত্মার এইপ্রকার জ্ঞানময় প্রেমময় করুণাময় মঙ্গলময় মহতী শক্তি—পরমাত্মার দিব্য তেজোমণ্ডল বলিয়া—ভর্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরব্রহ্মের সেই মহতী শক্তি হইতে সত্তা এবং বল পাইয়া বাষ্পাকৃতি সূক্ষ্ম পরমাণুরাশি কুণ্ডলায়মান হইয়া মহাকাশে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল;—সেই মহতী শক্তি হইতে জ্যোতি এবং উত্তাপ পাইয়া দীপ্তিমান সূর্য্যমণ্ডল এবং জ্যোতিষ্ক অগণ্য তারকা-মণ্ডল—আকাশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ও গ্রহ চন্দ্র ধূমকেতু দূর হইতে দূরে প্রধাবিত হইয়া সূর্য্যকে যথা নিয়মে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল;—সেই মহতী শক্তি হইতে প্রাণ পাইয়া পেশল শৈবাল, পর্ণ-শোভিত কোমল বিটপী, তৃণ গুল্ম, তরু, লতা, ওষধী বনস্পতি উত্তরোত্তর মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিতে লাগিল;—সেই মহতী শক্তি হইতে চেতন পাইয়া কীট পতঙ্গ, মৎস্য কুম্ভীর, পশু পক্ষী, কেহ জলে কেহ স্থলে কেহ অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই মহতী শক্তি হইতে উন্নতিশীল বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়া মনুষ্য সেই বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতার অনুসন্ধান উপলক্ষে অল্পে অল্পে তাঁহার প্রতি ধ্যান-নেত্র উন্মীলন করিতে লাগিল। মনুষ্যই পৃথিবীর মধ্যে উন্নততম জীব, এই জন্য এই মহা প্রকাণ্ড সৃষ্টি-ব্যাপারের উদ্দেশ্য যে, কি, জানিতে হইলে তাহা মনুষ্য ভিন্ন আর কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। সে উদ্দেশ্য মনুষ্যের উন্নত ললাট-ফলকে প্রহেলিকার ন্যায় অস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত আছে—এবং মনুষ্যের আত্মার জ্যোতির্ম্ময় দ্বারোপান্তে সুস্পষ্ট সুবর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। তাহা এই যে, পরমাত্মা প্রজ্ঞাবান্ জীবদিগকে উত্তরোত্তর জ্ঞানধর্ম্মের উন্নত সোপানে আরূঢ় করিয়া আপনার সহবাসের উপযুক্ত—ভাবের ভাবুক এবং আনন্দের ভাগী করিবেন—ইহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সৃষ্টি যেমন অপরিসীম মহান্ সৃষ্টির উদ্দেশ্য তেমনি অতলস্পর্শ গভীর। সে উদ্দেশ্য-সাধনের অশেষবিধ আয়োজন এবং অশেষবিধ উপকরণ আমাদের অন্তরে বাহিরে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি মহামূল্য উপকরণ অতীব যত্নের সহিত পটাচ্ছাদিত রহিয়াছে। সেই মহামূল্য

উপকরণ-গুলির মধ্যে প্রজ্ঞাবান্ জীবদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সর্ব্বপ্রধান। বুদ্ধিবৃত্তির সহিত মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব-শক্তি এবং ধর্ম্ম-নিয়ম ওতপ্রোত-ভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে। কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি-সকল নির্ম্মল এবং প্রশান্ত হইলে—ধ্যান-যোগে যখন আমরা আমাদের সেই পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রিয়তম পরমাত্মার দর্শন লাভ করি তখন আমরা ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করি যে, তিনিই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতা। অতএব

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

এই গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুনর্ব্বার আমরা সর্ব্বলোক-প্রকাশক পূর্ণ-মঙ্গল জগৎপ্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় জ্ঞান এবং শক্তি ধ্যান করিতেছি যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন,এবং ধ্যানানন্তর এইরূপ সংকল্প করিতেছি যে, আমাদের মঙ্গলময় জনক-জননী এবং প্রেমময় সুহৃদ্ পরমদেবতা পরমাত্মা আমাদিগকে এমন যে বুদ্ধিবৃত্তি-রূপ অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন আমরা তাহার অপব্যবহার না করিয়া সাধ্যানুসারে তাহার সদ্ব্যবহার করিব;—যাহার প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য—পিতা মাতার প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য—ভ্রাতা ভগ্নীর প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য—পতি বা পত্নীর প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য—সন্তান-সন্ততির প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য—আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহা সাধ্যানুসারে প্রাণের সহিত এবং যত্নের সহিত সাধন করিব; এবং সকল মঙ্গলের একমাত্র মূলাধার পরমাত্মাকে স্মরণ মনন এবং ধ্যান করিয়া শ্রদ্ধাভক্তি এবং প্রীতি সহকারে তাঁহার অর্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিব—এইরূপ সংকল্প করিয়া আমরা নববর্ষের প্রবেশ-দ্বারে প্রণত মস্তকে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে পরম মঙ্গলালয় পরমাত্মার প্রসাদবারি যাচ্ঞা করিতেছি।

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান-শিক্ষা দাও; তোমাকে নমস্কার; আমাকে মোহ পাপ হইতে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না।

হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল মার্জ্জনা কর। যাহা কল্যাণ তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

তুমি যে সুখকর কল্যাণকর, সুখ কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইউনিটেরীয় খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজ।

আজকাল সকল সম্প্রদায়ের লোকেই বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া মিলনের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে। জগতে এক অভূতপূর্ব্ব মিলনের সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থায় যিনি এই মিলনের সহায়তা করিবেন, বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিবার পক্ষে যিনি যতটুকু সাহায্যদান করিবেন, তিনি ততটুকু পরিমাণে জগতের কৃতজ্ঞতার পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিগত মাঘোৎসবের সময়ে রেবারেণ্ড জেম্‌স সাণ্ডার্লাণ্ড

এই কলিকাতা নগরীতে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখাসমূহের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে মিলন সংসাধিত হয় এবং সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের সহিত যাহাতে ইউনিটেরীয় সম্প্রদায়ের মিলন সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের অনেকের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে এই বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করিয়া এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। সাণ্ডার্লাণ্ড সাহেব আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্ক নগরের অন্যতম প্রধান ইউনিটেরীয় ধর্ম্মবক্তা এবং তিনি চিকাগো নগরের ধর্ম্মমহামণ্ডলের বিশেষ অনুরাগী। তিনি সেই জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মহামিলনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, পত্রোক্ত সেই সকল প্রস্তাব তাঁহারই হৃদয়ের যথার্থ উদারতা ও মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। সেই প্রস্তাবগুলি কতদূর কার্য্যকর তাহা উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ পাইবে। তবে, আমরা সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি।

সাণ্ডার্লাণ্ড সাহেব একটী কমিটি গঠিত করিবার উপদেশ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কমিটির বিবেচনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন।(১) কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার সহিত মিলিতভাবে কার্য্য করিবার জন্য একজন ইংরাজ ইউনিটেরীয় প্রচারক প্রেরণ; (২) কলিকাতায় ইউনিটেরীয় এবং ব্রাহ্মসমাজ উভয়ের সহযোগে একটী "পোষ্টআফিস মিশন" স্থাপন করা; (৩) ইউনিটেরীয় পুস্তকাদির কলিকাতাতে বিক্রয়-ব্যবস্থা করা; (৪) সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করা অথবা ব্রাহ্মবালিকা-বিদ্যালয় ও ভিক্টোরিয়া কলেজ মিলিত করা; (৫) ব্রাহ্মসমাজ এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার ইউনিটেরীয়, ইহাঁদিগের সমবেত চেষ্টায় একটী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিদ্যালয় স্থাপন; (৬) উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বৎসরে বৎসরে অক্সফোর্ড নগরের ম্যান্‌চেষ্টার কলেজে অধ্যয়নার্থ দু একজন ছাত্র প্রেরণ; (৭) ইংরাজ ইউনিটেরীয়দিগের সাহায্যে কলিকাতায় সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের নূতন এক মুখপত্র সংস্থাপন; (৮) ব্রাহ্মদিগের প্রচার কার্য্য, শিক্ষাদান,এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে ইংরাজদিগের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ; (৯) ইউনিটেরীয় সমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজ, উভয়ের মধ্যে পুস্তক পত্রিকাদি বিশেষভাবে বিনিময়; (১০) উভয় সমাজের মুখপত্র সমূহে উভয় সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রবন্ধ লিখন।

এই কয়েকটী প্রস্তাবে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইউনিটেরীয় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যাহাতে ভারতবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া প্রচারিত হয়, সাণ্ডার্লাণ্ড সাহেবের সেইরূপ ইচ্ছা। তাঁহার পক্ষে তাহা যে অন্যায় তাহা আমরা বলি না; প্রত্যুত যতপ্রকার উপায় হইতে পারে ইউনিটেরীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে সেই সকল উপায়গুলিই অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কর্ত্তব্য, কারণ তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবেন, তাহাই প্রচার করিবেন। প্রস্তাব কয়েকটীতে তাঁহার এক দিকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অপর দিকে উদারভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ইউনিটেরীয় ধর্ম্মপ্রচারকেই এক দিকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়াছেন, অপরদিকে সেই ধর্ম্মপ্রচারে ব্রাহ্মসমাজ-শাখাগুলির পর-

স্পর সম্মিলন এবং তৎসঙ্গে সম্মিলিত ব্রাহ্মসমাজের ইউনিটেরীয় সমাজের সহিত সম্মিলন বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে বলিয়া তাহারও প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিব যে কিসে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, সাম্প্রদায়িক ভাব চলিয়া গিয়া সর্ব্বপ্রকারে অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা প্রথমতঃ ভারতবর্ষে এবং দ্বিতীয়তঃ সমগ্র জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা যেন কোন সম্প্রদায় বিশেষের সহিত মিলিত হইয়া সাম্প্রদায়িক হইয়া না পড়ি। যে ধর্ম্মের ভিত্তি পরমাত্মা ও জীবাত্মা, সেই ধর্ম্মই অসাম্প্রদায়িক। যে ধর্ম্মের মধ্যে এই দুইটীর অতিরিক্ত অন্য ভিত্তি গ্রথিত হইবে,তাহাই সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িবে। আমরা কিছু পরেই দেখাইব যে ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় ইউনিটেরীয় ধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক নহে। সুতরাং শেষোক্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত আমাদের অভিন্ন হইয়া ধর্ম্মপ্রচার কখনই সম্ভব নহে। ইউনিটেরীয়গণ খৃষ্টানদিগের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর, এই কারণে তাঁহাদিগের সহিত আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের সহিত আমরা অভিন্ন হইয়া যাইতে পারি না।

আমরা এই সকল বিভিন্নতার বিষয় উল্লেখ করাতে কেহ যেন এরূপ না বুঝেন যে, আমরা মিলনের নিতান্তই বিপক্ষ। আমরা ইহাই চাহি যে, ব্রহ্মোপাসকগণ ইউনিটেরীয়দিগের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে যেন আপনাদিগের অবস্থা যথার্থরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন এবং বিভিন্নতার স্থলগুলিও সবিশেষ আলোচনা করিয়া রাখেন; কারণ, তাহা হইলেই মিলনের পরে বিরোধের সম্ভাবনা অল্পই থাকিবে। অবিবেচনা পূর্ব্বক সহসা ভিন্নভাবে মিলিত হইয়া পরে মতভেদ দৃষ্টে তাহা লইয়া বিবাদ কলহ করা অপেক্ষা মিলিত হইবার পূর্ব্বেই বিবাদস্থল জানিয়া মিলিত হওয়া ভাল এবং তাহাতে বিবাদ উত্থাপন হইবার কারণও অতি অল্পই উপস্থিত হয়।

ইউনিটেরীয়গণের সহিত আমাদের বিরোধের যে কারণ সমূহ বিদ্যমান আছে, সেইগুলির মধ্যবিন্দু যিশুখৃষ্টের প্রতি তাঁহাদের কিছু অতিমাত্র ভক্তি। ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই খৃষ্টকে তাঁহাদের মত অযথা ভক্তি প্রদর্শন করা অকর্ত্তব্য। বাস্তবিক, ব্রাহ্মেরা কোন মনুষ্যকেই, তিনি আমাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও মানবোচিত ভক্তির অতীত ঈশ্বরোচিত ভক্তি উপহার দিতে পারেন না। ইউনিটেরীয়গণ খৃষ্টকে ঈশ্বরের ঠিক নিম্নেই আসন প্রদান করেন। ব্যক্তি বিশেষ ইহার ব্যতিরেকস্থল হইতে পারে কিন্তু আমরা সাধারণতঃ ইউনিটেরীয় সমাজের কথা বলিতেছি। তাঁহারা বলেন যে খৃষ্ট ব্যতিরেকে ঈশ্বরসন্নিধানে যাইবার উপায় নাই; যিশুখৃষ্ট তাঁহার ভক্তদিগের জন্য স্থান ঠিক করিয়া রাখিবেন। তাঁহাদের কর্ত্তৃক খৃষ্টেব ঈশ্বরত্ব অস্বীকৃত হইলেও, সকল মানবসন্তানের উপর তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। তাঁহাকেই "শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্ত্তা" বলা হয়। বাইবেলে লিখিত আছে যে খৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন "আমিই একমাত্র গতি, একমাত্র সত্য, একমাত্র জীবন; কোন মনুষ্যই আমাকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না।" ইউনিটেরীয়গণ খৃষ্টের এই দাবী পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করেন।

তাঁহাদের চক্ষে যিশু কলঙ্করহিত ও পাপলেশহীন পূর্ণ মনুষ্য। তিনিই মনুষ্যদিগের অনুকরণ ও অনুসরণ করিবার পূর্ণ আদর্শ এবং তিনিই মানবের পরম গুরু—তাঁহার প্রত্যেক বাক্য অবনতমস্তকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের মতে যিশুখৃষ্টই সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরের পিতৃভাব লোকসমক্ষে প্রকাশ করেন। অবশ্য যখন তাঁহাদের এই প্রকার মত প্রথম স্থির হইয়াছিল, তখন তাঁহারা জানিতেন না যে খৃষ্টের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্যদের বেদশাস্ত্রে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া উল্লেখ আছে। ইউনিটেরীয়গণ শিশুর নামকরণের সময় "পরমপিতার নামে, পরম পুত্রের নামে এবং পরম পবিত্রাত্মার নামে" এইরূপ বাক্য সকল ব্যবহার করেন। সম্প্রতি তাঁহাদের কোন মুখপত্রে খৃষ্টকে আত্মীয়-স্বজন বলিয়া একটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। *

আমরা ইউনিটেরীয়দিগের সহিত মিলিত হই বা না হই, আমরা যেন খৃষ্টের নাম অযথাভাবে উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিঘ্ন আনয়ন না করি। ব্রাহ্মসমাজের অনেক নেতা এইরূপে যথেষ্ট বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তাঁহারা হয়তো এইরূপ খৃষ্টের প্রতি অতিমাত্র ভক্তি দেখাইয়া স্বদেশীয় খৃষ্টানদিগের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা দেখেন না অথবা দেখিতে চাহেন না যে তাহাতে তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের আস্থা কতটা হারাইয়া বসেন। আমি একটী দৃষ্টান্ত দিব—কোন খ্যাতনামা ব্রাহ্মভ্রাতা তাঁহার পুস্তকে খৃষ্টের নিকট এইরূপে প্রার্থনা করিতেছেনঃ—

'Pray and intercede in the bosom of the Father for those who have put their faith in thee, that, through thy resurrection, we, too, may rise to the mansions where thou sittest at the right hand of God." †

এইরূপ উক্তি সমূহে সহজেই বোধ হয় যে ইউনিটেরীয়গণ খৃষ্টকে যে ভাবে দেখেন ব্রাহ্মভ্রাতাও সেইভাবেই খৃষ্টকে দেখিয়া থাকেন। আমরা খৃষ্ট সম্বন্ধে এরূপ অসংযত বাক্য কিছুতেই ব্যবহার করিতে পারি না। ব্রাহ্মভ্রাতা যদি বলেন যে তাঁহার এই সকল উক্তি রূপক মাত্র অর্থাৎ তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে, আমরা বলি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ কূট ব্যাখ্যা যুক্ত ভাষা ব্যবহার করা উচিত নহে। যদি কেহ তাঁহাকে বলেন যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ পরম আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ অথবা ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের রাধাকৃষ্ণকথা রূপক মাত্র, আমরা তাঁহাকে যতদূর জানি, তাহাতে, বোধ হয়, তিনি সেই সকলের রূপকত্ব অস্বীকার করিয়া, সেই সকল কথাকে অশ্লীল ও অপাঠ্য বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আর যাহাই হউক, তিনি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে ভারতের শাস্ত্রকারগণ এইরূপ রূপক-ভাষা ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। আমরাও বলিতেছি যে খৃষ্টের প্রতি তিনি যেরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন,সেইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া তাঁহার পূর্ব্বেও কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছেন এবং তিনিও করিতেছেন ও তাঁহার অনুসারী ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে করিতে পারেন।

* "And welcome to our Christmas cheer,
Dear Jesus, thou shalt be;
Our guest through all the livelong year,
One of our family."
The Inquirer Dec. 21, 1895.

† Heart Beats P. 153.

আমরা এগুলি হিতৈষণাপ্রণোদিত হইয়াই বলিলাম। ইউনিটেরীয় প্রচারক সাণ্ডার্লাণ্ড সাহেব যেমন আপনার কর্ত্তব্য ভুলেন নাই, তেমনি ব্রাহ্মেরাও যেন প্রশংসালাভের বা স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশায় আপনার কর্ত্তব্য না ভুলেন। আমরা দেখিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একমাত্র আদি ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মসমাজ স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করেন না। যখন সাণ্ডর্লাণ্ড সাহেব আসিলেন, তখন অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রতি যে কতটা সম্মান প্রদর্শন করিবেন যেন ইয়ত্তা করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু সে দিন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-সমাজের দুই জন পরিব্রাজক আসিয়াছিলেন, হায়! ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এক আদি ব্রাহ্মসমাজই তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন, অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজকে সে বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হইতে দেখিলাম না। আমরা অবশ্য সাণ্ডার্লাণ্ড সাহেব অথবা বিদেশ হইতে আগত কোন সাধুপুরুষের সম্মাননা করিতে নিষেধ করিতেছি না। আমরাও বিদেশীয় সাধুপুরুষদিগের সম্মান করিতে জানি এবং করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা বলি বিদেশকে আপনার করিতে গিয়া যেন স্বদেশকে পর করিয়া না ফেলি। কিছুদিন হইল, কোন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত আমাদের ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত আলাপ হইয়াছিল; তিনি অন্যান্য নানা কথার মধ্যে এই একটী কথা বলিলেন যে, যে ব্যক্তির পরিধান থানধুতি এবং যাঁহার পায়ে চটিজুতা আছে বা জুতাই নাই, ব্রাহ্মেরা এপ্রকার আচার্য্যকে কি প্রকারে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে পারেন। ইহাতে আমাদের মনে বড়ই আঘাত লাগিল। ব্রাহ্মদিগের আদর্শ যদি এইরূপ অবনত হইয়া থাকে, তবে ব্রাহ্মসমাজের বিনাশের অধিক বিলম্ব নাই বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়। ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজ যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের এই আশঙ্কা দৃঢ়তর হইয়া আইসে। আমরা তাঁহাদিগকে এইটুকু বন্ধুভাবে বলিতে পারি যে, তাঁহারা যেন খৃষ্টনাম যখন তখন অযথাভাবে উল্লেখ এবং তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মভ্রাতার ভাষা প্রয়োগ না করেন। এই প্রবন্ধে এগুলির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে, যখন ইউনিটেরীয়দিগের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলিতভাবে কার্য্য করিবার কথা হইতেছে, তখন ব্রাহ্মদিগের অনেক সময়ে খৃষ্টীয় প্রভাবে মগ্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পরস্পরের বিচ্ছেদ হইবার অন্যতর অন্তর্নিহিত কারণ এই অযথা খৃষ্টপ্রীতি। আমরা কাতর ভাবে ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন, তাঁহারা পুনরায় খৃষ্টপ্রীতিতে ডুবিয়া পরস্পরের মধ্যে নূতন করিয়া বিরোধ আনয়ন না করেন।

এতক্ষণ আমরা ইউনিটেরীয় সমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের বিবাদস্থল দেখাইয়া আসিলাম। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে মিলনস্থল নাই, তাহাও নহে—মিলনের স্থলও যথেষ্ট রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম একদূর অসাম্প্রদায়িক যে ইহার সহিত সকল ধর্ম্মের মিলনস্থল আছেই, কারণ ইহা সকল ধর্ম্মেরই অন্তর্নিহিত সার ধর্ম্ম সুতরাং এই সূত্রে কে অস্বীকার করিবে

যে ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইউনিটেরীয় সমাজের মিলনস্থল আছে। যেটুকু জীবাত্মা ও পরমাত্মা লইয়া কথা, তাহাতে উভয় সমাজের মধ্যে যথেষ্টই ঐকমত্য আছে। ইউনিটেরীয়গণ অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে সম্ভজন করেন, আমরাও তাহাই করি; তাঁহারা খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেন, আমরাও তাহাই করি। তাঁহারা প্রথম মানবের পতন, সেই সূত্রে মানব প্রকৃতির চিরবিকৃতি, ঈশ্বরের তাহার উপর ক্রোধ ও তজ্জনিত অভিশাপ, অনন্ত নরক এবং তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে যিশুখৃষ্টের ক্লেশপ্রাপ্তি ও মৃত্যু, এই সকল কিছুই স্বীকার করেন না, আমরাও তাহা করি না। তাঁহারাও পৃথিবীর কোন ধর্ম্মসমাজকে এবং বাইবেলকে দেবপ্রভাবোৎপন্ন অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন না; আমরাও তাহা করি না। এইরূপ কয়েকটী বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আমাদের যথেষ্টই মিল আছে। এই সকল বিষয়ে মিলিত হইয়া যাহাতে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা প্রচার হয় তজ্জন্যই আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ সকল বিষয়ে মিলিতে গেলে বড়ই গোলযোগের সম্ভাবনা। সেদিন "ইউনিটেরীয়দিগের সহিত মিলিতভাবে কার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ কমিটির" একটী অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সাণ্ডর্লাণ্ড সাহেবের প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ, এই তিনটী মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হয়। আমরা এই সকলের কিছুমাত্র বিরোধী নহি। কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম প্রস্তাবে যে, নূতন মুখপত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য ইউনিটেরীয়দিগের নিকটে সাহায্য-গ্রহণের উল্লেখ আছে, আমরা এরূপ অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকটে বিশেষ ভাবে সাহায্য-গ্রহণের সম্পূর্ণ বিরোধী। অনেকে জানিতে পারেন যে, অনেক স্থলে কোন প্রজাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে হইলে জমীদার তাহাকে টাকা ধার দিতে থাকেন। সেই প্রজা তখন কৃতজ্ঞতাভারে এবং ঋণভারে অবনত হইয়া সহজে বিপক্ষতা করিতে পারে না। ইহাও অনেকে জানেন যে ঠিক এই ভাবে এক গবর্ণমেণ্ট অপর গবর্ণমেণ্টকে কোটি কোটি টাকা ধার দিয়া থাকেন। সেইরূপ, যদিও ইউনিটেরীয়গণ ব্রাহ্মদিগকে টাকা ঋণস্বরূপে না দিয়া সাহায্য স্বরূপেও দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মগণ অধিকতর কৃতজ্ঞতাভারে এতদূর অবনত হইয়া পড়িবেন যে, তাঁহারা ইউনিটেরীয়দিগের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে উত্থান-শক্তি-রহিত হইয়া পড়িবেন। আর যদি কোন বিষয়ে, এমন কি সত্যের অনুরোধেও, তাঁহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রাপ্ত ব্রাহ্মেরা দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলেও তাঁহারা অশেষ নিন্দার ভাগী হইবেন। বন্ধুভাবে এই কয়েকটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

নদীতে দুইটী ঘটনা।

(মহর্ষির নিজের কথা)

১৭৮৪ শকের ৩রা আশ্বিনে দুর্গাপূজার অবসরে, বীরেন্দ্রনাথ ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া বোটে চড়ে জলপথে বেড়াতে গেলেম। কতক দিন চলে যেতে যেতে দশমী তিথিতে একটি প্রশান্ত সুদৃশ্য গঙ্গার কোলে সন্ধ্যার সময় পৌঁছে তথায় সমস্ত রাত্রি যাপন করিলাম। আমি প্রতাপ মজুমদারকে বলিলাম দেখ, দশমী তিথিতে গঙ্গার কেমন শান্ত ভাব রয়েছে, মাতা প্রকৃতি যেন

আমরা এগুলি হিতৈষণাপ্রণোদিত হইয়াই বলিলাম। ইউনিটেরীয় প্রচারক সাণ্ডার্লাণ্ড সাহেব যেমন আপনার কর্ত্তব্য ভুলেন নাই, তেমনি ব্রাহ্মেরাও যেন প্রশংসালাভের বা স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশায় আপনার কর্ত্তব্য না ভুলেন। আমরা দেখিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একমাত্র আদি ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মসমাজ স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করেন না। যখন সাণ্ডর্লাণ্ড সাহেব আসিলেন, তখন অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রতি যে কতটা সম্মান প্রদর্শন করিবেন যেন ইয়ত্তা করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু সে দিন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-সমাজের দুই জন পরিব্রাজক আসিয়াছিলেন, হায়! ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এক আদি ব্রাহ্মসমাজই তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন, অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজকে সে বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হইতে দেখিলাম না। আমরা অবশ্য সাণ্ডার্লাণ্ড সাহেব অথবা বিদেশ হইতে আগত কোন সাধুপুরুষের সম্মাননা করিতে নিষেধ করিতেছি না। আমরাও বিদেশীয় সাধুপুরুষদিগের সম্মান করিতে জানি এবং করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা বলি বিদেশকে আপনার করিতে গিয়া যেন স্বদেশকে পর করিয়া না ফেলি। কিছুদিন হইল, কোন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত আমাদের ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত আলাপ হইয়াছিল; তিনি অন্যান্য নানা কথার মধ্যে এই একটী কথা বলিলেন যে, যে ব্যক্তির পরিধান থানধুতি এবং যাঁহার পায়ে চটিজুতা আছে বা জুতাই নাই, ব্রাহ্মেরা এপ্রকার আচার্য্যকে কি প্রকারে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে পারেন। ইহাতে আমাদের মনে বড়ই আঘাত লাগিল। ব্রাহ্মদিগের আদর্শ যদি এইরূপ অবনত হইয়া থাকে, তবে ব্রাহ্মসমাজের বিনাশের অধিক বিলম্ব নাই বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়। ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজ যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের এই আশঙ্কা দৃঢ়তর হইয়া আইসে। আমরা তাঁহাদিগকে এইটুকু বন্ধুভাবে বলিতে পারি যে, তাঁহারা যেন খৃষ্টনাম যখন তখন অযথাভাবে উল্লেখ এবং তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মভ্রাতার ভাষা প্রয়োগ না করেন। এই প্রবন্ধে এগুলির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে, যখন ইউনিটেরীয়দিগের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলিতভাবে কার্য্য করিবার কথা হইতেছে, তখন ব্রাহ্মদিগের অনেক সময়ে খৃষ্টীয় প্রভাবে মগ্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনাও আছে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পরস্পরের বিচ্ছেদ হইবার অন্যতর অন্তর্নিহিত কারণ এই অযথা খৃষ্টপ্রীতি। আমরা কাতর ভাবে ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন, তাঁহারা পুনরায় খৃষ্টপ্রীতিতে ডুবিয়া পরস্পরের মধ্যে নূতন করিয়া বিরোধ আনয়ন না করেন।

এতক্ষণ আমরা ইউনিটেরীয় সমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের বিবাদস্থল দেখাইয়া আসিলাম। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে মিলনস্থল নাই, তাহাও নহে—মিলনের স্থলও যথেষ্ট রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এতদূর অসাম্প্রদায়িক যে ইহার সহিত সকল ধর্ম্মের মিলনস্থল আছেই, কারণ ইহা সকল ধর্ম্মেরই অন্তর্নিহিত সার ধর্ম্ম। সুতরাং এই সূত্রে কে অস্বীকার করিবে

যে ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইউনিটেরীয় সমাজের মিলনস্থল আছে। যেটুকু জীবাত্মা ও পরমাত্মা লইয়া কথা, তাহাতে উভয় সমাজের মধ্যে যথেষ্টই ঐকমত্য আছে। ইউনিটেরীয়গণ অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে সম্ভজন করেন, আমরাও তাহাই করি; তাঁহারা খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেন, আমরাও তাহাই করি। তাঁহারা প্রথম মানবের পতন, সেই সূত্রে মানব প্রকৃতির চিরবিকৃতি, ঈশ্বরের তাহার উপর ক্রোধ ও তজ্জনিত অভিশাপ, অনন্ত নরক এবং তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে যিশুখৃষ্টের ক্লেশপ্রাপ্তি ও মৃত্যু, এই সকল কিছুই স্বীকার করেন না, আমরাও তাহা করি না। তাঁহারাও পৃথিবীর কোন ধর্ম্মসমাজকে এবং বাইবেলকে দেবপ্রভাবোৎপন্ন অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন না; আমরাও তাহা করি না। এইরূপ কয়েকটী বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আমাদের যথেষ্টই মিল আছে। এই সকল বিষয়ে মিলিত হইয়া যাহাতে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা প্রচার হয় তজ্জন্যই আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ সকল বিষয়ে মিলিতে গেলে বড়ই গোলযোগের সম্ভাবনা। সেদিন "ইউনিটেরীয়দিগের সহিত মিলিতভাবে কার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ কমিটির" একটী অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সাণ্ডর্লাণ্ড সাহেবের প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ, এই তিনটী মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হয়। আমরা এই সকলের কিছুমাত্র বিরোধী নহি। কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম প্রস্তাবে যে, নূতন মুখপত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য ইউনিটেরীয়দিগের নিকটে সাহায্য-গ্রহণের উল্লেখ আছে, আমরা এরূপ অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকটে বিশেষ ভাবে সাহায্য-গ্রহণের সম্পূর্ণ বিরোধী। অনেকে জানিতে পারেন যে, অনেক স্থলে কোন প্রজাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে হইলে জমীদার তাহাকে টাকা ধার দিতে থাকেন। সেই প্রজা তখন কৃতজ্ঞতাভারে এবং ঋণভারে অবনত হইয়া সহজে বিপক্ষতা করিতে পারে না। ইহাও অনেকে জানেন যে ঠিক এই ভাবে এক গবর্ণমেণ্ট অপর গবর্ণমেণ্টকে কোটি কোটি টাকা ধার দিয়া থাকেন। সেইরূপ, যদিও ইউনিটেরীয়গণ ব্রাহ্মদিগকে টাকা ঋণস্বরূপে না দিয়া সাহায্য স্বরূপেও দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মগণ অধিকতর কৃতজ্ঞতাভারে এতদূর অবনত হইয়া পড়িবেন যে, তাঁহারা ইউনিটেরীয়দিগের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে উত্থান-শক্তি-রহিত হইয়া পড়িবেন। আর যদি কোন বিষয়ে, এমন কি সত্যের অনুরোধেও, তাঁহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রাপ্ত ব্রাহ্মেরা দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলেও তাঁহারা অশেষ নিন্দার ভাগী হইবেন। বন্ধুভাবে এই কয়েকটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

নদীতে দুইটী ঘটনা।

(মহর্ষির নিজের কথা)

১৭৮৪ শকের ৩রা আশ্বিনে দুর্গাপূজার অবসরে, বীরেন্দ্রনাথ ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া বোটে চড়ে জলপথে বেড়াতে গেলেম। কতক দিন চলে যেতে যেতে দশমী তিথিতে একটি প্রশান্ত সুদৃশ্য গঙ্গার কোলে সন্ধ্যার সময় পৌঁছে তথায় সমস্ত রাত্রি যাপন করিলাম। আমি প্রতাপ মজুমদারকে বলিলাম দেখ, দশমী তিথিতে গঙ্গার কেমন শান্ত ভাব রয়েছে, মাতা প্রকৃতি যেন

এখন সহাস্য বদনে আমাদের সান্ত্বনা করিতেছেন। বিজয়া দশমীর কি রমণীয় ভাব! এই বিজয়া দশমীতে সমস্ত ভারতভূমি ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতেছে, পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতেছে, পিতা মাতা পুত্রদিগের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিয়া স্নেহভাবে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন; রাজারা প্রজাদের উপহার গ্রহণ করিতেছেন; সমুদয় ভারতভূমি আনন্দে উৎসাহে প্রফুল্লিত রহিয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ক্রমে ক্রমে আকাশকে আচ্ছন্ন করিতেছে, আমরা বোট খুলিয়া সেখান হইতে গঙ্গার প্রতিস্রোতে চলিলাম। সে স্রোত প্রবলবেগে বহিতেছে, অতি কষ্টে তাহা অতিক্রম করিয়া তাহার বিপরীত দিকে চলিতে লাগিলাম। খানিক দূর যেতে যেতে, আবার প্রতিকূলে বাতাস উঠিল, তখন দাঁড়িরা গুণটেনে বোটকে আর চালাতে পারচে না, বোট সেই স্রোতের মধ্যে ভয়ানক ভাবে জলে ডুবচে উঠ্‌চে, মাঝি বলে আর বোট চলে না, হুকুম হয় যদি আবার সেই কোলে যেয়ে থাকি। কাজে কাজে আবার সেই দিনের সন্ধ্যাতে কোলে ফিরে এসে থাক্‌লেম। কল্যকার দশমী আর নাই, গঙ্গার আর সেই প্রশান্ত ভাব নাই, বোট তরঙ্গের উপরে দোলায়মান। এইভাবে সমস্ত রাত্রি চলে গেল। তার পরদিন প্রাতঃকালে উঠে দেখি আরো প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছে, দু তিনটে লোঙ্গড় ফেলে আমাদের বোটকে মজ্‌বুত করে রাখিলাম, তথাপি সে তরঙ্গের মধ্যে টলমল করিতে লাগিল, তাকে স্থির করে রাখা গেল না, আমরা স্নান করে প্রায় দুপুরের সময় উপাসনা করিতে বসিলাম। এমন সময় বোটের বাহির হতে মাঝিরা সকলে মিলে চিৎকার করিতেছে, সামাল সামাল। সেই গোলমালে আমাদের উপাসনা ভঙ্গ হয়ে গেল, আমরা তাড়াতাড়ি বোটের ডেকের উপর যেয়ে দেখি যে একটা বড় বোঝাই পান্‌সি লোঙ্গড় ছিঁড়ে অতি বেগে আমাদের বোটের দিকে আস্‌চে, সেই বড় বোঝাই পান্‌সির দাঁড়িরা তাকে আর সামলাতে পার্‌চে না, ঠিক্ আমাদের বোটের কাছাকাছি এসে পাস দিয়ে চলে গেল, আর একটু কাছে এলেই বোটের উপরে পড়ে বোটটিকে ডুবিয়ে দিত। এইখানেই আমরা ঈশ্বরের কৃপা ও অপার করুণা প্রত্যক্ষ করিলাম। এ সময় তিনি ভিন্ন আর কেহই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা ছিল না। বিপদের মধ্যে যেমন তাঁকে সাক্ষাৎ দেখা যায় এমন আর কোন সময় না; এরই জন্য শ্রীমৎভাগবতে ঈশ্বরের নিকট কুন্তীর এই প্রার্থনা দেখা যায়, হে জগৎগুরু! আমাদের বারংবার বিপদ হোক যেহেতু আমরা বিপদের সময়ই তোমাকে দেখিতে পাই এবং ধন্য হই। আমার ভাগ্যে বোটের উপর এ প্রকার বিপদ অনেক বার পড়েছে, অনেক বার তাঁর করুণা অনুভব করে ধন্য হয়েছি।

এই যে বোটের বিপদের কথা তোমাকে বলিলাম এ হইতেও একটি ভয়ানক সাংঘাতিক বিপদ হতে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছিলেন। সে ঘটনা এখন স্মরণ হলে আমার হৃদয় কম্পিত হয়। একদিন আমি বাড়িতে বসে আছি। আমার কাছে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও কালীকৃষ্ণ দত্ত রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে কথায় কথায় আমি বলিলাম আজ অমাবস্যার রাত্রে জোরে খুব জোয়ার আস্‌বে, সেই সময় বোটে করে অনেকটা ঘুরে আসতে পারব, তাতে বড় আমোদ হবে। তাঁরা আমার কথায় সায় দিলেন। তখনি একটা বোট ভাড়া করে সন্ধ্যার সময় জগন্নাথের ঘাটে রেখে দিলেম। দুই প্রহর রাত্রে জোয়ার আসবে তার আগেই বোটে গিয়ে আমরা বসে রহিলাম। সেই দুই প্রহর রাত্রের জোয়ার আসিলেই মাঝিরা বোট খুলে দিলে। সেই জগন্নাথের ঘাটে বড় নৌকার জাহাজের ভিড়, সেই সকল নৌকা ও জাহাজ সাম্‌লে সাম্‌লে মাঝিরা বোট চালাতে লাগল, সেই অন্ধকার রাত্রিতে ঐ নৌকার ভিড়ের মধ্যে বোট দ্রুতবেগে চল্‌তে লাগিল। বড় ভয়ানক! অমাবস্যার জোয়ারের প্রবল বেগ, অতি কষ্টে সকল নৌকা ও জাহাজ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যেতে যেতে একটা ভারি ভাঙ্গা জাহাজে জোরে আঘাৎ লেগে গেল, অমনি হালটি একবারে ভেঙ্গে গেল। এখন একেই ত নৌকার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে নৌকা চালাতে পাচ্ছিল না; তাতে হাল ভেঙ্গে গিয়ে তাদের হাত বন্দ হয়ে গেল, অতএব এখন আর রক্ষা কোথায়; কিন্তু বোট সেই জোয়ারের প্রবল বেগে চলে আসপাসের সকল নৌকা বাঁচিয়ে আপনা আপনি চলিতে লাগিল, মাঝি বলচে দাঁড়িদের লোঙ্গড় ফেল লোঙ্গড় ফেল, যখন মাঝিরা লোঙ্গড় ফেলিল তখন বোট বাগবাজারের ঘাটে। লোঙ্গড় ফেল এই কথা বল্‌তে বল্‌তে জোয়ারের টানে একবারে বাগবাজারের ঘাটে এসে উপস্থিত। সেই প্রবল জোয়ারের টানে বিনা হালে বিনা দাঁড়ে, বোঝাই পান্‌সির ভিড়ের মধ্যে জগন্নাথের ঘাট হতে বাগবাজারের ঘাটে নিরাপদে নৌকা কে চালালে? বোট সে অন্ধ শক্তিতে চালিত হয় নাই; কিন্তু সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের রক্ষণী শক্তিতেই চালিত হইয়া নিরাপদে বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই ঘোরতর বিপদ হতে আমরা প্রাণ নিয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়িতে ফিরে এলেম। ধন্য জগদীশ্বর! তুমি বিনা কর্ণধার কেহ নাহি আর আমার, সঙ্কটপূরিত ঘোর ভবার্ণব তারে কোন্ কাণ্ডারী।

ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা।*

ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে জানিতে হইবে যে ব্রহ্ম কি, তাঁহার উপাসনা কিরূপে করিতে হয়, এবং ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতাই বা কোথায়। এই তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট ধারণা করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না। ব্রহ্ম যিনি তিনি মহানশক্তি অন্তর্য্যামী শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব নিরবয়ব ও পরিপূর্ণ। তিনি পবিত্রতার উৎস, শান্তির প্রস্রবণ। পুষ্পোদ্যান হইতে সুগন্ধ নিঃসৃত হইয়া যেমন চারিদিকের বায়ুকে আমোদিত করে, তেমনি ব্রহ্মের সংস্পর্শে মনুষ্যের আত্মায় পবিত্রতার সঞ্চার হয়। উপাসনা অর্থে ব্রহ্মের সমীপস্থ হওয়া। বিদ্যার্থী গুরুর নিকট গেলে যেমন তাঁহার প্রভাব শিষ্যে প্রকটিত হয়, তাঁহার জ্ঞান শিষ্যে বিকশিত হয়, তেমনি ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বরের প্রভাব আমাদের আত্মায় অবতীর্ণ হয়।

একদিকে পরমাত্মা, অন্যদিকে জীবাত্মা। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতির আবরণ। এই

* গত ১৭ই চৈত্র রবিবার সায়াহ্নে আর্য্যসমাজের প্রচারক পণ্ডিত নিত্যানন্দ স্বামী আদি ব্রাহ্মসমাজের তৃতল গৃহে বহু সংখ্য শ্রোতার সমক্ষে "ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা" সম্বন্ধে হিন্দি-ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহার সারাংশ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বঙ্গভাষায় সঙ্কলন করিয়াছেন। আমরা আদরের সহিত এই স্থলে তাহা প্রকাশ করিলাম।

প্রকৃতির আবরণ ভেদ করিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মে সংস্থিত হইতে হইবে। আমাদিগকে যদি দূর দেশে গমন করিতে হয় ও মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান থাকে, তবে তাহা পার হওয়া কঠিন। কিন্তু আমাদিগকে যে সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহার তুলনায় প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতাই বা কোথা! অধিক হয় ত সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য ৫ মাইল। যদি বায়ু-সাগর অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়, তাহার গাম্ভীর্য্য কিছু ১২৫ মাইলের অধিক নহে। যদি আলোক-সাগর উত্তীর্ণ হইতে হয়,তাহার গাম্ভীর্য্য কিছু সূর্য্যকিরণ বা নক্ষত্রকিরণের পারগামী নহে। কিন্তু প্রকৃতি-সমুদ্রের গভীরতায় এ সকলই পরাভূত। প্রকৃতির ভীষণ তরঙ্গ আত্মার উপরে পড়িয়া অন্তর্দ্দেশকে আলোড়িত করিয়া তোলে। জলের সমুদ্র পার হইতে নৌকা—বড় হয় ত অর্ণবযানের প্রয়োজন; কিন্তু প্রকৃতির তরঙ্গের নিকট দেহতরী নিতান্তই দুর্ব্বল। কাম ক্রোধ লোভ মোহের তরঙ্গ অনবরত চারিদিকে ছুটিতেছে। জ্ঞানের নৌকা ভিন্ন এ ভীষণ জলধি কিছুতেই পার হওয়া যায় না।

অতএব জ্ঞানের সুপোত নির্ম্মাণ কর। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন এ সমুদ্র কিছুতেই উত্তীর্ণ হইবার আশা নাই।

ধনী দরিদ্র সকলেই দুঃখ ক্লেশে অত্যন্ত ক্লিষ্ট। সাধারণ পুরুষ অপেক্ষা বরং ধনবানের গৃহে দুঃখের আধিক্য। সংসারের ভিতরে থাকিতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই। পিপীলিকা হইতে হস্তী পর্য্যন্ত সকলেরই বাসনা যে "সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মে মা ভূঃ"। আমার সুখ হউক দুঃখ যেন না হয়। ইন্দ্রিয়জনিত যে সুখ তাহা নিতান্তই অস্থায়ী—আগমাপায়ী। শীতবস্ত্র গ্রীষ্মকালে পরিধান কর, তাহা হইতে আর সুখ পাইবে না। যাহা এক সময়ে সুখপ্রদ পরক্ষণে তাহা বিষতুল্য। এইরূপ পৃথিবীর যাবতীয় সুখ ক্ষণভঙ্গুর; শাশ্বত সুখ ইহা হইতে বহুদূরে। সেই সুখ আমার চাই যাহা হইতে আর বিচ্যুতি হয় না, সেই আনন্দ আমার চাই, যাহা হইতে আর কোন কালে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সে সুখ পাইতে হইলে সাধনা চাই, বিনা সাধনে সে সুখের প্রত্যাশা কোথায়।

ব্রহ্ম বস্তু সর্ব্বাগ্রে নির্দ্ধারণ কর। তিনি কিছু স্বর্গে একদেশব্যাপী হইয়া বিরাজ করিতেছেন না যে সেখানে গিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইতে হইবে। উপাসনার অর্থ কিছু ইহা নহে। গৌতম সূত্রে তত্ত্ব নিরূপণের তিনটি উপায়, প্রতিতন্ত্র, পরতন্ত্র, সর্ব্বতন্ত্র। সর্ব্বতন্ত্র অর্থাৎ যাহা সকলে মানে। আমার হস্তে এই যে কাষায় বস্ত্র রহিয়াছে, ইহাকে সকলেই কাষায় বস্ত্র বলিবে, এই যে ভূমি দেখিতেছ ইহাকে সকলেই ভূমি বলিবে। ইহা যে বস্ত্র নহে, ভূমি নহে কেহই বলিতে পারিবে না। তেমনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধ, সকলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে।

এক সময় যখন আমি বোম্বাই নগরে বক্তৃতা করিতে যাই, সভাপতি মাননীয় জজ রেনেডে মহাশয় বলিলেন যে আপনার আসিতে ৫ মিনিট বিলম্ব হইয়াছে। আমি নিজের ঘটিকা দেখাইয়া বলিলাম যে আমি যথা সময়ে আসিয়াছি। সমাগত শ্রোতার মধ্যে আরও দুই চারি জন ঘড়ি খুলিলেন, দেখা গেল সকলগুলির মধ্যে

বৈষম্য রহিয়াছে। আমরা ক্ষুদ্র ঘটিকা চালাইতে পারি না, কিন্তু এই যে চন্দ্র সূর্য্য আকাশে বিঘূর্ণিত হইতেছে তাহাদের উদয়াস্তের ত তারতম্য হয় না। ইহা হইতে ঈশ্বরের জ্ঞানের পরিমাণ কর। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ১৩½ লক্ষ গুণ বৃহৎ, কিন্তু দেখ সেই সুপ্রকাণ্ড সূর্য্য আমাদের সর্সপপরিমিত নেত্র-কণীনিকায় প্রতিবিম্বিত হয়।

বিনা শক্তিতে কার্য্য হয় না। শরীরে শক্তি রহিয়াছে, সেই জন্য আমরা হস্ত পদ সঞ্চালন করিতেছি। যখন এই শক্তির তিরোধান হয়, তখন আর ক্রিয়া হয় না। এই জীবশক্তিই আমাদের সর্ব্বস্ব। এইরূপ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে এক শক্তি রহিয়াছে,যাহাতে এই সংসার চলিতেছে। হার্বার্ট স্পেনসার ইহাও বলেন যে ঐ শক্তিতে দয়া আছে। দয়া না থাকিলে কবে চন্দ্র সূর্য্য পরস্পরের উপর পতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। তাহাদের সংরক্ষণ হইত না। আস্তিক ও নাস্তিক সকলেই এই শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আস্তিকেরা বলেন এই শক্তিতে চৈতন্য আছে, দয়া আছে,বিবেচনা আছে, জ্ঞান আছে। নাস্তিকদিগের মধ্যে আবার দুইটি দল। কেহ বলেন এ শক্তি জড়শক্তি, কেহ বলেন এ শক্তি যাহাই হউক জানিবার আবশ্যক নাই।

বেদান্ত শাস্ত্রের ১ম অধ্যায়ে ৫ম সূত্রে আছে "ইক্ষতের্নাশব্দং" অর্থাৎ এই জড়শক্তি জগতের স্রষ্টা নহে, কেন না বেদ জড়শক্তি—এই প্রকৃতির জগৎকর্ত্তৃত্ব বলেন নাই। ইক্ষতি অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্কল্প কারণসাপেক্ষ। সৃষ্টিসঙ্কল্প চৈতন্যের ধর্ম্ম, জড়শক্তি বা প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে। এই অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টি কর, দেখিবে ইহাতে প্রবেশের দ্বার রহিয়াছে, বায়ু চলাচলের জন্য জানালা রহিয়াছে, ইহাতে দীপাধার রহিয়াছে,ইহাতে জ্ঞানের কার্য্য কত রহিয়াছে। যিনি নেত্রের কণীনিকা নির্ম্মাণ করিয়া সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থকে তাহাতে প্রতিবিম্বিত করাইতেছেন, না জানি তাঁহার কত বিচারশক্তি! যিনি পৃথিবী অপেক্ষা ১৩½ লক্ষগুণ বৃহৎ সূর্য্যকে ক্ষুদ্র চক্ষুতে প্রতিফলিত করান,না জানি তাঁহার কত ধীশক্তি। বৃক্ষ অঙ্গারক বায়ু গ্রহণ করিয়া অম্লজান বায়ু উদ্গার করে। এই অম্লজান বায়ু নিঃশ্বাসের সহিত ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া রক্তকে পরিষ্কৃত করে। ইহার ভিতরে কি বিচার-শক্তি দেখা যায় না? সূর্য্য বৃহস্পতি ও শুক্র এমন স্থানে স্থাপিত রহিয়াছে যে তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষণের সম্ভাবনা নাই, ইহা দেখিয়া চৈতন্য শক্তির ভাব কি আমাদের মনে প্রতিভাত হয় না?

যাঁহারা বলেন প্রকৃতির পরিণামান্তর (Evolution) হইয়া জগৎ এই বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, তাঁহারা এতই ভুল বুঝেন, যেমন দুই ও দুই এর সমষ্টি পাঁচ বা সাত। এই জগৎ আপনা হইতে রচিত হয় নাই। ন্যায়মুক্তাবলী বলেন "কার্য্য কর্ত্তৃজন্য হয়"। এই যে সুগোল পৃথিবী ইহা অবশ্যই কার্য্য; ন্যায়ের সিদ্ধান্ত যে ইহার অবশ্যই কর্ত্তা আছে। এই পৃথিবী অনাদিসিদ্ধ গোলক নহে। বিজ্ঞান বলেন এই জগৎ প্রথমে বায়বীয় অবস্থায় ছিল, পরে দ্রব হইয়া আসিল, পরে ঘনত্ব অবস্থা পাইল। Evolution বাদীরা এই পর্য্যন্ত মানেন।

এই যে বস্ত্রখণ্ড আমার হস্তে রহিয়াছে ইহা তন্তু-সম্মিলন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাতে তন্তু সংযোগ হইয়াছে বলিলেই স্বীকার করিতে হইবে এক সময়ে

তন্তুর বিয়োগ ছিল। পৃথিবী পরমাণুর সংযোগমাত্র সুতরাং পূর্ব্বে পরমাণুর বিয়োগ ছিল অর্থাৎ পৃথিবী পূর্ব্বে এরূপ অবস্থায় ছিল না; নির্ম্মাতা কর্ত্তৃক সংযোজনের আবশ্যকতা আছে ইহাই অনুমান। কেহ হয়ত বলিবেন আকর্ষণ-বলে মিলিয়াছে। নিউটন কিছু এই আকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক নহেন। সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে ভাস্করাচার্য্য এই অদৃষ্ট শক্তি বহুকাল পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়া যান।

অদৃষ্টশক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে।

বেদের ভিতরেও এই আকর্ষণ শক্তির উল্লেখ আছে। আকর্ষণ শক্তি দ্বারা নয় স্বীকার করিলাম অণু সকল মিলিয়াছে; কিন্তু বিয়োগ হয় কেমন করিয়া। বিয়োগ শক্তি ত পৃথিবীতে নাই। বলিতে পার বায়ু বিয়োগ করিয়া দেয়। কিন্তু বায়ু কি? উহাতেও ত পরমাণু আছে, সুতরাং বায়ুর পরমাণুর সংযোগ বিয়োগের জন্য স্বতন্ত্র শক্তির আবশ্যক। অনেকে বলিবেন উত্তাপ। কিন্তু উত্তাপ কি, বিলাতীয় বৈজ্ঞানিকেরা বলিবেন ইহা গতির পরিণাম (Result of Motion)। কিন্তু এই গতি কোথা হইতে হইল তাহার নির্ণয় নাই। কিন্তু আমরা বলিতে পারি যে সেই এক চৈতন্যময় পুরুষ হইতে এ সমুদায় হইতেছে। ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। সূর্য্য চন্দ্র তারা বিদ্যুত অগ্নি ইহারা কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" চারিদিকে তাঁহার শক্তির পরিচয়, জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া সৃষ্টিক্রিয়া তাঁহার স্বাভাবিক। পরমাত্মশক্তি হইতেই এই সকলে গতি ও বল লাভ করিয়াছে। তাঁহা হইতেই এ সকলই জন্মিয়াছে।

সকল কার্য্যই জ্ঞানাধীন। ইচ্ছা হইল ক্রিয়াজনক স্নায়ু দ্বারা আমাদের হস্তপদাদি চালিত হইল। নিদ্রাবস্থায় জ্ঞান-শক্তির ন্যূনতা হয় এই জন্য হস্তপদাদি শিথিল হইয়া আইসে। যখন সকল জ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন লোকের মৃত্যু ঘটে। এই জ্ঞানশক্তিই জীবন। এই জ্ঞানশক্তিরই সব ক্রিয়া। বাষ্পীয় যন্ত্র আপনা হইতে চলে না, চালকের আবশ্যক। তাড়িতের সংবাদ আপনা হইতে যায় না, লোকের প্রয়োজন। যাহা কিছু হয় সব জ্ঞানশক্তি-প্রভাবে। এই জ্ঞানশক্তির অভাবই মৃত্যু।

আমরা যাঁহাকে জ্ঞানশক্তি ও চৈতন্যশক্তি বলিয়া জগতের কর্ত্তা নির্দ্দেশ করি, নাস্তিকেরা তাঁহাকে জড়শক্তি বলে। বাস্তবিক এই শক্তি জড় কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। যখন ইংরাজেরা বেলুচিস্তানে রাজ্যবিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন, চারিদিকে লৌহবর্ত্ম বিনির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইল তখন একদল সৈন্য রেলে করিয়া ঐ দেশের মধ্যে প্রবেশ করে। বেলুচিগণ তরবারি লইয়া তাঁহাদের উপরে পতিত হইল, ঘোর সংগ্রামে ইংরাজসৈন্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল, কেহই বাঁচিল না। বেলুচিরা রেলে চড়িয়া ইঞ্জিনকে বলিল চল, ইঞ্জিন নড়িল না। কে নড়াইবে, তাহারা ত চালাইবার সন্ধান জানিত না। অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল দেখ তুমি (কাফেরের) বিধর্ম্মীর আজ্ঞায় চলিতেছিলে, আর আমরা মুসলমান ধার্ম্মিক পবিত্র জাতি, আমাদের হাতে চলিবে না, চল। ইঞ্জিন নড়িল না, সমভাবেই রহিল। তাহারা বুঝিল মিষ্ট কথায় নড়িবে না, বল প্রয়োগ আবশ্যক। তরবারি লইয়া ইঞ্জিনকে আঘাত করিল। এঞ্জিন নিশ্চল। বেলুচিগণ ক্রোধে অধীর হইয়া গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল এবং প্রস্তরখণ্ড লইয়া উপর্য্যুপরি ইঞ্জিনে আঘাত করিতে লাগিল। কোন ফল হইল না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। তাই বলিতে ছিলাম জ্ঞানের অভাবে জড়শক্তি এঞ্জিন চলিল না, ব্রহ্মাণ্ড চলিবে কিরূপে?

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং" যাঁহাকে মন জানিতে পারে না, কিন্তু যিনি আমাদের প্রত্যেক মননকে জানেন, "যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বাক্য-মন প্রভৃতি সকলই যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন, তিনি আত্মার বিষয়। তিনি "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" "নিহিতং গুহায়াং" তিনি আত্মার মধ্যে বিরাজিত। তিনি চৈতন্য শক্তি, তিনি প্রত্যেক অণুতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ"। অস্ত্র দ্বারা ইহাঁকে আঘাত করা যায় না, অগ্নি দ্বারা ইহাঁকে দাহ করা যায় না। ইনি অণুর মত ক্ষুদ্র নহেন, কিন্তু ইনি অণুর মত ব্যাপক, আকর্ষণের মত ব্যাপক। পৃথিবী জল হইতে ব্যাপক, জল হইতে বায়ু, বায়ু হইতে আকাশ ব্যাপক এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। কিন্তু এই যে ব্রহ্ম সর্ব্বস্মাৎ সূক্ষ্মতরং এই সমুদায় হইতে সূক্ষ্মতর অতএব অধিকতর ব্যাপক। আকাশ অর্থে শূন্য নহে (কাশ দিপ্তৌ আ সমন্তাৎ প্রকাশতে) যাহা আলোকের বিস্তারক বা প্রকাশক তাহাই আকাশ, আকাশ অর্থে নীহারিকা ইথার। বায়ু যেমন শব্দের বাহন, আকাশ তেমনি আলোকের। এই আকাশ সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক; কিন্তু শূন্য আকাশ হইতে ব্যাপক, আবার ঈশ্বর এ সকলের হইতে ব্যাপক। কালকৃতবৃদ্ধতা দেশকৃতবৃদ্ধতা জ্ঞানকৃত বৃদ্ধতা তাঁহাতে আছে। পলিত শির কিছু বৃদ্ধতার লক্ষণ নহে; "ন তেন বৃদ্ধো-ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ"। তাঁহাতে ন্যায় দয়া প্রেম মঙ্গলভাবের বৃদ্ধতা আছে, এই জন্য তিনি ব্রহ্ম।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যাঁহার সমীপস্থ হওয়া যায়, তাঁহার গুণ ও তাঁহার প্রভাব তাহাতে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার সমীপস্থ হওয়া কিরূপ। "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ" তিনি চলেন, তিনি চলেন না (সর্ব্বত্র স্থিতিহেতু) তিনি সকলের অন্তরেও আছেন বাহিরেও আছেন। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং" সর্ব্বত্র তাঁহার হস্তপদ সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক। "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং" সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য তিনি প্রকাশ করেন কিন্তু তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার স্বরূপ এমনি পবিত্র যে কোন পদার্থের মলিনতা তাঁহাতে লাগে না। তাঁহাকে এরূপে সাধনা কর, যেন সকল সময়েই অনাহত ধ্বনি কর্ণে শ্রবণ করিতে পাও। তিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন। তিনি আত্মার বিষয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলকে বাহির হইতে প্রত্যাহৃত করত আত্মাতে সন্নিবেশ পূর্ব্বক সমাধিবলে তাঁহাকে দর্শন কর। ইহাই ব্রহ্মোপাসনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষা দিতে হইলে কত কষ্ট না স্বীকার করিতে হয়, উদরান্ন সংগ্রহের জন্য কত না পর্য্যটন করিতে হয়, লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহের জন্য কত পরিশ্রমের না আবশ্যক। কোটিমুদ্রা

লাভের জন্য আরও কত না আয়াসের প্রয়োজন, রাজ্যলাভের জন্য কত না নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, কিন্তু সেই অমূল্য ধন ঈশ্বররত্নকে লাভ করিবার জন্য যে কত সাধনার আবশ্যক তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আমরা ঈশ্বরের পথে যাইব না, বিচার করিব না, অথচ বলিব ঈশ্বর নাই। তোমার শক্তি পরিচ্ছিন্ন অথচ তুমি বলিতে চাও যে সেই মহানশক্তি ঈশ্বর নাই। কি ভয়ানক বিড়ম্বনা!

রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে তাহার যোগ্য হওয়া চাই। রাজসভার সভ্য হইতে পারিলে, তাঁহার দর্শন মিলে। সেইরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে আপনাকে তাঁহার যোগ্য করিতে হইবে। শরীর মন আত্মাকে পবিত্র করিতে হইবে। পাপ চঞ্চলতা ও অজ্ঞানতাকে পরিহার করিতে হইবে এবং সমাধিবলে তাঁহার বিমল আনন্দ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে হইবে। ইহা মুখের কথা নহে, অনুভব চাই পরিশ্রম চাই তবেই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে।

আমাদের শাস্ত্রে আছে, যাহারা প্রভাতে ও সায়াহ্নে ঈশ্বরের উপাসনা না করেন জাতিচ্যুত করাই তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু আমাদের মধ্যে সেরূপ নিষ্ঠা কোথায়। ব্রহ্মমুহূর্ত্ত নিদ্রায় কাটিয়া যায়, সায়াহ্ন হাস্যোল্লাসে অতিবাহিত হয়। বিদেশীয় কল কৌশল তাড়িত লৌহবর্ত্ম দেখিয়া মনে করি যে এদেশ উন্নতি লাভ করিতেছে। কিন্তু বলিতে কি প্রকৃত উন্নতি হইতে আমরা বহুদূরে। ইংরাজেরা বাষ্পীয় শকটের দ্রুতগতিতে কতই না গৌরবান্বিত। কিন্তু রামায়ণে দেখি যে আর্য্যের রথ বিমানে চলিত। আধ্যাত্ম বিদ্যার উন্নতি এতই হইয়াছিল যে "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি" তাহা কখন কুত্রাপি হয় নাই, হইবে না। আমরা সুপুত্র হইলে তাঁহাদের মহিমা বিনষ্ট হইতে দিতাম না। আমরা দূরবীক্ষণ প্রভাবে সূর্য্যকে দেখি, কিন্তু আর্য্য পিতৃ পিতামহগণের চক্ষু চন্দ্রসূর্য্য ভেদ করিয়া তাহাদের অন্তর্য্যামী পরমপুরুষকে দেখিতে পাইত। সংসারের আকর্ষণ তাঁহাদিগকে বিমোহিত করিতে পারিত না।

ইংরাজি শিক্ষার সহিত দেশব্যাপী নাস্তিকতা এদেশে প্রবেশ লাভ করিতেছে। অথচ মনে হইতেছে যে আমরা বাস্তবিকই সৌভাগ্যের মধ্যে বিচরণ করিতেছি। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ শেষবার সমধিক প্রজ্বলিত হইয়া যেমন পরক্ষণেই নির্ব্বাণ হইয়া যায়, প্রাণবায়ু উড়িবার উপক্রমে রোগগ্রস্ত দেহে স্ফূর্ত্তি ও আরাম যেমন ক্ষণকালের জন্য ফিরিয়া আইসে, রোগী তাহার তথ্য কিছুই বুঝিতে পারে না, আমাদেরও ঠিক এইরূপ দশা। ধন্য সেই সাধু ভর্তৃহরি যিনি হিমালয়ের গিরিকন্দর কাঁপাইয়া বলিয়াছিলেন, অহৌ বা হারে বা বলবতি রিপৌ বা সুহৃদি বা মণৌ বা লোষ্ট্রে বা কুসুম শয়নে বা দৃষদি বা। তৃণে বা স্ত্রৈণে বা মম সমদৃশো যান্তু দিবসাঃ ক্বচিৎ পুণ্যারণ্যে শিবশিবশিবেতি প্রলপতঃ। সর্প, হার শত্রু মিত্র, ও মণি লোষ্ট্রাদিতে সমদর্শী হইয়া কোন পবিত্র বনে শিব শিব উচ্চারণে যেন আমার দিন কাটিয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, যে নারদ একদিন সনৎকুমারের নিকট আসিয়া বলিলেন যে আমি সকল বিদ্যা পড়িয়াছি, সকল শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছি, কিন্তু আমার মন হইতে দুঃখ যায় না ইহার উপায় কি করি। তাহার উত্তরে সনৎকুমার বলিলেন "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি" ভূমা পরমেশ্বরেই সুখ অল্প বিষয়ে সুখ নাই। সেই অনপায়ী সুখ সেই চিরনূতন আনন্দ যদি লাভ করিতে চাও তাঁহার নিকটে যাও তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তাঁহার উপাসনা কর, তিনি বিমল আনন্দের ভাণ্ডার তোমার সম্মুখে অনাবৃত করিয়া দিবেন। তুমি তখন ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়া কৃতার্থ হইবে এবং তোমার জন্ম সার্থক হইবে।

দয়ানন্দ চরিত।

(সমালোচনা)

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দয়ানন্দ-চরিতের প্রথমখণ্ড আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। দয়ানন্দ স্বামী আমাদের দেশের আধুনিক ধর্ম্ম সংস্কারকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শ্রেণীভুক্ত, এ বিষয়ে কাহারো দ্বিরুক্তি হইতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিয়া ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ কোনো প্রদেশে আর্য্য-ধর্ম্মের জয়-পতাকা অনুদ্ধৃত রাখেন নাই—অথচ তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র ও যতকিছু সম্বল সমস্তই পুরাতন ভারতবর্ষের দুর্ভেদ্য দুর্গ হইতে সংগৃহীত;—তেজস্বী ব্রাহ্মণ কোনো একটি বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও পরজাতির নিকটে ঋণী নহেন! না বিদ্যাবুদ্ধি-বিষয়ে, না প্রচার-পদ্ধতি-বিষয়ে, না চরিত্র-সংগঠন বিষয়ে—তিনি ভারতের নির্ভীক আর্য্য-সন্তান ছাড়া আর কিছু! ধন্য সেই তেজীয়ান্ মহাপুরুষ যাঁহাতে ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, সরলতা, উদ্যমশীলতা, দেশের হিতার্থে জীবন সমর্পণ, সত্য-প্রিয়তা, এইরূপ নানা মহদ্‌গুণ একাধারে মিলিত হইয়া মহিমান্বিত পুরাতন ভারতবর্ষের মান রক্ষা করিয়াছে এবং আধুনিক ভ্রষ্ট ভারতবর্ষকে ধিক্কার দিতেছে! বর্ত্তমান গ্রন্থ পাঠে আমরা এ কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, যে-ভারতবর্ষে দয়ানন্দের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা বীরপুরুষ আজিও জন্ম গ্রহণ করেন, সে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই আর্য্যভূমি! গ্রন্থকর্ত্তার রচনা-শক্তি অল্প নয়—তিনি সুপাঠ্য, সরল, এবং স্থানে স্থানে হৃদয়ের বেগ-জনিত অত্যুক্তি-মিশ্রিত ভাষায় দয়ানন্দ স্বামীর তেজোময় অটল ঋজুকায় এবং অপ্রতিহত অধ্যবসায় চকিতের মধ্যে আমাদের মনশ্চক্ষে আনয়ন করিলেন! তাঁহার লেখনীর গুণে,—দয়ানন্দ স্বামীকে সেই এক দিন উদ্যান-মধ্যে দেখিয়াছিলাম—আবার যেন তাঁহাকে চক্ষের সমক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এরূপ মহচ্চরিত্র পঠনের পুণ্য-ফলের জন্য গ্রন্থকারকে বার বার ধন্যবাদ দিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতীক্ষায় রহিলাম; যেরূপ উপাদেয় সামগ্রী—তাহাতে অল্পে আমাদের আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না।

THE BRAHMO DHARMA (Translated).

(The Book of the Religion of Brahma).

First Part.

CHAPTER 11.

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ।
সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
সবা এষ মহানজ আত্মাহজরোহমরোহমৃতোহভয়ঃ॥ ১

This world was even nothing before. Being alone was before, one without a second, Ethou pleasant to behold He was even this great, birthless soul, deathless and decayless, immortal and without fear. [1]

[Comt.] Before creation was the one only reality, the Supreme Being was; besides Him a second reality was not; even after creation all that be, consious and uncon cious, rest upon the support of Him alone; for this reason the Only One is spoken of a s the Secondless. He, who is in essence Reality the Only, the Secondless is intelligent substance: He knows Himself. For this reason He is spoken of as Soul. But that Soul is not conditioned like our souls. To convey this it is thereafter declared that He is birthless, the Great Soul, immortal, decayless, eternal and without fear. The individual soul, by the will of God, invested with limited powers, has its birth from Him and by His will, with Him as support, has life; and so long as His will endures, continues in existence—the true being of God is not like that; He is self-existent, independent, eternal and all-comprehending. [1]

স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদংসর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ ॥ ২ ॥

He thought the thought of creation. He having thought the thought created all this that is. [2]

[Comt] Before creation no existence other than God was. Therefore He, the Creator, like a constructor did not have to have recourse to any thing outside of Himself for the purpose of creation. He thought of the creative operation and having thought that thought created all these passing spheres We can make things with earth, stone, iron and other materials but that is not called creation. The production of a thing by will alone without the help of any thing else, is called creation. Hence there is no power in us to create any thing. The power to create resides in God alone. He, with nothing, but the operation of His innate powers of intelligence having created all animate and inanimate objects, has produced this wonderful machine of the universe. [2]

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩

From this are born life, mind and all the senses, the sky, air, light, water. and this earth which is the container of all. [3]

[Commt] This Perfect Being by His will alone has created water fire, air and other elements of the universe as also life, mind and all the organs of sensation and action. [3]

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৪

Through fear of Him burneth fire, through fear of Him the sun giveth heat, and through fear of Him the cloud, the air and death, the fifth, work. [4]

[Commt] In obedience to the will of God, the All-Regulator, fire burns, the sun shines, clouds pour down rain, the air is set in motion and death wanders aboad. Nothing can transcend His will, His rule. Sun and moon, planets and stars, water and air, although inanimate objects, through God's fear, are engaged in their respective works. [4]

End of chapter II.

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬, ফাল্গুন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		২১৮।৵৬
পূর্ব্বকার স্থিত ...		৩১৬৬॥ ৩
সমষ্টি ...	...	৩৩৮৪৸৯
ব্যয় ...		২৩৬ ৫৯
স্থিত ...		৩১৪৮৸৵০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন চারকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ...		৩০০০৲
হাওলাৎ।		
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু ...		৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ...		১৪১৸৵০
		৩১৪৮৸৵০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ		১৯২৲
মাসিক দান।		
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়		৪০৲
শুভকর্ম্মের দান।		
শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়		১০০৲
" " মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়		৫০৲
এককালীন দান।		
শ্রীমতী গিরিবালা দেবী		২৲
		১৯২৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		৭৲
৺ বাবু জয়গোপাল সেন কলিকাতা		১৲
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সুর ঐ		৩৲
" " জয়গোপাল মিত্র ঐ		৩৲
		৭৲
পুস্তকালয়		৭।৵৬
যন্ত্রালয়		১১॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		॥০
সমষ্টি		২১৮।৵৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ		৬৭ ৵৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		২৯ ৫৯
পুস্তকালয় ...		২৯ ৵৯
যন্ত্রালয় ..		৮৭ /৬
গচ্ছিত		১॥/০
সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক ...		২২৲
সমষ্টি		২৩৬ ৫৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

প্রেম।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, প্রণীত।

মূল্য এক টাকা। ডাঃ মাঃ এক আনা।

"উহা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে। উহাতে উভয় পাণ্ডিত্য ও হৃদয় সম্মিলিত আছে। উহাতে "অনেক স্থল হৃদয়োন্মাদক কথা আছে।" শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

"বিশুদ্ধ প্রেমের গুণ যতদূর লেখনীতে ব্যক্ত হইতে পারে, তাহার তুমি কিছুই বাকি রাখো নাই।"
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"Thoughtful production full of noble sentiments clothed in elegant language."
(Sd) Gooroodas Banerjee (Hon'ble Justice.) (Dr.)

"I have read through the volume with great interest. Its style and sentiments make it adelightful reading."
(Sd) Nobin Chandra Sen. (Tht.)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহের নিকট ২নং প্যারীমোহন সুরের লেন, গোয়াবাগান, শিমলা পোঃ কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২৷৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷৹
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৷৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।৹
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম	৸৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য	৸৹
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা	৵৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	৸৵
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸৹
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৶৹
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৹
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৹
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴৹
ব্রহ্মোপাসনা	৴৹
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵৹
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৵৹
পরলোক ও মুক্তি	৵৹
দশোপদেশ	৷৷৹
মাঘোৎসব	৷৷৹
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶৹
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।৹
ধর্ম্মশিক্ষা	৵৹
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴৹
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৴৹
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (৯ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ঐ (ভাল বাঁধা)	১৷৹
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।৹

	মূল্য। R.A.P.
A Discourse against Hero-making in Religion	" 12 "
Hindoo Theism	" 1 "
Theist's Prayer Book	" 1 "
Tuhfatal Muwahhiddin	" 4 "
Doctrine of Christian Resurrection	" 2 "
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1 "
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	৷৷৹
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸৹
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৷৷৹
সঙ্গীতমঞ্জরী	৵৹
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	২৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	।৹
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	৷৹
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	৷৹
বৃদ্ধহিন্দুর আশা	৵৹
তাম্বূলোপহার ২য় ভাগ	৷৹
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R. A. P. " 4 "
Brahmic Quest. of the Day	" 6 "
Brahmic Advice, Caution and Help	" 3 "
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2 "
Adi B. Samaj as a Church	" 3 "
A Reply to the Query "What is Brahmoism?	" 4 "
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1 "
Science of Religion	" 4 "
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	৷৷৵৹
তত্ত্ববিদ্যা	১৷৷৹
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৵৹
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৵৹
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৵৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১৷৷৹
উদ্গীথা	।৹
ধর্ম্মমালা	৵১৷৹
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১৲

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৩৩৪ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নববর্ষ উপলক্ষে উদ্বোধন।

এস, অদ্যকার এই উষাকালে পুরাতন ও নূতনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা সেই পুরাতন বা চিরনূতন পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করি। আমাদিগের আরাধ্য পরমেশ্বর পুরাতন বা চিরনূতনই বটেন, কারণ বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি ছিলেন এবং এখনও তিনি রহিয়াছেন। সুতরাং তিনি চিরনূতন, অথবা চিরনূতন বলিয়াই তিনি পুরাতন। তিনি কেবল কালের অতীত নহেন, তিনি—

কালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ং।

সংসার কাল ও সাকার সমুদায় বস্তু হইতে ভিন্ন—অধিকন্তু সংসার ওকাল সকলই তাঁহার প্রশাসনে পরিচালিত ও প্রবাহিত হইতেছে। বৎসর, মাস, তিথি, পক্ষ, প্রহর, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ মুহূর্ত্ত সমস্তই তাঁহাতে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। কালচক্র তাঁহার ইঙ্গিতেই বিঘূর্ণিত হইতেছে। তাঁহার ইঙ্গিতেই দিবার পর রাত্রি আসিতেছে আবার রাত্রির পর দিবা আসিতেছে। তাঁহার আদেশেই শীতের পর গ্রীষ্ম আসিতেছে, আবার গ্রীষ্মের পর শীতের সঞ্চার হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছাতেই ১৩০২ শালের পর ১৩০৩ শাল এই উষালোকের অস্ফুট জ্যোতির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর পৃষ্ঠে পদার্পণ করিতেছে। ঐ দেখ আকাশের পশ্চিম প্রান্তে নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কালসমুদ্রে একটি তরঙ্গ ডুবিয়া গেল। আবার ঐ দেখ, পূর্ব্বাকাশে নবারুণের সঙ্গে সঙ্গে কালসাগরের এক প্রান্ত হইতে একটি তরঙ্গ উত্থিত হইল। এখন বল দেখি এই পুরাতন ও নূতনের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া —অতীত ও বর্ত্তমানের সম্মিলন-ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া কোন্ গূঢ় অভিনব কথা শ্রবণ করিতেছ? এই পবিত্র উষার পবিত্র প্রকৃতি কি আমাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে না, যে হে মোহমুগ্ধ মনুষ্যসকল, হে বিবেকবধির পরলোক জ্ঞানশূন্য তমসাচ্ছন্ন বিষয়ী-সকল, বলতো তোমাদের আত্মোন্নতির নিমিত্ত পুরাতনে স্বর্গ-সাধন কি কর্ম্ম করিয়াছ? এবং নূতনেই বা তোমরা তদ্রূপ কি কি কর্ম্ম করিবে? আমরা কি করিয়াছি এবং কি

করিব এই প্রশ্নই আমাদিগের নিকট চারিদিক্ হইতে উপস্থিত হইতেছে। আমাদিগের অন্তঃকরণেও এই কথা বারংবার উত্থিত হইতেছে। তবে এই সময়ে আমরা একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখি যে আমাদিগের যাহা করা উচিত ছিল তাহা আমরা করিয়াছি কি না এবং যাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইবে তাহা করিতে পারিব কি না? ইহা নিশ্চয় যে আমাদিগের যাহা করা উচিত ছিল, তাহা আমরা করিতে পারি নাই। পিতামাতার প্রতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি, স্বদেশ বা স্বজাতির প্রতি, মনুষ্য সাধারণের প্রতি এবং সর্ব্বোপরি পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি আমাদের যাহা করা উচিত ছিল তাহা আমরা করিতে পারি নাই। আমাদিগের যে পরিমাণে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল আমরা সে পরিমাণে অগ্রসর হই নাই। আমরা কি আমাদের কুপ্রবৃত্তি সকল পরিহার করিতে পারিয়াছি। কুচিন্তা-সকল কি আমাদের অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছি। কামাদি দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় সমূহকে পরাভূত করিয়া কি আমরা চিত্তের পবিত্রতা সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছি। জিজ্ঞাসা করি আমাদিগের পুরাতন পাপাভ্যাস সকল কি পরিত্যক্ত হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, যদি না করিতে পারিয়া থাকি তবে কৃত অপরাধের নিমিত্ত এস এখন আমরা অনুতাপ করি। কৃত কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং কর্ত্তব্য কার্য্যের নিমিত্ত ভগবানের কৃপার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিয়া আমরা আজ নূতন বৎসরের নূতন ক্ষেত্রে পদার্পণ করি। তাঁহার সংস্পর্শে যদি মৃতও সঞ্জীবিত হয় তবে এস এখন আমরা তাঁহার প্রাণপ্রদ নাম উচ্চারণ করিয়া আপনাপন নিদ্রিত আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া তাঁহার পুণ্য চরণ স্পর্শের যোগ্য করি।

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! সম্বৎসর কাল চলিয়া গেল। আজ আবার আমরা নববর্ষের প্রথম মুহূর্ত্তে তোমার দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান। তুমি যেমন আজীবন কাল আমাদিগকে সুখ সৌভাগ্যের ভিতরে রাখিয়া রক্ষা করিলে, বিপদের কসাঘাতে আমাদিগকে সচেতন রাখিলে, তেমনি তোমার করুণাস্রোত আমাদের সমস্ত জীবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হউক। বর্ষের পর বর্ষ আনিয়া দিয়া যেমন তুমি সংসারের অনিত্যতা দেখাইয়া দিলে, তেমনি তোমার সত্যস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস আমাদের আত্মার সর্ব্বস্ব হউক! তুমি যে সকল শক্তির পশ্চাতে থাকিয়া কার্য্য করিতেছ, তুমি যে সকল কারণের ভিতরে থাকিয়া সমুদয় ঘটনাকে নিয়মিত করিতেছ, ইহা বুঝিয়া আমাদের জ্ঞান তৃপ্ত হউক। ভূলোক দ্যুলোক অগণ্য নক্ষত্র লোকের পরিধি ছাড়াইয়া যে তোমার সর্ব্বব্যাপকতা অসীম ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, ইহা জানিয়া আমাদের অহঙ্কার চূর্ণ হউক। তুমি যে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের ভিতরে অণু হইতে অণু হইয়া সাক্ষীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছ, ইহা বুঝিয়া পাপচিন্তা পাপকামনা নিবৃত্ত হউক। তুমি যে অন্তরীক্ষে থাকিয়া নিঃশব্দে আমাদিগকে শুভকর্ম্মে উৎসাহিত করিতেছ, তোমার সেই দৈববাণী

শুনিয়া আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে অজেয় তেজ আবির্ভূত হউক। তুমি যে ধ্রুবতারার ন্যায় আমাদের সম্মুখে থাকিয়া কল্যাণের পথ দেখাইয়া চলিতেছ, তোমার দিকে আমাদের লক্ষ্য স্থির থাকুক। যখন আমাদের দৃষ্টি ম্লান হইবে, "অন্ধ জনে দেহ আলো" এই সরল প্রার্থনা অন্তর হইতে বিনির্গত হউক। যখন সংসার ধন্ধায় জীবন ক্ষীণ হইয়া আসিবে, "মৃত জনে দেহ প্রাণ" এই সকাতর নিবেদন আমাদের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হউক। তোমার প্রীতি করুণা আমাদের অনন্ত জীবনের সম্বল হউক। আবার যে দিনে আত্মীয় স্বজন জন্মের মত বিদায় দিবার জন্য আমাকে শ্মশানে লইয়া যাইবে, তোমার পাপহরণ তাপহরণ স্নেহক্রোড় আমার নিকট যেন প্রসারিত থাকে—তোমার অমৃত বিন্দু বর্ষণে তখনকার সকল ব্যাকুলতার যেন প্রশমন হয়। দয়াময়! তোমাকেই পরম গতি ও চরম লোক জানিয়া আমাদের আত্মা আনন্দে নির্ভয়ে তোমাতে বিচরণ করুক। মুক্তিদাতা! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৫ ফাল্গুন। ১৯৫১ সম্বৎ।

"নামে রুচি জীবে দয়া"

হিমাচলের মধ্যে একটুখানি পরিমিত স্থান গোমুখী। সেই স্থান হইতে পবিত্রা গঙ্গা নদী সূত্রসঞ্চারবৎ যেমন নিঃসৃত হইয়াছে, "নামে রুচি জীবে দয়া" এই যন্নাক্ষর রূপ উৎস হইতে তেমনি ধর্ম্মের নদী উৎসারিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা যদি কুৎসিত অপরিষ্কৃত স্থানে বাস করিয়া শরীরকে অপবিত্র করিয়া ফেলি, গঙ্গা বা গঙ্গাসদৃশ জলে অবগাহন না করি, তবে শরীরের মলিনতা কি প্রকারে বিদূরিত হইবে? সেইরূপ আমাদের যদি ব্রহ্মনামে রুচি না থাকে, মধুর ব্রহ্ম নাম ভক্তি সহকারে অনুক্ষণ না জপ করি, পাষাণহৃদয় হইয়া জীবে দয়া না করি, ধর্ম্মরূপ সরস্বতীর শীতল জলে স্নান করিলে যে শান্তিসুখ তাহা আমাদের কিছুতেই হইতে পারে না। চারি দিকে চাহিয়া দেখি, কেহ আর ভক্তি সহকারে পবিত্র ব্রহ্মনাম—মধুর ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করে না। কর্ণে শ্রবণ করে না। নিজে মুখে বলে না, সন্তান সন্ততিকেও বলিতে শিক্ষা দেয় না। ব্রহ্মনামের পরিবর্ত্তে, বিবাদ বিসম্বাদ কুৎসিত পরনিন্দা ও পাপজৃম্ভিত পৈশাচিক হাস্যে আমোদ অনুভব করে। দেখ, বসন্তে কোকিলকুল আকুল হইয়া তাহাদের পিতাকে ডাকিতেছে, কত বিহঙ্গ বিভুগুণ গান করিয়া জগৎকে অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতেছে। সমীরণ বৃক্ষরাজির মধ্যদিয়া সঞ্চরণ করিয়া আপনার ভাষায় মধুর স্বরে ব্রহ্মনাম বলিতেছে। গঙ্গা প্রভৃতি নদী সকল তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া তালে তালে ভগবানের নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতেছে। আর আমরা মনুষ্য হইয়া—চেতনাবান মনুষ্য হইয়া, অস্থিশূন্য রসনা পাইয়াও পবিত্র ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করি না। এই যে পাষাণচক্ষু ইহা হইতে দর দর ধারে নাম-সুধা-পানে প্রেমাশ্রু বিনির্গত হয় না। এই জন্যই আমাদের হৃদয়, আমাদের সংসার, আমাদের দেশ মরুভূমির অনুরূপ হইয়াছে। এখন প্রেমাশ্রুমিশ্রিত ব্রহ্মনাম

ভিন্ন এ দেশের উদ্ধারের আর উপায় নাই। শুষ্ক কথা যাহার সহিত হৃদয়ের যোগ নাই, তাহা ভগবান গ্রহণ করেন না। এই সত্য বিশেষরূপে বুঝিবার জন্য আমি একটি পুরাণোক্ত উপাখ্যান বলিতেছি।

একদা মহামুনি মার্কণ্ডেয় বেদব্যাসকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার উদ্দেশে নানা তীর্থে সঙ্গে করিয়া লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ঐ যে প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ সরস্বতীর কূলে দেখিতেছ, ঐ আমার আশ্রম। এই ক্ষীণা মলিনা জীর্ণা শীর্ণা সরস্বতী এক সময়ে অতীব প্রবলা ছিলেন। ইহার উভয় কূল ব্রহ্মাধিকণ্ঠবিনিঃসৃত বেদধ্বনি দ্বারা পরিপূরিত হইত। জল স্থল ব্যোম সমুদায়ই জীবময় লক্ষিত হইত। সেই সকল ঋষিদিগের পর্ণকুটীরে যে পবিত্রতা ছিল, যে সুখ সৌভাগ্য বিরাজ করিত, এখনকার রাজ-প্রাসাদেও তাহা দেখা যায় না। এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে ব্যাসদেবের চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। এবং তাহার দুই এক বিন্দু সরস্বতী জলে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ নদীর জল যেন প্রবল বাত্যাঘাতে আলোড়িত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইল। সেই সত্যযুগের সরস্বতী যেন তাঁহার সম্মুখে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিলেন। বেদব্যাস প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন। এ সকলই ব্যাসদেবের যোগসিদ্ধির প্রভাবে ঘটিতেছিল। তাঁহার আত্মা তৎকালে দেশ কালের শক্তিকে অতিক্রম করিয়াছিল। এমন সময়ে মুনিবর মার্কণ্ডেয় তাঁহার শিরোদেশ স্পর্শ পূর্ব্বক কহিলেন, "তোমার হৃদয়-কন্দরোত্থিত নয়নবারির মাহাত্ম্যেই যুগধর্ম্মের বিপর্য্যয় হইয়া ক্ষণমাত্রে সত্যযুগ পুনঃ প্রত্যানীত হইল"।

দেখ ভক্তি-মিশ্রিত নয়নবারির কি আশ্চর্য্য প্রভাব। এই প্রেমাশ্রু মহিমা বলিতে বলিতেই চৈতন্যদেবকে আমার মনে পড়িয়া গেল। কি সুখেই তিনি ব্রহ্মের গুণ-গান করিতেন। কি আনন্দেই তিনি নামামৃত পান করিতেন। ভক্তি বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার শরীর প্রাণ মন আত্মাতে এক অজেয় অলৌকিক বল আনিয়া দিত। এই বিদ্যুতের জ্যোতি তাঁহার মুখমণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়া স্বর্গীয় শোভা প্রকাশ করিত, আর তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে প্রেমাশ্রু বহির্গত হইত। দেবতারাও তাহা দেখিতে ভাল বাসিতেন। ঈশ্বরের প্রেমমুখচ্ছবি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইত। তাঁহার সেই দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া ও তাঁহার নাম গান শ্রবণ করিয়া কত লোকেরই জীবনস্রোত ফিরিয়া গিয়াছিল। কত লোকই তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী হইয়া ব্রহ্মনাম করিতে শিখিল। দেবর্ষি নারদ এক বীণা বাজাইয়া ব্রহ্মের গুণ গান করিতেন। নগরসংকীর্ত্তনের সময় চৈতন্যের চারিদিকে সহস্র সহস্র নরকণ্ঠনিঃসৃত বীণার ঝঙ্কার উত্থিত হইত। সে মধুর সংগীত শুনিয়া কেহ আর ঘরে থাকিতে পারিত না। গৃহস্থ সকল বাহিরে আসিয়া অশ্রুজলে অশ্রুজল বর্দ্ধিত করিত! যে রোগী সে রোগ-শয্যা পরিত্যাগ করিত। যে পুত্রশোকে কাতর তাহার শোকাশ্রুও ভগবৎপ্রেমাশ্রুতে পরিণত হইত। ধর্ম্মরূপ সরস্বতী নদী যাহা শুষ্ক প্রায় হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রেমাশ্রুপাতে তাহা আবার কেমন প্রবলা হইল। অতএব প্রেমাশ্রুপাতের সহিত তাঁহাকে

ডাক। সংসার মরুভূমিতে—হৃদয় মরুভূমিতে ধর্ম্মের নদী যাহা এক্ষণে শুষ্কপ্রায় হইয়াছে তাহা পুনর্ব্বার দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় প্রবলা হইবে।

যাঁহার এই মধুর ব্রহ্মনামে রুচি হয়, তাঁহার হৃদয় যদি স্বভাবতঃ কোমল থাকে, তবে এই নামের প্রভাবে তাহা কোমলতর হইয়া উঠে। যদি কঠিন থাকে তবে তাহাও পুষ্পবৎ সুকোমল হইবে। প্রেমাশ্রু পাষাণকেও বিগলিত করিতে পারে। আমার সম্মুখে এই যে পবিত্র ব্যাখ্যান রহিয়াছে, ইহা হইতেই আমি একটি মিষ্ট কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি। "সেই অমৃতের প্রিয় আবাসস্থল পুণ্যাত্মার যে হৃদয়, তাহা কেমন কোমল শীতল" পরের দুঃখ তাপ মোচনান্তে কেমন সন্তৃপ্ত। সেই যে তৃপ্তিসুখ—সেই যে শান্তিসুখ, সেই যে স্বর্গসুখ, এ পৃথিবীতে কি এমন অপর সুখ আছে, যাহা তাহার সহিত তুলিত হইতে পারে? দুঃখীই হউন আর ধনীই হউন দয়াবৃত্তি যাঁর চরিতার্থ হয়, তাঁর সমান সুখী আর কে আছে! ঐ যে দুঃখিনী বিধবা—যিনি পর্ণকুটীরে অবস্থান করিয়া বহুকষ্টে দিনপাত করেন, তিনিও যখন দয়ার সহিত ভিক্ষুককে এক মুষ্টি চাউল দিয়া ফিরিয়া আইসেন, তখন তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডলে কি এক অভূতপূর্ব্ব জ্যোতি দেখা যায়; যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি তাহা দেখিতে পান।

আর ধনবান লোক যদি দয়াবান হন, ঈশ্বরের নাম সাধন করিয়া আরো উচ্চ প্রকৃতির দয়াবান হন, তাহা হইলে তাঁর তৃপ্তিসুখের অন্ত কোথায়? এ পৃথিবীতেই তাঁহার স্বর্গসুখ। তিনি উদারতার সহিত দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার দানের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। তিনি কঠোরবাদীকে মিষ্ট কথা দান দ্বারা, পাপীকে বিনয় সহকৃত ধর্ম্মোপদেশ দান দ্বারা, অভিমানীকে নিরভিমান প্রদর্শন দ্বারা, অপরাধীকে ক্ষমা দান দ্বারা, তৃপ্তি পুণ্য ও শান্তি লাভ করেন। যে কারণেই হউক, দ্বিপ্রহর নিশীথে যে দুঃখাশ্রু নীরবে চক্ষু হইতে বহিতেছে, তাহা যিনি মোচন করেন, তিনি মনুষ্য না দেবতা? পরের দুঃখকে যিনি আপনার করিয়া ভাবেন, তিনিই প্রকৃত ভগবৎভক্ত। তাঁহার নামসাধনই সার্থক। পথিক অশ্বত্থ বটচ্ছায়ায় বিশ্রাম সুখ লাভ করিবে—নির্ম্মল সরোবরে স্নান পান করিয়া শীতল হইবে,—নিরন্ন লোক অন্নছত্রে উপস্থিত হইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে—দুঃস্থ ছাত্রেরা বিনা ব্যয়ে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইবে—আর যেখানে ভগবানের গুণ গান হয় এমন পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া সংসারসন্তপ্ত ব্যক্তিগণ শোক তাপ পাপভার হইতে মুক্ত হইবে, এইরূপ কল্যাণতর অনুষ্ঠান দ্বারা ধনবান ধার্ম্মিক ভগবানের পদসেবা করেন। ইহাই ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা। ধনহীন ধার্ম্মিক কি এই পবিত্র সেবায় বঞ্চিত থাকেন? কখনই না। ইহা এক রূপ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু আছে, এবং শরীর মন উপদেশ ও মিষ্ট কথা রূপ অমূল্য রত্ন দ্বারা পরোপকার করিয়া ভগবানের পদসেবা করিতে পারেন, কে তাহাতে বাধা দিতে পারে? ধার্ম্মিক দুঃখীর হৃদয়েও দয়া রূপ কৌস্তুভমণি শোভা পাইয়া থাকে। অতএব এস ভাই ধনী দরিদ্র আমরা সকলে মিলিয়া সেই নামসুধা পান করি। ভক্তির সহিত প্রেমাশ্রুপাতের সহিত ব্রহ্মনাম

উচ্চারণ করি। আমাদের মৃতধর্ম্ম সজীব হইবে, আমাদের কঠিন হৃদয় কুসুম-কোমল হইয়া দয়ার্দ্র হইবে। এমন শুভ-দিন কবে উপস্থিত হইবে, যখন ব্রহ্ম-নামের জয়পতাকা গৃহে গৃহে উড্ডীন হইবে। তখন ঈশ্বরের কৃপায় হৃদয় মধু-ময় হইবে—গৃহ মধুময় হইবে—দেশ মধুময় হইবে এবং বায়ু অমৃত ক্ষরণ ক-রিতে থাকিবে। সেই বায়ু সেবন করিয়া সকলে নবজীবন লাভ করিবে।

কোথা নাথ! অনাথনাথ! আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, আমাদিগকে উদ্ধার কর। দেখ নাথ! এই জিহ্বা বৃথা ক-থায়—মিথ্যা জল্পনায় কলঙ্কিত হইয়া বিষ জর্জ্জরিত হইয়া অসাড় হইয়াছে। ইহার আর তোমাকে ডাকিবার সামর্থ্য নাই। তুমি দয়া করিয়া ইহাতে অধিষ্ঠান কর, আমরা প্রাণ ভরিয়া একবার তোমাকে ডাকিয়া আত্মার মধ্যে অপূর্ব্ব ব্রহ্মানন্দের অনুভব করি,এই তোমার নিকটে প্রার্থনা। দুঃখীর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাকাল অবধি এ যাবৎ কিরূপ জাতীয়ভাবে পরিচালিত হইতেছেন, তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হই-বার পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় উপনিষৎ বেদান্তসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ সকল অনুবাদের সহিত প্রকাশ করিয়া মোহান্ধ তদানীন্তন হিন্দুদিগকে জানিতে দিলেন যে মূর্ত্তি-পূজাই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব নহে, ব্রহ্মই হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যবিন্দু। এইরূপে হিন্দুদিগের মনকে অনেক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া পরে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতি-ষ্ঠিত করিলেন। উপাসনার দিবস আ-চার্য্য কর্ত্তৃক শ্রুতিপাঠ হইত। হিন্দুরা প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী হইলেও পরে যখন বুঝিতে পারিলেন যে ইহা তাঁহাদেরই নিজস্ব, তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে ইহার প্রতি বিদ্বেষভাব বিদূরিত হইয়া প্রীতির সঞ্চার হইল।

রামমোহন রায়ের পরে যাঁহার স্কন্ধে ব্রাহ্মসমাজের গুরুভার পতিত হইয়াছিল, তাঁহাতেও ধর্ম্মানুরাগ ও দেশানুরাগের অতি আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ ছিল। সেই কার-ণেই তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ভাব, তাহার জাতীয় প্রকৃতি এযাবৎ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সংযোগ হইবার পূর্ব্বেই তিনি ধর্ম্মালোচনার জন্য স্বীয় বাটীতে তত্ত্ববো-ধিনী সভা নামে একটী সভা স্থাপন করি-য়াছিলেন। এই সভার নামেই তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও দেশানুরাগের পরিচয় পা-ওয়া যাইতেছে। সেই সময়কার উত্তে-জনা অনুসারে তাঁহার সেই সভার কোন fraternity বা কোন club নামে নামকরণ হয় নাই। এই সভার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বালোচনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা। ক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। তাহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য এইরূপ লিখিত ছিল যে, এই পত্রিকাতে "পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্ত আমাদিগের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম

সংগৃহীত হইবেক।" এই সূত্রে ইহাতে শাস্ত্র সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল, হিন্দুজাতির প্রাচীন মহিমা ঘোষিত হ-ইতে লাগিল। আমরা অতি বৃদ্ধ লোক-দিগের মুখে শুনিয়াছি যে তখন কেহ গায়ত্রীর অর্থ জানিত না; আদি ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে গায়ত্রী ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইলে তবে সকলে গায়ত্রীর অর্থ শিখিতে পারিল।

ক্রমে প্রতিজ্ঞাপত্র সাক্ষর করিয়া দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। প্রথমে প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রধান প্রতিজ্ঞা ছিল যে "প্রতিদিবস ন্যূনসংখ্যা দশবার প্রণব-ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রীজপ করিব।" কিন্তু অনেকে সেই প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করিতে না পারাতে সাধারণভাবে পরমাত্মাতে আত্ম-সমাধান করিবার প্রতিজ্ঞা প্রচলিত হইল। এই দীক্ষাপ্রণালী এতদূর দেশীয় ভাবাপন্ন যে ইহার প্রথম প্রবর্ত্তনের সময়েও স্মৃতি-শাস্ত্রের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন আচার্য্য ৺ রাম-চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ইহাতে আপত্তি-জনক কিছুই দেখিতে না পাইয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই প্রণালীক্রমে কুড়িজন উৎ-সাহী যুবককে দীক্ষা প্রদান করেন।

ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অধিকাংশ কৃতবিদ্য যুবক স্বদেশীয় পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতেছিলেন বটে কিন্তু অপরদিকে তাঁহারা হয় ঘোর নাস্তিকতা অথবা বিদেশীয় পৌত্তলিকতার গ্রাসে পতিত হইবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। এই সর্ব্বনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাব-ধানে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হ-ইল। 'ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে পৈতৃক ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করা, এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রপ্রকাশ ক-রিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয় প্রকার শিক্ষাপ্রদান ক-রিতে' ইহার জন্ম হইয়াছিল।

ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে অভাব আসিতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে সেই অভাবমোচনের উপায়ও গৃহীত হ-ইতে লাগিল। বেদে কি আছে ইহা জানিবার প্রয়োজন পড়িল অথচ বঙ্গ-দেশের কেহই বেদ জানিত না; বঙ্গদেশে সেই সময় বেদাধ্যয়ন নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মসমাজই কাশীতে বেদবেদান্ত অধ্যয়নের নিমিত্ত ছাত্র প্রেরণ করিয়া বর্ত্তমান যুগে এই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম বেদাধ্যয়ন প্রবর্ত্তন করেন।

এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল, ততই খৃষ্টীয় মিশ-নরিগণের অন্তরে আঘাত লাগিতে লা-গিল। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ হইতে রাম-মোহন রায়ের হস্তে কতিপয় ছাত্রলাভ রূপ এক মহান্ উপকার পাইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাও ভুলিয়া গিয়া ব্রাহ্মসমা-জের বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অপৌত্তলিক হিন্দু সমাজ বা ব্রাহ্মসমাজ রক্তৃতা দ্বারা, প্রবন্ধের দ্বারা এবং হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় সং-স্থাপিত করিয়া পৌত্তলিক ও অপৌত্তলিক উভয় সম্প্রদায়ের হিন্দুসমাজকে বিদেশীয় পৌত্তলিকতার সর্ব্বগ্রাস হইতে রক্ষা ক-রিয়া যে উপকার করিয়াছেন,আশ্চর্য্য এই যে আমরা এই অল্পকালের মধ্যেই সেই মহান্ উপকার বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি।

ক্রমে ঋষিবাক্যে ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি প্রস্তুত হইল এবং শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ উৎপন্ন হইল। ক্রমে বেদ

বেদান্ত গ্রন্থ সকল শুদ্ধভাষায় অনুবাদিত হইয়া বঙ্গ দেশে সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইতে লাগিল। বর্ত্তমান যুগে ঋগ্বেদ সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইতে থাকে। পরে অধ্যাপক মোক্ষমূলর সভাষ্য ঋগ্বেদ প্রকাশিত করাতে তাহা স্থগিত থাকিল।

ব্রাহ্মসমাজের গুরুভার রামমোহন রায়ের পরে যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পূজ্যপাদ শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই স্বতঃ পরতঃ উৎসাহে ও সাহায্যে যখন এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইল, তখন তিনি ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ নিবদ্ধ করিবার জন্য হিমালয় প্রবাস করিলেন। তিন বৎসর পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া হৃদয়ের অনুপম শান্তিদায়ক "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" বিবৃত করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছু পরে কয়েক জন যুবক অত্যুৎসাহী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজকে সম্পূর্ণ বিজাতীয় ভাবে গঠিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া অযথা কারণে বিরোধ উত্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে তাঁহাদের সে প্রকার বিরোধ উত্থাপন করা নিতান্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রার্থনা ছিল যে উপবীতধারী কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারিবেন না। তাঁহারা যুবক হইলেও তাঁহাদের প্রতি প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের যথেষ্ট স্নেহপ্রীতি ছিল; কিন্তু তিনি তাঁহাদের সহস্র উপরোধেও, যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মসমাজকে বিপদে সম্পদে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতাকে জলাঞ্জলি দিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাদের প্রার্থনার উত্তরে এই উদার বাক্য বলিলেন যে, তিনি উপবীতধারী অথবা উপবীতত্যাগী, কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না এবং তিনি ইহাও বলিলেন যে প্রাচীন ও নব্য, উভয় সম্প্রদায় মিলিতভাবে কার্য্য করিতে থাকিলেই ব্রাহ্মসমাজের শীঘ্র ও অধিকতর উন্নতি হইতে পারিবে। কিন্তু সে উপদেশ তাঁহাদের মনে ধরিল না। অবশেষে তাঁহাদের সেই অযথা প্রার্থনা ব্রাহ্মসমাজ অগ্রাহ্য করাতে তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া অপর একটী ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন করিলেন। এই সময় হইতে রামমোহন রায়ের সংস্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের আদি ব্রাহ্মসমাজ নামকরণ হইল। এই বিরোধাগ্নিতে আদি ব্রাহ্মসমাজের জাতীয় প্রকৃতি পরীক্ষিত হইয়া অধিকতর উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল।

অবশেষে নব্য সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মেরা নানা প্রকারে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইতে যখন অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারা পৈতৃলিক ও অপৌত্তলিক সমগ্র হিন্দুসমাজকে বিবাহবিষয়ক একটী আইনের লৌহনিগড়ে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। সমগ্র হিন্দুসমাজকে এই ভীষণ পাশবন্ধন হইতে প্রধানত আদি ব্রাহ্মসমাজই রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এইরূপ বিরোধ বিবাদের পর আরও কয়েকটী কার্য্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের জাতীয় প্রকৃতি পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম, ১৭৯৪ শকে ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু

"হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার অন্যান্য নানা কারণের মধ্যে এই একটী কারণ নির্দ্দেশ করেন যে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যবিন্দু ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই বক্তৃতা একদিকে তদানীন্তন "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার" সভাপতি মান্যাগ্রগণ্য ৺ রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সমর্থিত হয়। অপরদিকে এই বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ "টাইম্‌স্" পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়াতে খৃষ্টীয় মিশনরি প্রভৃতির হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য ভীতির উদ্রেক হইয়াছিল। এমন কি, অধ্যাপক মোক্ষমূলর পর্য্যন্ত তাঁহার "ধর্ম্ম বিজ্ঞান-ভূমিকা" নামক পুস্তকে এই বিবরণের একাংশ উদ্ধৃত করিয়া ভীতিভাবের আভাস প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বিশিষ্টসূত্রে অবগত হইয়াছি যে এই বক্তৃতার পর হইতে হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এইরূপ ধূয়া উঠিতে লাগিল। আদি ব্রাহ্মসমাজ আর্য্য ঋষি-প্রচারিত স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন না করিলে আজ শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণ কোন্ পথে গিয়া পড়িতেন তাহা বলিতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ, বোলপুর গ্রামের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে "শান্তিনিকেতন" আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা। হিন্দু প্রকৃতি নির্জ্জন ধ্যানের বড়ই পক্ষপাতী। এই নির্জ্জন ধ্যানের জন্যই শান্তিনিকেতন আশ্রম সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশে উন্মুক্ত হইয়াছে। এই আশ্রমের ভিতর কেহ অনাচার আনয়ন করিতে পারিবেন না—শুদ্ধাচার অবলম্বন পূর্ব্বক ও জীবহিংসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করিতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ তাৎপর্য্যসমেত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ। আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই অনুবাদ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দেশ বিদেশে সুবিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইতেছে এবং তাঁহাদের প্রায় সকলেই এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা বুঝিয়া ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিতেছেন।

আমি এ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব বিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া দেখাইলাম যে আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে কিরূপ অভিন্ন; আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের রক্ত মাংস হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরকাল শত বাধা বিঘ্নের সম্মুখেও কেমন অটল ধৈর্য্যের সহিত স্বীয় জাতীয় প্রকৃতি পোষণ করিয়া আসিতেছেন। বলিলে একটু গর্ব্বের মত শুনাইবে বটে, কিন্তু সত্যের অনুরোধে এখানে বলিতে বাধ্য হইতেছি—এই কলিকাতা নগরীতে, এই বঙ্গদেশে শাস্ত্রের হস্তলিপি সংগ্রহ কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন আদি ব্রাহ্মসমাজ; উপনিষৎ প্রথম মুদ্রিত করেন আদি ব্রাহ্মসমাজ; প্রথম বিশুদ্ধ সটীক ও সানুবাদ গীতা প্রকাশ করেন আদি ব্রাহ্মসমাজ; ঋগ্বেদের প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন আদি ব্রাহ্মসমাজ; মহাভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং রামায়ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

কয়েক মাস পূর্ব্বে কোন সুবিখ্যাত ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্রিকায় * "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক প্রবন্ধে

* The Calcutra Review October, 1895.

লেখক আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে সাধারণ হিন্দুরা কেন ততটা প্রকাশ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযোগ রক্ষা করেন না। আমরা আরও আশ্চর্য্য হই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অতিরিক্ত কিছুই না হইলেও অনভিজ্ঞ হিন্দুরা বিবেচনা না করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মকে এক বিজাতীয় "আশ্-মানী" ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন এবং সময়ে সময়ে তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন। তবে আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে তাহার প্রথম আবির্ভাবের সময়ে ব্রাহ্মসমাজ যে জ্যোতির্ম্ময়রূপে জনসাধারণের নয়নে নিপতিত হইয়াছিল, এখন ঠিক সেরূপ হয় না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—ব্রাহ্মসমাজের জ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া অনেকটা আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। যখন নিশীথের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রভাতসূর্য্য গগনতলকে প্রথম আলোকিত করিতে থাকে, তাহা লোকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে দেখে অথবা যখন সেই সূর্য্যের জ্যোতি চতুর্দ্দিক আলোকিত ও প্রভান্বিত করে, সেই মধ্যাহ্ন সূর্য্য লোকদিগের সাগ্রহ নেত্রপাতের বিষয় হয়? ব্রাহ্মসমাজ বা অপৌত্তলিক হিন্দুসমাজ যে সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, পৌত্তলিক হিন্দুসমাজ তাহাদের অনেকগুলি অনায়াসে গ্রহণ করিতেছেন; সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণ অনুভব করিতে অসমর্থ হইতেছেন। সেই সকল কার্য্য ব্রাহ্মসমাজ যে সম্পূর্ণ নূতন অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তবে লুপ্তপ্রায় সেই সকল কার্য্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন মাত্র।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অভ্যুদয়ের সময় বঙ্গভাষায় একখানিও ধর্ম্মসংপৃক্ত সুপরিচালিত মাসিক পত্রিকা ছিল না; সেই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা স্বীয় সুবিমল দীপ্তি লইয়া নয়নের সম্মুখে আবির্ভূত হইল। এই পত্রিকায় এ যাবৎ নিরাকার উপাসনারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু এখন তাহার অনুকরণে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সমর্থন করিয়াও অনেকগুলি ধর্ম্মসংপৃক্ত পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে আপনাপন সাম্প্রদায়িক পত্রিকার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সাধারণে মিলিত হইয়া উপাসনা করিবার স্থান একটীও ছিল না; এখন ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে হরিসভা প্রভৃতি নামে নানা উপাসনা সভা উত্থিত হইতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের সময়ে ধর্ম্মসংপৃক্ত বিদ্যালয়ের অভাব ছিল; পর্ব্বতসমান বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানে ধর্ম্মসংপৃক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় সেগুলি চিরস্থায়ী হইল না। এখন ব্রাহ্মসমাজেরই ভাবচ্ছায়াতে নানা স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের সময়ে স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত অভাব ছিল। তখন লোকে মনে করিত যে স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে শীঘ্রই বিধবা হয়। এখন আমরা আশ্চর্য্য হই বটে যে, তখনকার লোকে এই প্রত্যক্ষ ভ্রান্তি কেমন করিয়া হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল। যাই হউক ব্রাহ্মসমাজ হইতেই এই বিশ্বাস প্রথম দূরীভূত হইতে থাকে। এখন পৌত্তলিক হিন্দুসমাজেও এই বিশ্বাস অনেকটা

ভাঙ্গিয়াছে—সম্পূর্ণ রূপে আজও যায় নাই।

ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথম বেদবেদান্তাদি শুদ্ধ ভাষায় অনুবাদিত করিয়া সকলেরই জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; আজ তাহারই অনুকরণে কত শাস্ত্রানুবাদ সকল প্রকাশিত হইতেছে। বেদান্তাদি শাস্ত্র যে যুক্তিমতে ও শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেরই পঠনপাঠনে অধিকার আছে, ব্রাহ্মসমাজই এই মত প্রথম ব্যক্ত করেন এবং এখন পৌত্তলিক হিন্দুরাও অবিচারিতভাবে তাহা গ্রহণ করিতেছেন।

এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি কার্য্যই পৌত্তলিক হিন্দুসমাজ আপনাদেরই কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করাতে ব্রাহ্মসমাজের দীপ্তি সহজে অনুভূত হয় না—অনুভব করিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে স্থিরচিত্তে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হয়। তাই বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্যই যে গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে এখনও অনেক বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দিই। গৃহসংগঠন একটী প্রধান কার্য্য পড়িয়া আছে। এই গৃহসংগঠন স্ত্রীশিক্ষারই একটী অঙ্গ বলিয়া ধরিতে পারি। যাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" তাঁহাদের মধ্যে গৃহ বলিয়া, গার্হস্থ্য জীবন বলিয়া একটী পদার্থ ছিল অনুভব করিতে পারি এবং তাহা যে বাস্তবিকই ছিল, তাহারও পরিচয় এই ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাস কাব্যাদিতে দেখা যায়। কিন্তু এখন শিক্ষার অভাব ও কুশিক্ষাবশতঃ ভারতের গৃহ জীর্ণ হইয়া ভগ্নোন্মুখ হইয়াছে ও হইতেছে। বর্ত্তমানকালে গৃহের সন্তানেরা গৃহে একত্র মিলিত হইয়া নির্দ্দোষ আমোদ পর্য্যন্ত করিতে অধিকার না পাইয়া অনেক সময়েই কুপথে গিয়া সেই আমোদস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতে চাহে এবং এই কারণে যে কত গৃহ ছারখার হইয়াছে, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? ব্রাহ্মসমাজের ইহা প্রচার করা কর্ত্তব্য যে, প্রাচীন ঋষিরা যেরূপ পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দর্শন করিতেন, এখনও সকলে সেই ভাব হৃদয়ে ধারণ করুন; এবং সকলে পুত্র কন্যাকে নির্ব্বিশেষে আত্মনির্ভর প্রভৃতি সদ্‌গুণ এবং সৎসাহিত্য, ধর্ম্মসঙ্গীত প্রভৃতি চর্চ্চা করিবার শিক্ষা দিতে থাকুন এবং সর্ব্বোপরি ব্রহ্মবিদ্যা আপনাদের উপদেশ ও অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহাদের সুকোমল মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দিউন। এইরূপ করিতে থাকিলে, তবে গৃহ পুনরায় সংগঠিত হইবে, ভারতের গার্হস্থ্যজীবন ফিরিয়া আসিবে, জাতির উন্নতি হইবে এবং দেশের মঙ্গল হইবে। ইহাতে পুত্র কন্যাদিগের চরিত্রবল কত না বর্দ্ধিত হইবে।

এতক্ষণ আমরা ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষা সকলই বলিয়া আসিলাম। এখন আমরা চাই যে, পৌত্তলিক হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজকে আপনারই অন্তরঙ্গ বিবেচনা করিয়া তাহার কার্য্যে সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত না হয়েন। একটী তৃণের দ্বারা না হইলেও তৃণসংহতির দ্বারাই হস্তীর ন্যায় বৃহৎ জন্তুও আবদ্ধ হইতে পারে! সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী হিন্দুদিগের পরস্পরের মধ্যে গৃহবিবাদ হইলে যে কুফলই হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? আশ্চর্য্য এই যে আমরা প্রায় সকলেই মুখে বলিতেছি যে গীতাকে অতিশয় মান্য করি, বেদকে অতিশয় মান্য করি; গীতার নিত্য পঠন পাঠন করিতেছি এবং

তাহাতে নিত্যই গৃহবিবাদের কুফল জ্বলন্ত-ভাষায় বর্ণিত দেখিতেছি, তথাপি সে সকল কথা অবহেলা করিয়া গৃহবিবাদেই নিমগ্ন থাকিতেছি। তবে কি সত্যই আমাদের গীতার প্রতি শ্রদ্ধা, বেদের প্রতি শ্রদ্ধা, সকলই মুখের কথা মাত্র—অন্তরের কথা নহে? একদিকে গীতা কাতরস্বরে অর্জ্জুনের মুখে গৃহবিবাদের ফল বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে তাহা হইতে নিরস্ত হইতে কহিতেছেন—

"যদপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥"

যদিচ ইহাঁরা লোভে বিবেচনাশূন্য হইয়া কুলক্ষয়কৃত দোষ এবং মিত্রদ্রোহে পাতক দেখিতেছেন না, কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয়কৃত দোষ জানিয়াও এই মহাপাপ হইতে কেন না ক্ষান্ত হইব?

অপরদিকে বেদ জলদ-গম্ভীরস্বরে সকলকে আহ্বান করিয়া এই মহান্ উপদেশ দিতেছেন—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥"

তোমরা সকলে এক সঙ্গে মিলিত হও, এক সঙ্গে কথা বল, এক সঙ্গে সকলের মন সকলে জান। পুরাতন দেবতারা যেমন একমত হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করেন, তোমরাও সেইরূপ একমত হও। তোমাদের সংকল্প ও অধ্যবসায় সমান হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের মধ্যে সুশোভন সম্মিলন প্রাদুর্ভূত হয়।

হে ভ্রাতৃগণ! এস, আমরাও বেদের এই উপদেশ, এই আদেশ, এই অনুশাসন শিরোধার্য্য করিয়া এখনই এই মহান্ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি যে আর কদাপি গৃহবিবাদে লিপ্ত থাকিব না। ঈশ্বর আমাদের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার বল প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

নিরামিষ ভোজন।*

জগতের সৃষ্টিরহস্য পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে এক সুন্দর শৃঙ্খল ঈশ্বরের পাদদেশ হইতে আলম্বিত হইয়া নিম্নে ধরাপৃষ্ঠে আসিয়া ঠেকিয়াছে। উপরে জাজ্বল্যমান বিধাতাপুরুষ সৃষ্টিসংকল্পে নিমগ্ন—আপনার জ্ঞান প্রেম মঙ্গলভাবে বিভোর। নিম্নে তাঁহার ইচ্ছাপ্রসূত এই পরিদৃশ্যমান জগত। শৃঙ্খলসূত্রে সৃষ্ট যাবতীয় চেতন ও অচেতন পদার্থ গ্রথিত। অপেক্ষাকৃত উন্নতদেশে ক্রমোচ্চ জীবসংহতি, নিম্নভাগে প্রাণহীন ক্রিয়াহীন জড়বস্তু সকল এই শৃঙ্খলে সন্নিবেশিত।

সৃষ্টপদার্থখচিত শৃঙ্খলের নিম্নদেশ ধরিয়া ধীরভাবে ঊর্দ্ধে আরোহণ কর, দেখিবে জড়তা ও কাঠিন্য ক্ষীণ হইয়া আসিল, তুমি অচেতন পদার্থের গণ্ডী ছাড়াইয়া উদ্ভিদরাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলে। এই উদ্ভিদরাজ্যে আসিয়া শৃঙ্খল ধরিয়া আরও ঊর্দ্ধে উত্থান কর, দেখিবে উদ্ভিদপ্রাণ অপেক্ষা উন্নততর প্রাণবিকাশোপযোগী কোমলতর দেহাবরণ তোমার সম্মুখে; তুমি উদ্ভিদের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রাণীরাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছ। সুখ দুঃখ বোধের আভাস যাহা জড় ও উদ্ভিদে দেখিতে পাও নাই তাহা প্রাণীরাজ্যে আসিয়া দেখিলে। আরও ঊর্দ্ধে আরোহণ কর দেখিবে তুমি ইতর প্রাণীরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া উন্নততর কার্য্যকুশলতর কোমলতর দেহধারী, জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন, আত্মাবিশিষ্ট নরজাতির সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছ।

সৃষ্টির এইত বিচিত্র রহস্য। কিন্তু জগতের আর আর সমস্ত বস্তুর তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ কর, সকলের ভিতরে প্রবেশ কর, দেখিবে মনুষ্যজাতির সংরচনে স্রষ্টার যেরূপ কৌশল ও নৈপুণ্য অভিব্যক্ত হইয়াছে এমন আর কিছুতে নহে—না ইতর জীবরাজ্যে—না উদ্ভিদরাজ্যে—না মৃন্ময় ধাতব পদার্থে। মনুষ্যেরও কর্ত্তব্য যে এমনি পবিত্র ভাবে বিবেকবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যাহাতে ঈশ্বরের নিকট হইতে লব্ধ এই সকল অযাচিত উন্নত অধিকার ব্যর্থ হইয়া না যায়।

এক ইচ্ছা শক্তি থাকাতেই মনুষ্য অপরাপর প্রাণী হইতে বিভিন্ন। এই ইচ্ছা শক্তি থাকাতেই মনুষ্যের দায়িত্ব বোধ আছে। মনুষ্যের হৃদয়ের ভিতরে এমন দৃঢ়তা আছে যাহা হইতে সে বলিতে পারে, ইহা করিব, ইহা করিব না। যদিও কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় মনুষ্যের বিবেকের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু কোন কার্য্য করা বা না করা তাঁহার ইচ্ছার উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে।

বীজরোপণ কর, অনুকূল জলবায়ু পাইলেই তাহা অঙ্কুরিত হইবে, শিকড় মৃত্তিকা হইতে রসাকর্ষণ করিবে, কালক্রমে বৃক্ষ ফলফুলে পরিশোভিত হইবে। ইতর প্রাণীগণের উপর দৃষ্টিনিয়োগ কর দেখিবে তাহারা আহার বিহার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, তাহারা সংস্কারের সম্পূর্ণ অধীন। জড়পদার্থের দিকে চাহিয়া দেখ দেখিবে তাহার পরমাণুগণ ভৌতিক নিয়মের একান্ত অনুবর্ত্তী। জগতের আর আর তাবতের ভিতরে সুনিয়ম-শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারা সেই নিয়ম বা সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। কিন্তু মনুষ্য যেন এই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ধরণীর বিশৃঙ্খলতা পরিচালিত প্রজা।

জড়জগত জড়নিয়মের অধীন বলিয়া জড়পরমাণুর বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাই। জীবজন্তু সংস্কারের অধীন বলিয়া আহার বিহার তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার অপরিসীম। দেবত্ব লাভ ও পশুত্বলাভ বলিতে গেলে তাহার ইচ্ছার সম্পূর্ণরূপে অধীন। মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলকে দমন করিয়া যে সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি—দেবভাব তাহার অন্তরে নিহিত আছে তৎসমুদায়কে আরও উন্নত ও পবিত্র করিয়া জগতে বিচরণ করা। মনুষ্য যেখানে যাউক প্রীতির সহিত সকল প্রাণী জীবজন্তুকে অবলোকন করুক, সকলকে রক্ষা করুক, সকলকে স্নেহ করুক, দৈনিক জীবনে তাহার স্নেহ প্রেম উথলিয়া উঠুক, পশুভাব সকল দমিত হউক, স্বর্গীয় প্রীতি প্রভাবে তাহার দেবভাব সকল জাগিয়া উঠুক; এইত মনুষ্যের কার্য্য। কিন্তু মনুষ্য সৃষ্টির রাজা হইয়া অসীম ক্ষমতার অধীশ্বর হইয়া উদরতৃপ্তির জন্য যদি পশুবধ করে, মৃগয়া ব্যপদেশে পশুপক্ষীরক্তে ধরাগাত্র কলঙ্কিত করে, বড়িশবিদ্ধ মৎস্যের জীবনসংগ্রাম—বৃথাউল্লম্ফন দেখিয়া তৃপ্তি অনুভব করে, ইতর প্রাণীর অন্তরে ত্রাস ও বিভীষিকা সঞ্চার করে, তাহার উন্নতভাব সকলকে ব্যভিচারী হইতে দেয় তবে তাহার অধঃপতনের কি অবশিষ্ট রহিল। আমরা দেখিতে পাই মনুষ্য ইতরপ্রাণীবর্গের নিকটে গেলে, তাহারা দূরে পলায়ন করে, কেন না তাহারা জানিয়াছে মনুষ্য তাহাদের চিরশত্রু। কিন্তু যে সকল ভ্রমণকারী যেখানে মনুষ্যের পদ কখনও সঞ্চরণ করে নাই এমন স্থানের ভ্রমণবৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠে জানিতে পারি, যে তাঁহারা অবাধে ইতর পশুপক্ষীগণের ভিতরদিয়া গমন করিয়াছেন, তাহাদের গাত্রে হস্ত বুলাইয়াছেন, অথচ তাহারা ভীত হইয়া দূরে পলায়ন

* থিওসফী সম্প্রদায়ের অন্যতম খ্যাতনাম্নী নেত্রী এনি বেসাণ্ট Vegetarianiam in the light of theosophy নামক বক্তৃতায় যাহা বিবৃত করেন তাহার সারাংশ অবলম্বনে এই প্রস্তাব লিখিত হইল।

করে নাই। যখন হইতে তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসা শান্তির জন্য তাহাদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিলেন তাহারাও পলাইতে শিখিল। তাহারা অভিজ্ঞতা বলে জানিল মনুষ্য বিশ্বাসের সামগ্রী নহে। সুসভ্যদেশে যেখানে যাও দেখিবে মনুষ্যের পদশব্দে জীবজন্তু দূরে পলায়ন করে। কেননা তাহাদের সংস্কার মনুষ্য জীবের বন্ধু নহে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ পুণ্যাত্মা এসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিসের বিষয় পাঠ কর, তাঁহার দেহ হইতে প্রীতির এমনই দিব্য-জ্যোতি বাহির হইত, যে অরণ্যের পক্ষী বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহার গাত্রে উড়িয়া বসিত। আবার ভারতের অরণ্যবাসী স্বর্গীয়-প্রীতি-স্নাত ঋষিদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর দেখিবে সিংহব্যাঘ্র হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া তাঁহাদের পাদদেশ লেহন করিতেছে, মৃগ পক্ষী তাঁহাদের অপত্যস্নেহে প্রশান্ত আশ্রমে থাকিয়া সমভাবে পরিপালিত হইতেছে। এখনও যদি মনুষ্য নিষ্ঠুরতা পশুহত্যা ভুলিয়া যায়, প্রীতির সহিত সকলকে অবলোকন করিতে শিক্ষা করে, অদূর ভবিষ্যতে আবার সেই প্রেমের রাজ্য ফিরিয়া আইসে। মনুষ্য ও ইতর প্রাণীগণের মধ্যে সেই পূর্ব্ববন্ধুত্ব বিশ্বাসের ভাব অচিরাৎ পুনঃস্থাপিত হয়। যে সকল প্রাণী প্রতিদিন বধ্যভূমিতে নীত হয় তাহাদের অবস্থা একবার আলোচনা কর। তাহারা আপনাদের শোচনীয় পরিণাম যেন পূর্ব্ব হইতে অনুমানবলে জানিতে পারিয়া প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতেও অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক। যদি বা তাহারা অতিকষ্টে বধ্যভূমির দ্বারদেশে আনীত হইল, গলিত রক্ত মাংসের গন্ধে তাহারা কিছুতেই ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহে না। সাহস থাকিলে আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখ, কি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যাকার্য্য সম্পন্ন হয়। যদি হৃদয় থাকে সে দৃশ্যের স্মৃতি কোনকালেই অপনীত হইবার নহে। বধ্যভূমির নিকট দিয়া চলিয়া গেলে হৃদয় বিকম্পিত হয়। আমেরিকা সিকাগো নগর যেখানে লক্ষলক্ষ প্রাণী নিহত হয়, তাহার ৪।৫ মাইল দূর দিয়া চলিয়া গেলেও প্রাণের ভিতরে এক অসহ্য বেদনা ভয়ানক ব্যাকুলতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই সকল প্রাণীর কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রাণীহন্তাদিগের বিষয় আলোচনা কর। তাহারা আমাদের জন্য প্রাণীবধ করে। সুতরাং তাহাদের নৈতিক জীবনের যে কিছু অবনতি তৎসমুদায়ের জন্য আমরাই দায়ী। পশুহত্যা করিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, এই জন্য এই জঘন্য কার্য্যের ভার তাহাদের স্কন্ধে আমরা ফেলিয়া দিয়াছি। এই সকল ঘাতকদিগের হৃদয় এতই কঠোর যে আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যের আইন অনুসারে তাহাদিগকে বিচারালয়ে জুরির কার্য্য করিতে দেওয়া হয় না। এই সিকাগো নগরে যতকিছু গর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহার অধিকাংশই ইহাদের দ্বারা সাধিত হয়। কিন্তু একবার কি চিন্তা করিয়া দেখ না, যাহা তুমি নিজে করিতে অনিচ্ছুক সেই ঘৃণিত কার্য্যের ভার অপরের উপর নিক্ষেপ করিবার তোমার অধিকার কোথায়? তোমারই দোষে সে ত কলঙ্কিত জীবন অতিবাহিত করিতেছে। তুমি তাহার পাপের অংশভাগী, তাহার অবনতির একমাত্র নিদান।

এইখানেই যে তোমার পাপের শেষ হইল তোমার দায়িত্বের অবসান হইল এমন নহে। তোমার ক্ষুধা শান্তির জন্য দূরদূরান্তর হইতে জলপথে অর্ণবযান যোগে, স্থলপথে লৌহ শকটে রাশি রাশি গো মেষ মহিষ ছাগ আনীত হইতেছে, কালব্যাপী অনাহার ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিবার পরে তাহাদের হত্যাকার্য্য সংসাধিত হইতেছে। হননের পূর্ব্বে তাহাদের এই সকল ভয়ানক যন্ত্রণার মহাপাপ কাহার মস্তকে অর্পিত হইবে? মাংস ভোজি! এই সকল বিচার করিয়া পরে মাংস ভোজনের জন্য হস্তপ্রসারণ কর।*

* ১৮৯৪ ৯৫ সালের কলিকাতা মিউনীসিপালিটীর বাৎসরিক কার্য্য বিবরণে প্রকাশ যে ঐবৎসর কলিকাতা গোখানায় ১৮৪৪৯ উৎকৃষ্ট, ৬৯০৬২ নিম্ন শ্রেণীর গাভী ও বৃষ, ১৩৭৯৪ গোবৎস, ৬৩০৬৮ মেষ, ৬০৫৪৪ ছাগ ১৪৬৬০ ছাগবৎস সাকল্যে ২৩৯৫৭৭ প্রাণী হত্যা হয়।

যে শৃঙ্খলে মনুষ্য জীবজন্তু গ্রথিত সেই শৃঙ্খল ধরিয়া মনুষ্যকে আরো ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। নিকৃষ্ট বৃত্তি প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া দেবভাব সকলকে উন্নত করিতে না পারিলে শৃঙ্খলের সোপান হইতে সোপানান্তরে অধিরোহণ করা সুদূর পরাহত। একা উঠিলে চলিবে না, সমগ্র জনসমাজকে লইয়া উন্নত হওয়া চাই। কিন্তু কেমন করিয়াই বা উন্নত হইবে, ইতর জীবজন্তুর উষ্ণ শোণিত, পশুহন্তার তীক্ষ্ণ কৃপাণ, নির্ব্বাক গো মেষের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ তোমার বিরুদ্ধে অনবরত সাক্ষ্য দান করিতেছে।*

তুমি হয়ত এই পর্য্যন্ত বলিবে যে মাংস ভোজনে শরীরে বলাধান হয়। কিন্তু এই দুর্ব্বল তর্ক দাঁড়াইবার স্থান নাই। তুমি এক মহান উদ্দেশ্য লইয়া জগতে আসিয়াছ। মনুষ্যের দেবভাব সকলকে পরিস্ফুট করিয়া তাহাকে দেবপদবীতে লইয়া যাওয়াই তোমার পবিত্রতম ব্রত। তোমার আত্ম সংবরণ নাই। মিতাহার মিতাচার খাদ্যাখাদ্য নির্ণয়ের সঙ্গে মনুষ্যের সেই দেবভাব বিকাশের বিশেষ যোগ রহিয়াছে। আত্মার উন্নতির জন্য, প্রতি চিন্তার জন্য, শরীরের জন্য তোমার দায়ীত্ব রহিয়াছে। সেই সকল দায়িত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। যাহার জন্য তোমার পৃথিবীতে আগমন তাহার প্রতি ও আত্মার অপরিমেয় দীর্ঘতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই। যদি এইভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার শোক দুঃখ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে, হিংসা দ্বেষ তিরোহিত হইবে, ইতর জীব জন্তুর সহিত সখ্য সংস্থাপিত হইবে, ঈশ্বরের প্রেমের রাজ্য এখানে অবতীর্ণ হইবে।†

*মনু ঘাতক শব্দে কাহাকেও অব্যাহতি দেন নাই।
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকঃ। ৫।৫১
যাঁহার অনুমতিতে পশুবধ হয়, যে অস্ত্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করে, যে বধ করে, যে মাংস ক্রয়বিক্রয় করে, যে মাংস পাক করে, যে মাংস পরিবেশন করে, যে মাংস ভক্ষণ করে তাহারা সকলেই ঘাতক পদ বাচ্য।

† কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় জজও antivivisection সভার সভাপতি নরিস সাহেব গত বর্ষের বক্তৃতায় বলেন "ইতরপ্রাণীবর্গকে নিষ্ঠুরতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেন যে আমি ব্যাকুল তাহার কারণ এই। বিলাতে নিজ আবাসে আসিতে আমি একদিন শিকারে বাহির হইতেছিলাম। এমন সময়ে ছোট কন্যার ক্রন্দন ধ্বনি আমার কর্ণে আসিল। আমি উপরে গিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ৫।৭ মিনিট ধরিয়া সান্ত্বনা করিলাম। যখন সে শান্ত হইল আমি বন্দুক লইয়া বাহির হইলাম। প্রথমেই এক শশককে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলাম। অগ্রসর হইয়া দেখি শশক আহত হইয়াছে; কিন্তু তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া অবিরল অশ্রু পড়িতেছে। উহা দেখিয়া অনতিকাল পূর্ব্বের আমার কন্যার ক্রন্দনের কথা মনে পড়িল। আমি বন্দুক হইতে টোটা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলাম। সে আজ কুড়ি বৎসরের কথা। তাহার পরে অবলাজন্তুর প্রাণবিনাশের জন্য কখন আর বন্দুক ধরি নাই।"

THE BRAHMO DHARMA (Translated).

(The Book of the Religion of Brahma).

First Part.

CHAPTER 111.

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতোব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ১ ॥

Desirous of experiencing Him let, him, the disciple, repair unto a teacher. He the wise man, to one of perfect restfulness of heart and possessed of control over the senses, should truly unfold the theory and practice of that divine lore whereby the Exhaustless all-comprehending Real Being becometh known. [1]

Comm: It is the duty of all to approach for instruction concerning the deity, a teacher who knows the Supreme Being, having first attained profound peace by the subjugation of the mind; it is the duty of such teacher properly to instruct persons, of whatever race or caste, who approach him with a heart at peace, and searching after God: therein he should not be neglectful [1]

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা-কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ২ ॥

Inferior is (the knowledge) of the Rigveda Yajurveda, Samaveda and Atharvaveda an d the six branches of auxiliary vedic knowledge

but superior is that whereby the Exhaustless becometh known. [2]

The attainment of the knowledge of God's true nature and intention is the supreme end of man's soul. The systems of learning, by the study whereof that supremely desired jewel of wisdom is attained, constitute true knowledge—superior knowlege; the rest are inferior. For this reason the four Vedas and the six subordinate branches of vedic knowledge have been spoken of as inferior. The portions of the Vedas as well as other systems of learning which teach the truth concerning the Supreme Being constitute the superior knowledge, to be acquired by all [2]

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬, চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	৬৩৪।৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩১৪৮৸৶০
সমষ্টি	... ...	৩৭৮৩।০
ব্যয়	...	৬৬১॥৯
স্থিত	...	৩১২১॥৶৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন চারকেতা	
গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৩০০০৲
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ...	১১৪॥৶৩
	৩১২১॥৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৪৪৩৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	৪৪০৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা)	৩৲
	৪৪৩৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৬৮॥৶০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১২৲
শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেতারা	১৬৸০
„ „ মহেন্দ্রনাথ সেন, ডিব্রুগড়	৩৲
„ „ রজনীকান্ত বসু, কালাইন	৩৲
„ „ বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুহ, জয়দেবপুর	৬৸০
„ „ ষোড়শীমোহন সেন, সদরঘাট	৩৲
„ „ গিরিজাশঙ্কর মজুমদার, ভবানীপুর	৩৲
„ সম্পাদক, পবলিক্ লাইব্রেরি, উত্তরপাড়া	৬৸০
„ বাবু কানাইলাল দাস, কলিকাতা	৩৲
„ „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ	৩৲
„ „ ভুবনমোহন বসু, ঐ	৩৲
„ „ হরিমোহন রায়, ঐ	৩৲
„ „ হরিমোহন নন্দী ঐ	২।০
	৬৮॥৶০
পুস্তকালয়	৭৶০
যন্ত্রালয়	১১৪৲
গচ্ছিত	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১৷৷০
সমষ্টি	৬৩৪।৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৫০০॥৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৯৶৩
পুস্তকালয় ...	১৯।৶৯
যন্ত্রালয় ..	১০২।৯
সমষ্টি	৬৬১॥৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

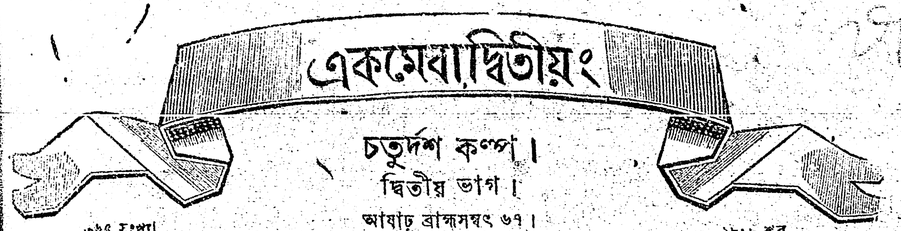

চতুর্দ্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৩৮৫ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব ৩৫
ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ৩৯
ভারতের আদর্শ (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়) ৪৪
সমালোচনা (শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ৪৭

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৩০। কলিগতাব্দ ৪৯৯৭। ৩ আষাঢ় মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৶০। ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজে সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

PAGES CONTAINS

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

শেষ উপদেশ।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত।

উৎকৃষ্ট কাগজে এবং উৎকৃষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল এক আনা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(স্বামীকৃত টীকা সমেত)

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাকমাসুল ৵০ আনা।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্ববিষয়ক প্রথম উপদেশ। বহুকালের পর ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। মহাতে জীবাত্মা ও জড়, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি কএকটী বিষয় বিশেষ বিবৃত হইয়াছে। ইল্য ৵০ দুই আনা। মাঘোৎসব উপলক্ষে ৴০ আনা।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তকাদি চেক্‌দাখিল চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রিত করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
সহকারী সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৩৫ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব।

৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮১৮।

এই জন্মোৎসব ব্যাপার দর্শন করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহার যে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন আমরা সাদরে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

যিনি চিরপ্রচলিত মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে আজীবন সঙ্গ্রাম করিয়া ভারতে নূতন জীবন সঞ্চার করিয়াছেন, যিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মে নরনারীর নির্বিশেষ অধিকার বিস্তার করিয়া সকলেরই জন্য শ্রেয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার জ্ঞানানুরাগ যোগনিষ্ঠা ভক্তিপ্রবণতা ও বিশ্বাসানুরূপ কর্ত্তব্যসাধন ভাবী যুগের পথভ্রষ্ট ধর্ম্মপন্থিদিগের ধ্রুবতারা স্বরূপ হইবে, আজ সেই শ্রীমন্মহর্ষির পবিত্র জন্মদিন। যে মহা বৃক্ষের তলে বসিয়া সংসারদাব-দগ্ধ অসংখ্য অসংখ্য লোক মন প্রাণ শীতল করিবে এই ৩ জ্যৈষ্ঠে সেই মহা পুরুষ ভূমিষ্ঠ হন। আমরা এই জন্মোৎসব দিনে যথা সময়ে যথা স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম স্নিগ্ধ সৌম্যদর্শন অশীতিপর বৃদ্ধ আমাদিগকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমরা ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম।

এই উৎসব উপলক্ষে সকল সমাজের ব্রাহ্মেরা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মহর্ষিকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই মন্ত্রটী সমস্বরে পঠিত হইল। পরে সাধারণ সমাজ হইতে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এই অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন।

ওঁ ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রধানাচার্য্য মহাশয়
ভক্তিভাজনেষু—

প্রণতি পুরঃসর নিবেদন;—

অদ্য ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার আপনি অশীতিবর্ষে পদার্পণ করিলেন। এতদুপলক্ষে আমরা ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা, কৃতজ্ঞ অন্তরে পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ করি-

তেছি যে, আপনি এই দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনার ধর্ম্মজীবনের দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা আমাদের ধর্ম্মজীবনকে পোষণ করিতেছেন। প্রথম যৌবনের উদ্যমের কালে যে অনুরাগের সহিত আপনি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, এই জরাজীর্ণ দেহেও সেই অনুরাগের হ্রাস হয় নাই। ইহা স্মরণ করিলে আমাদের চিত্ত সবল হয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আমাদের অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। আপনি ব্রহ্মোপাসনাকে নিজ জীবনে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এদেশকে চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। আপনার বিশ্বাসের অটলতা, সাধন-নিষ্ঠা, ধ্যান-পরায়ণতা, গভীর জ্ঞানানুরাগ ও কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ়তা, চিরদিন আমাদিগের ও আমাদিগের পরবর্ত্তী বংশ পরম্পরায় ধর্ম্মপথের আলোক-স্বরূপ হইয়া থাকিবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি যে, আপনি আরও দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে বাস করিয়া আপনার উপদেশ ও আশীর্ব্বাদের দ্বারা আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহিত করুন। আমাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতি ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই সামান্য উপহার আমরা অদ্য, আপনার জন্মদিনে, আপনার চরণে অর্পণ করিলাম। নিবেদন ইতি ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৮১৮ শকাব্দা।

আপনার আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী।

কলিকাতা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বাঁকিপুর, ভাগলপুর, আরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চুঁচুড়া, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের ছয় শতের অধিক ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা।

অনন্তর একটী রৌপ্য কোষের মধ্যে ছয় শতের অধিক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণের স্বাক্ষরিত এই অভিনন্দন পত্র মহর্ষির হস্তে প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত একটী রুপার বাটী এবং ফ্রেমে বাঁধান আর একখানি মুদ্রিত অভিনন্দন পত্রও তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল।

পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয় এই অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন।

ভক্ত্যুপহার।

একান্ত ভক্তিভাজন

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্মপিতৃ মহোদয় শ্রীচরণকমলেষু।

'ঈশাবাস্য'মিতি প্রমাণবিষয়ং কর্ত্তুং পরেণাসকৃৎ
সম্পদ্রাশিরহো বিকারজনকো মাভূৎ স্বয়ং তৎকৃতে।
পূর্ব্বং বোধয়তা যএষ কৃপয়াহহ্বায়ি প্রকামং পুনরার্ষীং যোগগতিং প্রতীতিবিজিতাং প্রাবর্ত্তয়ৎ শন্তমাম্॥
জ্ঞানং শুদ্ধতমং প্রচিত্য নিখিলং বেদান্তসংসেবিতং
সাক্ষাৎকৃত্য পুনঃ স্বচিত্তনিলয়ে যোগেন তৎ সাম্প্রতম্।
যোগজ্ঞানভৃতং পরেশপরমস্পর্শং সমাসাদ্য চ
প্রেম্না পূর্ণতমত্বমাপয়দহো ব্রহ্মাপ্তিজং দর্শনম্॥
ব্রাহ্মাণাং হৃদয়ে স এষ নিতরাং যোগানুরাগং ভৃশং
তস্প্রোদ্দীপয়িতুং হিমালয়সুখং ত্যক্ত্বোর্য্যকার্ষীচ্ছ্রমম্।
স্থানং পিত্রুচিতং প্রকামমধুরঞ্চাপূরয়ন্নদ্য স
বর্ষেঽশীতিতমে পদং শুভতমে হ ধার্দ্ধর্ষমুৎপাদয়ন্॥

যোগস্পৃহা যত্র হৃদি প্রবর্ত্ততে
পশ্যেম তং তত্র হি বর্ত্তমানম্।
দূরান্ন দূরে ৰয়মস্য চেৎ পুন-
র্ব্রহ্মান্তরব্যাহতমাপ্নুয়াম॥
অভ্যর্থয়ামো ভবতো নিদর্শনৈ-
র্বিকারজাতং নিতরাং নিরস্যতাম্।
যোগোত্থমালম্ব্য ভবৎপ্রদিষ্টং
পন্থানমীশং সমবাপ্নুয়ুস্তে॥
ব্রহ্মানন্দেন পুত্রেণ ভবতোভ্রাতৃতাং গতাঃ।
বয়ং জন্মদিনে তেন ব্যঞ্জ্যো হর্ষং সমুচ্ছ্রিতম্॥

'সমুদায় ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত' এই কথা প্রমাণিত করিবার জন্য ভগবান্ কর্ত্তৃক যিনি আহূত হইয়াছেন, এবং সম্পদ্রাশি বিকার জন্মাইতে না পারে এজন্য করুণা সহকারে ভগবান্ পূর্ব্বেই যাঁহাকে সমুচিত উপদেশ দান করিয়াছেন, যিনি মঙ্গলকর ঋষিসমুচিত যোগের গতি আপনি যথোপযুক্ত রূপে প্রতীতির বিষয় করিয়া উহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; বেদান্তসেবিত নিখিল শুদ্ধতম জ্ঞান যিনি (ব্যাখ্যান দ্বারা) পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, এবং যোগ দ্বারা সেই জ্ঞান আপনার হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যোগ এবং জ্ঞান দ্বারা পরিপুষ্ট ঈশ্বরসংস্পর্শ লাভ করিয়া যিনি ব্রহ্মদর্শন প্রেম দ্বারা পূর্ণতম করিয়াছেন, তিনি হিমাচলের সুখ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মগণের হৃদয়ে যোগানুরাগ উদ্দীপন করিবার জন্য শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, এবং নিরতিশয় মধুর পিতৃসমুচিত স্থান আপূরণ করিয়া অদ্য সকলের হর্ষবর্দ্ধনপূর্ব্বক শুভতম অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। যে হৃদয়ে যোগের স্পৃহা আছে আমরা সেই হৃদয়ে তাঁহাকে বর্ত্তমান দেখি। যদি আমাদের হৃদয়ে আমরা অবাধে ব্রহ্মকে লাভ করি, তাহা হইলে ইঁহার সম্বন্ধে আমরা দূর হইতে দূরে নহি। আমরা প্রার্থনা করি, আপনার জীবনের নিদর্শন যোগোত্থিত সকল প্রকারের বিকার নিরসন করুক। আপনি যে পথ উপদেশ করিয়াছেন সেই পথ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মগণ ঈশ্বর লাভ করুন। আপনার পুত্র ব্রহ্মানন্দের সহিত আমরা ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ। আমরা আপনার জন্মদিনে তাঁহার সহিত অত্যুচ্ছ্রিত আনন্দ ব্যক্ত করিতেছি।

১৮১৮ শক।
৩রা জ্যৈষ্ঠ। }

পরে শ্রীমন্মহর্ষি শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু নিম্নোক্ত স্ববক্তব্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

"সৌম্য!

তোমাদের প্রীতি ও ভক্তিপূর্ণ উপহার আমি সাদরেও বহুমান পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছি। আমি জীবদ্দশাতেই ব্রহ্মোপাসকের সংখ্যা আশাতীত দেখিয়া আনন্দ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেছি না। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, অনেকেই সমস্ত গৃহকার্য্যে এই পরম ধর্ম্মকে, এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে যথাযথ পালন করিতেছেন। আমার এরূপ আশা ছিল না, যে এত অল্প দিনের মধ্যে আমার এই সংকল্প সিদ্ধির পথে এরূপ অগ্রসর হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের জ্ঞান, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অটল থাকুক, তোমরা সকল বিভীষিকা তুচ্ছ করিয়া স্থিরপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই দীন হীন দুর্ব্বল বঙ্গদেশের সকল প্রকার দুর্দ্দশা দূর কর। ঈশ্বর তোমাদের কার্য্যে প্রসন্ন হউন।"

পূজ্যপাদ মহর্ষি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন তিনি নিজে কিছু বলিবেন না, মৌনী থাকিবেন; কিন্তু উৎসাহ তাঁহাকে শতগুণ উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—

"আমি একটু কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমার এখন আর কিছু নাই। কেবল আমার একটী প্রাণ আছে, সেই প্রাণটি মাত্র ধুক্ ধুক্ করিতেছে। যদি সেই প্রাণটুকু দিয়াও ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি, একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করিতে পারি, তবে আমার এই জীবন সার্থক।"

অনন্তর তিনি আসন পরিগ্রহ করিয়া আবার বলিলেন।

"আমার একটি কথা মনে পড়িতেছে—আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী) কাছে একটী কথা শুনিয়াছি, তাহা আজও আমার মনে জাগ্রত রহিয়াছে, তাহা এই,—"Unity in Essentials, Liberty in non-essentials and Charity in all' (এইখানে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, এই কথাটী Roman Catholic দিগের উপদেশ হইতে লওয়া হইয়াছে।) "আমরা বলি যে, প্রত্যেক উদার হৃদয় ব্যক্তিরই কথা এই—আপনার আপনার ক্ষুদ্র ভাব, আপনার আপনার ক্ষুদ্র অভিপ্রায়, সমস্তই ত্যাগ করিতে হইবে। আপনার আপনার ক্ষুদ্রতার উপরে দৃষ্টি করিলে তাহাতেই আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে। বাহিরের ক্ষুদ্রতায় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। যিনি ব্রহ্মকে দেখেন, তিনি ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়া সেই মহান্ ব্রহ্মেরই অভিপ্রায় দেখিয়া চলেন। "মহ ইত্যুপাশীত মহান্ ভবতি" যিনি মহান্ ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি মহান্ হয়েন। আপনার দিকে দৃষ্টি করিলেই আমরা ক্ষুদ্র হইয়া পড়ি। কিন্তু যিনি মহতের উপাসনা করেন, তিনি মহান্ হয়েন। তাঁহার সহিত আর কাহারও বিবাদ থাকে না। তখন তিনি সেই "বিগত বিবাদের" উপাসনা করিয়া বিগতবিবাদ হয়েন। আমাদের প্রতি আত্মাতে যে জ্ঞান-দীপ আছে, তাহা ক্ষুদ্র প্রদীপের মত নিকটস্থিত বস্তুকে প্রকাশ করে। কিন্তু দাবানলের যে অগ্নি, তাহাতে "পর্ব্বতো বহ্নিমান।" ব্রহ্মাগ্নি সেই দাবানলের অগ্নির ন্যায়। সেই মহান্ ব্রহ্মাগ্নির জ্যোতিতে যদি আমাদের প্রতিজনের আত্মাকে প্রজ্বলিত করি, তবে সেই বহ্নিমান পর্ব্বতের ন্যায় এই বঙ্গদেশও শীঘ্রই ব্রহ্মবান্ হইয়া উঠিবে। ঈশ্বর আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

আমাদের ঋষিরা এই কথা বলেন যে, যে ব্যক্তি এখানে তাঁহাকে না জানিয়া বহু সহস্র বৎসর যাগ যজ্ঞ তপস্যা করে, তাহার সকলই অন্তবৎ হয়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়, সে কৃপাপাত্র, অতি দীন, সেই শূদ্র। আর যিনি তাঁহাকে জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনিই ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণদিগের, ঋষিদিগের এই উপদেশ। তোমরাও যদি সেই ব্রহ্মের উপাসনাতে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হও, তবে দেখিবে যে, কালে তাঁহারই ইচ্ছাতে—এখন ১৮১৮ শক চলিতেছে—এই, ২০০০ শক যাইতে না যাইতেই বঙ্গদেশ ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইবে।"

অনন্তর ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকারা মহর্ষিকে প্রণাম ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। নিম্ন তলে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জন্মোৎসব উপলক্ষে পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি উপাসনা শেষ করিয়া নিম্নোক্ত প্রার্থনাটী পাঠ করিলেন।

আজ আমরা যাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে পরম-পিতার সন্নিধানে পিতাপুত্র ভ্রাতা বন্ধু সকলে একত্রে সম্মিলিত হইয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছি—তিনি আমাদিগকে আজন্মকাল চক্ষে চক্ষে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; তাঁহার অনিমেষ মঙ্গল কামনা এবং অটল অধ্যক্ষতার প্রসাদে আমরা অসংখ্য বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া আসিতেছি; আমরা শত অপরাধী হইয়াও তাঁহার অমূল্য উপদেশে

এবং দৃষ্টান্তে পরমপিতা পরমাত্মার প্রতি মনঃসমাধান করিতে শিক্ষা পাইয়াছি—এবং এখনো শিক্ষা পাইতেছি। সংসার-সাগরের তুমুল-তরঙ্গে শত বার আমাদের গৃহ এবং আমাদের অন্তঃকরণ ক্ষুদ্র তরীর ন্যায় ইতস্ততঃ দোলায়মান হইয়াছে—শতবার তিনি আমাদের কাণ্ডারী হইয়া আমাদিগকে নিরাপদ কূলে উপনীত করিয়া দিয়াছেন। আমরা মোহাচ্ছন্ন অন্ধ জীবের ন্যায় শতবার তাঁহার মঙ্গল কামনার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি শতবার তিনি আমাদিগকে অপরাজিত চিত্তে মঙ্গলের পথে প্রত্যানয়ন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ঋণ কিছুতেই পরিশোধ করিতে সমর্থ হইব না। তাঁহাকে আমরা পরমাত্মার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি জানিয়া তাঁহার জন্মোৎসবে আমরা সেই পরমপিতার নিকট কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি তাঁহাকে মর্ত্ত্য-জীবনের পূর্ণকাল পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে নিরাপদে অধিষ্ঠিত রাখুন—যেন পিতার মঙ্গল মূর্ত্তি অবলোকনে আমরা তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল প্রত্যক্ষবৎ হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

হে পরমাত্মন্! আমরা যেন পিতৃদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে এইরূপ অনেক বৎসর তোমার মঙ্গলছায়ায় সম্মিলিত হইয়া তোমার উপাসনা করিয়া আনন্দরসে নিমগ্ন হই তুমি আমাদের এই মনোগত প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমার ইচ্ছাই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র সোপান।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উপাসনান্তে মহর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া এই বলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ঈশ্বরের অজস্র প্রসাদবারি তোমাদের মস্তকের উপরে নিপতিত হউক; তাঁহার অমোঘ পালনীশক্তি তোমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুক। তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়া পরস্পর সাধু ও সদ্ভাবে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত ও লোকের হিতের নিমিত্ত সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাক। তোমাদের প্রতি এই আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ।

পরে পরিবারস্থ সকলে তাঁহাকে পুষ্পস্তবক ও মাল্য দিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতে লাগিলেন। বিকশিত পদ্ম, মল্লিকা, যূথি প্রভৃতি স্তূপাকার সুগন্ধি পুষ্প তাঁহার চতুর্দ্দিকে শোভা বিস্তার করিল। পুত্র পৌত্রাদি বহু পরিবারে পরিবৃত হইয়া ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ সকলকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করিতেছেন তৎকালে এই দৃশ্য অতীব মনোহর হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১। রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতা।

সাধারণ মানবের স্বভাবই এই যে পুরাতন কোনো কিছুর বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখিলেই তাহারা অস্থিরতা প্রকাশ করে। ভাল কি মন্দ বিবেচনা না করিয়া অধিকাংশ লোকে পরিবর্ত্তনমাত্রকেই মন্দ বলিয়া ধরে। মন্দ কর্ম্মও যদি অভ্যাস হইয়া যায়, তাহাও চিরপরিচিতের ন্যায় হইয়া উঠে, এবং তখন তাহারও পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে তাহার মন্দফল-ভোগীরাই খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। রক্ষণশীলতা মনুষ্যের পক্ষে যদি নিয়ম না হইত, তাহা হইলে দেখিতাম যে, অল্প দিনেই মনুষ্যকুল ধ্বংসমুখে দাঁড়াইত; মানবের সমাজরক্ষণ এবং তৎসঙ্গে সামাজিক উন্নতি

হইতেই পারিত না। রক্ষণশীলতা জড়েরও এক স্বাভাবিক ধর্ম্ম; ইহা জীবদিগেরও জীবনরক্ষার এক প্রধান সহায়। ইহারই ফলে, যখন কেহ আমাকে সজোরে আঘাত করে, আঘাতকারীও তখন আমার নিকট হইতে ঠিক তত জোরে প্রতিঘাত পাইয়া থাকে, এবং এই রক্ষণশীলতার গুণেই আমাদের জীবনের প্রতি এত মায়া মমতা ও মৃত্যুর প্রতি এত গুরুতর ভয়।

আমরা দেখিতে পাই, যাহারা যত রক্ষণশীল, তাহারা তত সামাজিকতার বশীভূত। মনুষ্যেরা কি শরীর বিষয়ে, কি মানসিক ভাব সম্বন্ধে, কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, সকল বিষয়েই রক্ষণশীল, তাই তাহারা বেশীমাত্রায় সামাজিক।

আর এক দিক দিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, অতিমাত্র সামাজিকতায় যথেষ্ট দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়। যে যত আত্ম-নির্ভরশীল সে তত সামাজিকতার অপেক্ষা রাখে না; সে নিজে যাহা কল্যাণজনক বুঝিতে পারে, তাহাই সম্পন্ন করিতে চেষ্টা পায়। এই বল থাকাতেই উপনিষদ্‌কার ঋষিরা প্রকৃতি-পূজার মধ্যে বাস করিয়াও ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকুচিত হয়েন নাই, এবং এই বল থাকাতেই মহামনা রামমোহন রায় সংসারের ভয়ে কুণ্ঠিত না হইয়া ভারতে পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন যুগের অবতারণা করিলেন।

মনুষ্য কেবল জড় পদার্থ নহে যে, সে রক্ষণশীল ও সামাজিক জীবমাত্র হইয়া স্থির থাকিবে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে আজ তাহাকে সভ্যতার শিখরে এতদূর আরোহণ করিতে দেখা যাইত না; পুষ্করিণীর বদ্ধ জলের ন্যায় সেই রক্ষণশীলতা অস্বাস্থ্যকর হইয়া ধ্বংসকারী হইত। মনুষ্য যেমন সামাজিক ও রক্ষণশীল জীব, তেমনি উন্নতিশীল মনুষ্যও বটে। কিন্তু সেই উন্নতির পথপ্রদর্শক হয়েন আত্ম-নির্ভরশীল, বলশালী এবং সামাজিকতার অনেক পরিমাণে অবশীভূত এক এক মাহাত্মা ব্যক্তি। চিরাগত প্রথার রক্ষণশীলতা যখন অতিমাত্র হইয়া উক্ত প্রথাকেই বিকৃত করিয়া ফেলে, তখনই সেই বিকৃত প্রথার মধ্যে সু-টুকু রাখিয়া কু-টুকু দূরে নিক্ষেপ করিবার এবং নূতনতর উন্নতির বীজ বপন করিবার নিমিত্তই যেন এক এক মহাত্মা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। মহাত্মা ব্যক্তিগণ বিলাসিতায় মগ্ন থাকিয়া সহসা রাতারাতি বড় লোক হয়েন না; তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়, কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহাদিগকে অলস রক্ষণশীলদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট বিদ্রূপ অত্যাচার প্রভৃতি সহ্য করিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবিচলিতচিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হয়েন। পুরাকালের সাধকদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই সে দিন রামমোহন রায়কেও গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া কত অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইতিহাস অন্বেষণ করিলে মহাত্মা ব্যক্তিদিগের উপর অত্যাচারের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

২। রাজা রামমোহন রায়।

আমরা রামমোহন রায়ের সময় পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, তিনি যে সময়ে প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের উপর প্রক্ষিপ্ত আবর্জ্জনারাশি দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার প্রতি ভীষণ অত্যাচার করা আশ্চর্য্য নহে। তখনও ইংরাজদিগের রাজত্ব ভারতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তখনও অনেক বিষয়ে সসঙ্কোচে চলিতেছিলেন। দেশীয়দিগের উপর অনেক সাহায্যের প্রত্যাশা করিতেন*। তখন চারিদিকেই কুসংস্কারের রাজত্ব; কেবল দলাদলি ও গালাগালি। সেই সময়ে এখানকার কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা তাঁহারই এক অনুগত শিষ্য সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহাড়ম্বর তাহার একসীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর ও রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে দান, তীর্থ ভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটীও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্ম্মের কাষ্ঠাভাব ছিল, অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয়কর্ম্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছসংস্পর্শ-জনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যাপূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যাপূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন; তাহাতেই তাঁহাদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তখন সংবাদ পত্রের অভাব অনেক পূরণ করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশাকুশী হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ-বিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকারই সংবাদ প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত দান করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিতেন এবং ধনী দাতাদিগের যশ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রশংসালাভের আশ্বাসে, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূন্য ধনীদের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্যবিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া, যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে

* Human sarrifices in India by John Poynder Esq. London, J. Hatchard and Son, 1827.

নগরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞান ও অনুশীলনা থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন; কিন্তু তাঁহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতিদিন তিনবার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কি না সন্দেহ। বিষয়ী ধনীদের মধ্যে তো কোন প্রকারই বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না। চলিত বাঙ্গালা ভাষারও ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক, কাহারো তাহার বর্ণশুদ্ধি জ্ঞান ছিল না। বিষয় কর্ম্মের উপযোগী পত্রলেখা ও অঙ্ককষা জানা থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পারসী পড়িতে ও ইংরাজী অক্ষর ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন, তাঁহারা বিদ্যার গরিমা আর মনে ধারণ করিতে পারিতেন না। তখনকার বাঙ্গলা পুস্তকের মধ্যে কেবল চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রসিদ্ধ—এ সকলই পদ্যের, গদ্যের গ্রন্থ তখন একখানিও ছিল না। বুলবুলি ও ঘুড়ির খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বীণ সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবকদিগের আমোদ ছিল এবং তাঁহারা দোলের আবীরখেলার ন্যায় নন্দোৎসবে গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকীপ্রসূতির প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তি পূর্ব্বক খাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা এই ছিল যে তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই। তখন তাঁহারা বড় বড় পূজাতে ইংরাজদিগকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন বটে, কিন্তু আপনারা সেই আহারে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিতেন না।" *

রামমোহন রায় যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য বুঝিবার লোক তখন অতি অল্পই ছিলেন। তাই তিনি বেদান্তসারের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে "তিনি সত্য ও সরলতার পথ অবলম্বন করাতে সকলের, এমন কি আত্মীয়-স্বজনেরও বিরাগভাজন হইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের কাছে তিনি নির্দ্দোষ।" ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য তিনি কত না কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ সকল আপন ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া অকাতরে বিতরণ করিতে হইয়াছিল। একবার তিনি বেদান্তসূত্র ছাপাইতে সংকল্প করিয়া এই কলিকাতাতে তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি এবং তাঁহার সহোদ্যোগী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সমস্ত কলিকাতা খুঁজিয়া বহু অন্বেষণের পর একটী ব্রাহ্মণের গৃহে একখানি বেদান্তদর্শনের পুঁথি দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ পুঁথিটীকে নিত্য পূজা করিতেন, সুতরাং তিনি তাহা তাঁহাদের হস্তে কিছুদিনের জন্য রাখিতে পারিলেন না। অবশেষে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সেই স্থানে বসিয়াই সেই চন্দনচর্চ্চিত পুঁথিখানির অনুলিপি করিয়া আনিলেন এবং রামমোহন রায় তদ্দৃষ্টে বেদান্তসূত্র মুদ্রিত করিলেন। তাঁহাদের সেই প্রথম উদ্যোগের ফলে আজ আমরা

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৭ শক, শ্রাবণ।

এতদূর উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিতে সক্ষম হইতেছি। কেবল ভারতের কথা বলি কেন? আজি পৃথিবীর সমুদায় সভ্য দেশে উপনিষৎ সুপ্রচারিত। যাঁহার কিঞ্চিৎ আত্মদর্শনশক্তি জন্মিয়াছে, তিনিই বেদান্ত শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা ১৭৩৭ শকে রামমোহন রায় কর্ত্তৃক এই কলিকাতা নগরীতে প্রকৃষ্ট রূপে আরব্ধ হয়। খৃষ্টীয় ১৮১৬ অব্দে রামমোহন রায় বেদান্ত শাস্ত্রের সংক্ষেপ মর্ম্ম ইংরাজীতে প্রচার করিয়া ইউরোপীয়দিগের সমক্ষে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা স্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "প্রথমত ব্রাহ্মসমাজের কথা মনে হইলে এই দেশের প্রথম বন্ধু রাজা রামমোহন রায়কেই স্মরণ হয়। তাঁহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, বুদ্ধিও তেমনি সারবান্ ছিল; শ্রদ্ধা ভক্তি হৃদয়ের ধনও তাঁহার সেই প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তাঁহার মুখশ্রী আমার চক্ষুর সমক্ষে আবির্ভূত হইতেছে। তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধাতে উজ্জ্বল মুখ, তাঁর সেই উদার ভাব, সমুদয় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁর শরীরের বল, মনের বীর্য্য, হৃদয়ের ভাব সকলি অনুরূপ। ধর্ম্মের উন্নতির জন্যই তিনি এখানে উদিত হন।" ১ বস্তুতঃ রামমোহন রায় যে ধর্ম্মমীমাংসার সূত্রপাত করেন, সেই সূত্রেই আজি জর্ম্মণ পণ্ডিত জগন্মান্য মোক্ষমূলর ধর্ম্ম-বিজ্ঞান বিনির্ণয় করিলেন, এবং সেই মূলেই সুদূর আমেরিকায় বিশ্বজনীন ধর্ম্ম মণ্ডল স্থাপনের চেষ্টা হইল।

১ পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৭ অগ্রহায়ণ।

এই ধর্ম্মসমন্বয় বা বিশ্বজনীন ধর্ম্মমণ্ডল স্থাপন পক্ষে অন্যান্য দেশে যে সকল চেষ্টা হইতেছে, তাহা এখনো ভাসা ভাসা চলিতেছে। কিন্তু রামমোহন রায়ের যে মূল চেষ্টা তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতে ব্রাহ্মসমাজ তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।

রামমোহন রায় নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্যেও বিশিষ্ট সাধনা দ্বারা ১৭৫১ শকে (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। পর বৎসর তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তথায় তাঁহার দেহাবসান হয়।

৩। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

তদবধি ব্রাহ্মসমাজের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুর মাসিক ৮০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। ৺ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রতি নিয়মিত দিবসে "যথার্থ ধর্ম্মভাবে ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন। তিনি রামমোহন রায়ের পরে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল একমাত্র স্বকীয় যত্নে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঝড়ই হউক, বৃষ্টিই হউক, তিনি বুধবারে সমাজে থাকিবেনই।" ২ তৎসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার ভ্রাতা প্রতি নিয়মিত দিবসে সঙ্গীত করিতেন। তাঁহাদের যত্ন না থাকিলে আজ ব্রাহ্মসমাজের মুখ দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের এতদূর অনুরাগ ছিল যে তিনি নিতান্ত দরিদ্র হইয়াও মৃত্যুকালে ব্রাহ্মসমাজকে ৫০০ টাকা দান করিয়া যান। আজও সেই টাকা আদি ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী মূলধনের একাংশরূপে থাকিয়া তাঁহার হৃদয়ের উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে।

২ পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৭ অগ্রহায়ণ।

ভারতের আদর্শ। *

রাজ্যশাসনে প্রজার কতটুকু ন্যায্য অধিকার, তাহা লইয়া গত শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে সভ্য প্রতীচ্য জগতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এক সময় ছিল রাজাদেশ প্রজাসাধারণকর্ত্তৃক নতমস্তকে অম্লানবদনে পরিপালিত হইত; কেহ তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতে সাহসী হইত না। রাজাজ্ঞা যেরূপই হউক না কেন পালন করা প্রজার কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু সেদিনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। "ব্যক্তিগত ন্যায্য অধিকার" সভ্য জগতের রাজ্যশাসনবিজ্ঞানের একটি নূতন পরিভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যক্তিগত অধিকার সাম্য ও স্বাধীনতার নিশান লইয়া আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য, ইংলণ্ডের রাজবিধি—অন্যায় করস্থাপনের ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া—মাতৃভূমির সহিত সকল সম্বন্ধ তিরোহিত করিয়া দিয়া প্রজাতন্ত্র রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত করিল—আপনারাই সমষ্টিভাবে আপনাদের দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিল। যখন আবার "এই ব্যক্তিগত অধিকারের" মূলমন্ত্র সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া ফ্রান্সদেশে নিনাদিত হইল, সমস্ত ফ্রান্সদেশ আকুল হইয়া উঠিল, কালব্যাপী অশান্তির পরে ফ্রান্সদেশে প্রজাতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ব্যক্তিগত অধিকারের মন্ত্রবীর্য্য ইংলণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কমন্‌স মহাসভার ও প্রজাগণের মতামতের বলকে ক্রমিকই প্রবর্দ্ধিত করিতেছে। এবং রুষরাজ্যে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছাচারের কঠিন বন্ধনকে শ্লথ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে ও রুষ সম্রাটের অন্তরে কেবলই বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছে। যেখানে সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি, সেই খানেই প্রজাগণের ব্যক্তিগত অধিকার লইয়া আন্দোলন।

ভারতে এই আন্দোলনের তরঙ্গ আসিয়া যে আদৌ স্পর্শ করে নাই এমন নহে। এদেশীয়েরাও রাজ্যশাসনে অধিকতর অধিকার পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে এখানে চারিদিকে আন্দোলন। নূতন ভাবের আবেশ পুরাতনের গাত্রে পড়িয়া চারিদিক বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। উভয়ের সংমিশ্রণে কি ভাবে ও কতদিনে যে জাতীয় চরিত্র রীতি নীতি সংগঠিত হইয়া একটি নূতন পরিস্ফুট আকার ধারণ করিবে তাহা আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু এই সময়ে ভবিষ্যৎদৃষ্টি প্রখর না রাখিলে নিজ নিজ যোগ্যতা ও দুর্ব্বলতার দিকে না চাহিলে এবং বিশেষ সতর্কভাবে না চলিলে হয়ত ভারত উন্নতি হইতে রসাতলের দিকে এতই অগ্রসর হইয়া পড়িবে যে তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

সুসভ্য দেশের মনুষ্যেরা ব্যক্তিগত অধিকার সাম্য ও স্বাধীনতা এই সকলকে উন্নত লক্ষ্য স্থির করিয়া ছুটিতেছে। কিন্তু ভারত কোন মহান্ লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবিত হইলে সমস্ত জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিবে? কিসে ভারতের মহত্ত্ব ভারতের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে? ইহাই আমাদের চিন্তার বিষয়। গ্রেট-ব্রিটেন যাহার সহিত ভারতের অদৃষ্ট বর্ত্তমানে একসূত্রে গ্রথিত, দেখ তাহা সুখ সৌভাগ্যে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ব্রিটেনের দুইটী সবল সন্তান আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশও তীব্র গতিতে ঐশ্বর্য্যের চরম সীমার অভিমুখে উঠিতেছে। শতাধিক বৎসর ধরিয়া ইংরাজি ভাব ও ইংরাজি শিক্ষা ভারতে প্রবেশ করিয়া এদেশীয় চিন্তাস্রোতকে বিভিন্নমুখে পরিচালিত করিবার উপক্রম করিয়াছে, ও জাতীয় নবজীবনের সূত্রপাত করিয়াছে। এখন কি ভারত ইংলণ্ড আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে অগ্রসর হইবে না ভারতের স্থিরভাবে চিন্তা করিবার বিষয় আর কিছু আছে।

জ্ঞানবিজ্ঞানজননী বীরপ্রসবিনী ইংলণ্ডের ভিতরে চাহিয়া দেখ, দেখিবে অত্যুচ্চ সম্পদ হীনতম দরিদ্রতা জন-সাধারণকে দুইভাগে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। লণ্ডনে যাও সেখানে সৌভাগ্যের যে পরিচয় পাইবে তাহা পৃথিবীতে নাই। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ কর সেখানে দারিদ্রকষ্টের যে ভীষণ ছবি অঙ্কিত দেখিবে, জগতের অন্য কোন স্থানে তাহার তুলনা মিলিবে না। উন্নততম সম্পদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভীষণতম দারিদ্রদুঃখ ভ্রূকুটী করিতেছে। অনাহারক্লিষ্ট রোরুদ্যমান স্ত্রী পুত্রকন্যা অপোগণ্ড শিশু গৃহস্বামীকে ব্যাকুল ও ধনীগণের প্রতি ঈর্ষান্বিত করিয়া তুলিতেছে। দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য স্থানবিশেষের দরিদ্রমণ্ডলীর অভ্যুত্থান ও পুলিসের সহিত তাহাদের ঘোরতর সংগ্রামের বিষয় সংবাদপত্রের স্তম্ভে মধ্যে মধ্যে যে দেখিতে পাও, ইহাই তাহার অন্যতম কারণ।

ইংলণ্ড ছাড়িয়া আমেরিকায় চল, সেখানে কি দেখিবে। অর্থের জন্য সকলেই উন্মত্ত। মানসম্ভ্রম প্রতিপত্তি সকলই অর্থানুগ। আজ যিনি কুলির কার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন হয়ত বিংশতিবর্ষ পরে অর্থবলে তিনি দেশের মুখপাত্র হইয়া দাঁড়াইলেন; যিনি লর্ড ছিলেন তাঁহাকে দরিদ্র দেখিয়া আজ তাঁহার সহিত আলাপ করিতেও তিনি সঙ্কুচিত। জ্ঞান বিজ্ঞানের কুলাগত ভদ্রতা ও নম্রতার তত আদর নাই, যত আদর অর্থের। যিনি লক্ষপতি হয়ত তিনি অর্থ ব্যয়ের সন্ধান না পাইয়া নিজ সন্তানের জন্য স্বর্ণের দোলক প্রস্তুত করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার দ্বারে ভিক্ষুকেরা মুষ্টি ভিক্ষার অভাবে বক্ষে করাঘাত করিতেছে; তাহার প্রতি তিনি বধির। যতই দিন যাইতেছে ততই অর্থসংগ্রাম আমেরিকায় বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার শেষ ফলে রাজ্যময় আভ্যন্তরীণ বিবাদ কলহ উপস্থিত হইয়া যে আমেরিকার সর্ব্বনাশ ঘটাইবে, তাহা এক প্রকার ধ্রুবনিশ্চিত। অর্থ যে দেশের চরম লক্ষ্য, সে দেশের নৈতিক জীবন আর কতদিন পবিত্র থাকিতে পারে! সেখানকার সভ্যতা আর কতদিন নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় তিষ্ঠিয়া থাকে!

আমেরিকা ছাড়িয়া অষ্ট্রেলিয়ায় চল। সেখানে যদিও স্বচ্ছলতা এখনও বিরাজমান তথাপি অর্থ ও আমোদের জন্য সকলেই লালায়িত। জুয়াখেলা ঘোড় দৌড়ের ব্যবস্থা চারিদিকে চলিতেছে। জ্ঞানী ও বৃদ্ধের প্রতি সম্মানের অভাব, ধর্ম্মের অভাব, দায়িত্ববোধের অভাব, অন্যদিকে সুরাপান দ্যূতক্রীড়া ও বৃথা আমোদ পরায়ণতা যুবকদিগের লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। অধুনাতন সভ্যতার চিরসহচর কৃত্রিম অভাবের আবিষ্কার ও তাহার মোচনের ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় দারিদ্রের পথ ক্রমিকই প্রমুক্ত করিয়া

* থিওসফী সম্প্রদায়ের অন্যতম নেত্রী এনি বেসাণ্টের The place of politics in the life of a nation নামক বক্তৃতার সারাংশ।

দিতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি এ সকল কি দেশের সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য অনুসূচিত করিয়া দেয়?

জনসমাজ দুইটি লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবিত হইতে পারে। এক অর্থ ও তাহার সাহায্যে ঐহিক ভোগ বিলাস বৃদ্ধি; আর এক জ্ঞান বুদ্ধি ও অন্তর্নিহিত উন্নতভাব সমূহের বিকাশ সাধন। ভারতবর্ষ ইহার কোন্‌টি লইবে? একদিকে নশ্বর সুখের পরিণতি আর একদিকে স্থায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতি। ভারত এই দুইটির মধ্যে দাঁড়াইয়া একবার বিলাতীয় সভ্যতা সুখ ঐশ্বর্য্য বেশবিন্যাস আমোদ প্রমোদ বিলাস বৈভবের দিকে টলিতেছে, পরক্ষণেই কালক্রমাগত প্রবল সংস্কারের আকর্ষণে অজ্ঞাতসারে আকৃষ্ট হইয়া আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরিতেছে, ও বলিতেছে বৈরাগ্য আমার অঙ্গের ভূষণ, নশ্বর সুখ আমার জন্য নহে,আমি সেই পুরাকালের উদাসী।

মনুষ্য যত দিন নশ্বর সুখের পশ্চাতে ধাবিত হইবে, শান্তি পাইবে না। একটি ইচ্ছা পূর্ণ হইল, কোথা হইতে আর একটি কামনা জাগিয়া উঠিয়া পূর্ণ হইবার উপায় অনুসন্ধান করিবে, তোমাকে স্থির হইতে দিবে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক আনন্দে তোমার অন্তর্দ্দেশ পূর্ণ হইলে আর কেহই তাহা হইতে তোমাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। এই আনন্দ যতই অন্যের সহিত বিভাগ করিয়া উপভোগ করিবে ততই তোমার অন্তরে স্বর্গীয় শান্তির সঞ্চার হইবে। নশ্বর সুখ তোমার আদর্শ হইলে বিবাদ বিসম্বাদ দারিদ্র নিরানন্দ অশান্তি এবং পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া তোমাকে অধিকার করিবে; কিন্তু শাশ্বত সুখের প্রার্থী হইলে অপার শান্তি অদম্য বল বিমল আনন্দ তোমার অন্তরে আবির্ভূত হইবে এবং তুমি অবিনশ্বর জীবন লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে। এক সময় চলিয়া গিয়াছে, যখন মানমর্য্যাদা অর্থ বৈভব ভারতের চরম আদর্শ ছিল না, আত্মদর্শী ব্রাহ্মণের নিকট রাজার বলদর্প খর্ব্ব হইত, চীরপরিধান যোগীর ধূলিধূসর চরণে রাজন্যবর্গের হীরক-খচিত সুবর্ণ কিরীট অবনত হইত। সেই এক সময় যাহার জন্য সমগ্র জগতের ইতিহাসে ভারতের এত গৌরব!

পাশ্চাত্যভূমি বর্ত্তমানে ভারতের শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিতেছে, কীট নিষ্কুশিত পুঁথি উদ্ঘাটিত করিয়া ভারতের কাব্য সাহিত্য বেদান্ত ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেছে এবং ভারতীয় সিদ্ধান্তের এত পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইংলণ্ড তোমাদের দেহকে পরাভব করিয়াছে সত্য বটে কিন্তু তাহাতে কি? তোমাদের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সমগ্র ইউরোপীয় অন্তর্জগতকে পরাজয় করিতেছে। তরবারির সাধ্য নাই এতদূর বিজয় দান করিতে পারে। *

আজ আবার আমি তোমাদের সেই পুরাতন ভারতের বৈরাগ্য ও প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া দিতে আসিয়াছি। তোমাদের জ্ঞানের অভাব নাই, শক্তির অভাব নাই বাগ্মিতার অভাব নাই; কিন্তু এ সকল শক্তি কি নশ্বর প্রতিপত্তির লাভের জন্য পর্য্যবসিত হইবে। আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য তাহার বিন্দুমাত্রও কি ব্যয় হইবে না? তোমাদের দেশের সকল প্রতিভা কি আইন সিভিল সার্ব্বিশ ডাক্তারি রাজনীতি লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, ইহার দিকে কেহই আসিবে না? আমি ভারতের জন্য—ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অসামান্য প্রতিভা সম্পন্ন কয়েকটি সন্তান চাই, যাঁহারা জীবন পর্য্যন্ত ও সমর্পণ করিয়া ভারতের পূর্ব্ব গৌরব জাগাইয়া তুলিতে পারেন। নশ্বর সুখের পশ্চাতে লাগিয়া থাকিলে চলিবে না, সে লক্ষ্য সে আদর্শ তোমাদের নহে। তীক্ষ্ণতেজা যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা এখনও নশ্বর সুখের পশ্চাতে ধাবিত হয়েন নাই, তাঁহারা সিভিল সার্ব্বিশও জজীয়তী প্রভৃতির আশা পরিত্যাগ করিয়া এইদিকে আসিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুন। তোমাদের দেশে রাজনীতি লইয়া আন্দোলন করিবার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু সকল প্রতিভা সেই দিকে যাইলে চলিবে না। কালক্রমে রাজ্য ও রাজনীতি ধ্বংস পাইবে কিন্তু কোন কালে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিনাশ নাই। যদি সুদূর অতীতে তোমাদের সমুজ্জ্বল রাজ্য শাসনশৃঙ্খলার ব্যবস্থা থাকিত,তাহা হইলে আজকাল কেহই তোমাদিগকে গণনার ভিতরে আনিত না। যাহার জন্য তোমাদের এত গৌরব, ভবিষ্যতকে অতীতের সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর, তবে তোমাদের মুখ উজ্জ্বল হইবে। তোমরা তোমাদের পূর্ব্ব পিতৃপিতামহ হইতে যে ধন পাইয়াছ তাহাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া তোমাদের সন্তান সন্ততির জন্য রাখিয়া যাও।

পৃথিবীতে সমুন্নত রাজ্যশাসনসম্পন্ন দেশের অভাব নাই, ঐশ্বর্য্যশালী দেশের অল্পতা নাই, অত্যুন্নত সভ্যতাসম্পন্ন রাজ্যেরও সীমা নাই। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যদি কোন দেশ থাকে যেখানকার লোকেরা নশ্বর সুখ তুচ্ছ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের জন্য লালায়িত,যেখানকার সমাজপদ্ধতি জাতিভেদ আহার বিহার বেশবিন্যাস ক্রিয়াকলাপ ও সর্ব্ববিধ ব্যাপার আধ্যাত্মিক ঔৎকর্ষের উপরে সংস্থাপিত, তবে তাহা তোমাদের এই ভারতবর্ষ। তোমরাই মানব জাতির আশা ভরসা। তোমরা যদি তোমাদের উন্নত অধিকার তোমাদের দায়ীত্ব তোমাদের পিতৃপিতামহগণের অতুল্য কীর্ত্তি বিস্মৃত হইয়া ঐহিক সুখ সৌন্দর্য্য মান মর্য্যাদার পশ্চাতে ধাবিত হও, তবে আর জগতের আশা কোথা! তোমাদের বিনাশে সমগ্র মানব-জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি সমাধি লাভ করিবে, পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্যে সমস্ত জগত পরিপূরিত হইবে, উদ্ধারের আর কোন উপায় থাকিবে না। *

* Though the west has conquered your bodies,your thoughts are conquering its mind. That is a mightier triumph—a greater conquest than a sword can give. Page 24.

সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জীবনচরিত প্রাপ্ত হইলাম। ইঁহার প্রণীত আরো খানদুই বৈষ্ণব-চরিত ইতি পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছি। সকল-গুলিরই ভাব ও ভাষা হৃদয়গ্রাহী। কিরূপ প্রণালীতে এবং কিরূপ ভাষায় ইতিহাস লিখিতে হয়, নব্য বঙ্গীয় ইতিহাস লেখকগণ গ্রন্থকারের নিকটে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন। অধুনাতন বঙ্গীয় লেখকগণ এটা একবারও ভাবেন না যে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাহার সত্যাসত্য

*But if you the last hope of the spiritual life of men, if you give every thing to matter, then in your apostacy the world is betrayed and in your spiritual death humanity shall find its grave. p. 26.

বিধিমতে নির্ণয় করা আবশ্যক। অনেক নব্য ইতিহাস-লেখক মূল বৃত্তান্তগুলি মূল-প্রদেশ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কোনো কষ্ট স্বীকার না করিয়া যথা তথা হইতে যাহা তাহা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে সত্যের পদবীতে আরোহণ করাইবার চেষ্টা পা'ন (বৃথা চেষ্টা তাহাতে আর সন্দেহ নাই!) এবং সুযোগ পাইলে আপনার কল্পনা-সম্ভূত কতকগুলি নিতান্ত কাঁচা কথা খুব পাকা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া চালাইয়া দিতেও সঙ্কুচিত হ'ন না—এ বোধ নাই যে, অন্যের চক্ষে ধূলি-মুষ্টি নিক্ষেপ করিলে নিক্ষিপ্ত ধূলি-রাশি বায়ুর প্রতিঘাতে আপনার চক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নব্য বঙ্গীয় ইতিহাস-লেখকদিগের ভাষাও তদ্বৎ! প্রকৃত বঙ্গভাষায় কোন্ বিষয় কি প্রণালীতে লিখিতে হয় তাহা তাঁহারা জানেন না বলিলেই হয়। অঘোর বাবুর প্রণীত জীবন চরিত-গুলি আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ। এ গ্রন্থ-গুলির ভাব এবং ভাষা যেমন পরস্পরের উপযোগী এবং ভাব ও ভাষা উভয়ই যেমন লিখিত বিবরণের উপযোগী—বঙ্গীয় ঐতিহাসিক সাহিত্য-রাজ্যে সেরূপ সৌসামঞ্জস্য (অর্থাৎ সঙ্গীত বিদ্যায় যাহাকে বলে তালমান-লয়-সঙ্গত প্রয়োগ-নৈপুণ্য) অতীব বিরল। গ্রন্থকারের ভাষা সরল প্রাঞ্জল এবং যাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না—বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধতার সঙ্গে সহজ মনোহারিতা এবং ভাবের গাম্ভীর্য্য মিলিত হইয়া ভাষার শ্রী আরো সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। ইতিহাস বা জীবন-চরিত লিখিতে হইলে এইরূপ ভাষায় এবং এইরূপ প্রণালীতেই লেখা উচিত। গ্রন্থকারের আর একটি মহদ্‌গুণ এই যে, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্মনিহিত নিগূঢ় ভাবগুলি এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদিম বৃত্তান্ত গুলি রীতিমত যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে আলোকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন;—প্রথমে তিনি তাঁহার অন্বেষ্য বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ-গুলি নানা স্থান হইতে সঙ্গ্রহ করিয়াছেন—তাহার পরে সমস্তগুলি খুব বিচক্ষণতার সহিত তোলা-পাড়া করিয়া—যে যে বিষয়ের যথোচিত প্রমাণ পাইয়াছেন সেই সেই বিষয়ের অনুমোদন করিয়াছেন; তদ্ভিন্ন তিনি কোনো অপ্রামাণিক, অসম্বদ্ধ অথবা স্বকপোলকল্পিত বিষয় আপন গ্রন্থে ঘুণাক্ষরেও আমল দে'ন নাই। ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, গ্রন্থকারের লিখিত মহাপুরুষদিগের জীবন-বৃত্তান্ত-পাঠে পাষাণ-হৃদয়ও ভক্তি-রসে বিগলিত হয়; কিন্তু সেই সঙ্গে "জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয়" বলিতে পারিতেছি না বলিয়া আমাদের আক্ষেপও হয়। লৌকিক ব্যবহার-ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, ভক্তি জ্ঞান-দ্বারা নিয়মিত না হইলে—ভক্তের পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না;—রাজ-ভক্ত পাষণ্ড রাজাকেও ঈশ্বর-তুল্য জ্ঞান করে—আমোদ-ভক্ত আমোদকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে—টাকা-ভক্ত লোহার সিন্দুককে মোক্ষধাম মনে করে। পারমার্থিক অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে যদি ভক্তিকে জ্ঞান হইতে বিযুক্ত করিয়া একাকী অসহায় ফেলিয়া রাখা যায়—তবে তাহার দুর্গতির আর সীমা থাকে না। ভগবদ্‌ভক্তিকে জ্ঞান-হইতে বিযুক্ত করিলে তাহার যেরূপ হিতে-বিপরীত ফল হয়—গৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম তাহার একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-স্থল।

প্রথম;—যিনি বরেণ্য ভগবান্—পরিপূর্ণ পরমাত্মা তাঁহাকে মনুষ্যাবতারে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। জ্ঞান বলে "চৈতন্য মনুষ্য—তিনি ঈশ্বরাবতার হইতে পারেন না;" ভক্তি বলে "আমার ইনিই পরব্রহ্ম!" এইরূপ, জ্ঞান এবং ভক্তিতে বিবাদ লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয়; প্রেমের সোপান-পদ্ধতি উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞান বলে যে, অগ্রে দাম্পত্য-প্রেম—পরে সন্তান-বাৎসল্য—পরে বন্ধুত্ব—পরে উচ্চের প্রতি ভক্তি—পরে সমস্ত জগতের প্রতি এবং জগতের মূল-স্থিত পরমাত্মার প্রতি প্রেম—এইরূপ পদ্ধতি ক্রমে প্রেমের উত্তরোত্তর বিশুদ্ধতা এবং উন্নতি সাধিত হয়। ইহার বিপরীতে বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে—অগ্রে শান্ত-রস, পরে দাস্য রস, পরে সখ্য রস, পরে বাৎসল্য রস, সর্ব্বশেষে মধুর রস। কিন্তু জ্ঞানে আমরা কি দেখি? দেখি যে, শান্ত-রস মনুষ্যের একটি বিশেষ ধর্ম্ম, পশু পক্ষীরা সে রসে একেবারেই বঞ্চিত; আত্মার অটল প্রশান্তি এবং তজ্জনিত গভীর আনন্দ—এ যে একটি ব্যাপার ইহাতে কেবল মনুষ্যেরই অধিকার। মধুর রস এবং বাৎসল্য রসের আভাস পশু-পক্ষী মাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়; সখ্য-রসের আভাস উচ্চতর শ্রেণীর পশু পক্ষীদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; দাস্য-রসের আভাস আরো উচ্চ শ্রেণীর পশুদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; শান্ত-রসের আভাস কোনো পশু বা পক্ষীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য জ্ঞানের সত্য মানিতে হইল—অগ্রে মধুর রস—পরে বাৎসল্য রস—পরে সখ্য—পরে দাস্য, চরমে শান্ত রস—এইরূপ উত্তরোত্তর ক্রমই স্বীকার্য্য।

গৌরাঙ্গের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম জ্ঞানের হালি ছাড়িয়া দেওয়াতেই রসের একটানা স্রোতে ক্রমাগতই নিম্নাভিমুখে ভাঁটাইয়া চলিয়াছে।

তৃতীয়; নামের একটা স্বতন্ত্র অলৌকিক গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে; যথা চৈতন্য মহাপ্রভু যখন হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যবনদিগের গতি কি হইবে?" তখন

হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ॥
যবন সকলের মুক্তি হ'বে অনায়াসে।
হা রাম হা রাম বলি কহে নামাভাসে॥

অর্থাৎ মুসলমানী ভাষায় হারাম শব্দের অর্থ যাহাই হউক্ না কেন, হারাম = হা + রাম; অতএব রাম-নাম উচ্চারণের বলে মুসলমানদিগের মুক্তি অনিবার্য্য!

প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের দেশে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিয়ৎ পূর্ব্বে শুষ্ক জ্ঞানের যেমন আত্যন্তিক বাড়াবাড়ি হইয়াছিল—তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে তেমনি রসাত্মক ভাবের অতিমাত্র প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনাবৃষ্টির পর-বৎসরে অতিবৃষ্টি! দোলকের এক অত্যন্ত-হইতে আর এক অত্যন্ত! ইহা বিধেয় নহে;—জ্ঞান দিয়া ভক্তির চক্ষু ফুটানো আবশ্যক, ভক্তি দিয়া জ্ঞানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এক্ষণকার কালে, ভক্তি এবং জ্ঞান দুইকে দুই মুড়া হইতে মধ্যস্থানে ফিরাইয়া আনিয়া প্রেম-বন্ধনে বাঁধিয়া একীভূত করিবার সময় হইয়াছে;—তাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অরুণ জ্যোতি উদয়াচলে দেখা দিয়াছে।

নববিধান কি? ৺ কৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত। কৃষ্ণবিহারী বাবুর পরলোক প্রাপ্তির পরে তাঁহার সুশীল ও ভক্তিমান্ পুত্র শ্রীমান্ কুমুদবিহারী সেন এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহার গ্রন্থ পুঙ্খানুপুংখরূপে সমালোচনা করা অত্যন্ত অসম্ভব। তাঁহার এই গ্রন্থ আমাদিগের

শোক-জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। মোটের উপর এই বলিতে পারি যে 'নববিধান শব্দ' খৃষ্টীয় "New Dispensation" শব্দের অনুবাদ ;—তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে খাটে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের সনাতন বিধান। প্রতি আচার্য্যকৃত ধর্ম্ম-ব্যাখ্যানে যদি ঈশ্বরের নূতন বিধান ব্যক্ত হইত—আজিকার বিধান যদি কাল উল্টিয়া যাইত, কালিকার বিধান পরশ্ব উল্টিয়া যাইত—তবে ধর্ম্মনিয়মের প্রতি মনুষ্যের আস্থা অবিচলিত থাকিতে পারিত না। আজিকের ব্যাখ্যাত সত্যধর্ম্ম যদি নববিধান হইল, তবে পর দিনের প্রকাশিত সত্যধর্ম্মের কোনো নূতন ব্যাখ্যান নবতর বিধান; তৎপরবর্ত্তী কোনো নূতনতর ব্যাখ্যান আরো নবতর বিধান, এইরূপ ক্রমাগতই হইতে চলিবে। কাজেই, এখনকার এ নববিধান তখন পুরাতন বিধান হইবে। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে 'নববিধান' নামের বিশেষ কোনো সার্থকতা নাই। খৃষ্টভক্তেরা বিশ্বাস করেন যে খৃষ্টের পরে আর কোনো ঈশ্বরপ্রেরিত সত্যধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হইতে পারে না, এই জন্য তাঁহাদের ধর্ম্মকে তাঁহারা নববিধান নামে সংজ্ঞিত করিতে পারেন। এক্ষণকার কোনো সম্প্রদায় বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে সেরূপ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরপ্রেরিত নববিধানের প্রবর্ত্তক বলিয়া দাঁড় করাইলে, কৃতবিদ্য ভক্ত-সমাজ কখনই সে কথায় সায় দিতে পারিবেন না। গ্রন্থের মধ্যে যিশু খৃষ্টের সম্বন্ধে অনেক স্থলে যে ভাবের কথা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সংগত বোধ হয় না। রচনা ও ভাষা সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না—তবে পড়িলেই বোধ হয় যে গ্রন্থকার শেষাংশ পুনর্লিখিত করিতে অবসর পান নাই। কতকগুলি ঐতিহাসিক অংশ আমাদিগের সুন্দর লাগিয়াছে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৭, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		৪৫১৸৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত ...		৩১২৷৷৶৩
সমষ্টি		৩৫৭৩৷৷ ৯
ব্যয় ...		৪৩১ ৶০
স্থিত ...		৩১৪২।৶৯

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত		
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন চারকেতা		
গবর্ণমেণ্ট কাগজ ...		৩০০০৲
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু		৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ...		১৩৫।৶৯
		৩১৪২।৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ		২২৯।৶৬
নববর্ষের দান।		
প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের পারিবারিক দান		৩২৲
শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ সরকার এণ্ড কোম্পানি		১৲
মাসিক দান।		
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়		১৪০৲
সাম্বৎসরিক দান।		
শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ পাইন		৮৲
এককালীন দান।		
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়		৩৪।৶৬
শুভকর্ম্মের দান।		
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১০৲
আনুষ্ঠানিক দান।		
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর		২৲
„ „ গোপালচন্দ্র মজুমদার		২৲
		২২৯।৶৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		১০৷৷০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা		১৲
„ „ যদুলাল মল্লিক, ঐ		৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীগোপাল মল্লিক, ঐ		২৲
„ „ গোকুলকৃষ্ণ সিংহ, হুগলী		৩৷৶০
„ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, ত্রিপুরা		১৶০
		১০৷৷০
পুস্তকালয়		১০৮৶০
যন্ত্রালয়		১৯৮৲
গচ্ছিত		৩৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২৲
সমষ্টি		৫৫১৮৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ		১৭৯৮৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		২৮৷৷৶০
পুস্তকালয় ...		১৮৷৷৶৬
যন্ত্রালয় ..		২০৩৮৯
সমষ্টি		৪৩১৶০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় সোমবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী
সম্পাদক

নূতন পুস্তক নূতন পুস্তক।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

(একাদশ সংস্করণ)

(প্রথম ভাগ হইতে নবম ভাগ পর্য্যন্ত)

আদি ব্রাহ্মসমাজে, ইহার স্থাপনাবধি এযাবৎ যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়াছে, সে সকলই ইহাতে আছে। ইহাতে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রায় সকল গুলিই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের কলেবর পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা অন্যূন পাঁচ ফর্ম্মা বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য কিন্তু পূর্ব্ববৎ ১৲ এক টাকা মাত্রই রহিল। ভাল বাঁধা ১৷৷০ এক টাকা চারি আনা।

এই পুস্তক প্রত্যেক ব্যক্তির এক একখানি ক্রয় করা উচিত। ইহাতে বিবিধ রাগ রাগিণীর সমাবেশ থাকায় সঙ্গীতজ্ঞের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে এবং জ্বলন্ত ধর্ম্মচ্ছায়া বিদ্যমান থাকায় ধর্ম্মপিপাসুর প্রাণ শীতল হইবে। অধিক বলা বাহুল্য।

এই পুস্তক নিম্নের ঠিকানায় আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

৫৫ অপার চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ
যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম	৵১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য	৵১০
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা	৵৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	২৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৵০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৵০
ব্রহ্মোপাসনা	৵০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৵০
পরলোক ও মুক্তি	৵০
দশোপদেশ	৷৷০
মাঘোৎসব	৷৷০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৵০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।০
ধর্ম্মশিক্ষা	৵০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৵০
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (৯ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ঐ (ভাল বাঁধা)	১৷৷০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০

A Discourse against Hero-making in Religion	
Hindoo Theism	
Theist's Prayer Book	
Tuhfatal Muwahhiddin	
Doctrine of Christian Resurrection	
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	
সঙ্গীতমঞ্জরী	
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ ঐ	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	
বৃদ্ধহিন্দুর আশা	
তাম্বুলোপহার ২য় ভাগ	
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	
Brahmic Quest. of the Day	
Brahmic Advice, Caution and Help	
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	
Adi B. Samaj as a Church	
A Reply to the Query "What is Brahmoism?	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	
Science of Religion	
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	
তত্ত্ববিদ্যা	
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	
ঐ (বাঁধা)	
উদ্গীথা	
ধর্ম্মমালা	
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	

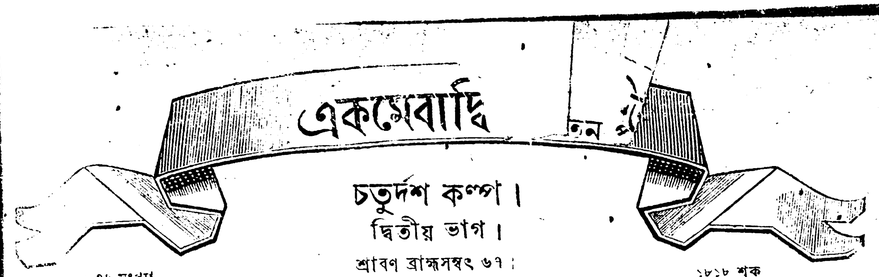

চতুর্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
৩৬ সংখ্যা | শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭। | ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
ব্রাহ্মধর্ম্ম (শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ)	...	...	৫১
[illegible] (শ্রীঈশ্বরনাথ পণ্ডিত)	...	...	৫২
[illegible]ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	৫৩
[illegible]রের অভিব্যক্তি (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	...	৫৯
[illegible] (শ্রীকরণ সমাদার)	...	...	৬৩
[illegible] (শ্রীপ্যারীপ্রসাদ মজুমদার)	..	...	৬৩

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫২। কলিগতাব্দ ৪৯৯৭। ১ শ্রাবণ বুধবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারীসম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

...াজের জ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

শেষ উপদেশ।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত।

উৎকৃষ্ট কাগজে এবং উৎকৃষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল এক আনা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(স্বামীকৃত টীকা সমেত)

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্ববিষয়ক প্রথম উপদেশ। বহুকালের পর ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে জীবাত্মা ও জড়, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি কএকটী বিষয় বিশেষ বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ৵০ দুই আনা। মাঘোৎসব উপলক্ষে ৴০ আনা।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তকাদি চেক্‌দাখিল চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রিত করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস।
সহকারী সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

৬৩৬ সংখ্যা | শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭। | ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

জ্যোতিষ্টোম।

জ্বল জ্বল, মহাবহ্নি, আমি করি হোম!
সংকল্প অন্তরাল,
কর্ম্মসাক্ষী—মহাকাল,
বেদিকা—এ অপরিধি-মণ্ডল ব্যোম!
এক ফুৎকারে তাঁ'র
জ্বলিতেছ অনিবার—
আরম্ভ-প্রতিষ্ঠা-হীন মহাজ্যোতিষ্টোম!
কোটি ভাস্কর-ফুর্ত্তি,
রমণীর স্বাহা-মূর্ত্তি,
সে দীপ্ত সৌন্দর্য্য-কুণ্ডে জ্বলন্ত অঙ্গার;
মঙ্গল, শশধর,
শুক্র, শনৈশ্চর,
সপ্ত-ঋষি, বৃহস্পতি—বিস্ফুলিঙ্গ তা'র!
অন্তরিক্ষন-ফোটে,
মুহুর্মুহুঃ তাহে ওঠে
ধ্বনিগর্ভ-মেঘমন্দ্রে মহানাদ—ওঁম্;
ভৈরব ঘোষে তা'র
জ্যোতি সিন্ধু তোলপাড়,
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাহে দোলে হৃষ্টরোম!
সে ধ্বনি উদ্দেশি,
প্রমত্ত কবি ঋষি
বিসদৃশ শত-কণ্ঠে চুটিছে গাহিয়া,—
ললিত অনুষ্টুপ্—
দ্রব অশ্রু টুপ টুপ,
জগতী বৃহতী ছন্দে সৃষ্টি চমকিয়া!
সরে' যায় যবনিকা—
শাশ্বত হোমশিখা
ধাবমান মনীষীরে গ্রাসে উভরায়;
লেহনে লেহনে তা'র
গলিয়া, মানব ছার
জ্যোতির্ধারা হ'য়ে ঝরে মহামহিমায়!
অশ্রুময়-কলতানে,
আহ্বানে মোর প্রাণে
যুগযুগান্তের ওই ভূমাভিযান;
নিঃশেষ হবে না হিয়া—
পাপ-ভস্ম উড়াইয়া
কেন মিছে আঁধারিব নিরঞ্জন ধাম?
জানিনা কপাল ফল,
আছে তবু কুতূহল—
এস যজ্ঞে বিশ্বদেব, এস অগ্নীষোম!
সৌন্দর্য্য-গায়ত্রী-মন্ত্র,
মথিছে হৃদয়-যন্ত্র,
জ্বল জ্বল, জ্যোতীরূপ, আমি করি হোম!

মিত্রতা।

মিত্র, সুহৃদ, সখা, বন্ধু আদি শব্দ একার্থবোধক। মিত্র শব্দ মায়য়তি জানাতি সর্ব্বং মিত্রং, মী কি গত্যানাম্নীতি মিত্রঃ মিত্রমজহল্লিঙ্গং। নিপাতাত্তস্য দ্বিত্বে দ্বিতকারঞ্চ" মিত্রশব্দএইরূপে ব্যাকরণ নিষ্পন্ন। অথবা ঞিমিদাস্নেহনে মিৎ ধাতুতে ঔনাদিক্ "ক্ত্র" প্রত্যয় করিলে মিত্র পদ সিদ্ধ হইয়াথাকে, অর্থাৎ "মেদ্যতি স্নিহ্যতি স মিত্রঃ।" ফল কথা যিনি সমস্ত বিষয় অবগত আছেন অথবা যিনি সকলকে স্নেহ করেন এবং যিনি সকলের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন সেই পরম পুরুষকেই মিত্র বলা যায়। এই জন্য মানবের পরম মিত্র বলিতে গেলেই সেই এক মাত্র অনাদি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, দয়ালু অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে। বেদশাস্ত্রে লিখিত আছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ইত্যাদি।

দুই পক্ষী জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর মিত্র ভাবে প্রাকৃত শরীররূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছেন। তন্মধ্যে একটী সংসারে পাপপুণ্যরূপ ফল ভোগ করিতেছেন ও আর একটী তৎসাক্ষীরূপে অবস্থান করিতেছেন। পরমাত্মাই যে জীবদিগের একমাত্র বন্ধু ও সুহৃদ তাহা বেদ ও উপনিষদে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটী প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শন্নোভবত্বর্য্যমা।
ইন্দ্রং মিত্রং মাতরিশ্বানমাহুঃ।
সর্ব্বস্য শরণং সুহৃদ্ ইত্যাদি!

সেই মহতোমহীয়ান্ সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মা সকল জীব মাত্রেরই আশ্রয়স্থান এবং তিনিই একমাত্র জীবের কল্যাণকারী সুহৃদ্। যদিচ পরমাত্মা ব্যতীত প্রকৃত সুহৃদ কাহাকেও বলিতে পারা যায় না তথাপি সেই পরম পবিত্র ও মহান্ ভাবের সাদৃশ্য যখন আমরা কোন মানবের হৃদয়ে দেখিতে পাই তাহাকেই সুহৃদ বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া থাকি। সেই পরম পিতার বিশুদ্ধ প্রেমে কোনরূপ স্বার্থের লেশ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্থিব মিত্র যতই উন্নতমনা হউন না কেন, তাঁহার প্রীতিতে কিছু না কিছু স্বার্থের লেশ থাকিবেই থাকিবে। পরমাত্মা কেবল আমাদিগের হিতার্থেই আমাদিগকে ভাল বাসেন; তিনি আমাদিগের নিকট কোন বিষয়ের প্রত্যাশা করেন না। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যিনি সমস্ত বিষয় অবগত আছেন তিনিই মিত্র। পরমাত্মা সকলের অন্তর্যামী ও সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তিনিই আমাদিগের প্রকৃত মিত্র। আমরা যাহার নিকট অকপট হৃদয়ে মনের সমস্ত ভাব প্রকাশ করি, তিনিই তাহা সম্যক্ অবগত হয়েন; এই জন্যই তাহাকে গৌণার্থে সুহৃদ বলা যায়। সুহৃদই একমাত্র বিশ্বাসের আধারস্থান। এই জন্য কথিত আছে—

"ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্য্যে ন চাত্মনি।
বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং যাবন্মিত্রে স্বভাবজে॥"

স্বাভাবিক মিত্রে লোকের যত বিশ্বাস হয় তত বিশ্বাস কি মাতা, কি স্ত্রী, কি সহোদর কাহারও প্রতি এমন কি নিজের প্রতিও হয় না।

এখন আমরা বেশ বুঝিলাম যে মিত্রই আমাদিগের একমাত্র আশ্রয় ও বিশ্বাসস্থান। মনের বেদনা মিত্র ব্যতীত অপর কেহই ঘুচাইতে সক্ষম নহেন। যথার্থ মিত্র অপরের কষ্ট নিবারণ করিয়া পরম প্রীতি ও সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। জীব মাত্রের প্রতি যাবৎ আমরা সেই পরম বিশুদ্ধ মিত্রভাব প্রকাশ করিতে না পারি তাবৎ আমাদিগের কদাপি প্রকৃত সুখানুভব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ মনের ঈর্ষা দ্বেষ ও হিংসাদি নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলিই আমাদিগের কষ্টের মূল কারণ। এই সমস্ত জঘন্য মনোভাব নষ্ট করিবার প্রধান উপায় জীব মাত্রেরই প্রতি মৈত্রীভাব অবলম্বন করা। ঈর্ষা দ্বেষাদি ভাবগুলি আমাদিগের ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ জন্য ঘটিয়া থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া হৃদয়ে মৈত্র্যাদি ভাব সংস্থাপন করিতে না পারিলে মানব কি প্রকারে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইবেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন।

প্রশ্ন, "কে শত্রবঃ সন্তি,—উত্তর, নিজেন্দ্রিয়াণি।
প্রশ্ন, কান্যেব মিত্রানি,—উত্তর, জিতানি তানি॥"

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে হে গুরু! কাহারা আমাদিগের শত্রু। ইহার উত্তরে গুরু বলিলেন যে অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণই আমাদিগের মহা শত্রু। অর্থাৎ মনুষ্যেরা দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়াই, সকল প্রকার অসৎ কর্ম্মে রত হইয়া পাপ সঞ্চয় পূর্ব্বক কষ্ট পাইয়া থাকে! পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, প্রকৃত মিত্র কাহারা? ইহার প্রত্যুত্তরে গুরু বলিলেন যখন আমাদিগের ইন্দ্রিয় ও মন বশীভূত হয়, তখন তাহারাই মিত্র। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জয় করিয়া মানবগণ সাধনপথে অটল থাকিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হন। বলিতে কি এই বশীভূত ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষাও মানবের পক্ষে পরমাত্মা অধিক উপকারী মিত্র।

যাহাই হউক, আপনার মনকে বশীভূত করিতে না পারিলে মনুষ্যের দোষ নিবৃত্তি ও কষ্ট লাঘব হইতে পারে না। মনকে বশীভূত করিতে হইলে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের আবশ্যক হয়। হিতাহিত বা সত্যাসত্যের বিচারই বিবেক। বিবেক উপস্থিত হইলেই বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং বৈরাগ্যবলেই লোকে সংসার-যন্ত্রণা হইতে ত্রাণ পান। বারংবার চেষ্টাকেই অভ্যাস বলে। পুনশ্চ বিবেক ও বৈরাগ্যের সহিত অভ্যাস দ্বারা মনুষ্য প্রকৃত মৈত্রীভাব অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়েন। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে "মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাচ্চিত্তপ্রসাদনম্" ইহার তাৎপর্য্য এই যে যোগী সুখ দুঃখ পুণ্য ও পাপ বিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিবে। কারণ এইরূপ সাধনের দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা উপস্থিত হয়। পরের সুখে সুখী ও পরের দুঃখে দুঃখী হওয়াকেই মিত্রতা বলা যায়। ধর্ম্মবলে মন সংযত করিতে না পারিলে মৈত্রীলাভ হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মও আমাদের মিত্র। এই জন্যই কথিত আছে 'একএব সুহৃৎ ধর্ম্মঃ।' ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

৪। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম কার্য্যপ্রণালী।

এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে রামমোহন রায়ের "কোন ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁর জীবনের মহান্ লক্ষ্য ছিল যে, পৃথিবীর সকল লোকেই কলহ বিবাদ

পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পুরাতন অনাদি ঈশ্বরকে উপাসনা করে এবং পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। এই লক্ষ্য করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন এবং এই সমাজমন্দির (বর্ত্তমানে আদি ব্রাহ্মসমাজ) প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ বপন করিলেন। যে কোন ধর্ম্মের লোক হউক, এই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবে।" রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের যে অধিকার পত্র (Trust deed) প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার দুএকটী মূল কথা বিবৃত করিতেছি।* 'ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া সেই জগতের স্রষ্টা ও পাতা একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনায় যাঁহারা ভদ্রভাবে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সকলেই যোগ দিতে পারিবেন—সে বিষয়ে কোন রূপ পার্থক্য বিহিত হইবে না। কোন প্রকার প্রস্তরমূর্ত্তি, ছবি, প্রতিমূর্ত্তি, সমাজগৃহে রক্ষিত হইবে না; কোন প্রকার যাগযজ্ঞ, বা কোন প্রকার আহুতি প্রদত্ত হইবে না; ধর্ম্মার্থে বা আহারার্থে কোন জীবের বলিদান হইবে না এবং জীবন-রক্ষার্থে নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কেহ এখানে আহারাদি করিতে পারিবে না। ব্যাখ্যান, প্রার্থনা বা সঙ্গীতে কোন প্রকারে কোন চেতন বা অচেতন পদার্থ, যাহাকে কোন মনুষ্য বা সম্প্রদায় পূজা করে, এরূপ পদার্থের নিন্দাবাদ থাকিবে না। এরূপ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, যাহাতে নীতি, ধর্ম্মভাব প্রভৃতি সৎবৃত্তি সমূহ পরিপুষ্ট হয় এবং যাহাতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি হয়।'

তাঁহার আর এক ইচ্ছা এই ছিল যে, জ্ঞানী, গুণী, সদাচারশীল ও ধর্ম্মজ্ঞ কোন ব্যক্তি সমাজগৃহে পরিদর্শকরূপে অবস্থিতি করিয়া সমাজগৃহ ও উপাসনাকার্য্য পরিদর্শন করিবেন। উপাসনা প্রতিদিন, অন্তত সপ্তাহে এক দিন হইবে। আর কি বৈষয়িক, কি উপাসনা নির্ব্বাহক, সকল কার্য্যই, অধিকারীদিগের (Trustee) তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

ব্রাহ্মসমাজে যাহাতে খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা আসিয়া ঈশ্বরের মহিমা-কীর্ত্তনে নিযুক্ত হয়েন, তজ্জন্য রামমোহন রায় বিশেষ যত্ন পাইয়াছিলেন। যে দিন সাধারণ উপাসনার দিন ছিল না, সেই দিন কোন সময় তিনি খৃষ্টান বালকগণকে সমাজে আনাইয়া ব্রহ্মপ্রতিপাদক ইংরাজী গান শ্রবণ করিতেন, অপর সময় বিষ্ণুর ওস্তাদ্ রহিম খাঁর প্রমুখাৎ ব্রহ্মসম্বন্ধীয় পারসী গান শ্রবণ করিতেন। যে দিন সাধারণ উপাসনার দিন ছিল (প্রথমে শনিবার ছিল), সেই দিন সূর্য্য অস্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে এক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সমাজের পার্শ্বগৃহে পর্দ্দার অন্তরালে উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। তিনি রুদ্রাক্ষমালা ও চন্দনবিভূতিবিভূষিত হইয়া আগমন করিতেন; তাঁহার সঙ্গে একটী জলপাত্র থাকিত; তিনি আচমন প্রভৃতি কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করিয়া উপনিষদ্ পাঠ আরম্ভ করিতেন। কেনোপনিষদ্‌ই রামমোহন রায়ের অতি প্রিয় ছিল ও তাহাই পাঠ করা হইত। যে গৃহে উপনিষদ্‌পাঠ হইত, সেই গৃহে "কেবল রামমোহন রায়, বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে পাইতেন, শূদ্রদিগের সেখানে যাইবার অধিকার ছিল না। সূর্য্য

* বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগুলি পরিশিষ্টে ইংরাজীতেই উদ্ধৃত করিব।

অস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও উৎসবানন্দ গোস্বামী সমাজের ঘরে আসিয়া বেদীতে বসিতেন। উৎসবানন্দ উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতেন, বিদ্যাবাগীশ রামমোহন রায়ের রচিত ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন এবং কখনও কখনও বেদান্তদর্শনেরও ব্যাখ্যা করিতেন। সঙ্গীত হইয়া সেই সমাজ ভঙ্গ হইত।" (১)

আদি ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান বৃদ্ধ গায়ক বিষ্ণু* ইহার প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই সঙ্গীত করিয়া আসিতেছেন। তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ বাদক* গোলাম আব্বাস বাজাইতেন। সেই সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ, শূদ্র খৃষ্টান, মুসলমান, সকলেরই সমান অধিকার ছিল; কিন্তু প্রায়ই বঙ্গবাসী ব্যতীত দুএকজন করিয়া শিখ আসিতেন ও শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে সমাজের কার্য্যে যোগ দিতেন।

পর্দ্দার আড়ালে বেদপাঠ হইত বলিয়া কেহ কেহ তাহাতে রামমোহন রায়ের সাম্প্রদায়িক ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন। আমরা কিন্তু তাহা প্রাপ্ত হই না। তিনি বহুকষ্টে বেদপাঠে পারগ অথচ ব্রাহ্মসমাজে বেদপাঠ করিতে সম্মত উক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে পাইয়াছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণ যখন শূদ্রদিগের সম্মুখে বেদপাঠে অসম্মত ছিলেন, সে অবস্থায় দুএকটী ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তাঁহাকে ত্যাগ না করিয়া রামমোহন রায় বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছিলেন। ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা কিরূপে আসিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। রামমোহন রায়ের মনের ভাব এই ছিল যে, একেশ্বরবাদ প্রচার হইলেই হইল, তৎসম্বন্ধে ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মারামারি করা ঠিক নহে—ইহা আমরা তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক তর্কসম্বন্ধীয় মত হইতে বুঝিতে পারি। তিনি বলেন "বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রচারকগণ যে পরস্পরের মধ্যে কলহবিবাদ আনয়ন করেন, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। ধর্ম্মালোচনাতে বিরোধী পক্ষের জ্ঞান ও ভাবের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।" † ক্রমে ক্রমে পর্দ্দার অন্তরালের আবশ্যকতা রহিল না এবং তাহা আপনাপনি উঠিয়া গেল।

৫। স্ত্রীশূদ্রাদির বেদপাঠ।

প্রচলিত হিন্দুসমাজে একটী ভ্রান্ত সংস্কার আছে যে স্ত্রীশূদ্রাদির বেদপাঠে অধিকার নাই। ইহা অনেকেই জানেন না যে বাক্‌দেবী প্রভৃতি শতশত স্ত্রীলোক মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ছিলেন। আবার ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীলোকদিগের সহিত ব্রহ্মবাদী ঋষিদিগের ব্রহ্মবিষয়ক গভীর তত্ত্বপূর্ণ কথোপকথন সকল বেদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনীদিগের বিষয় কি ভারতবর্ষ কোনপ্রকারেই ভুলিতে পারে? স্ত্রীলোকে যখন বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের কথোপকথন যখন বেদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং স্ত্রীহৃদয়ের কত মহান্ ভাব কত লোকে প্রত্যক্ষ করিতেছে, তখন আমরা যদি স্ত্রীলোকদিগকে বেদপাঠে অধিকার না দিই, তাহাতে আমাদেরই মূঢ়তা ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পাইবে। আমরা ভালরূপে বিচার না করিয়াই ভারতের অবনতিকালের প্রচারিত "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" প্রভৃতি নবীন আচার্য্যদিগের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া

১ পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত। তং বোং পত্রিকা, ১৭৬৯ শক আশ্বিন।

* শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এখন প্রায় অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে পৌঁছিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছেন।

† রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

অসঙ্কুচিতচিত্তে দুর্ব্বলের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছি; কিন্তু যদি আপ্তবাক্যরূপ প্রমাণের মধ্যে বেদের প্রমাণ আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মান্য ও আদৃত হয় এবং সেই বেদে যখন স্পষ্ট দেখি যে "ইদং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ", "বেদং পত্ন্যৈ প্রদায় বাচয়েৎ" প্রভৃতি অনুশাসন আছে, তখন সেই বেদবাক্যানুসারে নারীজাতিকে বেদ পাঠে অধিকার দিতে অগ্রসর হই না—ধিক্ আমাদের স্বার্থপরতাকে। স্ত্রীলোকের বেদপাঠ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দ্বিজেতর জাতি সমূহেরও বেদপাঠ সম্বন্ধে সেই সকল কথাই বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ যজুর্ব্বেদে (২৬ অধ্যায়) স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে শূদ্র ও অতিশূদ্র চণ্ডালাদিকেও বেদোপদেশ প্রদান করিবে। "যথেমাং বাচং. কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায়চারণায়। প্রিয়োদেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসময়ং মে কামঃ সমৃধ্যতা মুখমাদো নমতু।" যেরূপ আমি কল্যাণীয় অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের সুখকর ঋগ্বেদাদি চারি বেদের পবিত্র বাণী দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, তদ্রূপ হে মনুষ্যগণ, তোমরাও মনুষ্যমাত্রকেই বেদরূপবাণীর উপদেশ প্রদান করিবে। এই কল্যাণীয় উপদেশ তোমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আর্য্য অর্থাৎ বৈশ্য তথা শূদ্র, ভৃত্য ও অতিশূদ্রাদিকেও প্রদান করিবে। যেরূপ আমি বেদবিদ্যার উপদেশ করিয়া বিদ্বানদিগের নিকটে প্রিয় হইয়া রহিয়াছি এবং যেরূপ আমি দাতা ও চরিত্রবান পুরুষের প্রিয় হইয়াছি তদ্রূপ তোমরাও পক্ষপাতরহিত হইয়া বেদবিদ্যা শ্রবণ করিয়া সকলের প্রিয় হইবে।

"বেদাদি শাস্ত্র যে দ্বিজ ব্যতীত অপর বর্ণেও পাঠ করিতেন তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। কবস ঋষি শূদ্রকুলোদ্ভব হইয়াও বেদাদি পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে যে জাবাল অজ্ঞাতকুল হইয়াও বেদাদি পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। চাণ্ডাল-কুলোদ্ভব মাতঙ্গ ঋষি মহান বেদজ্ঞ ও চারি বর্ণের পূজনীয় হইয়াছিলেন।"* যুক্তিতে তো কাহারই বেদপাঠ সম্বন্ধে, কি কোন বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে কোনই আপত্তি হইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ একদিকে শাস্ত্রবল, অপরদিকে আত্মপ্রত্যয়ের উপর দাঁড়াইয়া স্থির করিলেন যে "ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ কি কালবিশেষ, কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই।"† এই সত্যের সম্মুখে পর্দ্দার অন্তরাল কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

৬। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মন্তব্য কথা।

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী এবং তাঁহার জীবনের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া তাঁহার যে ভাব দেখিতে পাই, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কথায় সেই ভাবটী সুন্দররূপে প্রকাশ হইয়াছে, "যে জাতির যেরূপ জাতীয় প্রথা তাহা সেইরূপই থাকুক, যে কুলের যেরূপ কৌলিক প্রথা তাহা সেইরূপই থাকুক, কেবল সেই সকল প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে পরিমিত দেবতাগণের উপাসনা সমূলে উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা অধিরূঢ় হউক, তাহা হইলেই ব্রহ্মোপাসক ভক্তজনগণের বিশুদ্ধ ধর্ম্মব্রত অব্যাহত থাকিবে।"* ব্রাহ্মধর্ম্মের ইহাই প্রকৃত মন্তব্য কথা। ব্রহ্মোপাসনাকে যদি আমরা আমাদের জীবনের মধ্যবিন্দু করিতে পারি, তবে ক্রমে জীবনের সকল অংশই উপযুক্ত ভাবে গঠিত হইয়া সেই মধ্যবিন্দুর এক সুন্দর পরিধি বিরচিত করিবে। ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা জীবনকে সুসংস্কৃত করিলে ক্রমে জীবনের সকল কার্য্যই সুসংস্কৃত হইয়া আসিবে।

৭। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম ধর্ম্মভাব।

যাঁহার করুণাবলে এই দীনহীন বঙ্গদেশে জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল, তাঁহারই ইচ্ছাতে স্থাপয়িতার ইহলোকত্যাগেও ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ববিলোপ হইল না; তাঁহারই প্রেরণায় আর এক ব্যক্তি তাহার ভার গ্রহণ করিলেন। শৈশবকালে মূর্ত্তিতে ঈশ্বরবোধ করিয়া তাহার পূজায় ইহাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। একদিন নক্ষত্রখচিত মুক্ত আকাশ সম্মুখে প্রসারিত দেখিয়া বুঝিলেন যে ইহার রচয়িতা কোন পরিমিত দেবমূর্ত্তি হইতে পারে না। ইনি স্বয়ং কোন অভিনন্দনের উত্তরে এই বিষয় সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"প্রথম বয়সে আমার নিকটে এই নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ অনন্তদেবের পরিচয় দেয়। একদিন শুভক্ষণে এই অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ অনন্ত আকাশ আমার নয়নপথে প্রসারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্য ভাবে একেবারে আমার সমুদায় মন আত্মা আকৃষ্ট হইল; অমনি বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে এ কখন পরিমিত হস্তের রচনা নহে। সেই মুহূর্ত্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল; সেই মুহূর্ত্তে জ্ঞাননেত্র বিকশিত হইল। তখন আমার পাঠাবস্থা। এ কথা অদ্যাপি আমি কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই। আপনাদের অদ্যকার সৌহার্দ্দে বাধ্য হইয়া হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহা এখন ব্যক্ত করিতেছি। প্রথমে এই অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইলাম, যেন আবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, যেন যবনিকার একপার্শ্ব হইতে মাতার প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলাম। সেই প্রসন্ন বদন আমার চিত্তপটে চিরদিনের নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন গৃহেতে শালগ্রাম শিলার অর্চনা দেখিতাম, প্রতিবৎসরে যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম; তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরই শালগ্রামশিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু সেই শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশের উপরে আমার নয়নযুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলাম, অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য্য নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা।"*

৮। ঈশ্বরের অস্তিত্বে নাস্তিকের সাক্ষ্য।

সুনিস্তব্ধ গ্রহনক্ষত্রখচিত, সুনীল আকাশের দিকে চাহিয়া কাহার হৃদয় না

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৪ শক, পৌষমাস শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ পণ্ডিত কর্ত্তৃক লিখিত স্ত্রীশূদ্রাদির বেদপাঠ প্রবন্ধ দেখ।

† ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ্ খণ্ড, প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১২ শক ১১মাঘ উপলক্ষে বক্তৃতা।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৯ শক, অগ্রহায়ণ—প্রত্যভিনন্দনপত্র।

সেই অনির্ব্বচনীয় মহান্ পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়? নরহত্যাকারী, ফরাসি বিপ্লবের ভীষণ বৈপ্লবিক ভাবের ক্রোড়ে লালিতপালিত বীর নেপোলিয়নকে যখন কতকগুলি নাস্তিক বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অনস্তিত্ব বুঝাইতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই পুরাতন ও চিরনূতন মুক্ত আকাশের দিকে হস্তপ্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগকে তীব্র তিরস্কারের সহিত একটী কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিস্তব্ধ করিয়াছিলেন—"কিন্তু কে ঐ সকল গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন?" পাশ্চাত্য নাস্তিবাদের প্রধান প্রচারক ডেবিড হিউম একদিন সন্ধ্যাকালে নদীতীরে তাঁহার কোন বন্ধুর সহিত সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে করিতে সেই গ্রহনক্ষত্রপরিবেষ্টিত আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন "এই সকল দেখিয়া কেহই অস্বীকার করিতে পারে না যে ইহার স্রষ্টা এক মহান্ পুরুষ আছেন।"†

৯। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদে শ্রদ্ধা।

রামমোহন রায়ের উত্তর কালে যাঁহার স্কন্ধে ব্রাহ্মসমাজের গুরুভার পতিত হইবে, তিনিও ঐ মুক্ত আকাশ হইতে মুক্তস্বরূপের প্রথম আভাস প্রাপ্ত হইলেন। পরে ১৭৬০ শকে (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে) কোন ঘটনাসূত্রে শ্মশানে তাঁহার বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইল। সহসা উদাসীনের আনন্দ তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইল। সেই উদাসভাবের আনন্দে তাঁহার হৃদয় এমনি বিকশিত হইল যে সে রাত্রি তাঁহার চক্ষুতে নিদ্রা আইল না। তাহার পর দিনে সে আনন্দ চলিয়া গেল। তখন তিনি ঘোর বিষাদে অকূল চিন্তাতে নিমগ্ন হইলেন। পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় তিনি সেই আনন্দের আকর প্রেমের সাগর সত্যস্বরূপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে চিত্তপটের জ্ঞানভূমিতে অনন্তের যে সুন্দর ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা কি কেবল ছবিমাত্র? তাহা কি মনের ভাবমাত্র? সেই বাস্তবিক সত্য কি নাই, যাহার এই প্রতিবিম্ব, যাহার এই প্রতিরূপ? এই প্রকারে বুদ্ধির মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল। এই আন্দোলন ও আলোচনাতে যখন তাঁহার মন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, তখন হঠাৎ উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র তাঁহার হস্তে নিপতিত হইল। যখন প্রথম তাহাতে তিনি পাঠ করিলেন "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।" তখন তাঁহার মন এক আনন্দময় নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিল। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার মনে এই ভ্রান্তি ছিল যে আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে পৌত্তলিকতা ভিন্ন নিরাকার নির্ব্বিকার সত্যস্বরূপের নির্দ্দেশ নাই। আমাদের এই দুর্ভাগ্য হিন্দুস্থানে একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের কখন অর্চ্চনা হয় নাই। পরে যখন তাঁহার ভাবের প্রতিভাব উপনিষদের পত্রে প্রত্যক্ষ দেখিলেন, "এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কিছু পদার্থ সমুদায়ই ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে; তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না" তখনই তাঁহার হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখন সমুদয় উপনিষদকে সমুদয় বেদকে তাঁহার মনের শ্রদ্ধা আসিয়া আলিঙ্গন করিল। পূর্ব্বে তাঁহার কোন শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ছিল না, এই সময়ে সমুদয় বেদশাস্ত্রে তাঁহার শ্রদ্ধা ব্যাপ্ত হইল। অসময়ে অনির্দ্দেশ্য বন্ধুর ন্যায় অপরিচিত বেদশাস্ত্র হইতে তাঁহার হৃদয়ের চিরপরিচিত আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার মস্তক তাহার নিকটে অবনত হইল। উপনিষদের এক এক মহাবাক্যে তাঁহার আত্মা জ্ঞানসোপানে উন্নত হইতে লাগিল। "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি।" ইহার পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন; তিনি আপনাকে জানিলেন আমি ব্রহ্ম। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।" ইহার পূর্ব্বে হে প্রিয় শিষ্য! সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন, তিনি একই অদ্বিতীয়। "সতপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" তিনি আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। "স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে সএকঃ।" সেই যে ইনি পুরুষে এবং ঐ যিনি আদিত্যে, তিনি এক। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন "এ কথা বলা বাহুল্য যে উপনিষদের যে সকল বাক্যে 'যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়ভার,' তাহার যে সকল বাক্যে আমাদের আত্মা "তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি" সেই সকল মহাবাক্য অদ্যাপি বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় আমাকে সৎপথে অমৃতপথে লইয়া যাইতেছে। তাহারা কদাপি আমাকে প্রতারণা করে নাই। সেই সকল মহাবাক্যে আমার শ্রদ্ধা আরও দিনদিন গাঢ়তর হইতেছে। অদ্যাপি সময়ে সময়ে তাহার গূঢ় অর্থ সকল আমার আলোচনা-পথে আসিয়া মাতার ন্যায় আমাকে শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। সেই ভূরি ভূরি মহাবাক্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।" *

† Christianity and Positivism by James Mc Cosh D. D. London, 1875. P. 2–3.

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

(ত্রয়োদশ প্রস্তাব)

অযোধ্যাকাণ্ড, রামের বনবাস।

অধ্যাত্ম রামায়ণোক্ত দেবগণ প্রেরিত দুষ্ট-স্বরস্বতী-ঘটিত মন্থরা ও কৈকেয়ীর বুদ্ধিবিপর্য্যয় এবং নারদ ও বশিষ্ট কর্ত্তৃক পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে রামচন্দ্রের স্তবস্তুতির বিষয় বাল্মীকি রামায়ণে বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। এ সমস্তই পৌরাণিক কল্পনা। বাল্মীকীয় রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আছে, যে রাজা দশরথ স্বদেহনির্গত বাহুচতুষ্টয়ের ন্যায় চারিপুত্রকেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তন্মধ্যে রামকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। ভূতগণের মধ্যে যেমন স্বয়ম্ভুর, সেইরূপ রামেরও গুণ অনন্যসাধারণ। ইহার পরেই ৭ম শ্লোকে আছে রাম স্বয়ং নারায়ণ, সুরগণের অনুরোধে বলগর্ব্বিত রাবণকে বধ করিবার জন্য মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার জন্ম। কিন্তু এই শ্লোকটির মৌলিকতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। ইহাই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে মূল রামায়ণের এই অধ্যায়ের পরবর্ত্তী কোন শ্লোকেরই সহিত ইহার অর্থগত ও তাৎপর্য্যগত সঙ্গতি নাই, এবং বালকাণ্ডের সহিত পৌর্ব্বাপৌর্য্য সম্বন্ধ নাই। মূল রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ভিতরেও পাঠকগণ অবতারত্বের গন্ধ পাইবেন না।

রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে কৃতসংকল্প হইয়া মন্ত্রি-

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৯ শক, অগ্রহায়ণ।

গণ দ্বারা নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোকদিগকে আনাইয়া কহিলেন, রাম বলবীর্য্যে সুররাজ ইন্দ্রের অনুরূপ; তোমাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিলেই আমি তাঁহাকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করি। প্রস্তাবনা মাত্রেই চারিদিক হইতে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। দশরথও অভিষেকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কার্য্য কালে মন্থরার কৌশলে ও কৈকেয়ীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে রামের বনবাস ঘটিল। এইখানে রামের চরিত্র সীতার পতিপরায়ণতা জ্যেষ্ঠের প্রতি লক্ষ্মণের আনুগত্য প্রজাসাধারণের কাতর ক্রন্দন যেরূপ জীবন্তভাবে সুচিত্রিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই কবিচূড়ামণি বাল্মীকির যোগ্য বটে।

এইখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। সংস্কৃত মহা কাব্যে বিশেষতঃ রামায়ণ ও মহাভারতে যেরূপ কতকগুলি উজ্জ্বল চরিত্রের একত্রে সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অন্যান্য জাতির কাব্য সাহিত্যে নিতান্তই বিরল। কাব্যে যতই অধিক সংখ্যক উজ্জ্বলতম চরিত্রের সমাবেশ থাকে, ততই লেখকের অসামান্য প্রতিভার আবশ্যক হয়। বিদেশীয় কাব্য নাটকে দুই একটি পুরুষ চরিত্রের ও দুই একটি নারী চরিত্রের নৈসর্গিক মাধুর্য্য ত আছেই, কিন্তু অবশিষ্ট চরিত্রগুলি নিম্নদরের বলিয়া উজ্জ্বলচরিত্রগুলি পাঠকের মনে সহজেই মুদ্রিত হইয়া যায় ও অন্তরকে বিমোহিত করে। কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যপাঠী তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, যে মহাভারত ও রামায়ণকার কি অসামান্য প্রতিভা লইয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য রামায়ণ মহাভারতে নানা ঘটনার ও নানা লোকের জীবনীর সমাবেশ থাকায় তাহারা (আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে) কোন একটি বিশেষ ঘটনার বা কোন একটি জীবনের বিশেষ অবস্থার ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ চিত্র নয় বলিয়া যেমন ইতিহাস-শব্দ-বাচ্য,মহাকাব্যাদি শব্দের সেরূপ বাচ্য নহে। কিন্তু যদি কবিত্বাংশ ধরিতে হয়, এবং লেখকের প্রতিভার ও অদ্ভুত রচনাশক্তির পরিমাণ করিতে হয় তাহা হইলে রামায়ণ ও মহাভারত জগতে অতুলন। রামায়ণে রামচন্দ্রাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় দশরথ রাবণ ইন্দ্রজিত ইহাদের প্রত্যেকেতে শৌর্য্যবীর্য্যের আধিক্য এতই বিস্ময়জনক যে ইহাঁরা প্রত্যেকে এক একটি কাব্যের নায়ক হইতে পারেন। মহাভারতে পঞ্চ ভ্রাতা ভীষ্ম কর্ণ অভিমন্যু শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির ভিতরে নৈসর্গিক গুণের এতই মনোহারিত্ব আছে, যে ইহাঁদিগকে নায়ক করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাব্য নাটকাদি রচিত হইতে পারে এবং অধুনাতন বঙ্গ সাহিত্যে তাহাও রচিত হইতেছে। ভারবীতে পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদীর কথোপকথনে প্রত্যেকের মুখ হইতে সৌষ্ঠবৌদার্য্যবিশেষ শালিনী যে সকল কথার অবতারণা করা হইয়াছে, যে তাহা পাঠে অবাক হইতে হয়। বীরপ্রবর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে কৌরবদিগের বিরুদ্ধে উদ্বোধিত করিবার জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, যুধিষ্ঠিরের প্রত্যুত্তর পাঠের পূর্ব্বে মনে হয়, যে বুঝি কেহ তাহাদের আর খণ্ডন করিতে পারিবে না। দ্রৌপদী স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহার যুক্তিপূর্ণ তর্ককে খণ্ডন করিতে পারে, এমন কয় জন আছেন। মহাকবির হস্তেই এই সকল মনীষাসম্পন্ন চরিত্রের গৌরব ও বিশেষত্ব রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু

সমগ্র জগৎ এইরূপ মহাকবি কয়টি দেখাইতে পারেন! কাব্যাংশেই বল, চরিত্র সংরচনেই বল, তাহাদের বিশেষত্ব রক্ষণেই বল রামায়ণ ও মহাভারতের তুলনা নাই।

রামায়ণকে ইতিহাসের চক্ষে না দেখিয়া কাব্যের দৃষ্টিতে দেখ। কোথায় রাম রাজা হইবেন, সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত, সকল উপকরণ সংগৃহীত। কিন্তু কৈকেয়ী অকালে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত বর চাহিয়া বসিলেন; দশরথের হস্তপদ রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি সত্য প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া রামের বনগমন অনুমোদন করিলেন। ঘটনাটি এমনই সুকৌশলে বাল্মীকি ব্যক্ত করিলেন যে দশরথের চরিত্রকে নিতান্ত কলঙ্কিত করিয়া পাঠকের ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগাইয়া তোলা হইল না। দশরথ পত্নীর অন্যায় অনুরোধে যে গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা পাঠককে বুঝিতে দিলেন বটে কিন্তু পাঠককে দশরথের উপর ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিবার অবসর দিলেন না। কবি ইহাই বুঝাইলেন, সমস্ত দোষ বিমাতা কৈকেয়ীর; রাজা কি করিবেন; তিনি সত্যের বন্ধনে আবদ্ধ। তিনি পুত্রের বনবাসের আদেশ দিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। রামচন্দ্র সত্য ঋণ হইতে পিতাকে মুক্ত করিয়া জগতের সমক্ষে এক উচ্চতম আদর্শ রাখিয়া গেলেন। অন্যদিকে মহাকবি দশরথের দীনতাজ্ঞাপক এক মর্ম্মভেদী চিত্র পাঠককে উপহার দিলেন। পাঠকগণ আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না যে চীরধারী রামের প্রতি কি মুমূর্ষু দশরথের প্রতি অধিক সমবেদনা প্রকাশ করিবেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে দশরথের অকার্য্যকে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিলে এমন কি বিশেষ দোষ হইত? তাহার উত্তর এই, পিতার চরিত্রকে বিবর্ণ করিয়া পুত্রের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা এ দেশের রুচিসঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ পিতার চরিত্রকে কলঙ্কিত করিলে রামচন্দ্রের উপর পাঠকের অশ্রদ্ধা জন্মিত, মনে হইত যে এমন মস্তিষ্কহীন কামার্ত্ত পিতার অন্যায় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া রামচন্দ্রও বাতুলের কার্য্য করিয়াছেন। লক্ষ্মণও মূলরামায়ণের একবিংশ সর্গে বলপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিবার জন্য রামচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক রামচন্দ্র বনগমনই শ্রেষ্ঠ কল্প বিবেচনা করিয়াছিলেন।

রামায়ণ পাঠে বুঝা যায় যে জ্যেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন পুত্রের রাজ্যাধিকার থাকিলেও বিশেষ কারণে তাহার ইতর বিশেষ করিবার ক্ষমতা পিতার থাকিত। এখানে ইহাও শিক্ষণীয় যে পিতৃকুল-সমাগত পরিচারিকা ক্রূরস্বভাবা হইলে প্রায়ই তাহাদের দ্বারা যে গৃহের শান্তিভঙ্গ হইয়া থাকে কৈকেয়ী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যাঁহারা হিন্দুসমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের পক্ষপাতী তাঁহারা যেন ঈদৃশ পরিচারিকার স্বভাবাদি পূর্ব্ব হইতে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে গৃহে স্থান দেন। বিংশতি সর্গে আছে যে রামের বনগমন তাঁহার উপনয়নের সতর বৎসর পরে ঘটে। চতুস্ত্রিংশ সর্গে রাজা দশরথের ৩৫০ পত্নী থাকার উল্লেখ আছে।

দেবাসুর যুদ্ধ বৈদিক সময়ে যে অর্থে ব্যবহৃত হইত তাহা আমরা পূর্ব্বে এক প্রস্তাবে আলোচনা করিয়াছি। মূলরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের নবম অধ্যায়ে এই দেবাসুর যুদ্ধের উল্লেখ আছে। রাজা

কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া এদেশে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার ও একেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তন করেন। রাজার মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পরে আপনি ঐ একেশ্বরবাদ এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম অভিধায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম জাতীয় ও সার্ব্বভৌমিক মুখে বিধিবদ্ধ করিয়া আপনি ইহার সুপ্রতিষ্ঠা এবং গৌষ্ঠব সম্পাদনে যেরূপ অলোকসামান্য মনীষা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে আপনি বর্ত্তমান যুগে ভারতের ধর্ম্মসংস্থাপকপদবাচ্য। অনাদি-অনন্ত মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরমেশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধান। আপনি এই সত্যধর্ম্মের উপদেষ্টা, প্রধান আচার্য্য, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের ন্যায় ধর্ম্ম ও সত্য লাভের অন্যতম সহায় বলিয়া ধর্ম্মজগৎ আপনার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ব্রাহ্মসমাজ এই উভয় পার্থিব জগতে আপনার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে আপনার নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এবং "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" আপনার নিকট লাভ করিয়া আমরা সংসারক্ষেত্রে অতুল বিভবের অধিকারী হইয়াছি। এই দুই অমূল্য ধর্ম্মসাহিত্য দ্বারা আমাদের যে কি মহোপকার সাধিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। প্রথমোক্ত গ্রন্থের উপনিষৎখণ্ড আপনার মানস-চক্ষু-প্রতিভাত সুবিমল পারমার্থিক তত্ত্বজ্যোতির প্রতিচ্ছায়া—শ্রুতিমুখে অভিব্যক্ত। সৌভাগ্যবান্ সাধকই জানেন ইহার সার সত্যসমূহ দুস্তর সংসার-প্রান্তর-ক্লান্ত পথিকের ব্রহ্মধাম প্রাপ্তির সুপ্রশস্ত সেতু। দ্বিতীয় গ্রন্থ ব্যাখ্যান—ইহা যে কি শান্তি-সুধা ভাণ্ড কিছুতেই তাহার ব্যাখ্যা হয় না। সত্যই ইহা আমাদের নিকট স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে অমর-ধামের অমৃতরসাস্বাদনের অধিকারী করিয়াছে।

ধর্ম্মজীবনের বিশুদ্ধ মত ও বিশ্বাস আমরা আপনার নিকটই শিক্ষা করিয়াছি। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মূল সত্য—বীজচতুষ্টয়—আপনার অনুপ্রাণিত চিত্তের উচ্ছ্বাস। ব্রাহ্মসমাজে উহা মহাবাক্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। আপনি আমাদের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের সহায় এবং পথ-প্রদর্শক। আপনাকে প্রত্যক্ষ করিলে ভারতের প্রাচীন আর্য্য মুনিঋষিদিগকে প্রত্যক্ষ করা হয় এবং তাঁহাদের যোগ, ধ্যান এবং সমাধিপরায়ণতা স্মৃতিপথারূঢ় হয়। প্রচুর ধন ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও বৈরাগ্য, রাজর্ষিজনোচিত কর্ত্তব্যসাধন এবং জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস এই তিনের উৎকর্ষ ও সামঞ্জস্যে মানবপ্রকৃতির সম্যক পরিস্ফুটন দ্বারা আপনি প্রকৃত ব্রাহ্মের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা আমাদের কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে, যে আপনি অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াও আজ আমাদের নিকট বিদ্যমান, আর এখনও আপনার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া আমরা আপনার নিকট জ্ঞানধর্ম্মের উপদেশ পাইতে সমর্থ।

প্রসঙ্গতঃ, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তঘটিত সমাজসংস্কারব্যাপার এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মসাধনই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—এই অখণ্ডনীয় সত্য আপনার প্রধান শিক্ষা এবং নিজ জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠাসহ আপনি স্বদেশীয় জাতীয়তার বিরুদ্ধে অভিনব সমাজগঠনে প্রয়াসী না হইয়া অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এদেশে হিন্দুধর্ম্মের যে আধ্যাত্মিক দুর্গতি এবং নৈতিক দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল আপনি মাত্র তাহারই সংস্কার দ্বারা হিন্দু সমাজকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিতে সংস্থাপনের প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়া ভারতের বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার পূর্ব্বক বিরাট হিন্দুসমাজের পুনরভ্যুদয়ের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই জাতীয় ভাব সংরক্ষণ আপনার বিচক্ষণতা, সুপরিণামদর্শিতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যদৃষ্টির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এতদ্দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রে আপনি অক্ষুণ্ণ প্রতিপত্তিভাজন হইয়াছেন।

সদাশয় ব্রাহ্মবন্ধুগণের মধ্যে যাঁহারা সমাজসংস্কারব্যাপার ধর্ম্মসাধনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ জ্ঞানে এক সময় আপনার সহিত ঐক্য হইতে পারেন নাই, বহুকাল পরে দেখা যাইতেছে যে তাঁহাদের অনেকে আপনাদের ভ্রমপ্রমাদ গণিয়া ঐ বিষয়ে আপনারই পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে জ্ঞানোন্নতিসহ জগতের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের একেশ্বরবাদভিত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মাবহ ভূমা পরমেশ্বরের অর্চ্চনা এবং ধর্ম্মসাধনের অন্তরঙ্গ বিষয়ে অভিন্ন ও একীভূত হইয়া এক আধ্যাত্মিক বিরাট সমাজে গঠিত হইতে পারে বটে। কিন্তু দেশভেদে বিভিন্ন আচার ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতি নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবমণ্ডলী এক অভিনব বিরাট লৌকিক সমাজে গঠিত হইবে, ইহা অসম্ভব। তাঁহারা বোধ হয় এখন স্বীকার করেন যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি ধর্ম্মসাধনকে মুখ্য লক্ষ্য করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হয়েন, তবে ধর্ম্মসাধনের গভীরতা এবং পবিত্রতা অনুযায়ী সমাজ আপনা হইতেই সুসংস্কৃত হইয়া গঠিত হয়। অন্যথা সাক্ষাৎভাবে জাতীয় ভাবপ্রকৃতির বিরুদ্ধে সমাজসংস্কার অনুষ্ঠিত হইলে সমাজবিপ্লবই সংঘটিত হইয়া থাকে। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববিদ্যাসমিতির

পর পর দুটী অধিবেশনে "ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির অন্তরায়" এবং "ব্রাহ্মধর্ম্ম—জাতীয় ও সার্ব্বভৌমিক" নামে দুটী প্রবন্ধপাঠ হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধলেখক প্রতিপন্ন করেন যে ব্রাহ্মসমাজ সমাজসংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াই আপনার উন্নতির অন্তরায় হইয়াছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ ১৮৬৬ সনে ব্রাহ্মসমাজের ঘোর দুর্দ্দিনে সমাজসংস্কার সমস্যার পুনরবতারণা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর দেশকাল ভেদে বিভিন্ন জাতির জাতীয় ভাবপ্রকৃতি সংরক্ষণের উপযোগিতা বিষয়ে আপনার মত ও সিদ্ধান্ত এই প্রবন্ধ দ্বারা সম্যকরূপে সমর্থিত হইয়াছে। প্রোক্ত উভয় প্রবন্ধলেখকই এক সময়ে সমাজসংস্কার পক্ষপাতী অতি উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহারা নিজ গার্হস্থ্য জীবনেও সংস্কার প্রবর্ত্তন এবং গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবন্ধ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে তাঁহারা জাতীয় ভাবপ্রকৃতির বিরুদ্ধে সংস্কার প্রবর্ত্তনজনিত বিষময় ফলের ভুক্তভোগী হইয়া নিজেদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ যে অতীব সারবান্ এবং সমীচীন তাহার আর সন্দেহ হইতে পারে না। আশা হইতেছে ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী এবং পরিচালকগণ ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলকল্পে প্রাপ্তক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের সিদ্ধান্ত বিষয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। সম্ভব, এই দুই প্রবন্ধের সময় হইতেই সমাজসংস্কারবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইল। এখন কায়মনোবাক্যে আমাদের প্রার্থনা আপনি আরও দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সেই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া যান যাহাতে ব্রাহ্মমণ্ডলী বিজাতীয় ভাবপ্রকৃতিবর্জ্জিত হইয়া জাতীয়তা সংরক্ষণ পূর্ব্বক আপনার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া ধর্ম্মসাধন দ্বারা নিজনিজ জীবনে ধর্ম্মকেই জয়যুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন।

কলিকাতা।
১লা এপ্রিল, ১৮৯৬ সন।

গভীরশ্রদ্ধাবনত,
শ্রীগুরুচরণ সমাদার।

অশেষ ভক্তিভাজন
শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়

কিয়দ্দিন হইল আমাদিগের সমাতন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীঅচ্যুতানন্দ স্বামী প্রচারোদ্দেশে এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। প্রচারক মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে এদেশে প্রচারাভিলাষে আগমন করিতেছেন এবং এই সূত্রে তিনি এদেশে অনেকেরই নিকট সুপরিচিত হইয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও ধর্ম্মোপদেশশ্রবণপিপাসু ভদ্র মহোদয়গণ তাঁহার শুভাগমনে তাঁহার অমৃতময় রসনা-নিঃসৃত বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। এবং তদনুসারে অত্রত্য অভিনেতৃদলের সুবিস্তীর্ণ নাট্যশালায় তাঁহার বক্তৃতার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন রবিবার না পড়ায় অত্রত্য কার্য্যালয় সমূহের সকল কর্ম্মচারী বক্তৃতায় যোগদান করিতে পারেন নাই। তথাচ স্বামীজীর প্রতি অত্রত্য সাধারণ লোকের এরূপ প্রগাঢ় আকর্ষণ যে এরূপ অনুপযুক্ত দিনেও অনেক আফিসের কর্ম্মচারী ও স্কুলের ছাত্র বক্তৃতায় যোগ দান করিতে বিরত হয় নাই। বক্তৃতার উপক্রমণিকায় স্বামীজীর বালক পুত্র বেদের কয়েকটী শ্লোক সুললিত স্বরে গান করেন। তৎপরে স্বামীজীর সুন্দর বক্তৃতা আরম্ভ হয়। এবার স্বামীজী "ধর্ম্মজীবনের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে এক সুন্দর ও সুললিত বক্তৃতা প্রদান করেন। সংস্কৃত প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বহুবিধ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রতি এদেশের লোকের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা বর্ত্তমান। সুতরাং এরূপ শাস্ত্রপ্রচারক দ্বারা যে এ দেশের বিশেষ উপকার সংসাধিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহাঁর নির্ম্মল ও সরল চরিত্র ও ইহাঁর বেদশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য সাধারণের অত্যন্ত আকর্ষণের সামগ্রী। সংস্কৃত ধর্ম্ম শাস্ত্রের ভিতরে একেশ্বরবাদিতা সম্বন্ধে যে অতুল রত্ন নিহিত রহিয়াছে শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন তাহা অতল জলধি-গর্ভে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃতশাস্ত্র-প্রধান দেশে এরূপ প্রচারকের নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা উপসংহারে এই প্রার্থনা করি যে আমাদের শ্রদ্ধার সামগ্রী আদি ব্রাহ্মসমাজ ও আমাদের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি কর্ত্তৃক প্রচার বিভাগের এই অভাব ক্রমশঃ বিদূরিত হউক।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজ
সমস্তিপুর ৯ই আষাঢ়
১৩০৩ শক।

চির বিনয়াবনত দাস
শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৭, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	৪৬৭।৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩১৪২।৶৯
সমষ্টি	... ...	৩৬০৯৸৩
ব্যয়	...	৪৬৮। ৯
স্থিত	...	৩১৪১।৶৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন চায়কেতা		
গবর্ণমেণ্ট কাগজ	...	৩০০০৲
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু		৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	...	১৩৪।৶৬
		৩১৪১।৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৪৪৸৬

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০৲
„ „ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	১৫৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৭৸৬
	১৪৪৸৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৮৸৶০
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা	১২৲
„ „ নীলকমল মুখোপাধ্যায়, ঐ	৩৲
„ „ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ	৩৲
„ „ প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী, বালীগঞ্জ	৩৲
„ „ গৌরীশঙ্কর রায়, কটক	৩।৶০
„ „ হেমাঙ্গচন্দ্র চৌধুরী, ময়মনসিংহ	৩।৶০
তিন সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নগদ বিক্রয়	১৶০
	২৮৸৶০
পুস্তকালয়	৪।৵০
যন্ত্রালয়	২৮৭।৶০
গচ্ছিত	১।৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	॥৹
কমিশন	৶০
সমষ্টি	৪৬৭।৵৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৩৭।৶৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩০৫৩
পুস্তকালয় ...	৩৫৶০
যন্ত্রালয় ..	২৬৩৷৬
গচ্ছিত ...	২৵৬
সমষ্টি	৪৬৮।৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

নূতন পুস্তক নূতন পুস্তক।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

(একাদশ সংস্করণ)

(প্রথম ভাগ হইতে নবম ভাগ পর্য্যন্ত)

আদি ব্রাহ্মসমাজে, ইহার স্থাপনাবধি এযাবৎ যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়াছে, সে সকলই ইহাতে আছে। ইহাতে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রায় সকল গুলিই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের কলেবর পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা অন্যূন পাঁচ ফর্ম্মা বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য কিন্তু পূর্ব্ববৎ ১৲ এক টাকা মাত্রই রহিল। ভাল বাঁধা ১।০ এক টাকা চারি আনা।

এই পুস্তক প্রত্যেক ব্যক্তির এক একখানি ক্রয় করা উচিত। ইহাতে বিবিধ রাগ রাগিণীর সমাবেশ থাকায় সঙ্গীতজ্ঞের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে এবং জ্বলন্ত ধর্ম্মচ্ছায়া বিদ্যমান থাকায় ধর্ম্মপিপাসুর প্রাণ শীতল হইবে। অধিক বলা বাহুল্য।

এই পুস্তক নিম্নের ঠিকানায় আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

৫৫ অপার চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ
ঘোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে)	
(ভাল বাঁধা)	২৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম	৸১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য	৸১০
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা	৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৵০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৷০
ব্রহ্মোপাসনা	৸০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৸০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৸০
পরলোক ও মুক্তি	৷৷০
দশোপদেশ	৷৷০
মাঘোৎসব	৸০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	।০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	৸০
ধর্ম্মশিক্ষা	
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৷০
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৸০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (৯ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ঐ (ভাল বাঁধা)	১৷০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০

A Discourse against Hero-making in Religion	
Hindoo Theism	
Theist's Prayer Book	
Tuhfatal Muwahhiddin	
Doctrine of Christian Resurrection	
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	
সঙ্গীতমঞ্জরী	
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ ঐ	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	
বৃদ্ধহিন্দুর আশা	
তাম্বূলোপহার ২য় ভাগ	
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	
Brahmic Quest. of the Day	
Brahmic Advice, Caution and Help	
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	
Adi B. Samaj as a Church	
A Reply to the Query "What is Brahmoism?	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	
Science of Religion	
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	
তত্ত্ববিদ্যা	
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	
ঐ (বাঁধা)	
উদ্গীথা	
ধর্ম্মমালা	
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	

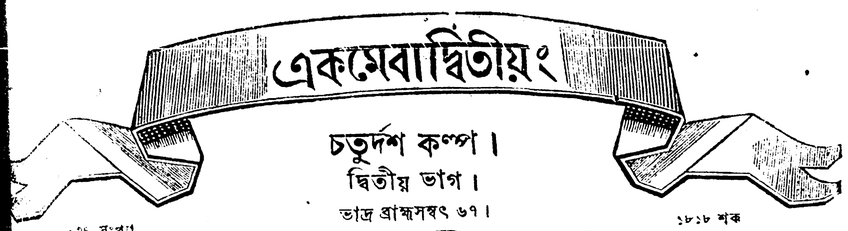

চতুর্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৩৫ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
[illegible] (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	...	...	৬৭
[illegible]মাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	৭৩
[illegible]রের অভিব্যক্তি (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	...	৭৫
[illegible] (শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	৮১

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৯৭। ১ ভাদ্র রবিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারীসম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

শেষ উপদেশ।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত।

উৎকৃষ্ট কাগজে এবং উৎকৃষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল এক আ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(স্বামীকৃত টীকা সমেত)

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্ববিষয়ক প্রথম উপদেশ। বহুকালের পর ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে জীবাত্মা ও জড়, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি কএকটী বিষয় বিশেষ বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ৵০ দুই আনা। মাঘোৎসব উপলক্ষে ৴০ আনা।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তকাদি চেক্‌দাখিল চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রিত করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস।
সহকারী সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৩৭ সংখ্যা

১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮১৮ শক, ২৬ চৈত্র, বুধবার।

আত্ম-সংযম।

আত্ম-সংযমই ব্রহ্মোপাসনার প্রধান মন্ত্র, আত্ম-সংযমই ব্রহ্মোপাসনার সুরভি কুসুম। এই মন্ত্রে এই ফুলে যেমন পরব্রহ্মের পূজা হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। পরমেশ্বর শান্ত স্বরূপ, তাঁহার পূজা করিতে হইলে, হৃদয়ে তাঁহার সত্তা অনুভব করিতে হইলে, আমাদিগকে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া চাঞ্চল্য-বিরহিত হইতে হইবে। যে কোন কারণেই হউক, মন যদি চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়, আত্মা যদি বিচলিত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মোপাসনা সুদূর-পরাহত হইবে। যে বাজিকর বংশখণ্ডের প্রান্তে নিবদ্ধ রজ্জুর উপর একগাছি বেণুযষ্টি লইয়া চলিয়া যায়, তাহার দৃষ্টি কোথায় সংলগ্ন থাকে? তাহা কি তাহার হস্তস্থিত বেণুযষ্টির ঠিক্ মধ্য বিন্দুতে স্থিরীকৃত নহে? ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইলে আমাদের আত্মার চক্ষুকেও তেমনি ঠিক আত্মার অন্তর্নিহিত পরমাত্মায় অবিচলিত রাখিতে হইবে। এই ব্রহ্মোপাসনার পথে, মনের মধ্যে আত্মার মধ্যে যাহা যাহা প্রতিবন্ধক রূপে বিদ্যমান আছে, পূর্ব্ব হইতেই ঘোরতর তপস্যা দ্বারা তাহাদিগকে সরাইতে হইবে।

কাম হউক, ক্রোধ হউক, লোভ হউক, আর যাহাই হউক, সর্ব্ব প্রকার প্রতিবন্ধককেই উৎপাটিত করিতে হইবে, শুদ্ধ উৎপাটিত নয়, একবারে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে। রঘুবংশকাব্যে কালিদাস একস্থানে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন "যে স্থানের তৃণ লতা গুল্ম প্রভৃতি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই ভূমি হইতে সুন্দর তরু লতা ও বৃক্ষরাজি কি উৎপন্ন হয় না?" সেই প্রকার আমরা যদি ব্রহ্মোপাসনার পথস্থিত হৃদয়ের মলিন কামনা সকল—প্রতিকূল রিপু সকল ঈশ্বরের চক্ষের সমক্ষে, তপস্যাগ্নিতে—ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ বিদগ্ধ করিতে পারি, তবে এই মন এই হৃদয় এই আত্মা আর এক নবতর শ্রীধারণ করে। শ্মশানের পরিবর্ত্তে তথায় পারিজাত-শোভিত উদ্যান দৃষ্ট হয়। অতএব পরমেশ্বরে আত্মার সমাধান

করিবার পূর্ব্বেই যেন আমরা আত্ম-সংযম রূপ ঘোর তপস্যায় অনুক্ষণ প্রবৃত্ত থাকি। প্রতিকূল রিপু সকলকে নির্ম্মূল করিবার জন্য যেন দৃঢ়ব্রত হই। এই প্রতিকূল রিপুর মধ্যে ক্রোধ এক প্রধান রিপু। এই ক্রোধ প্রবল ঝটিকার ন্যায়। আকাশ প্রান্তে একটু কালমেঘ উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন ঝটিকা উত্থিত হইয়া প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে, প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর ফুল ফল তরু লতা প্রভৃতিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয় ক্রোধ রূপ প্রবল বাত্যা তেমনি হৃদাকাশে উত্থিত হইয়া, তত্রস্থ সমস্ত অত্যুন্নত সদ্ভাব একবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। কি দুর্দ্দিনই তখন সেখানে উপস্থিত—কি ঝঞ্ঝাবাত—কি বজ্রপাত! সেই বজ্রাগ্নির উত্তাপে ক্রোধী উন্মত্ত হইয়া উঠে। তখন তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য হিতাহিত জ্ঞান লজ্জা ভয় সকলি অন্তর্হিত হয়। তাহার মুখমণ্ডল তৎকালে অতি বিকট ও বিকৃত হইয়া উঠে। তখন যদি সে দর্পণে আপনাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে স্তম্ভিত হইয়া যায়। সেই বিষম সময়ে তাহার রসনা হইতে অতি কুৎসিত অশ্লীল কঠিন ও মর্ম্মভেদী বাক্য সকল উচ্চারিত হয়। তখন লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না। তখন পিতা মাতা ও অপরাপর গুরুজনেরও অবমাননা করিতে সে সংকুচিত হয় না। সকল অপেক্ষা গুরুতর পাপ যে নরহত্যা ও আত্মহত্যা তাহাও তাহার দ্বারা সহজে অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্বান জ্ঞানী ব্যক্তিও এই ক্রোধের বশীভূত হইলে অপদার্থ হইয়া যান। সেই একটু সময়ের আত্ম-সংযমের অভাবে হয়ত তাহাকে চিরজীবন অসুখী হইতে হয়। কে না জানে যে এই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই অর্জ্জুন এক সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ভাগ্যে কৃষ্ণ ত্বরিতগতি তাঁহাকে নিবারিত করিয়া দিলেন, নতুবা কি অপরাধেই অর্জ্জুন অপরাধী হইতেন। ক্রোধের সময়ে ক্রোধীর ত এইরূপ যন্ত্রণা। ক্রোধাবসানেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। ক্রোধকালীন নিজ মুখবিনির্গত বাক্য ও নিজকৃত কার্য্য সকল স্মরণ-পথে উদিত হওয়াতে তাহাকে পুনঃ পুনঃ বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা সহ্য করিতে হয়। অনুশোচনায় তাহার প্রাণ অস্থির হয়। সেই যন্ত্রণায় যাহার চেতনা হয়, এমন কর্ম্ম আর করিব না বলিয়া তখন যিনি প্রতিজ্ঞা করেন, এবং যাবজ্জীবন তাহা প্রতিপালন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন, তিনিই বাঁচিয়া যান। তিনিই জীবন্ত মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পান। যে কঠিন-হৃদয় ব্যক্তি তাহা না করে, তাহার যন্ত্রণার আর শেষ থাকে না। চির জীবন তাহাকে জ্বলিতে হয়। প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় তাহার হৃদয় হইতে দিবা রাত্রি এক গূঢ় যন্ত্রণার ধূম উত্থিত হইয়া তাহার চক্ষের ও বক্ষের পীড়া উৎপাদন করে। অতএব এই ক্রোধকে কোন রূপেই পোষণ করিয়া রাখা উচিত নয়। ক্রোধের প্রথম আক্রমণের বেগ মন্দীভূত হইলে, শত্রুকে চিরদিন কষ্ট দিবার ইচ্ছা যখন স্থায়ী রূপে হৃদয়ে উদিত হইতে থাকে, তখন বলপূর্ব্বক এই অসদিচ্ছাকে দূর করিতে হইবে। তখন নানা বিষয় মনে মনে বিচার করিতে হইবে। তখন দেখিতে হইবে নিজের ক্রোধের কোন প্রকৃত মূল আছে কি না? কারণ দেখা যায়, অনেক সময় আমাদের ক্রোধ নিজের কল্পনা ও ভ্রান্তি হইতে উদ্ভূত হয়। যদি তাহাই প্রতিপন্ন হয়, তবে কল্পনাসিদ্ধ শত্রুর

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে লজ্জা বা অপমান বোধ করা উচিত নয়। আর যদি শত্রুর অপরাধ প্রকৃত বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে কৌশল ক্রমে প্রতীকার মাত্র প্রার্থনীয়। প্রতিহিংসায় কি ফল? তাহা হইলে তোমার অপরাধ শত্রু হইতেও অধিকতর হইবে। শত্রুকে চিরশত্রু করিয়া রাখা অপেক্ষা তাহাকে বন্ধু রূপে পরিণত করাই যুক্তিসংগত।

ক্রোধ দমনে কৃতকার্য্য হইতে হইলে, এই কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করিতেই হইবে। প্রতিপক্ষ ক্রোধ-পরবশ হইয়া অতি কঠিন বজ্রসম কথা কহিলেও তুমি একটি কথাও কহিও না। পূর্ব্ব হইতেই সাধনা দ্বারা বাক্‌সংযম অভ্যাস করিয়া রাখিতে হইবে। শত্রুকে সময় দিবে। সময়ে তাহার চৈতন্য উদয় হইতে পারে। অনুতাপও আসিতে পারে। যদি ইহাতেও কৃতকার্য্য না হও, বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে মধ্যস্থ রাখিয়া বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিবে। কদাচ ক্রোধ-সর্পকে হৃদয়-উদ্যানে পুষিয়া রাখিবে না। সেই জ্ঞানীর কথাই যথার্থ, যিনি বলিয়াছেন "সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তোমার ক্রোধ যেন অস্তমিত হয়।" সততই ক্ষমা অভ্যাস করিবে। ক্ষমা, নদীর উপর সেতু স্বরূপ। উহা স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া দিলে আপনারই চলিবার পথ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ আমাদের সকলেরই অন্যের নিকট অপরাধী হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং আমরা সকলেই কোন না কোন সময়ে ক্ষমা পাইবার যোগ্য। আর একটি পবিত্র কথা আমার মনে পড়িল "তোমার চক্ষু যদি তোমার পীড়াদায়ক হয়, তাহাকেও উৎপাটন করিও"। অর্থাৎ শত্রুকে স্মরণ-পথ হইতে একবারেই দূর করিয়া দিও। তাহাকে কোন মতে স্মরণ-পথে আসিতে দিও না। হৃদিস্থিত দুষ্ট ব্রণকে উন্মূলিত করিবার এই এক অতি উত্তম উপায়। তাহাতে যথেষ্ট শান্তি অনুভব করিতে পারিবে। আর যদি একান্ত শত্রুকে স্মরণ কর তবে তাহার শুভ বুদ্ধির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও। ইহা সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহাতে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল সাধিত হইবে। স্মরণে রাখিও ভ্রম প্রমাদ মনুষ্য প্রকৃতিতে সহজে ঘটে। ক্ষমা দেব-প্রকৃতির লক্ষণ। অতএব আমরা যেন দেব-প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া সুখী হই। আর একটি কথা এই, সর্ব্বদা ক্ষমাশীল লোকের সংসর্গে থাকা ও তাঁহাদের জীবন চরিত পাঠ করা উচিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাত্মা সক্রেটিস ও প্রাতঃস্মরণীয় অশোক রাজার পুত্র কুনাল প্রভৃতির জীবন-চরিত পাঠে কাহার হৃদয়ের উৎকর্ষ না সাধিত হয়? দুর্য্যোধন চিরজীবন ধর্ম্মরাজকে দগ্ধ করিল, জেন্‌টিপি আজীবন সক্রেটিসকে যন্ত্রণা দিয়া অসুখী করিল, কুনালের বিমাতা তাঁহার দুই চক্ষুঃ উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে চির-অন্ধ করিল। তথাপি তাঁহাদের ধৈর্য্যের অবসান হইল না। অতএব পরব্রহ্মের সহিত যোগ সাধন করিতে হইলে, আমাদেরও ঐরূপ ধৈর্য্যশীল, সংযমী অক্রোধ, এবং ক্ষমাশীল হইতে হইবে। নতুবা ব্রহ্মসাধন অসাধ্য হইয়া উঠিবে। প্রশান্ত আত্মাতেই পরমেশ্বর আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অন্যত্র তিনি প্রকাশিত হয়েন না।

হে পরমেশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আত্ম-সংযম শিক্ষা দাও। আমরা অতি দুর্ব্বল। কতবার প্রতিজ্ঞা

করি, এই ক্রোধ শত্রুকে দমন করিবই করিব, আবার প্রতিহত জলস্রোতের ন্যায় কোথায় গিয়া পড়ি। হে সর্ব্বশক্তিমান্—হে দয়াময়! কৃপা করিয়া তোমার অনন্ত শক্তির একটুখানি আমাকে দাও, যাহার সাহায্যে ক্রোধ-শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া, আমি তাহাকে চিরদিনের জন্য দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারি।

হে দেব! রিপুকুলের খরতর তাপ আর সহ্য করিতে পারি না। সুশীতল ছায়া তুমি—তুমি যে যুড়াইবার স্থান—তুমি আমাকে তোমার চরণের সুশীতল ছায়ায় স্থান দান কর। অনাথনাথ! আর সংসার-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, তোমার স্নেহময় হস্ত একবার আমার দগ্ধ আত্মায় রাখ, আমি কঠিন যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই। কোথা তুমি—কোথা তুমি! দেখা দাও—দেখা দাও। আমাকে উদ্ধার কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

১০। তত্ত্ববোধিনী সভা।

বেদের প্রতি মূর্ত্তিমতী শ্রদ্ধা যখন শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরে প্রবেশ করিল, তখন তিনি বেদবেদান্ত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন এবং প্রধানতঃ শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বালোচনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবার নিমিত্ত ১৭৬১ শকে ২১ আশ্বিনে একটী সভা স্থাপন করিলেন। তাহার নাম হইল তত্ত্ববোধিনী সভা। "এই সভার অধিবেশন প্রথম প্রথম অতি ক্ষুদ্রাকারে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজ বাটীর এক নিভৃত প্রকোষ্ঠেই সাধিত হইত। প্রতি মাসে এই সভার অধিবেশন হইত। এক এক ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট মত বক্তৃতা পাঠ করিলে অন্যান্য আলোচনা হইত। (১) "যদিও প্রথমে অতি অল্প সংখ্যক সভ্য লইয়া এই সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, কিন্তু ক্রমে বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর, নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্র রায়, বিখ্যাত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি গণ্য মান্য ধনী বিদ্বান ব্যক্তিগণ ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। (২)

তত্ত্ববোধিনী সভার "প্রথমে দশজন মাত্র সভ্য হয়। ইহার সমস্ত খরচের নিমিত্ত প্রত্যেক সভ্যকে স্বস্ব আয়ের চৌষট্টি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ টাকায় এক পয়সা করিয়া দিতে হইত। প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের * * এবং সর্ব্বশেষে সমাজগৃহ স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব্বে ৺ রমানাথ ঠাকুরের ভবনে ইহার অধিবেশন হইত। উক্ত শকের ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। এক দিবস সন্ধ্যাকালে তাঁহার সমভিব্যাহারে ৺অক্ষয় কুমার দত্ত সভা দেখিতে যান। ঐ প্রসঙ্গে মহানুভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিচিত হন। * * ইহার অব্যবহিত পরে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য মনোনীত হন।" (১) ১৭৬১ শকে ইহার বাৎসরিক আয় ২৪৭৩ টাকা ছিল, ১৭৬৭শকে ৩৪৭৬ টাকা হইয়াছিল।

যখন তত্ত্ববোধিনী সভা তত প্রবল

(১) সমীরণ শ্রাবণ ১৩০২।
(২) দাসী, নবেম্বর, ১৮৯৫।
(১) শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত অক্ষয় চরিত।

হয় নাই, তখন তদানীন্তন প্রধান রাজনৈতিক সভা (ভারতবর্ষীয় সভা) এক জন ইংরাজ সভাপতির নেতৃত্বে মাঝে মাঝে বিধবাবিবাহের উপায় বিধান, বহুবিবাহ নিবারণ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে "তত্ত্ববোধিনী সভা নব্য দলের ধর্ম্মপ্রণালী সংস্থাপিত করিলেন এবং একজন সুবিজ্ঞ বাঙ্গালী (৺ রামগোপাল ঘোষ) ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি হইয়া রাজকার্য্য বিষয়েই সভার স্থির দৃষ্টি জন্মাইলেন।"(৩)

প্রথম প্রথম তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ পৃথক্‌ভাবে একই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছিল। ক্রমে ১৭৬৩ শকে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার মিলন সাধিত হইল। এই মিলন সম্বন্ধে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যোগের অগ্রে ব্রাহ্মসমাজ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল—স্পন্দহীন হইতেছিল; তাহার যতদূর দুর্গতি হইতে পারে, তাহা হইয়াছিল। যখন তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত তাহার পরিণয় হইল, তখন তাহার প্রাণসঞ্চার হইল। ১৭৬৩ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত যোগ না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কি পরিণাম হইত তাহা বলা যায় না। হয় তো আমরা ইহার কিছুই দেখিতে পাইতাম না। রামমোহন রায়ের এক ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল, আমরা সেখানে অধ্যয়ন করিয়াছি। কিন্তু তাহা এখন কোথায়? হয় তো ব্রাহ্মসমাজের দশা সেই প্রকার হইত। তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সংযোগের সময়ে এই আন্দোলন হইল যে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকা আবশ্যক. কি ইহা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া যাইবে? নির্দ্ধারিত হইল যে তত্ত্ববোধিনী সভার উপাসনাকার্য্য ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিবে এবং তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধারণ করিবে। সেই অবধি তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উপাসনা রহিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মসমাজের মাসিক সমাজ ধার্য্য হইল; এবং ২১ আশ্বিনে তত্ত্ববোধিনী সভার যে সাম্বৎসরিক উপাসনা হইত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে দিবসে এখানে উঠিয়া আইসে, সেই দিবস ধরিয়া ১১ মাঘে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার আরম্ভ হইল।" (৪)

এখন হইতে ব্রাহ্মসমাজ উপাসনাসভা এবং তত্ত্ববোধিনী প্রচারসভা হইল। এই মিলনের পূর্ব্বেই তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক ব্রাহ্মসমাজের গুরুভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত।

ক্রমে ১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্রে ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্রস্বরূপ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। "কোন্ ব্যক্তিকে ইহার সম্পাদকতার ভার অর্পণ করা যায় এই গুরুতর বিষয়টী সভার বিবেচ্য হইলে অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, প্রার্থীগণ 'বেদান্ত ধর্ম্মানুরাগী সন্ন্যাস ধর্ম্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ' এই বিষয়টী অবলম্বন পূর্ব্বক এক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন। যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তিনিই সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইবেন। ভবানীচরণ সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কৃত-

(৩) এডুকেশনগেজেট ৬ আষাঢ় ১৩০৩।
(৪) পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত।

বিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার প্রতিযোগিতা হয়। অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল, ইনিই ঐ-কার্য্যে নিযুক্ত হন।" তখন এই পদ গ্রন্থ-সম্পাদকের পদ বলিয়া উল্লিখিত হইত। (২)

এই পত্রিকাতে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা, এবং ব্রহ্মজ্ঞানের আকর উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ সকল ও তাহার ব্যাখ্যা প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহাতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ সকলও প্রকাশিত হইতে লাগিল, কারণ ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের সহিত ভারতীয় পুরাতত্ত্বও বিশেষ ভাবে জড়িত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে উহার প্রথম সংখ্যায় যে ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এত উৎকৃষ্ট যে আমরা তাহা সমগ্র উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

"কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎপত্রিকার সৃষ্টি করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এস্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

"তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনা এবং উন্নতি কি প্রকারে হইবেক? অতএব তাঁহারদিগের এ সকল বিষয়ের অবগতি জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্যবিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

"অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্য্যক্রমে অথবা অন্যকোন দৈববিপাকে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাঁহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।

"মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক। পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের সারমর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

"কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

"বৈষয়িক সম্বাদ পত্রে পরমার্থঘটিত রচনা প্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানি ব্যক্তি আপনারদিগের অভিলষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন, অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া তাঁহারদিগের সে খিন্নতা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল এবং সর্ব্বসাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।

(২) অক্ষয় চরিত শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত।

"এই অমূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রতিমাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের এবং তাহারদিগের বন্ধুগণের মনোরঞ্জন করিবেন। যদি তাহারদিগের স্নেহের দ্বারা এই পত্রিকার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তবে তৎকালে ইহার সমাচার দেওয়া যাইবেক।" (১)

এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ হইতেই ৺অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদকতা-ভার প্রাপ্ত হয়েন। "তত্ত্ববোধিনী যে শুদ্ধ ধর্ম্মপ্রধান পত্রিকা না হইয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত, দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি ভূরি ভূরি উপাদেয় জ্ঞানময় বিষয়ের আধার হইয়া উঠে, তাহা অক্ষয় বাবুরই ঐকান্তিক উৎসাহ, আন্তরিক চেষ্টা ও প্রগাঢ় পরিশ্রমের ফল।

"১৭৬৫ হইতে ১৭৭৭ শকাব্দ দ্বাদশ বৎসর কাল একাদিক্রমে ইনি সাতিশয় নৈপুণ্য সহকারে পত্রিকার সম্পাদকতা কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া উহাকে কতদূর শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ও পরম পদার্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন, ও তদ্দ্বারা বঙ্গদেশের এমন কি, ভারতবর্ষের কীদৃশ শুভসাধন হইয়াছে, সে কথা সাধারণের স্মৃতিপথ হইতে কখন তিরোহিত হইবার নয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ প্রগাঢ় রচনাবিশিষ্ট পত্রিকা বিদ্যমান ছিল না।" (২)

তত্ত্ববোধিনীর প্রতি অক্ষয় বাবুর এত দূর স্নেহ জন্মিয়াছিল যে, যদিও "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন দ্বারা অক্ষয় বাবুর আর কিছু অধিক হইত না, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কার্য্যান্তর পরিহার পূর্ব্বক নিয়তই উহার উন্নতি-বর্দ্ধনার্থ চেষ্টা করিতেন। ঐ চেষ্টা সফল করণাশয়ে স্বয়ং নানাবিধ ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, ফরাসীভাষা শিক্ষা করেন, এবং মেডিকেল কলেজে গমন করিয়া দুই বৎসর কাল রসায়ন ও উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন।" (৩)

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল; তাহা কেবল এক অক্ষয় বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না। পুনর্ব্বার ইহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার চাই; তখন ইহার আদর আরো বৃদ্ধি হইবে।" (৪)

অক্ষয় বাবুর যত্নে যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল তাহা তত্ত্ববোধিনী সভা প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। "গ্রন্থসম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া যায়, কারণ তাঁহাদিগেরই বিশেষ পরিশ্রমে গত বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উৎকর্ষ হেতু সভার উন্নতি হইয়াছে।" এই প্রস্তাব ১৭৭২ শকের ৩১ শে বৈশাখ তারিখে তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোষকতায় শ্রীযুক্ত জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের অবতারণায় গৃহীত হয়। কিন্তু "অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর

(১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১ম সংখ্যা ১৭৬৫ শক, ভাদ্র।

(২) বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত, শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত।

(৩) বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত।

(৪) পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত।

সংশোধন করিয়া দিতেন। অক্ষয় বাবু কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সংশোধনের অতীত হইয়া অসাধারণ প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিলেন।" (১)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পূর্ব্বোক্ত ঘোষণাপত্রে ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা, ও তাহাই দেখাইবার জন্য আমাদের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম প্রচার করা' ইহার এক উদ্দেশ্য বলিয়া লিখিত আছে, তখন স্পষ্টই দেখিতেছি যে, জাতীয় ভাবই প্রথম হইতে তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার অস্থিমজ্জারূপে বর্ত্তমান ছিল। "সচরাচর অনেকেই বলিয়া থাকেন যে এদেশীয় লোকেরা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, আর ইহাঁরা যাহা কিছু করিতে পারেন, তাহাও অপরের অনুকৃতিমাত্র হয়। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভা এবং ভারতবর্ষীয় সভা (রাজনৈতিক) এই দুইটিই অপরের সহায়তা অথবা অনুকৃতির ফল নহে। ঐ দুই সভার দ্বারাই হিন্দুসমাজের ভাবি পরিবর্ত্তসমূহের বীজ উপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র সহায়তার অপেক্ষা করা হয় নাই।" (১)

এই পত্রিকা সর্ব্বপ্রথম এক বৎসরও থাকিবে কি না সন্দেহ ছিল, কিন্তু একমাত্র সদ্বিষয় প্রকাশের অটল চেষ্টারূপ ব্রহ্মচর্য্য-বলে ইহা আজ ৫৩ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৫৪ বৎসরে পড়িতে চলিয়াছে।

"গ্রন্থ সভা।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে ১৭৬৯ শকাব্দায় শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "এসিয়াটিক সোসাইটী" কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে এক গ্রন্থসভা (Paper Committee) সংস্থাপিত করেন এবং সেই সভাতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যে সকল প্রবন্ধ ছাপাইবার উপযুক্ত, তাহাই বিবেচিত হইত। এই সভার পাঁচ জনের অধিক সভ্য (গ্রন্থাধ্যক্ষ) সংখ্যা থাকিত না। একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অপর একজন মনোনীত হইয়া তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতেন। ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৺পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, সভাবাজারের রাজবাটীর শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ৺ শ্রীধর ন্যায়রত্ন, ৺রাধাপ্রসাদ রায় এবং শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার সভ্য ছিলেন। এই সভাতে ব্রাহ্ম, অব্রাহ্ম সকলকেই উপযুক্ত হইলেই গ্রহণ করা হইত। সভার নিয়ম এই ছিল যে পত্রিকার জন্য প্রেরিত প্রবন্ধ অধিকাংশের মনোনীত হইলে আবশ্যকমত পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া প্রকাশিত হইবে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, বিদ্যাসাগর মহাশয় অথবা শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও কোন প্রবন্ধ প্রেরণ করিলে অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে তাহা প্রকাশিত হইত। (২)

তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ হইবার জন্য প্রবন্ধগুলি গ্রন্থ সভা দ্বারা বিচারিত হইত। ইহা দ্বারা বঙ্গভাষার যে কতদূর উপকার হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। এখন ঋষিহিষ্ণুতার কাল। এখন পূর্ব্ববৎ কোনরূপ সভা দ্বারা প্রবন্ধাদি বিচারিত হওয়া এক-প্রকার অসম্ভব। ক্রমশঃ

(১) বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ২৫ এবং বাবু নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত অক্ষয় চরিত পৃঃ ২০। ২১।

(১) এডুকেশন গেজেট আষাঢ় ১৩০৩।

(২) নকুড় বাবুর অক্ষয়চরিতে উদ্ধৃত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্য বিবরণ দেখ।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

(চতুর্দ্দশ প্রস্তাব)

দশরথের মৃত্যু ও রামচন্দ্রকে আনয়নার্থ ভরতের বনগমন।

পুত্র-নির্ব্বাসনের দারুণ শোকে দশরথ একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। রামকে বিদায় দিবার পর হইতে ষষ্ঠ রজনীর অর্দ্ধযামে অন্ধ-মুনির পুত্রবধরূপ মহাপাপের স্মৃতি মানসপটে উদিত হইয়া রাজাকে বিমোহিত করিয়া তুলিল। সে বেগ তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সে রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই প্রাণবায়ু রাজার দেহ হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজভবন মহিষীগণের ক্রন্দনরবে আকুল হইয়া উঠিল। কৌশল্যা দশরথকে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায় শুষ্ক সাগরের ন্যায় নিরীক্ষণ ও তাঁহার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া অবিরল অশ্রুপাত ও কৈকেয়ীর নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন।

কৌশল্যা রাজা দশরথের দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন দেখিয়া অমাত্যেরা তাঁহাকে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গেল; এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজগণের আদেশে মৃত শরীর তৈল কটাহে রক্ষিত হইল ও ভরতকে মাতামহালয় হইতে আনয়নার্থ দূত প্রেরিত হইল।

দূতগণ অশ্বারোহণে অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মালিনী নদী অতিক্রম পূর্ব্বক অপরতাল দেশের পশ্চিম দিয়া প্রলম্ব দেশের উত্তরে যাইতে লাগিল। অনন্তর পাঞ্চাল দেশে উপনীত ও হস্তিনাপুরে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিল। এবং ক্রমান্বয়ে শরদণ্ডা ইক্ষুমতী নদী পার হইয়া বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়া বিপাশা ও শাল্মলী নদীর বহু দূরে গিরিব্রজ নগরে প্রবেশ করিয়া ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, আপনাকে অযোধ্যা যাইতে হইবে, কালাতিক্রমে বিঘ্ন ঘটিতে পারে এখন কোন এক কার্য্য উপস্থিত। ভরত কেকয়রাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল, ব্যাঘ্রের ন্যায় বলসম্পন্ন বৃহৎকায় কুক্কুর প্রভৃতি উপহার লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সাত রাত্রি পথে অতিবাহিত হইয়া গেল। তিনি উৎকণ্ঠিত মনে বৈজয়ন্ত দ্বার দিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন।

মাতার মুখে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার বনগমন ও তজ্জনিত রাজা দশরথের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে ভরত ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। মাতাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া কহিলেন, নৃশংসে! তুই এখনই এ রাজ্য ত্যাগ করিয়া দূর হইয়া যা, তুই অধর্ম্মী, লোকান্তরিত স্বামীর উদ্দেশে তোর রোদন করিবার অধিকার নাই। রাজ্যকামুকি! তুই আমার মাতৃরূপিণী শত্রু, পতিঘাতিনি! তোর পাপেই আমি পিতৃহীন ভ্রাতৃহীন এবং লোকের ঘৃণার পাত্র হইলাম। সম্মুখে কৌশল্যাকে আসিতে দেখিয়া তিনি তাঁহার পদতল স্পর্শ করিয়া কহিলেন আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, আমি ইহার কিছুই জানি না, এই বলিয়া নানা রূপ শপথ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যাও ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে স্নেহভরে অঙ্কে লইয়া ভর্ত্তৃউদ্দেশে ও রামশোকে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠ আসিয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! বৃথা শোকে ফল কি; দশরথের দেহ দাহ করিবার সময় উপস্থিত, তুমি তাহার উদ্যোগ কর। ভরত অগত্যা সম্মত হইলেন। রাজদেহ চিতামধ্যে স্থাপিত হইল। প্রজ্বলিত হুতাশনে ক্ষণকালের মধ্যে রাজশরীর পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গেল। যথা নিয়মে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে ভরত ও শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রকে অরণ্য হইতে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য মন্ত্রণা করিতেছেন ইত্যবসরে কুব্জা দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া ভূষণে বিভূষিত হইয়া রজ্জুবদ্ধা বানরীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ভরত সেই পাপকারিণী কুব্জাকে দেখিয়া নির্দ্দয়ভাবে গ্রহণ করিয়া শত্রুঘ্নের নিকট আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, যাহার জন্য আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিল এই সেই পাপীয়সী কুব্জা; এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই কর। শত্রুঘ্ন কুব্জাকে ভূতলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহার আর্ত্তস্বরে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ভরত শত্রুঘ্নকে রোষাবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন স্ত্রীলোককে বধ করিতে নাই ক্ষমা কর। দেখ যদি রাম মাতৃঘাতক বলিয়া আমার উপর ক্রোধ না করিতেন, তাহা হইলে আমি দুষ্টা কৈকেয়ীকে বিনাশ করিতাম। এক্ষণে তুমি কুব্জাকে বধ করিলে তিনি আর কখনই আমাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিবেন না। (পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন রামের নৈতিক চরিত্র কি উচ্চ আদর্শে চিত্রিত।)

এদিকে বহুসংখ্য বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাম ও লক্ষ্মণ নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, আপনি এক্ষণে আমাদের রাজা হউন। ভরত কহিলেন রাম আমাদের জ্যেষ্ঠ—তিনিই রাজা হইবেন, আমি স্বয়ং বন হইতে রামকে আনয়ন করিব। রামকে অরণ্য হইতে ফিরাইতে না পারিলে আমিও তাঁহার সহিত অরণ্যে অবস্থান করিব। এই বলিয়া তিনি সুমন্ত্রকে অরণ্যযাত্রার আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন।

একদিবসের মধ্যে গমনের সমস্তই প্রস্তুত হইল। ভরত মন্ত্রী পুরোহিত ও মাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া সসৈন্যে রামের উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে নিষাদরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহারই সাহায্যে ভাগীরথীর অপর পারে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইলেন,এবং ভরদ্বাজের আশ্রম নিকট জানিয়া কৌষেয় বস্ত্র পরিধানে বশিষ্ঠকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগকে আতিথ্য সৎকারে প্রীত করিলে তাঁহারা তাঁহার নিকট রামের সন্ধান পাইয়া চিত্রকূট পর্ব্বত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অদূরে চিত্রকূটের পাদদেশে মন্দাকিনী প্রবাহিত। চারিদিকে কিন্নর জাতির অধিকার। ভরত অরণ্যের ভিতরে ধূমশিখা দেখিয়া সেই দিকই লক্ষ্য করিয়া পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাপস-নিবাস-সদৃশ এক পর্ণশালার ভিতরে চীরপরিহিত রামচন্দ্রকে দেখিয়া ভরত দুঃখাবেশে তৎসমীপে ধাবিত হইলেন। নিকটে পৌছিয়া, আর্য্য! এই কথা একবার উচ্চারণ করিবামাত্র বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। রাম ও লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে সম্মুখীন দেখিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দশরথের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে রামের

শোকাবেগ আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ক্রমে বশিষ্ঠ ও রাজমাতাগণ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামের অবস্থা বিপর্য্যয় দৃষ্টে তাঁহাদের শোকের সীমা রহিল না। অনন্তর তাঁহারা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলে, ভরত সুহৃজ্জন সমক্ষে রামকে কহিলেন আর্য্য! পিতা যে রাজ্য দিয়া আমার জননীকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি,তাহা আপনারই সমুচিত হইতেছে। রাম আপন অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। বশিষ্ঠ ও জাবালির সকল অনুরোধ ব্যর্থ হইল দেখিয়া ভরত প্রায়োপবেশনের সংকল্প করিয়া কহিলেন, যতদিন আপনি অযোধ্যায় প্রতিগমন না করিবেন, আমি এই পর্ণকুটীরের সম্মুখে অনাহারে শয়ন করিয়া থাকিব। রাম কহিলেন ভরত! পিতৃসত্য হইতে বিরত হওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ভরত রামের দৃঢ়তা দেখিয়া কহিলেন তবে আপনি পদতল হইতে কনকখচিত পাদুকা উন্মুক্ত করুন। আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপার ঐ পাদুকাকে নিবেদন পূর্ব্বক আপনার প্রতীক্ষায় নগরের বাহিরে চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত করিব; এবং এইকাল অতিবাহিত হইলে যদি অযোধ্যায় আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হুতাশনে আত্ম-সমর্পণ করিব।

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলে ভরত রামের পাদুকা মস্তকে ধরিয়া,তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বজন সহ অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং অযোধ্যায় পৌছিয়া নন্দীগ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে চিত্রকূটনিবাসী তাপসেরা খর নামক এক রাক্ষসের দৌরাত্ম্যে সেই আশ্রমভূমি পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি কন্বের তপোবনে যাইতে কৃতসংকল্প হইয়া রামকে কহিলেন, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল, ঐ দুরাত্মা তোমার উপরেও উপদ্রব করিবে। রাম তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে পারিলেন না। তিনি ও নানা কারণে ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়া অত্রির আশ্রমে গমন করিলেন। অত্রি তাঁহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে গ্রহণ করিলেন। এবং স্বীয় পত্নী অনসূয়াকে দেখাইয়া কহিলেন, রাম তুমি ইহাঁকে জননীর ন্যায় দেখিও। ইহাঁর তপোবল নিতান্তই অদ্ভুত। সীতা তাঁহাকে প্রণিপাত করিলে ঋষিপত্নী জানকীকে পাতিব্রত্য সম্বন্ধে যে কয়েকটি উপদেশ দেন তাহা বাস্তবিকই সুন্দর। অনন্তর রাম মহর্ষিকে বনান্তর প্রবেশের পথ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দুর্গম অরণ্য গমনের পথ দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, যে মনুষ্যাশী রাক্ষস ও হিংস্র জন্তুগণ এই মহারণ্যে নিরন্তর বাস করে। রাম জানকীর সহিত মেঘমণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায় গহন কাননে প্রবেশ করিলেন।

এই স্থানেই বাল্মীকিরচিত ১১৯ সর্গাত্মক অযোধ্যাকাণ্ডের পরিসমাপ্তি হইল। সুবৃহৎ সমগ্র কাণ্ডের ভিতরে প্রথম অধ্যায়ের ৭ শ্লোক ভিন্ন রামের অবতারত্ব সংস্থাপক আর দ্বিতীয় শ্লোক নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে ঐ শ্লোক আদৌ বাল্মীকির রচিত নহে কেননা অবতার সংস্থাপনের দিকে আদৌ বাল্মীকির লক্ষ্য ছিল না।

কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণ উদ্‌ঘাটন কর, দেখিবে ঐকাণ্ডের ৯ম অধ্যায়ে রামের অন্বেষণ মানসে অরণ্যের ভিতরে গিয়া রামচন্দ্রের আশ্রম দেখিয়াই ভরত বলিতেছেন

অহো সুধন্যোঽহমমুনি রামপাদারবিন্দাঙ্কিতভূতলানি,
পশ্যামি যৎ পাদরজো বিমৃগ্যং ব্রহ্মাদিদেবৈঃ শ্রুতিভিশ্চ নিত্যম্। ৩য় শ্লোক।

আমি ধন্য হইলাম, কেন না ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বেদগণের অন্বেষণীয় শ্রীরামের চরণকমলচিহ্নিত ভূভাগ সকল সন্দর্শন করিতেছি। অতঃপর ভরতের সহিত রামের সাক্ষাৎ হইল। নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রদর্শনেও রামকে অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত করিতে অক্ষম হইয়া ভরত প্রায়োপবেশনে উদ্যত; রাম বিষম গোলযোগ দেখিয়া কটাক্ষ দ্বারা বশিষ্ঠকে ইঙ্গিত করিলেন। গুরুদেব নির্জ্জনে ভরতকে ডাকিয়া কহিলেন—

বৎস গুহ্যং শৃণুষ্বেদং মম বাক্যং সুনিশ্চিতম্
রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণা যাচিতঃ পুরা
রাবণস্য বধার্থায় জাতো দশরথাত্মজঃ
যোগমায়াপি সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী—
শেষোঽপি লক্ষ্মণো জাতো রামমন্বেতি সর্ব্বদা
রাবণং হন্তুকামাস্তে গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
কৈকেয্যা বরদানাদি যৎযন্নিষ্ঠুরভাষণম্
সর্ব্বং দেবকৃতং নোচেদেবং সা ভাষয়েৎ কথম্
তস্মাত্ত্যজাগ্রহং তাত রামস্য বিনিবর্ত্তনে। ৪৬ শ্লোক।

"বৎস! আমার বাক্যে সুনিশ্চিত গুহ্যতত্ত্ব শ্রবণ কর; রাম সাক্ষাৎ নারায়ণ, রাবণবধের জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনায় দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ; যোগমায়া জনকতনয়া সীতারূপে উৎপন্না। অনন্তদেবও লক্ষ্মণ রূপে আবির্ভূত হইয়া রামের অনুগামী আছেন। অতএব রাবণ বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইহাঁরা তিনজনে বনে যাইবেনই সংশয় নাই। কৈকেয়ী বর প্রার্থনা প্রভৃতি যে যে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছেন তৎসমস্তই দেবকৃত, নতুবা এরূপ বলা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভবে? অতএব রামকে নিবৃত্ত করিবার আগ্রহ পরিত্যাগ কর"। ভরত গুরুমুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং রামের পাদুকা লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন কৈকেয়ী কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে নির্জ্জনে বলিলেন তোমার মায়ায় মোহিতচিত্ত হইয়া তোমার রাজ্যবিঘ্ন ঘটাইয়াছি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি সাক্ষাৎ পরমাত্মা সনাতন অব্যক্ত বিষ্ণু, মায়া-মনুষ্যরূপে তুমি অখিল জগৎ মোহিত করিতেছ।

ত্বদধীনমিদং বিশ্বমস্বতন্ত্রং করোতি কিম্।"

জগৎ তোমার অধীন, অস্বতন্ত্র জগৎ কি করিতে পারে? * * আজ আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি, হে জগন্নাথ আমাকে পরিত্রাণ কর।

"ছিন্ধি স্নেহময়ং পাশং পুত্রবিত্তাদিগোচরং।"

তুমি পুত্রবিত্তাদিগত মদীয় স্নেহময় পাশছেদন কর। রাম উত্তরে কহিলেন তুমি যাহা বলিলে সমস্তই সত্য

"ময়ৈব প্রেরিতা বাণী তব বক্ত্রাদ্বিনির্গতা,
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং অত্র দোষঃ কুতস্তব।"

দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার প্রবর্ত্তিত কথা তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, ইহাতে তোমার দোষ কি। তুমি যাও নিরন্তর আমাকে মনে মনে ভাবনা কর, অচিরে মুক্তলাভ করিবে। আমি সর্ব্বত্র সমদর্শী, আমার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। "ভজতোঽনুভজাম্যহং" যে আমাকে ভজনা করে আমিও তাহাকে ভজনা করি। এইরূপ কথিত হইয়া কৈকেয়ী রামকে বিস্ময় সহকারে প্রণাম করিয়া আনন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরে রামের সহিত অত্রিমুনির সাক্ষাৎ হয়। অধ্যাত্মরামায়ণকারের মতে ঋষি রামকে পরাৎপর নারায়ণ জানিয়া পরমভক্তি সহকারে যথাবিধি পূজা করেন। এবং স্তুতিচ্ছলে অনসূয়া বলিলেন—

রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুরমানুষতির্য্যগাদীন্

দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈ র্বিলিপ্ত
স্তত্তো বিভেত্যখিলমোহকরী চ মায়া।

রাম! তুমি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার রক্ষার জন্য দেবতা মনুষ্য ও তির্য্যক প্রাণী প্রভৃতির দেহ ধারণ করিয়া থাক, কিন্তু তুমি দেহগুণে লিপ্ত নহ, অখিলজনমোহিনী মায়াও তোমার নিকট ভয় পায়। ইহার পরেই আরণ্যকাণ্ডের সূচনা। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দণ্ডকারণ্যের পথ জিজ্ঞাসিত হইলে অত্রি ঋষি হাস্য করিয়া কহিলেন "সর্ব্বস্য মার্গদ্রষ্টা ত্বং তব কো মার্গদর্শকঃ" তুমি সকলের পথপ্রদর্শক, তোমাকে আবার কে পথ দেখাইবে। তথাপি লোক-ব্যবহারানুবর্ত্তী বলিয়া তোমায় পথ দেখাইয়া দিতেছি, এই বলিয়া শিষ্যগণকে আদেশ দিলেন। এইখানে তুলসীদাস কৃত হিন্দী রামায়ণ হইতে সুমিষ্ট, অত্রিমুনিকৃত রামের স্তবের কয়েক পংক্তি পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

নমামি ভক্তবৎসলং কৃপালুশীলকোমলং
ভজামি তে পদাম্বুজং অকামিনাং স্বধামদং।
নিকামশ্যামসুন্দরং ভবাম্বুনাথমন্দিরং
প্রফুল্লকঞ্জলোচনং মদাদিদোষমোচনং।
প্রলম্ববাহুবিক্রমং প্রভোঽপ্রমেয়বৈভবং
নিসঙ্গচাপসায়কধরং ত্রিলোক নায়কম্।
দিনেশবংশমণ্ডনং মহেশচাপখণ্ডনং
মুনীন্দ্রঅন্তরঞ্জনং সুরারিবৃন্দভঞ্জনম্।
ত্বমেকং অদ্ভুতং প্রভুং নিরীহং ঈশ্বরং বিভুং
... ...
জগৎ গুরুঞ্চ শাশ্বতং তুরীয়মেব কেবলং
ভজামি ভাববল্লভং কুযোগিনাং সুদুর্লভং
স্বভক্তকল্পপাদপং সমস্তসেব্যমন্বহং। ইত্যাদি।

দুই রামায়ণের প্রভেদ এখানে প্রদর্শিত হইল। পবিত্র রামচরিত্র অবলম্বন করিয়া অধ্যাত্ম রামায়ণকার স্ববক্তব্য কেমন সুকৌশলে ব্যক্ত করিলেন, এই কৌশল বুঝিবার ত্রুটিতে রামাবতারত্ব আমাদের অস্থিমজ্জায় এমনই গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, যে তাহা সহজে ঘুচিবার নহে। শাস্ত্রকারগণের কৌশলের একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। কিন্তু এদেশে যেন ঐ সীমা বিশেষরূপে লঙ্ঘিত হইয়াছে। পরাধীনতার কষ্টে জেতৃ ও জিত জাতির মধ্যে ধর্ম্মের একতা জাগাইয়া তুলিয়া বিজেতা-জাতির অনুগ্রহ ও দয়া আকর্ষণ করিতে গিয়া (ও কতকটা সংক্রামক সূত্রে) এ দেশে ওলাবিবি, সত্যপীর প্রভৃতির পূজার প্রচলন হইয়াছে। কালব্যাপী মুসলমান অত্যাচারের নায়ক কাজী ও ধর্ম্মযাজকগণের ক্রোধ প্রশমন জন্যই যেন সত্যনারায়ণের সিন্নির ব্যবস্থা। (১) আমরা শাস্ত্রকারগণের কৌশল দেখাইবার জন্য সত্যনারায়ণ ব্রতকথা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। মূল সত্যনারায়ণ ব্রত পৌরাণিক ও তাহা স্কন্দপুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডের অন্তর্ভূত। তাহারই অবলম্বনে আধুনিক সত্যনারায়ণের ব্রতকথার প্রচলন। কিন্তু যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে পৌরাণিক ও আধুনিক সত্যনারায়ণের পূজার নামগত ঐক্য ছাড়া আভ্যন্তরিক বড় মিল নাই। পূর্ব্ব পুরুষগণ কেমন করিয়া নিজ ধর্ম্মের প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ছাড়িয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন। বলা বাহুল্য আধুনিক সত্যনারায়ণের পূজার আধিক্য মফঃস্বলে অত্যন্ত বেশী। ৺রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিত ও শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত সত্যনারায়ণের ব্রতকথায় আছে

"কলিতে যবন দুষ্ট হৈন্দবী করেন নষ্ট
দেখি রহিম বেশ হৈলা রাম"।
রাম রহিম দুই নাম ধরে এক নাথ,
অভেদ তোমারে কহি শাস্ত্র কি সার।"
"কংস কেশি মথনে কেশব মোর নাম
মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম।
সুরপুরে শক্র আমি পাতালে অনন্ত"
"ফকীর হইয়া আমি তোমার কারণ
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্য নারায়ণ।

(১) আমাদের মধ্যে আবার অনেকে বলিতে চাহেন যে সত্যপীর হিন্দুর জাগ্রত ও পুরাতন সত্যনারায়ণ ঠাকুরের মুসলমানী সংস্করণ মাত্র। মুসলমানেরা হিন্দুর পৌরাণিক সত্যনারায়ণের পূজার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া উহা আপনাদের মধ্যে প্রচলন করিয়া লইয়াছেন। এবং সত্যনারায়ণের নামের পরিবর্ত্তে সত্যপীর, নৈবেদ্যের পরিবর্ত্তে সিন্নি, বেদীর পরিবর্ত্তে মোকাম ও প্রণামের পরিবর্ত্তে সেলামের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সে যাহা হউক হিন্দুর মধ্যে এই পূজা মুসলমানি মতেই হইয়া থাকে। আমরা সত্য নারায়ণের অর্থাৎ এই আধুনিক সত্যপীরের ব্রত কথা পাঠ করিবার জন্য পাঠকগণকে অনুরোধ করি।

পীর হলে প্রাণ গেলে না পুজে হিন্দব
অতএব সত্যপীর নারায়ণ নাম"।

সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি প্লাবনে এ দেশের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। রাম রহিম কৃষ্ণ এ তিনই এক এ সকল মতও হিন্দুজাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অবতারবাদ ত সামান্য কথা। পবিত্র রামচরিত পাইয়া যিনি যাহা মনে করিয়াছেন, তাহাই তিনি খাড়া করিয়াছেন। বাল্মীকি ও অধ্যাত্ম রামায়ণ দেখিতেছেন আবার যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ খুলিয়া দেখুন রাম বাল-বৈরাগী,বিশ্বামিত্রের সহিত পঞ্চদশ বৎসর বয়সেই যোগ ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে তাঁহার কথোপকথন। যোগবাশিষ্ঠে রামজীবনের ঘটনাবলীর মোটা-মোটী উল্লেখ আছে মাত্র, তদ্ভিন্ন ইহা যোগশাস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই বলিতেছিলাম আধুনিক লেখকগণের হস্তে রামজীবন উপলক্ষ্য মাত্র। শুদ্ধ রাম যে এ দেশের শাস্ত্রকারগণের উপলক্ষ্য তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণও ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত। তাই জ্ঞানোন্নত সময়ে গীতার অবতারণা, ও সুকবির হস্তে অপেক্ষাকৃত এ দেশীয় হীনাবস্থার কালে জয়দেবের গীতি কাব্য। প্রকৃত পক্ষে রাম বা কৃষ্ণ কি ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে বাল্মীকিকৃত রামায়ণ ও মহাভারত ভিন্ন অন্য গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ নিতান্তই বিড়ম্বনা।

সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কৃত শাঙ্করভাষ্য সমেত সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্ম্য শাস্ত্রের অনুবাদ প্রাপ্ত হইলাম। যাঁহারা আমাদের দেশের পুরাতন দর্শনশাস্ত্রের সটীক সমাচার এবং নিগূঢ় রহস্য জানিতে সমুৎসুক, তাঁহারা বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থাবলীতে ডুয়েরই সন্ধান যথেষ্ট-পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া সফল মনোরথ হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা সিকি শতাব্দী ধরিয়া তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের পর গ্রন্থ আনুপূর্ব্বিক প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি—অথচ এযাবৎকাল একখানিরও সমালোচনা করিতে পারিলাম না বলিয়া তাঁহার নিকটে ক্রমাগতই অপরাধী রহিয়া যাইতেছি। সুদ এবং তস্য সুদ জমিয়া জমিয়া তাঁহার নিকট আমাদের ঋণ ক্রমাগতই বাড়িয়া বাড়িয়া বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের অপরাধ নাই;—একে তো তাঁহার প্রণীত গ্রন্থগুলির অধিকাংশেরই বাহ্য অবয়বের গুরুত্ব নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী নহে, তাহাতে আবার এক এক খানি গ্রন্থের অন্তঃসারের গুরুত্ব অপরাপর শত গ্রন্থের সমষ্টি-তুল্য অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক। যখনি আমরা তাঁহার যে গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি তখনই আমরা তাহাতে এত মুগ্ধ হইয়াছি যে, দুই তিন মাস ধরিয়া আমরা তাহার ভিতরে ডুব দিয়া নানা বিধ বিচিত্র রত্ন সংগ্রহ করিতেই ব্যস্ত—'সমালোচনা' কথাটাই তখন আমাদের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। আমরা ক্রমাগতই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি যে, বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই যে গ্রন্থের পর গ্রন্থ অজস্রধারায় উৎসৃজন করিতেছেন—একাকী অসহায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া কেমন করিয়া তিনি তাহা পারিতেছেন! লক্ষপতি কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং বর্দ্ধমানপতি মহাতাপচাঁদ মহাভারতের অনুবাদ ছাপাইলেন—তাঁহাদের পক্ষে তাহা সম্ভবে। কিন্তু বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের রাজ-কোষ অমর-কোষের অধিক নহে—তাঁহার অর্থ-সম্বল শব্দার্থ এবং ভাবার্থ এই দুয়ের মধ্যেই আবদ্ধ—এ অবস্থায় তিনি একাকী এত এত হৃষ্ট পুষ্ট এবং সারবান্ পুস্তক কেমন করিয়া বাহির করিতেছেন! বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নেখনী অপূর্ব্ব স্পর্শ-মণি! কি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ—কি স্বাধীন প্রবন্ধ—যাহাতে যখন তিনি হাত দিয়াছেন তাহাকেই তিনি অকৃত্রিম অথচ চমৎকার শোভায় সজ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। অকৃত্রিম বলিতেছি এই জন্য যে, অনেকে অনুবাদ্য বিষয়ের কোনো স্থান কঠিন দেখিলে কৃত্রিম একটা

অনুবাদ আপনার মস্তিষ্ক হইতে বাহির করিয়া তাহা অলক্ষিত ভাবে প্রণীয়মান গ্রন্থের মধ্যে চালাইয়া দে'ন;—কিন্তু বেদান্তবাগীশ মহাশয় যেমন শাস্ত্রজ্ঞ তেমনি ধর্ম্মজ্ঞ; তিনি এত যে ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—তাঁহার প্রণীত কোনো গ্রন্থের কোনো একটি স্থানে কৃত্রিম বাক্‌চাতুরী, অর্থের বিপর্য্যয় অথবা শব্দের অবৈধ প্রয়োগ আমরা আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। তিনি পরিশ্রম এবং প্রযত্ন সহকারে নানা শাস্ত্র ঘুঁটিয়া কাহার কোন্ খানে কোন্ কথার কিরূপ অর্থ এবং তাৎপর্য্য তাহা সবিশেষ বিচক্ষণতার সহিত অবধারণ করিয়া তাহাই আপনার গ্রন্থমধ্যে সুবোধ্য এবং সুপাঠ্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই জন্য ইংরাজি দার্শনিক শব্দের অনুবাদের সময় বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের দার্শনিক ভাষা অনুবাদকের বিশিষ্টরূপ কাজে লাগে। তাহার সাক্ষী "ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ" এই একটি কথা। এক সময়ে,—sensation শব্দের বাঙ্গলা অনুবাদ কিরূপ লিখিলে ঠিক হইতে পারে—ইহা ভাবিয়া আমার (অর্থাৎ বর্ত্তমান সমালোচকের) মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল; দৈবাৎ বেদান্ত বাগীশ মহাশয়ের কোনো একটি গ্রন্থে "ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ" এই কথাটি দেখিয়া কি যেন একটি অমূল্য রত্ন হাতে পাইলাম! বেদান্ত বাগীশ মহাশয় ও-কথাটি নিজে গড়েন নাই, যাহা শাস্ত্রে আছে তাহাই তিনি লিখিয়াছেন, অথচ উহা sensation শব্দের কেমন বিশুদ্ধ অনুবাদ! Sensation কিনা affection of the senses কি না বহির্বস্তুর গুণ দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলের উপরঞ্জন; এক কথায় "ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ"! "ঐন্দ্রিয়ক" বিশেষণটি ছাড়িয়া দিয়া সংক্ষেপে উপরাগ শব্দটি sensation অর্থে বেস্ চালানো যাইতে পারে। মনের রঞ্জিত বা (চালিত) অবস্থাকে যেমন রাগ বলা যায়, মনের অধীনস্থ ইন্দ্রিয় সকলের রঞ্জিত অবস্থাকে তেমনি উপরাগ বলা যাইতে পারে। রাগ passion, উপরাগ sensation; দুইই মনের এক প্রকার চালিত অবস্থা—passivity—passion—বাহিরের বস্তু কর্ত্তৃক উপরঞ্জন—affected হওয়া—affection। এইরূপ, বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের গ্রন্থাবলীতে আরো অনেক কথা পাওয়া যায় যাহা ইউরোপীয় দর্শনের সহিত দেশীয় দর্শনের সাদৃশ্য-ব্যঞ্জক; আবার এমনো অনেক কথা পাওয়া যায় যাহার স্পষ্ট উল্লেখ বিদেশীয় দর্শন-শাস্ত্রের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না; যেমন, সমাপত্তি—বিষয়াকারে বৃত্তি পরিণতি—ইত্যাদি। এই জন্য বলি যে, স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে যাঁহারা সবিশেষ অনুরাগী—বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থাবলীর ন্যায় এমন উপকারী এবং আশুফলপ্রদ গ্রন্থ তাঁহারা সহস্র চেষ্টা করিলেও অন্য কোথাও খুঁজিয়া পাইবেন না। আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা এরূপ সারবান্ স্বদেশীয় গ্রন্থাবলীর সমাদর করিতে এখনো শেখেন নাই (প্রবাদই আছে যে, লোকে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানে না); কালে যখন তাঁহাদের চক্ষু ফুটিবে তখন তাঁহারা বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। নূতন প্রকাশিত সনৎ সুজাতীয় শাস্ত্রে কতিপয় সুন্দর দার্শনিক রহস্য বিবৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান একটি কথা এই যে, প্রমাদই মৃত্যু—দ্বিতীয় মৃত্যু নাই। এ কথাটি যে কত সত্য তাহা ভাঙিয়া বলিবার স্থান এ নহে। আমরা এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বিরচিত গ্রন্থাবলীর অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিয়া উঠিতে পারিব না জানিয়া এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

এই সঙ্গে শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইলাম। সীতানাথ বাবুকে আমরা সবিশেষ অনুরোধ করি যে, তিনি বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কৃত সাংখ্য পাতঞ্জল এবং বেদান্তের অনুবাদ ভাল করিয়া পাঠ করেন; ইহাতে তাঁহার দার্শনিক

ভাষা বহুল পরিমাণে মার্জ্জিত হইবে। তিনি যে কথাটি প্রতিপাদন করিবার জন্য এত বাহুল্য রূপ চেষ্টা করিতেছেন—পঞ্চদশীর প্রথম অধ্যায়ে তাহা অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে; তাহাও আমরা তাঁহাকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সীতানাথ বাবু তাঁহার পত্রিকাখানিকে মাসিক না করিয়া ত্রৈমাসিক করিয়াছেন—অতীব সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ গুরুভারাক্রান্ত পত্রিকার অনেক জোগাড় যন্ত্র চাই—সীতানাথ বাবু দর্শন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও একাকী তিনি কতদূর শেষ রক্ষা করিতে পারিবেন—এ বিষয়ে এখনো স্থির কিছুই বলা যাইতে পারে না। তাঁহার পত্রিকার প্রথম সংখ্যা যাহা বাহির হইয়াছে—তাহার আদ্যোপান্ত প্রায় একই প্রকার বিষয়ে পরিব্যাপ্ত; আমাদের বিবেচনায় পত্রিকাখানিকে পাঠকের প্রীতিপ্রদ করিতে হইলে লিখিত বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র ব্যবস্থাপন নিতান্তই আবশ্যক। যাহাই হউক্ সীতানাথ বাবুর সংকল্প অতীব উচ্চ এবং তাঁহার উদ্যম এবং অধ্যবসায় সাধুবাদের যোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৭, আষাঢ় মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	৪৬১৷৶০
পূর্ব্বকার স্থিত		...	৩১৪১৷৶৬
সমষ্টি	...	...	৩৬০৩৶৬
ব্যয়	...		৩০৭৷৶০
স্থিত	...		৩২৯৫৷৶৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন চারকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ... ৩০০০৲
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু ৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ... ২৮৮৷৶৬
৩২৯৫৷৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ১৫২৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১৪০৲

শুভকর্ম্মের দান

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৲

১৫২৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ২৯৷৶০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথঠাকুর (পাথুরে ঘাটা) ঐ ৩৲
" " দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, ঐ ২৷০
" " এচ্, সি, রাহা, ঐ ৩৲
" " চক্রধর সাহা, আমতা, ৩৷৵০
" " যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী, জঙ্গিপুর, ৬৷৵০
" " সুকুমার হালদার, বর্দ্ধমান, ৩৲
" " কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস, ঝান্সি ১৷৵০
" " রঘুনাথ নাথ, গোয়াড়ি ৩৷৵০
" " চন্দ্রমোহন সাহা, ভাণ্ডারিরা ১৷৵০

২৯৷৶০

পুস্তকালয় ৭৷০
যন্ত্রালয় ... ... ২৭০৲
গচ্ছিত ১৷৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ১৲
সমষ্টি ৪৬১৷৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ১৬৪৷৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ২৮৷৵০
পুস্তকালয় ... ২০৷৵০
যন্ত্রালয় .. ৯৩৷৵০
সমষ্টি ৩০৭৷৶০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্ম-সমাজের গৃহ-সংস্কার জন্য বিগত ১৮ই আষাঢ় বুধবার হইতে সাপ্তাহিক ও মাসিক ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে হইতেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

নূতন পুস্তক নূতন পুস্তক।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

(একাদশ সংস্করণ)

(প্রথম ভাগ হইতে নবম ভাগ পর্য্যন্ত)

আদি ব্রাহ্মসমাজে, ইহার স্থাপনাবধি এযাবৎ যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়াছে, সে সকলই ইহাতে আছে। ইহাতে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রায় সকল গুলিই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের কলেবর পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা অন্যূন পাঁচ ফর্ম্মা বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য কিন্তু পূর্ব্ববৎ ১৲ এক টাকা মাত্রই রহিল। ভাল বাঁধা ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

এই পুস্তক প্রত্যেক ব্যক্তির এক একখানি ক্রয় করা উচিত। ইহাতে বিবিধ রাগ রাগিণীর সমাবেশ থাকায় সঙ্গীতজ্ঞের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে এবং জ্বলন্ত ধর্ম্মচ্ছায়া বিদ্যমান থাকায় ধর্ম্মপিপাসুর প্রাণ শীতল হইবে। অধিক বলা বাহুল্য।

এই পুস্তক নিম্নের ঠিকানায় আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

৫৫ অপার চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ
যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷৹
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৷৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	৷৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	৷৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৷৹
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম	৵৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য	৵৹
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা	৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸৹
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৵৹
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷৹
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷৹
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৷৹
ব্রহ্মোপাসনা	৵৹
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵৹
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৵৹
পরলোক ও মুক্তি	৷৷৹
দশোপদেশ	৷৷৹
মাঘোৎসব	৵৹
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৷৹
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	৵৹
ধর্ম্মশিক্ষা	
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৷৹
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৵৹
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (৯ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ঐ (ভাল বাঁধা)	১৷৹
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷৹

A Discourse against Hero-making in Religion	
Hindoo Theism	
Theist's Prayer Book	
Tuhfatal Muwahhiddin	
Doctrine of Christian Resurrection	
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	
সঙ্গীতমঞ্জরী	
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ ঐ	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	
বৃদ্ধহিন্দুর আশা	
তাম্বুলোপহার ২য় ভাগ	
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	
Brahmic Quest. of the Day	
Brahmic Advice, Caution and Help	
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	
Adi B. Samaj as a Church	
A Reply to the Query "What is Brahmoism?	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	
Science of Religion	
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	
তত্ত্ববিদ্যা	
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	
ঐ (বাঁধা)	
উদ্গীথা	
ধর্ম্মমালা	
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	

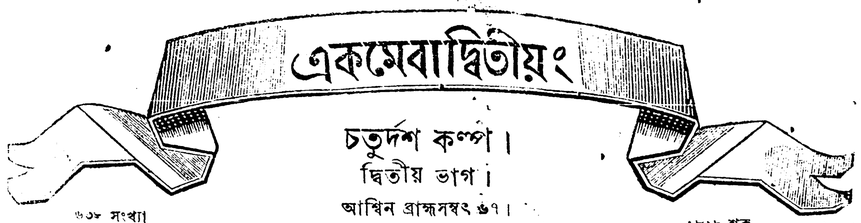

চতুর্দ্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৩৮ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়।			পৃষ্ঠা
[illegible]মাভুবি দিব্যে (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	...	...	৮৩
[illegible]র উপায় (শ্রীনীলাম্বর দাস গুপ্ত)	...	...	৮৫
[illegible]জের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	৮৮
[illegible] কন্যাবিক্রয় (শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস)	...	...	৯০
[illegible] অধীন অর্য্য-মিশন (শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য)	...	...	৯২
[illegible] (শ্রীরাইচরণ দাস)	..	...	৯৬

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৩। কলিগতাব্দ ৪৯৯৭। ১ আশ্বিন বুধবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৷৵৹। ডাক মাশুল ৷৵৹ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারীসম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

নূতন পুস্তক নূতন পুস্তক।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

(একাদশ সংস্করণ)

(প্রথম ভাগ হইতে নবম ভাগ পর্য্যন্ত)

আদি ব্রাহ্মসমাজে, ইহার স্থাপনাবধি এযাবৎ যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়াছে, সে সকলই ইহাতে আছে। ইহাতে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রায় সকল গুলিই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের কলেবর পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা অন্যূন পাঁচ ফর্ম্মা বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য কিন্তু পূর্ব্ববৎ ১৲ এক টাকা মাত্রই রহিল। ভাল বাঁধা ১।০ এক টাকা চারি আনা।

এই পুস্তক প্রত্যেক ব্যক্তির এক একখানি ক্রয় করা উচিত। ইহাতে বিবিধ রাগ রাগিণীর সমাবেশ থাকায় সঙ্গীতজ্ঞের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে এবং জ্বলন্ত ধর্ম্মচ্ছায়া বিদ্যমান থাকায় ধর্ম্মপিপাসুর প্রাণ শীতল হইবে। অধিক বলা বাহুল্য।

এই পুস্তক নিম্নের ঠিকানায় আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

৫৫ অপার চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ
যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

প্রতিমূর্ত্তি সমেত রবিবাবুর কাব্য গ্রন্থাবলী।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমস্ত কাব্য একত্রে গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশিত হইতেছে, ইহাতে "মালিনী" নামক একখানি নূতন নাটক এবং এক শত নূতন কবিতা ও গানও সন্নিবেশিত হইবে। "রাজা ও রাণী" নাটক প্রায় প্রথম সংস্করণের অনুরূপ হইবে, এবং গ্রন্থকারের যে সকল রচনা এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না তাহারও অনেকগুলি ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে। গ্রন্থখানি আশ্বিন মাসে পূজার পূর্ব্বে বাহির হইবে। অন্যূন ১৫৲ পনর টাকার গ্রন্থের, ৬৲ ছয় টাকা মাত্র মূল্য স্থির হইল। কিন্তু ১৫ই আশ্বিনের মধ্যে যাঁহারা নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় নাম ও ঠিকানা পাঠাইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকিবেন, তাঁহারা এই পুস্তক আমার নিকট ৪৲ চারি টাকা মূল্যেই পাইবেন। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৭। ১৮১৮ শক।
৬৩৮ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮১৮ শক। ৪ ভাদ্র।

"যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে"

বর্ষাকাল গত ও শরৎকাল সমাগত হইল। এই কাল কি মনোহর! কৃষ্ণবর্ণ মেঘ গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের অপগমে ইহা কেমন সুন্দর বোধ হইতেছে। এ সময়কার রক্তবর্ণ নবোদিত সূর্য্য কিরণ গঙ্গাবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া কাহার চিত্তকে না প্রফুল্লিত করে? শরতের চন্দ্রমা নক্ষত্রখচিত নীলাকাশে উদিত হইয়া কি অতুল শোভাই না বিস্তার করে! হৃদয়প্রফুল্লকর জ্যোৎস্নার কি অপরূপ মাধুর্য্য। ঐ দেখ প্রাণতোষিণী জ্যোৎস্না হরিৎবর্ণ বৃক্ষে, তৃণময় ক্ষেত্রে ও শুভ্র ভাগীরথী নীরে পতিত হইয়া মর্ত্ত্য লোকেই স্বর্গের শোভা বিস্তার করিতেছে। বিবিধ বর্ণের খণ্ড-মেঘ আকাশে পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। "নদ শোভা জল স্থলে, তরুরাজি নবদলে"। নদ নদী সরোবরের কলুষিত জল নির্ম্মল হইয়াছে। সরসীবক্ষে কমল কহ্লার প্রস্ফুটিত হইয়া জল আলো করিয়াছে। হংসগণ তথায় ও নদী বক্ষে সন্তরণ করিয়া মহা সুখে সুমধুর কলরব করিতেছে। স্থলপদ্ম নাগকেশর সেফালিকা প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিকে গন্ধ বিস্তার করিয়া জীবগণের মনে আহ্লাদ সঞ্চার করিতেছে। কাশকুসুম বিকসিত হইয়া, হরিৎবর্ণ ক্ষেত্রে কি শোভাই ধারণ করিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় সমুদ্র মধ্যে শ্বেতবর্ণ ফেনরাশি ইতস্ততঃ স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। যে দিকে নেত্রপাত করি, ধান্যমঞ্জরীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে পাই। সুমন্দ সুগন্ধযুক্ত মারুতে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া তাহারা যেন ভগবানের চরণ চুম্বন করিতেছে। শুকপক্ষী সকল ধান্যমঞ্জরী মুখে করিয়া আকাশ পথে উড্ডীন হইতেছে। এই কালকে লক্ষ্য করিয়া এক জন কবি বলিয়াছেন, "সুকাল শরৎকাল, সুপ্রেমের তিথি" কি সুমধুর কথা। সুপ্রেমের তিথিই বটে; ভগবৎ-

প্রেমপূর্ণ হৃদয় এ সময়ে সহজে যে উৎফুল্ল হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? তরুণ অরুণ-কিরণ ও নবোদিত সূর্য্যের সিন্দূর রাগ দেখিবা মাত্র তাঁহার হৃদয়াকাশের অনুরাগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। তিনি যখন সরোবরের প্রফুল্ল কমলের নিকটস্থ হন, তখন তাঁহার হৃদয়-পদ্মও প্রস্ফুটিত হয়। তিনি বলিতে থাকেন, "পত্র পুষ্প ফলে, দেখি যে সব রেখা, রেখা নয় সে তোমার দয়াল নামটি লেখা"।

তিনি নির্ম্মল জল ও নির্ম্মল আকাশ দেখিয়া, পুনঃ পুনঃ নির্ম্মল পরমেশ্বরকে স্মরণ করেন। তিনি পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিয়া পুষ্পের অসামান্য রূপ মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমরূপ দর্শন করিয়া মোহ প্রাপ্ত হন। নিশীথে নীলাকাশরূপ সুনীল সমুদ্রে যখন সোনার চাঁদ নিঃশব্দে ভাসিয়া যায়, তখন তাহার মধ্যে তিনি তাহার কাণ্ডারীকে নিরীক্ষণ করিয়া উদাসভাব প্রাপ্ত হন। রাজরাজেশ্বর যাঁর পিতা, তিনি তাঁর মহিমা ও ঐশ্বর্য্য চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া, পিতার গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে থাকেন। কেবল শরৎ কাল বলিয়া নয়, ঈশ্বরপ্রেমী এইরূপে সকল ঋতুতেই তাঁহার প্রেমাস্পদের আবির্ভাব, অন্তর বাহিরে অনুভব করিয়া সুখী হইতে থাকেন। শীতকালের প্রত্যুষে যখন তিনি শিশিরসিক্ত দুর্ব্বাদলপূর্ণ ক্ষেত্র দর্শন করেন, তখন তাঁহার মনে হয়, অন্তরীক্ষে সমস্ত রাত্রি দেবগণ যে প্রেমাশ্রুপাত করিয়াছেন, তাহাই মর্ত্ত্যধামে পতিত হইয়া মুক্তাকলাপকে পরাজিত করিয়াছে। শীতান্তে যখন বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনও তাঁহার আনন্দ। দক্ষিণানিল সেবন করিয়া তাঁহার মনে হয়, করুণাময়ী মাতা যেন স্বহস্তে বীজন করিয়া তাঁহাকে অপার আনন্দে আনন্দিত করিতেছেন।

বকুল মুকুল উদ্গত হইলে যখন ভ্রমরেরা ঝঙ্কার করে, তখন তিনিও হৃদয়-তন্ত্রী বাজাইয়া ঐ ঝঙ্কারের সহিত যোগ দিয়া ভগবানের গুণ কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। বিহঙ্গমকুল তখন কত শত ফুলের মধুপানে মত্ত। তিনিও তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া পরমেশ্বরের পাদ-কমল-মধুপানে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া কৃতার্থ বোধ করেন। কোকিলের সুমধুর সুস্বর শুনিয়া আপনার জিহ্বা ও হৃদয়কে মধুময় ও অমৃতময় করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন।

গ্রীষ্মের সৌন্দর্য্যের মধ্যেও তিনি তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য অনুভব করেন। তখনকার প্রত্যূষ ও প্রদোষ কি মনোহর। মধ্যাহ্নকালে যখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড, উত্তপ্ত কিরণজালে ধরণীকে শুষ্ক বিশুষ্ক করিয়া ফেলে, যখন পক্ষী সকল নীরব, বন নিস্তব্ধ তখন ও তিনি সেই জ্বলন্ত অনল স্বরূপ তেজোময় পরমেশ্বরের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে থাকেন।

বর্ষাকাল তাঁহার তপস্যার পক্ষে আরো অনুকূল। যখন তৃষিত মেদিনী জলধারা প্রাপ্ত হইয়া শীতল হয়, যখন ঘনঘটা আকাশমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, রাত্রিকালে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উদিত হইয়া যখন ক্ষিতি ও ব্যোমের বিশেষত্ব নষ্ট করে, যখন গভীর শব্দে মুষলধারে বারিধারা পড়িতে থাকে, যখন ঘন ঘন অশনিনির্ঘাৎ হইয়া অন্ধকারের গাঢ়তাকে আরো গাঢ়তর করিয়া তুলে, তখন তিনি তার মধ্যে কি গাম্ভীর্য্যই অনুভব করেন। তিনি সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে রোমাঞ্চিত শরীরে সেই অগম্য অপার ঈশ্বরের ধ্যানে

নিমগ্ন হইয়া, কি যে তৃপ্তিসুখ অনুভব করেন, তাহা তিনি ব্যতীত আর কে জানিতে পারে? এইরূপে যিনি তাঁহাকে দেখিতে চান, ভোগ করিতে চান, তাঁহার জন্য ঈশ্বর সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালে প্রকাশিত রহিয়াছেন।

হে মনুষ্য! তুমি কার সৌন্দর্য্য পিপাসায় অস্থির হইয়াছ? যে সৌন্দর্য্য আজ আছে কাল নাই, যাহা উন্মীলিত হইয়াই নিমীলিত হয়, তাহার জন্য কেন এত ব্যাকুল হও।

যে সৌন্দর্য্য মলিন হইবার নয়, এমন যাঁর সৌন্দর্য্য তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। তাঁহাকে অন্তর বাহিরে দেখ, এই সুন্দর প্রকৃতির মধ্যে তাঁহাকে অনুক্ষণ দেখ, এই আত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া জীবনের ফল লাভ কর। বল, উৎসাহের সহিত বল,

"নাথ হে প্রেমপথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখো না, থেকো না দূরে॥
নির্জ্জনে সজনে, অন্তরে বাহিরে,
নিত্য তোমারে দেখিব"॥

যদি এই প্রকার পিপাসাতুর হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ডাকিতে পার, তবে নিশ্চয়ই ভগবান তোমাকে নির্জ্জনে সজনে সর্ব্বকালে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সত্যলাভের উপায়।

করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে যত প্রকার রত্নের অধিকারী করিয়াছেন, তন্মধ্যে সত্য একটী শ্রেষ্ঠকল্পের রত্ন। সাধারণ মানবের নিকট ঈদৃশ সিদ্ধান্ত মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে বটে, কিন্তু জ্ঞানীর নিকট তাহা নহে। সত্য যে একটী শ্রেষ্ঠ কল্পের রত্ন, তাহা মনীষিগণ সর্ব্বদাই জ্ঞাননয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; এবং এই হেতুই তাঁহারা পার্থিব রত্নে উপেক্ষা করিয়া সত্য লাভার্থ অহোরাত্র যত্নপর হয়েন।

সত্য কল্যাণ লাভের এক সুনিশ্চিত পন্থা। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে কোন প্রথা সমাজে প্রচলিত কর না কেন, তাহা নিশ্চয়ই কল্যাণপ্রদ হইবে। সত্যেতে জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে মানব প্রকৃতি যে বিবিধ আভরণে অলঙ্কৃত হইয়া উঠে, হৃদয় যে লোকোত্তর ভাব সকলের বিলাসক্ষেত্র হয়, আত্মা যে মহানুভব ও উন্নতিশীল হয় এবং জীবন যে অমৃতময় হইয়া উঠে, সক্রিটিস্ লুথার থিয়োডোর পার্কার প্রভৃতির এবং প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের জীবন তাহার প্রমাণ। সুতরাং যাহা দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, এবং অশেষ শ্রেয়োলাভ হয়, সেই অমূল্য সত্যরত্ন লাভ করিবার নিমিত্ত, জনসমাজে প্রত্যেকেরই সচেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। বস্তুত সত্যের তুলনায় পৃথিবীতে অন্য আর কিইবা প্রার্থয়িতব্য আছে? মানুষ যে আপনাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজীব বলিয়া গর্ব্ব করে, তাহার নিগূঢ় হেতু কি? না, সে সত্যরাজ্যের অধিকারী। মানুষ যে জগতের মধ্যে একমাত্র আপনাকে অমরত্ব লাভের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে তাহার কারণ কি? কে তাহাকে অমরত্ব প্রদান করে? সত্য, একমাত্র সত্য। প্রভুত্ব লাভ করিয়া মানুষ অমর হয় না; "অচিরাংশুবিলাস চঞ্চলা" লক্ষ্মীর কৃপায় ও মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে না। কিন্তু একমাত্র সত্যের প্রভাবে মানুষ

জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াথাকে। নেপোলিয়ান্ প্রভৃতি বীরগণের নাম মানব স্মৃতি হইতে কালস্রোতে নিশ্চয়ই ধৌত হইয়া যাইবে, কিন্তু যাবৎ নভোমণ্ডল, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি কল্পকোটি স্থায়ী পদার্থে শোভমান থাকিবে, তাবৎ যাজ্ঞবল্ক, সক্রেটিস্ নিউটন প্রভৃতির নাম মানব স্মৃতিতে দেদীপ্যমান থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং সত্যের তুলনায় পৃথিবীতে অন্য আর কি বা প্রার্থয়িতব্য আছে?

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কি উপায়ে সেই সত্য লাভ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব?

এস্থলে সত্য-লাভের উপায় নির্ণয়ে ব্যাপৃত হওয়ার পূর্ব্বে, সত্য স্বরূপতঃ কি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা সঙ্গত। যেমন পদার্থ সমুদয়ের বিশ্লেষণ করিলে, কতকগুলি মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়,তদ্রূপ এই বিশ্বজগতে অহরহঃ যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইতেছে,মনোযোগের সহিত দেখিলে প্রতীতি হইবে যে তাহারাও কতকগুলি মৌলিক নিয়মানুসারে নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এই সকল মৌলিক নিয়মই সত্য। কেবল জড় জগতই যে সত্যের কার্য্যক্ষেত্র তাহা নহে; জড়রাজ্য যদ্রূপ সত্য দ্বারা নিয়মিত আধ্যাত্মিক রাজ্য ও তদ্রূপ সত্য দ্বারা পরিচালিত। ভৌতিক ঘটনাবলীর মূলে যদ্রূপ কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম বিদ্যমান আছে, মানসিক ক্রিয়া সমূহের মূলেও তদ্রূপ কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম বিরাজমান আছে। জগতের যদ্রূপ সীমা নাই, জগতের অন্তর্নিহিত সত্য সকলের ও তদ্রূপ শেষ নাই। বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্য আধিপত্য করিতেছে; এবং সেই সকল অবগত হইবার নিমিত্ত দর্শন জ্যোতিষ পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে।

অতএব ইহা হইতেই প্রতীতি হইবে যে সত্যলাভের পন্থা এক নহে পরন্তু বহুবিধ:—ভাষাগত সত্যের নির্ণয় করিতে হইলে যে প্রণালীর অনুসরণ করিতে হয় বাহ্য প্রকৃতির মূলানুসন্ধান করিতে হইলে তাহাতে চলিবে না; তজ্জন্য স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক; অঙ্কশাস্ত্রের অখণ্ডনীয় মূল নিয়মগুলি অবগত হওয়ার নিমিত্ত গবেষণাই মুখ্য উপায়, তজ্জন্য পর্য্যবেক্ষণের বড় বিশেষ প্রয়োজন নাই, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব সকলের আবিষ্কার করিতে হইলে বহুদর্শন ঐকান্তিক ভাবে প্রয়োজনীয়; পরন্তু নৈতিক নিয়ম সকল অবগত হইতে হইলে শুদ্ধ গবেষণাতেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইবে না, তজ্জন্য প্রজ্ঞার আশ্রয় গ্রহণ আবশ্যক।

কিন্তু সত্যোপলব্ধির পন্থা পৃথক্ পৃথক্ হইলেও তাহারা সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র নহে। এমন কতকগুলি বিধি আছে যাহারা কি পদার্থবিদ্ কি দার্শনিক কি চিকিৎসাতত্ত্বানুসন্ধায়ী কি নীতিশাস্ত্রকার সকলেরই সমভাবে অবলম্বনীয়। ইহাদিগকে সত্যলাভের সাধারণ বিধি বলা যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লাভার্থ ইহাদিগের সাহায্য যদ্রূপ প্রয়োজনীয়, বাহ্য প্রকৃতির মূল অন্বেষণার্থ ইহারা তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। সংক্ষেপতঃ, বিশেষ বিধি অবলম্বন কর আর নাই কর, সত্য লাভার্থ এই সকল সাধারণ বিধি অবলম্বন না করিলে চলিবে না। এই সকল অপরিহার্য্য বিধি অতিক্রম করিয়া কেহ কোন দিন সত্যলাভ করিতে পারে নাই, এমন পারিবেও না। দর্শনের নিমিত্ত যদ্রূপ আলোক আবশ্যক, সিদ্ধির নিমিত্ত যদ্রূপ

সাধনা আবশ্যক, সত্য উদ্ধারের নিমিত্ত তদ্রূপ এই সকল সাধারণ বিধির প্রয়োজন। আমরা নিম্নে কতিপয়ের উল্লেখ করিতেছি।

ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ করা সত্য লাভের এক মুখ্য উপায়। যাহারা বিষয়বিমুগ্ধ বিলাসীর ন্যায় চক্ষু কর্ণ নাসিকাদির পরিতৃপ্তিকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য করিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের ন্যায় ভোগের উপাদান সংগ্রহেই সতত ব্যস্ত তাহাদিগের দ্বারা কি প্রকারে সত্যলাভ হইতে পারে? যাহারা নিরন্তর জগতের উপরিভাগে বুদ্বুদের ন্যায় ভাসমান রহে, তাহারা কি প্রকারে জগতের মূলীভূত, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বসকলের সন্ধান পাইবে? সমুদ্রগর্ভনিহিত রত্ন আহরণার্থ যেমন অগাধ জলরাশি ভেদ করিয়া জলনিধির তলদেশে উপনীত হওয়া আবশ্যক, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রত্নরাজির সন্ধানার্থও তদ্রূপ ঘটনাবলীর বহিরাবরণ ভেদপূর্ব্বক তদীয় অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। সুতরাং যাহারা ইন্দ্রিয়গণের পরিতৃপ্তিকে উপেক্ষা করিয়া জগতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা চক্ষুরুন্মীলিত রাখেন কেবল তাঁহারাই সত্যের সন্ধান পাইয়া জীবন কৃতার্থ করিতে পারেন। পুরাকালের জ্যোতিঃস্বরূপ জগদ্বিখ্যাত আর্কিমিডিস ভোগসুখ উপেক্ষা করিয়া নিরন্তর এইরূপ চক্ষুরুন্মীলিত রাখিতেন বলিয়াই আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের এক সহজ পন্থা আবিষ্কৃত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। যদি তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিলাসীর ন্যায় সুখের উপাদান সংগ্রহেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, তাহা হইলে কি উল্লিখিত আবিষ্কার-জনিত গৌরব তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত? তাহা নিশ্চয়ই অন্য কোন মহা পুরুষের নাম প্রাতঃস্মরণীয় করিত। জ্ঞানী নিউটন যদি ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ না করিয়া তাহাদিগের পরিতৃপ্তিকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য করিতেন, তবে কি তিনি একটী আতা ফলের পতন দর্শন করিয়া মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারিতেন? কখনই নহে; বরং একটী আতাকে ভূপতিত হইতে দেখিয়া তদ্ভক্ষণার্থে লোলুপ হইতেন এবং কি উপায়ে তাহা অধিকতর সুখপ্রদ হইবে তাহা নির্দ্ধারণার্থই ব্যাকুল হইতেন। কিন্তু তিনি ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ করিতে পারিয়া ছিলেন বলিয়াই, আতার পতন দর্শনরূপ দ্বারের মধ্যদিয়া প্রকৃতির প্রিয় নিকেতনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন এবং তথা হইতে এক মহাসত্যের উদ্ধার করিয়া তদীয় জ্যোতিতে বহুপরিমাণে জগতের অন্ধকার অপসারিত করিয়া গিয়াছেন।

হৃদয়োৎকর্ষ সত্যলাভের দ্বিতীয় সহায়। সত্য লাভের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ করা যেমন প্রয়োজনীয়, তজ্জন্য হৃদয়ের উৎকর্ষও তেমন আবশ্যক। অনেকেই বলিবেন, সত্যোপলব্ধির জন্য আবার হৃদয়োৎকর্ষের প্রয়োজন কি? বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতাই তজ্জন্য যথেষ্ট। এইরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। যদি সদ্বিষয়ে অনুরাগ না থাকে, যদি সাধারণের ভ্রমান্ধকার ভেদ করিতে সাহস না হয়, যদি ভক্তি না থাকে, যদি শ্রদ্ধা না থাকে, যদি সর্ব্বসাধারণের প্রতি করুণার পরিধি বিস্তৃত না হয়, যদি সত্যের নির্ম্মল জ্যোতিতে হৃদয় আকৃষ্ট না হয়, তবে শুধু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকিলে কি হইবে? পরাবিষ্কৃত সত্য আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত শুধু

বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকিলেই চলে বটে, তজ্জন্য ভক্তি সাহস কৌতূহলাদির অতিমানুষিক বিকাশের তত প্রয়োজন নাও হইতে পারে, কিন্তু নূতন সত্য লাভ করিতে হইলে হৃদয়ের উৎকর্ষ একান্ত আবশ্যক।

সত্যলাভ করা বড় কঠিন ব্যাপার। কাহারও পদার্থ নিচয়ের বহিরাবরণ ভেদপূর্ব্বক জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিলেই যে তাহা দ্বারা কোন বিষয়ের সত্যোদ্ধার হইবে এমত নিশ্চয় করা সমীচীন নহে। যদি সেই শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার, সেই বিষয় সম্বন্ধে সাধারণের মনে যে সকল কুসংস্কার বদ্ধমূল আছে সেই সকল উৎপাটন করার সাহস না থাকে, তবে তাহা দ্বারা কদাপি সেই বিষয়ে কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে না। সত্যলাভের জন্য সৎসাহসের একান্ত আবশ্যক। লৌকিক প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিবার সাহস যাহাদের নাই মিথ্যা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইলেও যাহারা লোকভয়ে সত্যাবিষ্কারের চেষ্টা হইতে বিরত থাকে, তাহাদিগের ধীশক্তি প্রখরা হইলেও উহা লোকভয়ে রাহুগ্রস্ত রবির ন্যায় ম্লান থাকে, উহা দ্বারা পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত হয় না। প্রকৃতি কখনই তাদৃশ ভীরু কাপুরুষদিগকে সত্যরত্নের অধিকারী করেন না। জগদ্বিখ্যাত গ্যালিলিও যদি পৃথিবীর গতিসম্বন্ধে সাধারণের ধারণা ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও লোকভয়ে ভীত থাকিতেন, তবে কি তিনি কোন নূতন সত্য লাভ করিতে পারিতেন? সাধারণে যে সত্যলাভে বঞ্চিত তাহার এক নিগূঢ় কারণ এই যে, সাধারণের লৌকিক প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার সাহস নাই। যদি সাধারণের চিরপ্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করার সাহস থাকিত তবে আবিষ্কৃত সত্যের সংখ্যা এত অল্প হইত না, সমাজে ঘোর মূর্খতার এত আধিপত্য হইত না।

ক্রমশঃ।

ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

১২। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ প্রণালী।

১৭৬৫ শক হইতে ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হইবার জন্য একটী প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। এই বৎসরের ৭ই পৌষ তারিখে শ্রীমৎ দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও তত্ত্ববোধিনী সভার আরও ১৯ জন সভ্য তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। * * চন্দ্রশেখর দেব এবং ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহন রায়ের আদিম শিষ্য ছিলেন। ইহাঁরা সেই প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করেন। (১) এই সম্বন্ধে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন "প্রথম যখন ১৭৬৩ শকে ব্রাহ্মসমাজ দেখি, তখন তাহাতে পাঁচ জন কি ছয় জন উপবেশন করিতেন; দেখিতাম যে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় তাহার মধ্যে প্রতিবারেই আছেন। আর পশ্চিম দিকে খানকতক চৌকি পাতা থাকিত, তাহাতে আগন্তুক পথিকেরা আসিয়া বসিত। তখন আমারদের এই চিন্তা হইল, সমাজে অধিক লোক কি প্রকারে হইবে? ক্রমে ঈশ্বরপ্রসাদে লোক বাড়িতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরও

১ দাসী, ৪র্থ ভাগ, ১১ সংখ্যা।

বাড়িতে লাগিল। ইহাতেই আমাদের কত উৎসাহ। প্রথমে ইহা দুই তিন কুটরিতে বিভক্ত ছিল, ক্রমে সেই সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এই গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে। যতই ঘর প্রশস্ত হইতে লাগিল, ততই লোকের কোলাহল দেখিয়া মনে করিতাম যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে। যখন দেখি এই ঘরেতে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, তার পরে তেতালা নির্ম্মিত হইল। যখন লোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন মনে হইল যে লোক বাছা আবশ্যক। কেহ বা যথার্থ উপাসনা করিতে আগমন করে, কেহ বা লক্ষ্যশূন্য হইয়া আইসে—কাহাকে আমরা আমারদের বলিয়া বলিতে পারি? এই আন্দোলন হইয়া স্থির হইল—যাঁহারা প্রতিজ্ঞাগ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে, তখন তাহার প্রতি সভ্যের ব্রাহ্ম হওয়া চাই। যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর করিবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন—এই মনে করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা রচনা পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্যের নিকট ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষে আমরা প্রথম এক দল ব্রাহ্ম হইলাম। অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মসমাজ নাম হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্মনাম স্থির হয়। যখন প্রতিজ্ঞা দ্বারা ব্রাহ্ম হওয়া স্থির হইল, তখন এই মনে ছিল যে যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্ম হইবেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন, যত্নশীল হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপালন করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হইল যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াও তাহা পালন করিতে অনেকে ঔদাস্য করিতেন ও গর্হণীয় হইতেন।" * তাহার পরে ১৭৬৬ শকে ভক্তিভাজন বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রচারক লালা হাজারীলাল কর্ত্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন।

"প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করা একটা বহিশ্চিহ্নমাত্র; অন্তরে প্রতিজ্ঞার বল না থাকিলে এই বহিশ্চিহ্ন কোনই কার্য্যকর হয় না; তবে অন্তরে প্রতিজ্ঞা রক্ষার বিশেষ চেষ্টা থাকিলে এই বহিশ্চিহ্ন অনেক সহায়তা করে। এই কারণেই উপনয়ন ও তৎসঙ্গে দিবা কালে নিদ্রা যাইব না ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ এবং এই কারণেই বিবাহ কালে অব্যভিচারী হইব ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে।

প্রথম প্রথম যে প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে প্রথম প্রতিজ্ঞা ছিল "আমি বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম"। চতুর্থ প্রতিজ্ঞায় লিখিত ছিল * * "প্রতিদিবস সূর্য্যোদয়ের পরে মধ্যাহ্নকালের মধ্যে ন্যূনসংখ্যা দশবার প্রণব ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী জপ করিব।" অনেকে আবার নূতন উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া মুদ্রিত প্রতিজ্ঞা পত্রের গায়ে নিজ নিজ মনোমত অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা হস্তাক্ষরে লিখিয়া রাখিতেন। সেই সকল প্রতিজ্ঞার দুএকটী দেখিয়া এখনকার লোকে উপহাস করিতে পারেন; কিন্তু তখন তাঁহারা যথার্থ ভক্তিভাবে তাহা গ্রহণ করিতেন। তদানীন্তন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার প্রতিজ্ঞাপত্র নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞার সঙ্গে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন "কোন দিবস নিয়মিত সময় মধ্যে কোন ব্যাঘাত প্রযুক্ত যদি দশবার

* পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত।

জপ না করিতে পারি, তবে তদ্দিবসে অন্য সময়ে কিম্বা তৎপরদিবসে চিত্ত একাগ্র হইলে জপ যে বক্রী থাকিবেক তাহা সম্পূর্ণ করিব। কিন্তু এই কর্ম্মপ্রবণ নিষ্ঠাহীন শতাব্দীতে অনেকেই সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়াতে উক্ত প্রতিজ্ঞার পরিবর্ত্তে আর একটু সাধারণভাবে প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিবার ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে আর একটী প্রতিজ্ঞা ছিল "কোন ব্রাহ্ম বিপদগ্রস্ত হইলে যথাসাধ্য তাঁহাকে সাহায্য করিব।" তাহার গায়ে পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন "এবং ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগেরও যথাসাধ্য উপকার করিব।" এই প্রতিজ্ঞা হইতে তখনকার একটা ভ্রাতৃভাব, একটা উদার প্রীতি বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। পূর্ব্বকার প্রতিজ্ঞাপত্রের আরও একটী প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করিব; তাহা এই—"আমার বংশে এই সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ করিব।" এই দুই প্রতিজ্ঞাটী আমার বোধ হয়, বর্ত্তমান প্রতিজ্ঞাপত্রেরও অন্তর্গত করা উচিত। যদিও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের কথা বলাতেই শেষোক্ত প্রতিজ্ঞার দুইটী বিষয়ও স্বভাবতই আসিতেছে, তথাপি প্রথমাবস্থার লোকেরা এই দুইটি পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিয়াছিল। আর, আমরাও মনে করি যে অন্ততঃ সর্ব্বশেষ প্রতিজ্ঞাটী বর্ত্তমান প্রতিজ্ঞাপত্রে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ করিবার প্রতিজ্ঞা কয়টী ও প্রণালী এইরূপ—

আমি ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে বিশ্বাসপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি।

১। ওঁ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গলস্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।

৪। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

৫। পাপ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।

৬। যদি মোহবশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি, তবে তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইব।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

হে পরমাত্মন্! সম্যকরূপে এই পরমধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জাপানে কন্যা বিক্রয়।

আজকাল জাপানের সংবাদ বড় মন্দ। তথায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; সহস্র সহস্র নরনারী বালক বালিকা প্রতিদিন কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। জাপান গভর্ণমেণ্ট এই দেখিয়া কথঞ্চিৎ কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত এক কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাহা—কন্যা বিক্রয়। কন্যা বিক্রয় দ্বারা পিতা মাতার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিতে উক্ত সাম্রাজ্যে আদেশ দিয়াছেন। যে দেশে পিতা মাতার প্রতি ভক্তি সন্তানের অবশ্য পালনীয়; যে দেশের শাসন প্রণালীতে তাহার বিরুদ্ধাচরণ কঠিন দণ্ডার্হ বলিয়া বিধিবদ্ধ আছে, তথায় কন্যা বিক্রয় কিছু নিষ্ঠুরতা বা সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোনও সমাজকে নিন্দা ও ঘৃণা করিবার পূর্ব্বে, আমাদিগের অগ্রে তাহার রীতি নীতি যথা সাধ্য পর্য্যালোচনা করা উচিত, একবারে তাহার প্রতি দোষারোপ করা আদৌ বিধেয় নহে। আমরা জাপান সাম্রাজ্যের সমস্ত সমাজ-নীতি অবগত নহি; স্বচক্ষে সেই সুন্দর উন্নতিশীল দেশ দেখি নাই, স্বকর্ণে উহার দোষাদোষের বিষয় শ্রবণ করি নাই; তবে কিম্বদন্তী ও ইংরাজী লিখিত বিবরণ পাঠের উপর নির্ভর করিয়া যাহা কিছু জানা যায়, তাহা লইয়া বিচার করিতেছি। পাঠক যেন মনে না করেন যে,আমরা সাধারণত কন্যাবিক্রয় প্রথাকে ভাল বলিয়া অনুমোদন করিতেছি; কিন্তু যে প্রকারে জাপানে কন্যা বিক্রীত হয়, তাহাতে তত দোষ দেখিতে পাই না; প্রত্যুত,ইহাতে জাপান সাম্রাজ্যের হীনতম প্রজার প্রতিও যে রাজার দৃষ্টি আছে তাহা উত্তমরূপে জানিতে পারা যায়। দীনহীন পিতা বা মাতা একটি কন্যা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে কথার স্থিরতা হইতে লাগিল। মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। জাপানে বিক্রেয় কন্যার মূল্য প্রায় এক পাউণ্ড হইতে দশ-পাউণ্ড। কিন্তু আজ কাল দুর্ভিক্ষের সময় এক পাউণ্ড মূল্যে প্রায় বিক্রয় হইতেছে। সমস্ত কথা নির্দ্ধারিত হইলে গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর নিকট গমন করিয়া বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের

মধ্যে যে যে সর্ত্ত হইল, তৎসমুদয় ও কন্যাকে ক্রেতার বাটীতে যাহা যাহা করিতে হইবে সে সমস্ত এক রেজিষ্টরে লিখাইতে হয়। পরে মূল্য দিয়া ক্রেতা উহাকে আপনার বাটীতে লইয়া যান। বিক্রয় কার্য্য এইরূপে সম্পন্ন হইল। সম্রাট-প্রতিনিধি-সমক্ষে লিখিত ও রেজেষ্টরী ভুক্ত সমস্ত সর্ত্ত সম্মান পূর্ব্বক উভয় পক্ষকে বিশেষতঃ ক্রেতাকে চলিতে হয়। কোনও প্রকারে সর্ত্তের অবমাননা করিলে অপরাধী পক্ষীয়দিগের দণ্ড হয়। তথাকার ধনবান ব্যক্তিগণ সকলে না হউক কেহ কেহ যেমন অপরাপর দেশে বড় মানুষের ঘরে মহামূল্য দ্রব্যজাত থাকে, সেইরূপ এবম্বিধ এক এক কন্যা ক্রয় করিয়া সংসারের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

তিন বৎসরকাল অতীত হইলে ক্রীতা কন্যা আপনার পিতামাতার নিকট পুনরায় গমন করিতে পারে। কিন্তু একটু কথা আছে। যে টাকায় কেনা,সে টাকা আদায় করিবার যদি কিছু বাকি থাকে,তাহা হইলে তিন বৎসর পরে উহার পিতা মাতার নিকট প্রত্যাগমনের স্বাধীনতা ও অধিকার হইতে সুদূরে অবস্থিতি করিতে হয়; কিন্তু ছয় বৎসর পরে ঋণ পরিশোধ হউক বা না হউক উহার প্রত্যাগমন করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার আছে। ইহাকেই বলে জাপানে কন্যা বিক্রয়। এই প্রথাবলম্বনে তথায় এক্ষণে কন্যা বিক্রীত হইতেছে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

ভারতে স্বাধীন আর্য্য-মিশন।

ওঁ তৎসদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ১৭।২৩
গীতা।

ওঁ, তৎ, সৎ, ব্রহ্মের এই তিনটী নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ, বেদ, ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছে।

১। যাহা সত্য নিত্য ও সর্ব্ব জীবের হিতকর তাহাই আর্য্যধর্ম্ম।

২। আর্য্যধর্ম্ম-বীজ বেদেই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

৩। বেদ-সনাতন ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আধার; সৃষ্টির প্রথমে সেই সনাতন ধর্ম্ম ও জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া জীবজগতের মঙ্গল বিধান করিয়া আসিতেছে।

৪। মঙ্গলাকর মহেশ্বর সুশৃঙ্খলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাইবার জন্য জ্ঞানও কর্ম্ম অনুসারে মনুষ্যে বর্ণ বিচার করিয়া দেন।

(ক) বেদের সমসাময়িক বলিয়া ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বর্ণে অভিহিত হইয়া থাকেন।

(খ) ক্ষত্রিয় তাঁহার অনুগমন করিয়া সংসারে শান্তি রক্ষা করেন।

(গ) বৈশ্য তাঁহাদেরই বশবর্ত্তী থাকিয়া কৃষি কার্য্য, ব্যবসায় এবং বাণিজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া সংসারকে পোষণ করেন।

(ঘ) আর শূদ্র সকল বর্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

যদি মনুষ্য এই চারিভাগে বিভক্ত থাকিয়া সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করে তাহা হইলে কখন কোন কালে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

"প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন" যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সমাজ রক্ষা হয় না। সকলকে প্রয়োজনীয় সকল কার্য্য সমাধা করিয়া লইতে হইলে সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটে। সেই বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করিবার জন্য একজন অন্যের উপর নির্ভর করিবে। তাই সৃষ্টির প্রথমে সমাজ সংস্থাপনের নিমিত্ত বর্ণ বিভাগের প্রয়োজন হইয়াছিল। বর্ণ বিভাগ মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এখন বর্ণ ব্যভিচার হইয়াছে বলিয়া সংসারে এত কষ্ট। এবং সে কষ্ট নিবারণের জন্য উপায় বিধান করা আর্য্য ধর্ম্মের সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য।

এখন কথা হইতেছে কর্ম্মশীল ধর্ম্মপরায়ণ নিম্নস্তরের লোক স্ব স্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইহলোকে উর্দ্ধতন বর্ণাশ্রমে উত্থিত হইতে পারিবে কি না? অর্থাৎ যোগ্যতানুসারে "শূদ্র" বৈশ্য হইতে "বৈশ্য" ক্ষত্রিয় হইতে, এবং "ক্ষত্রিয়" ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে কি না?

যদি সংস্কার লইয়া কথা হয়, তাহা হইলে সহসা তাহা হইতে পারে না। তাহার প্রবৃত্তি স্রোত যে শোণিত শুক্র অবলম্বন করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার মূলে জাতিগত পার্থক্যের বীজ অঙ্কুরিত। সে অঙ্কুর সময়ের সদ্ব্যবহারে অবস্থার সুঘটনায় এবং দেশের জল বায়ুর গুণে অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত ও উন্নত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার ব্যতিক্রমে অর্থাৎ ঘটনাচক্র ফিরিয়া আসিলে তাহাকে পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত হইতেই হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একথার উল্লেখ এইরূপে করা যাইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখ, ঘটনাচক্রে পড়িয়া কতকগুলি অবস্থা শূদ্রের অনুকূল হওয়ায় সে বিদ্বান ধনবান যশস্বী হইয়া উঠিল; তাহা বলিয়া সে উর্দ্ধতন বর্ণত্রয়ের কোন কোন বিষয়ে সমান হইলেও তাহার স্ববর্ণে তাহাকে পরিচালিত হইয়া থাকিতেই হইবে। বৈবাহিক ক্রিয়া কলাপ তাহার পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে সম্পাদিত হইবে। সে যত কেন উন্নত হউক না, তাহার সমাজ তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিবেই ধরিবে। সুতরাং সে নিজের সমাজকে সমানভাবে উন্নত করিতে না পারিলে এক পদও অগ্রসর হইয়া উর্দ্ধতন অন্য বর্ণের সহিত মিলিত হইতে কখনই পারিবে না! আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কারণে তাহার উন্নতি হইয়া ছিল তাহার অধঃপতন হইলে পর অচিরাৎ তাহাকে বা তাহার বংশধরদিগকে সেই কারণ বশতঃই সেই নিম্নস্তরে নিমজ্জিত হইতে হয়।

ব্রাহ্মণ মূর্খ হইয়াও সে ব্রাহ্মণ কুলের যেমন অন্তর্গত হইবে সেইরূপ ক্ষত্রিয় রাজপদ বা সেনাপতি পদ হইতে চ্যুত হইলেও সে সিপাইরূপে রাজ্য রক্ষা করিবে। বৈশ্য ধনোপার্জ্জনে অক্ষম হইলে বৈশ্যের বিপণীতে সহকারী থাকিয়া শুভ সুযোগের প্রতীক্ষা করিবে। শূদ্র তাহা সম্ভবে কৈ?

এখানে খৃষ্ট সমাজ বা মুসলমান সমাজের দৃষ্টান্ত দিলে চলিবে না। কারণ তাহাদের সমাজ গঠন অন্যরূপ; আমরা সেরূপে সংক্রামিত হইয়া অনার্য্য ভাবে নূতন সমাজ সংগঠন করিতে বা তাহাদের দলে মিশিতে পারিতেছি না। আমরা যাহা তাহাই থাকিতে চাহিতেছি। তবে তাহার যেখানে যেরূপ ব্যভিচার আরম্ভ হইয়াছে তাহার প্রতিকার করিতে আমাদের বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। অনেকে পুনর্জন্ম মানিতে চাহেন না কিন্তু ক্রমবিকাশসূত্র ধরিয়া সমাজের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে পুনর্জন্ম মানিতেই হইবে। সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে ভাগ্য (কর্ম্ম) চক্র ঘুরিতেছে তাহার ঘুরা ধরিয়া কে সে গতির হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে? অদৃষ্ট (unforeseen circumstance) তাহাকে যতক্ষণ সুপরিস্পর্শ করিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহার আবর্ত্তন (evolution) ক্রিয়ার প্রয়োজন হইবেই হইবে। সেই আবর্ত্তন কালে কত অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আনিয়া ফেলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হওয়া জীবের সাধ্য নহে। তাই হিন্দু অদৃষ্ট-কর্ম্মবাদী; এই কর্ম্মানুস্যূত অদৃষ্ট শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সংসারে হরিশর্ম্মা ব্রাহ্মণ দ্বারকা বর্ম্মণ ক্ষত্রিয় মুরারি বৈশ্য এবং ভারতী দাস শূদ্র হইয়াছে।

এ প্রথার দোষারোপ করিয়া অনেকে অনেকপ্রকার সমাজ সংস্কার করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু কি করিতে পারিলেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ পঞ্জাবের "নানক" এবং বাঙ্গালার "চৈতন্যের" নামোল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

ক্ষত্রিয়পুত্র নানক জাতিবিচার উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কত ব্রাহ্মণ কত ক্ষত্রিয়, কত বৈশ্য নানক-প্রচারিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়া "জাঠ" জাতির অন্তর্ভূত হন। পশ্চাৎ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা আবার তাহাতে বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া ভাসিয়া উঠিয়া আপনাপন কুলাচার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে! যাহারা "বর্ণ ধর্ম্মের" সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া বিমিশ্র জাতিদিগের ন্যায় নিম্নগামী হইয়াছিল, তাহারা আজ "জাঠ" বলিয়া পঞ্জাবে পরিচিত! পঞ্জাবে কাহাকেও "জাঠ" বলিলে গালাগালি দেওয়া হয়। সেই জাঠেরাও এখন অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া কেহ শূদ্র কেহ বৈশ্য হইয়া হিন্দু দলের পুষ্টি সাধন করিতেছে। যে শিখেরা এক সময় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ মুসলমানদিগকে সঙ্গে করিয়া লইবার জন্য জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাই হিন্দু হইবার জন্য লালায়িত। গুরুগোবিন্দ সিংহ অম্বিকা দেবীর চরণে মস্তক অবনত করিয়া যে প্রায়শ্চিত্তের সমাবেশ করেন তৎপশ্চাৎ পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ নিজ জয়পতাকার সঙ্গে "অকালপুরুষের" নাম অঙ্কিত করিয়া হিন্দুসমাজ পুনঃস্থাপন করেন। তাহার পরেই দেখিতে পাওয়া যায় শিখসমাজ হিন্দুসমাজের অন্তর্গত। বাঙ্গালার বর্ণাশ্রম-ধ্বংসকারী চৈতন্য "যবন হরিদাস"কে সঙ্গে লইয়া যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহার সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের এখন কি দুর্দ্দশা? চৈতন্য-শিষ্য নেড়া নেড়ীর দল বলিলে কি বুঝায়? বুদ্ধিমান পাঠক তাহা স্মরণ করিয়া দেখুন। মুসলমানদিগের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে "রূপ সনাতন" অন্তর্হিত হইলেন। কালে বৈষ্ণব ধর্ম্ম হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইয়া আবার ব্রাহ্মণগণের শরণাগত হইয়াছে।

তাই আমরা ভারতে "ভারতের ধর্ম্ম" প্রচার দেখিতে চাই! যে রীতি অবলম্বন করিয়া ভারতে কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল, তাহা আবার প্রবর্ত্তন করিতে চাই। তাহার ভিত্তিতে জাতিগত পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা ঘৃণার দৃষ্টিতে নহে প্রেমের দৃষ্টিতে। তাই বলিতে ছিলাম, ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ আমাদের শিরোভূষণ হইবেন। প্রয়োজনীয় বল বীর্য্যের পরিখা খনন করিয়া ক্ষত্রিয়দুর্গে আমরা সুরক্ষিত হইব। জীবনোপায় সাধনের নিমিত্ত বৈশ্য আমাদের ধনভাণ্ডার রক্ষা করিবেন। আর ছায়ার ন্যায় কায়াবিশিষ্ট শূদ্রেরা আমাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবেন। এইরূপে একাঙ্গ হইয়া আবার আমরা সমাজ সঙ্গঠন করিব। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমাদের দেশের দুর্দ্দিন বিদূরিত হইয়াছে।

কি উপায়ে সে কার্য্য সংসাধিত হইবে আর্য্যসমাজ তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবেন। আর্য্যসমাজের অধিনেতা ব্রাহ্মণ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। তিনি সকল বর্ণের সত্ত্বা রক্ষা করিয়া আর্য্যসমাজ পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত যত্ন পাইয়া বেদরূপ মহাক্রমের তলায় উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই বেদের চারি শাখা অসংখ্য পত্র, অসীম বিস্তৃতি, পরমাণুর ন্যায় তাহার অনন্ত বীজ চতুর্দ্দিকে অনন্তাধারে বিক্ষিপ্ত হইয়া সংসাররূপ ক্ষেত্রকে ফলপুষ্পে শোভিত করিয়া রহিয়াছে। মহান আত্মা মহেশ্বর ইহার প্রাণ, জীব তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া সত্যের জ্যোতিতে পরিপুষ্ট হইয়া আবার তাঁহার নিত্যনিকেতনে গমন করিতে ধাবিত হইতেছে। পথের শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া (কর্ম্মচক্রের গাঁট খুলিয়া) যেরূপে সে ধাবিত হইতেছে, তাহার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? উপধর্ম্ম সকল উপলখণ্ডের ন্যায় ইতস্তত পতিত থাকিবে। মহাপ্রাণী মহাপ্রাণের পথে অগ্রসর হইতে অনন্তকাল অবসর লইবে। ইহার মধ্যে কত জগৎ ধ্বংস হইবে, কত সূর্য্য নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, কত গ্রহ, উপগ্রহ চন্দ্র তারকাবলী তাহার সঙ্ঘর্ষণে চূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন এ প্রকার জাতিবিপ্লবের কি কথা? এ প্রকার বিপদ আপদের কি আশঙ্কা? এ প্রকার ক্ষণিক পরিবর্ত্তনে কি আসিয়া যায়? আইস, সকলে আমরা সমবেত হই, একতানে একপ্রাণে সেই প্রাণেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করি, তাহা হইলে আর হতাশ্বাস হইতে হইবে না।

উপস্থিত ঘটনার আর একটী কথা উত্থাপন করিলে আমার কথার সত্যতা আরও পরিস্কৃত হইবে।

যৎকালে "ব্রাহ্মসমাজ" সংস্থাপিত হয়, তখন ব্রাহ্মণ রামমোহন রায়, হিন্দু সমাজ সংস্কারের জন্য কত যত্ন পাইয়াছিলেন। প্রথমে দেশের কএক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়া শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। যখন বেদ পাঠ হইত, তখন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতি সেখানে উপবিষ্ট হইতে পারিত না। ৺ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যেখানে বেদপাঠ করিতেন, সেখানে বনাতের কানাৎ টাঙ্গান হইত। শূদ্রেরা তাহার বাহিরে বসিতে পারিত। তখনকার সমাজের ধর্ম্মজ্ঞান, রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ব্রাহ্মণেরা ব্যবস্থার অধিকারী ছিলেন। "ব্রাহ্ম সভায়" উপনিষৎ পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। জানিতে পারিলেন, "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ," সে দেবতা কে, যাঁহাকে হবিঃ প্রদান করিতে হইবে? তাহার উত্তরে এক ব্রহ্মবাদী ঋষি কহিলেন

"যো দেবোঽগ্নৌ,যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ"—

যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, যিনি ওষধিতে এবং যিনি বনস্পতিতে বিরাজিত সেই দেবতাকে নমস্কার। কিন্তু তিনি এ অগ্নি নহেন, এ জলও নহেন, তিনি এ বিশ্ব সংসারও নহেন, এ ওষধি বনস্পতিও নহেন, তিনি ইহাদিগের "প্রাণস্য প্রাণম্"।

নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥
৫।৯॥ গীতা।

ভূত সমূহ আমাতে অবস্থান করে না, যদি চ আমি ভূত সমূহকে ধারণ ও পালন করিতেছি তথাপি তাহাতে আমার আত্মা সম্পূর্ণরূপে সংলিপ্ত নহে, এই অঘটন ঘটাইবার আমার ঐশ্বরিক (অসাধারণ) চাতুর্য্য অবলোকন করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। এই কথায় লোকের শাস্ত্রপাঠে শ্রদ্ধা জন্মিল; পূর্ব্বে যাহা তুলটে বা তালপত্রে লিখিত হইয়া টোলের চালিতে কীটদষ্ট হইতে টাঙ্গান থাকিত, এখন তাহা মুদ্রাযন্ত্রের সহায়ে সকল গৃহস্থের দ্বারে স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হইবার নিমিত্ত উপস্থিত। এই জন্য সে সময়ে "ব্রাহ্ম সভা" বেদ, শ্রুতি, গায়ত্রী প্রকাশ করিয়া হিন্দু সমাজে "অহিন্দু" বলিয়া নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইয়াছিল। এখন হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া লাভবান্ হইতেছেন। তাই গৃহস্থের পুরোহিতেরা এখন সন্ধ্যা, তর্পণ, ব্রতমালা, এবং চণ্ডী পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া যজন কার্য্য সহজ করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তখনকার পণ্ডিতদিগের অনেকের শাস্ত্রজ্ঞান বা ভাষাজ্ঞান তাদৃশ ছিল না! তাই ভাষান্তরিত শাস্ত্র বিকৃত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। খৃষ্টান পাদরিরা তাহার উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু ধর্ম্মকে বিকলাঙ্গ করিয়া জন সাধারণের সম্মুখে ধরিতে লাগিলেন। (তাঁহাদের শিষ্যেরা) ইংরাজী শিক্ষিত নব্য দল তাহা দেখিয়া স্বধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। এই বীতশ্রদ্ধ হিন্দু সন্তানগণ "ব্রহ্মসভায়" আসিয়া ব্রহ্মসভার পবিত্রতা অপহরণ করিয়া বাইবেলোক্ত ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া "ব্রহ্মসভাকে" "ব্রাহ্মসমাজ" নাম দিয়া বিজাতীয় ভাবাপন্ন করিয়া তুলিলেন। এই সময়ে "ব্রহ্মসভার" পতনভাব সম্মুখীন হইয়া উঠিল। ইহার পূর্ব্বেই রামমোহন রায় বিলাত গমন করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। তৎপরে ব্রাহ্মণকুমার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করতঃ শাস্ত্রোদ্ধার করিতে যত্ন পান। তাঁহার সহচরদিগের মধ্যে অনেকে শূদ্র ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ জাতির গৌরব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত আমাদের আত্মতত্ত্বের বৈষম্য দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গঠন বিভিন্ন প্রকার করিতে চাহিলেন। তখন আর্য্যকুলতিলক দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে ভীত হইয়া তাঁহাদের পথে বাধা দিলেন। কিন্তু যাঁহারা খৃষ্টের অগ্নিময় মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাঁহারা সে বাধা শুনিবেন কেন? অচিরাৎ সে বাধা অতিক্রম করিয়া "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নাম দিয়া আর এক অভিনব সমাজ সংস্থাপিত করিলেন। স্বাধীনতার যথেচ্ছ ব্যবহার সেখানে প্রশ্রয় পাইয়া তাঁহাদের বলবিক্রম দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। সুতরাং হিন্দু সমাজের উন্নতির স্রোত এখানে হ্রাস হইয়া গেল।

কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! সত্যের কি মহৎ বল! দুই দিন না যাইতেই এই ক্ষুদ্র দল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, যাঁহারা এতকাল প্রচারক বলিয়া পূজা গ্রহণ করিতেছিলেন, তাঁহারা সমাজের অধিনায়ক হইতে চাহিলেন। নিরীহ মেষের ন্যায় কতকগুলি লোক তাঁহাদের অনুগমন করিয়া তাঁহাদিগকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন; আর যাঁহারা স্বাধীনতার মঞ্চে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া অভিমান করিতেন, তাঁহারা তাহার প্রতিপক্ষতাচরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই সময়ের ধর্ম্মতত্ত্ব নামক মাসিক পত্র পাঠ

করিলে আমি কোন্ কথার উল্লেখ করিতেছি পাঠকবর্গ সহজে তাহা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা জাতি, বর্ণ, উচ্ছেদ করতঃ নূতন সম্প্রদায় সঙ্গঠন করিতে প্রয়াস পাইয়া বিবাহের বিল বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, বিবাহের বয়স নির্দ্ধারিত করিয়া ছিলেন, তাহার পর তাঁহাদের অধিনেতার প্রলোভন বিপদ উপস্থিত হইল; পরিশেষে তিনি নিজের সমাজের নিয়ম নিজে উল্লঙ্ঘন করিয়া এক মহারাজার ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই ক্ষুদ্র দলের ঘরোয়া বিবাদ এই স্থলেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এদিকে আবার বিপদ দেখ! কন্যা রাজমহিষী হইবেন এই ভাবিয়া গৃহে যেমন আনন্দের লহরা উঠিতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনি হিন্দুরাজপুরীতে জাতিচ্যুত ব্রাহ্মের কন্যা কিরূপে বিবাহিত হইবে তাই ভাবিয়া হুলস্থুল পড়িয়া গেল। শেষে সরকার বাহাদুর মীমাংসা করিয়া দিলেন, উভয়েরই ধর্ম্মনিয়ম রক্ষা হইবে, তবে উদ্বাহ্য কর্ম্ম না হইলে মহারাণীর গর্ভজাত সন্তান রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিবে না বলিয়া তাহার প্রতিকারার্থ হিন্দু ধর্ম্ম মতে শান্তি স্বস্ত্যয়ন সকলই সম্পাদিত হইবে। কেবল সেবক দলকে বুঝাইবার নিমিত্ত বাহিরে ব্রাহ্মসমাজের নিয়মমত ব্রহ্মোপাসনা হইবে। এই খানেই প্রধূমিত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; স্বাধীনতাপ্রিয় সভ্যদল "কপটতা", "পৌত্তলিকতা" "প্রলোভন প্রিয়তা" ইত্যাদি বহুতর বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া অধিনায়কের দর্প খর্ব্ব করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ছেলে হইলে রাজপুত্র হইবে কি না তাহাই বা কোন্ কথা? সুতরাং অধিনেতার মত ফিরিল, হিন্দুধর্ম্ম পোষণের নিমিত্ত পঞ্চ মহাব্রহ্মবিধির ব্যবস্থা হইল। তাহার নামকরণ হইল "নববিধান"। এই বিধানবাদীরা এখন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন, বেদী হইতে বিরুদ্ধবাদীদিগকে গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা তাহার ভয়ে পলাইতে পথ পাইলেন না। কিন্তু পলাইয়া যাইবেন কোথায়? হিন্দু সমাজ ছাড়িয়া আদি সমাজকে পরিত্যাজ্য ভাবিয়া আর কোথায় যাইবেন? সুতরাং আর এক অভিনব সমাজ "সাধারণ সমাজ" নাম দিয়া সৃজন করিলেন। তাহার প্রভাব দেখে কে? চতুর্দ্দিক হইতে সাধারণীরা পতিতা, পতিত, বিচারে অক্ষম, পেটের দায়ে হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, বিলাতফেরা হুজুকের দল সঙ্গে করিতে লাগিলেন, বালাসুরে তুরী ভেরী বাজাইলেন, তাহা দেখিয়া বাজারের লোক ক্ষেপা হইল, "আদি সমাজ" "নববিধান সমাজ" অন্ধকারে পড়িয়া রহিল, অনুষ্ঠানের খিচুড়া অন্ন প্রস্তুত হইল, চৈতন্যের দল যে নেড়া নেড়ীর দল ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, আবার ৩৫০ বৎসরের পর সেইরূপে সেই মতে লোকে মাতিয়া উঠিল। এখন ইহাদের বাহার বেঁধে কে? পাঠক এখন কি বুঝিতে পারিতেছ, ইহাদের দশা কি হইবে? তোমরা বুঝিতে পার আর না পার প্রধান গোঁসাই মহাশয় তাহা বুঝিয়া অদর্শন হইলেন। অনেক দিনের পর তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনের বনে দেখা পাইলাম। ইনি এখন হরিনামে তিলক, গলায় মালার ছড়াছড়ি, নাকে কাণে তিলকাদি শোভিত হইতেছে, বৈষ্ণব শিষ্যেরা চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়াছে আর পায় কে? তাইত বলিতেছিলাম ভারতেরও দুর্দ্দশা সর্ব্বকাল এইরূপেই পরিণত হইবে। এখন ভাবো দেখি রামমোহনের সে "ব্রহ্মসভা" কোথায়? এক টুক্‌রা "আদিতে" এক টুক্‌রা "নববিধানের" শাখা প্রশাখায়, আর এক টুক্‌রা জলে, স্থলে অনলে নয় কি?

এ দিকে আবার মতের বেগ ফিরিয়াছে; প্রায় ১৭ বৎসর গত হইল এক নব্য সন্ন্যাসী বেদের ধুয়া ধরিয়া ধর্ম্ম প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, পুরাণে, কোরাণে, বাইবেলে যাহা নাই বেদে তাহা আছে, অবধারণতার সহিত তাহা শ্রবণ করিলে প্রকৃতির প্রকৃত ছবি তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বোম্বাই নগরের বুদ্ধিমান লোকেরা তাহা শুনিয়া চমকিত হইলেন, ক্রমে ইউরোপ আমেরিকায় সে সংবাদ গেল। এই সময় "কাউণ্টেস্ ব্ল্যাভাট্স্কী" আর "কর্ণেল অল্‌কট্" আর্য্যবিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহারা তাহা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন, তাই স্বামী দয়ানন্দের চরণতলে বসিয়া সামগান শুনিবার জন্য ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আর্য্যসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। সেখানে কেবল বেদ পাঠ হয় না, হোমের শিখা উঠিতে দেখিয়া বিস্ময়সাগরে ভাসিয়া গেলেন, "পুনর্জ্জন্ম" কথা নূতন শুনিলেন তাহাতে তাঁহাদের গাত্র শিহরিয়া উঠিল, ভাবিলেন এখানেও কুসংস্কারের ছায়া রহিয়াছে, সুতরাং বিরত হইয়া theosophical society "তত্ত্বসভা" নাম দিয়া এক অভিনব সভা সংস্থাপিত করিলেন। তাহাতে দলে দলে লোক জুটিতে লাগিল, প্রথম প্রথম ইহারা প্রকাশ্য ভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত বেদ ছাড়িয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই তত্ত্বসভার গুপ্ত গহ্বরে ভয়ানক অভিনয় হইয়া গেল। আবার লোকের মনের গতি ফিরিয়া আসিয়া আর্য্য দর্শনে আস্থা দেখাইল। পুরাণতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, ভাগবততত্ত্ব, "তত্ত্ব সভায়" পঠিত হইতে লাগিল, তবে প্রভেদ এই যে, পুরাকালে বৌদ্ধাচার্য্যেরা যেরূপে আর্য্যশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, ইহাদিগের মধ্যে ইউরোপের নাস্তিক দল আর্য্যশাস্ত্রের সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। সে কালে বৈশ্যেরা যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের নির্য্যাতন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বৌদ্ধ গুরু "শাক্যসিংহের" পদানত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালেও তেমনি "কৃতবিদ্য শূদ্র দল" সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের শরণাগত হইতে গেলেন। একদিন ব্রাহ্মসমাজ যেমন বর্ণগত পার্থক্য অনুদার বলিয়া তাহার উচ্ছেদ করিতে গিয়াছিলেন, ইঁহারাও তেমনি গুণ কর্ম্মের ধুয়া ধরিয়া উত্তম বর্ণ লাভ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা কি সম্ভবে? এই টুকু বিচার করিতে না পারিয়া "তত্ত্বসভার" সভ্যেরা মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা এখন তাঁহাদিগকে কে বুঝায়? সে সময় মহাকালের গর্ভে এখনও শয়িত রহিয়াছে।

ক্ষত্রকুলাভিমানী শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম লোপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণবংশধর কুমারিল ভট্ট এবং দাক্ষিণাত্যের যোগজীবন শঙ্করাচার্য্য তাহার প্রতিবিধান করেন, ক্ষত্রকুলধুরন্ধর "বাবা নানক" ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিলোপ করিতে চেষ্টা পান, ব্রাহ্মণকুল-

তিলক গুরুগোবিন্দ সিংহ, অম্বিকা দেবীর চরণে মস্তক অবনত করিয়া শিখ সম্প্রদায়ের গতি ফিরাইয়া দেন। ব্রাহ্মণকুলোজ্জ্বলকারী 'রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উজ্জ্বলতর রত্ন উদ্ধার করিয়া অজ্ঞানান্ধ সংসারে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ করেন, শূদ্রকুমার অক্ষয়-কুমার মধ্যপথে তাহার বিঘ্ন জন্মান, তাহার পর তাঁহার পদানুসরণ করিয়া অম্বষ্ঠসন্তান কেশবচন্দ্র তাহা আরও বিকৃত করিয়া ফেলেন। ব্রাহ্মণ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য যত্ন করেন। ইউরোপীয় তত্ত্বসভার অধিনায়ক "অল্‌কট" এবং অধিনায়িকা "এ্যানি বেশান্ট" তাহার অন্তিম চিন্তা অস্বাভাবিক ভাবে নীয়মান করিতে প্রয়াস পাইয়া আমার উপরোক্ত বাক্যের সত্যতা সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করিতেছেন। অতএব এ বিষম সময়ের বিষম সমস্যা। সমস্ত কৃতবিদ্য শূদ্রেরা এখন ইঁহাদিগের অনুচর, তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি কম নহে, কল কৌশলও ক্ষীণতর নহে, তাহাতে ধন মানের চাকচিক্য দেখিয়া মরীচিকা প্রাপ্তে তৃষ্ণাতুর মৃগের ন্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ প্রলোভিত হইয়া তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছেন না যে পরিণামে তাঁহাদের জাতীয় সর্ব্বস্ব কিরূপে অন্তর্হিত হইতেছে। দয়ানন্দী আর্য্য সমাজেও এ বিপদের আশঙ্কা কম নহে। অনেক ক্ষীণবুদ্ধি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়সন্তান তাই পদমর্য্যাদাপূর্ণ শূদ্রদিগের বাক্‌চাতুরীতে পতিত হইয়া তাঁহাদের জাতীয় উদ্দেশ্য তাঁহারাই বিপথে নীয়মান করিতেছেন। এখন এ জাতি সাধারণ বিপ্লবের সময় কে কর্ণধার হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবে? তাই ভাবিয়া সকল প্রকার সংক্রামক রোগাক্রান্ত সমস্ত আধুনিক সমাজের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া আমরা "ভারতে স্বাধীন আর্য্য-মিশন" নাম দিয়া এক ভ্রাতৃ-সম্মিলনী সংস্থাপন করিতেছি; ইহাতে সকল বর্ণের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সমান অধিকার থাকিবে। বেদ ইহার ভিত্তি ভূমি হইবেন, মনু তাহার আচার্য্য হইবেন এবং ভারতীয় আর্য্য-জাতি আপন আপন বর্ণানুযায়ী কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ইহার পুষ্টিসাধন করিবেন।

১। ব্রাহ্মণ—শাস্ত্র ব্যবসায়ী থাকিয়া ধর্ম্মাধিকরণে অধিকারী থাকিবেন।

২। ক্ষত্রিয়—স্বধর্ম্ম পোষণের নিমিত্ত সত্য, ন্যায় ও নীতির বলবৃদ্ধি করিয়া আপদ কালে, রাজ্য, ধর্ম্ম এবং সমাজকে রক্ষা করিবেন।

৩। বৈশ্য—ব্যবসা, বাণিজ্য কার্য্য ধর্ম্মানুসারে সম্পন্ন করিয়া সকল বর্ণকে পোষণ করিবেন।

৪। শূদ্র—স্থির ধীর বিনীত থাকিয়া আপন আপন জ্ঞানানুসারে সকল বর্ণের সেবা করিবেন।

অনার্য্য বর্ণ আর্য্য ধর্ম্মের অনুশাসন রক্ষা করিতে চাহিলে শূদ্রবর্ণের সহিত মিলিত হইয়া সংসার ধর্ম্মের পুষ্টিসাধন করিবেন। ব্যবসা ও যোগ্যতানুসারে সেই সেই শাখা বর্ণের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবেন।

শাখা শূদ্রবর্ণ।

বিশুদ্ধ।

১। বৈদ্য, কায়স্থ, গোয়ালা, মদক, নাপিত, পোটুয়া, বারুই, মালী, কুমার, তেলী, কর্ম্মকার স্বর্ণবণিক, শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক, কাংশ্যবণিক, তাম্বুলী।

মধ্য।

২। কৃষাণ, মাজী, ধীবর, তাঁতী, কাষ্ঠকার, কলু।

অন্ত্যজ।

৩। বাদ্যকার শুঁড়ী মুচী হাড়ি রজক ডোম চণ্ডাল কাহার (বেয়ারা কাওয়া) বেশ্যা।

শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপে।

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় প্রতিষ্ঠিত বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিগত দুই সপ্তাহকাল বাস করিয়া প্রাণ এতদূর মুগ্ধ ও উপকৃত হইয়াছে যে, তৎসম্বন্ধে হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আনুপূর্ব্বিক এই পত্র খানা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত করিলে কৃতার্থ হইব।

যে দিন শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা সংবাদ প্রথম শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই এই পবিত্র আশ্রমে সাধনার্থীরূপে কিছুকাল নির্জ্জনে বাস করিতে প্রাণে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল। দুঃখের বিষয়, এই দীর্ঘকালের মধ্যে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার কোন সুযোগই ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু এখন করুণাময় বিধাতাকে ধন্যবাদ যে, তিনি সেই দীর্ঘকালের বাসনা পূর্ণ করিয়া এ দীনদাসকে কৃতার্থ করিলেন। এই আশ্রম সম্বন্ধে যখনই যে সংবাদ সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে, তখনই তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি।

প্রায় তিন সপ্তাহকাল দেওঘরে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহে অতিথি ভাবে অবস্থিতি করিয়া ছিলাম।

তাঁহার মধুর সস্নেহ ব্যবহারে ও পবিত্র সহবাসে আমি প্রচুর শিক্ষাও আনন্দ লাভ করিয়াছি। দেওঘর হইতে শান্তি নিকেতনে আসিয়া উপস্থিত হই। আশ্রমে ৩।৪ দিন মাত্র থাকিয়াই অন্যত্র যাইব সঙ্কল্প করিয়া ছিলাম। কিন্তু তাহার নির্জ্জনতা পবিত্রতা, ও সৌন্দর্য্য প্রাণকে এমনই মুগ্ধ করিয়া ফেলিল যে, দুই সপ্তাহকাল থাকিয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। তবুও যেন প্রাণের পিপাসা মিটিল না।

দিগন্তপ্রসারিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে এই সুন্দর আশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত। চতুর্দ্দিকে বিশুদ্ধ বায়ু ধূধূ করিয়া নিয়ত নৃত্য করিতেছে। স্থানটি শুষ্ক, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যপ্রদ। বিবিধ কারুকার্য্য শোভিত, লৌহ কাচময় সুন্দর ব্রহ্মমন্দির ও রমণীয় দ্বিতল আশ্রম গৃহ, নানা বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত বাগানের বক্ষে শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষতলে সাধনাসন ধ্যানার্থীদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ব সাগরে অবগাহন করিতে নীরব ভাষায় আহ্বান

করিতেছে। আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তে ছাতিম বৃক্ষতলে ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবের সিদ্ধাসন প্রাণে স্বর্গীয় আশা ও গভীর যোগ তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য অবস্থিতি করিতেছে। উপরে বৃক্ষ শাখায় "কর তাঁর নাম গান" পাঠ করিয়া আর কে নীরব থাকিতে পারে? ফলতঃ স্থানটি নির্জ্জন ব্রহ্মযোগ সাধনের অতি উপযোগী। আশ্রমের বৃক্ষলতা মন্দির, ও চূড়াস্থিত ওঁ তৎসৎ প্রভৃতি বাক্যাবলী সকলে যেন অনাহত ধ্বনিতে শ্রীমন্মহর্ষি দেবের অনাসক্ত বৈরাগ্য ও অধ্যাত্ম যোগের তত্ত্ব নিয়ত উপদেশ করিতেছে। শরীর অপেক্ষা মন তদপেক্ষা আত্মাই শ্রেষ্ঠ, সেই আত্মার উন্নতি সাধন পক্ষে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজ্যপাদ যথার্থই আমাদের ধর্ম্ম পিতার কার্য্য করিয়াছেন। আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন আত্মার হিরণ্ময় কোষে সেই প্রাণস্য প্রাণের সঙ্গে যোগ, সিদ্ধযোগীর শান্ত সমাহিত প্রশান্ত ভাব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সত্য আশ্রমের প্রত্যেক বস্তুর ভিতর দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আমাদের ন্যায় পাপে তাপে উত্তপ্ত, সংসার কোলাহলে অস্থির তরলমতি চঞ্চলাত্মাদের পক্ষে এস্থান যথার্থই শান্তি নিকেতন স্বরূপ। একে নির্জ্জনতা ও পবিত্রতা আশ্রমটিকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে আবার ইহা পূজ্যপাদের সাধন ভূমি, সুতরাং এই দুইএর সম্মিলনে আশ্রমটি আমাদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার মনোহারিত্বের সঙ্গে সিদ্ধিস্মৃতি জড়িত হইয়া যে আত্মাকে ব্রহ্মযোগলিপ্সু করিয়া তুলিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? যে ভূমি এই প্রকারে জীবাত্মার প্রজ্ঞা চক্ষুর সমক্ষে পরমাত্মাকে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করে এবং প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা পরম দেবতার সঙ্গে নিগূঢ় অধ্যাত্ম যোগে যুক্ত হইতে জীবনকে উদ্বুদ্ধ করে, তাহাকে পবিত্র তীর্থ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যে প্রশান্ত ঋষিভাব, অতুল সম্পদ রাশির মধ্যেও যে নির্লিপ্ততা ও যে গভীর অধ্যাত্ম যোগতত্ত্ব বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীকে শিক্ষা দিতে পূজ্যপাদ আহূত এই শান্তি নিকেতন যেন সেই আধ্যাত্মিকতার প্রতিকৃতি। বলিতে আনন্দ হইতেছে, এই পুণ্যভূমি সেই সব স্বর্গীয় শিক্ষাদানে এ দীনাত্মাকে বঞ্চিত করে নাই। পূজ্যপাদের পদাঙ্কানুসরণ ভিন্ন এই সব মহারত্ন প্রাণ লাভ করিতে পারিবে না। আর পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে প্রাণ যেমন ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইবে, তেমনি ব্রহ্মের ভিতরে পূজ্যপাদ ধর্ম্মপিতার সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিবে। শান্তি নিকেতনে যে কয়েক দিন ছিলাম অধিকাংশ সময়েই পূজ্যপাদের জীবনের এই বিশেষভাব ও মহত্ত্ব চিন্তা করিয়াছি, তাঁহার জীবনের শিক্ষারূপ তীর্থবাসে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রায় প্রাতঃদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ ও ব্যাখ্যান পাঠ করা গিয়াছে। পূজ্যপাদের প্রিয় উপনিষদ ও গীতা প্রতিদিন কিছু কিছু পঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, দুই সপ্তাহ শান্তি নিকেতনে থাকিয়া প্রভূত কল্যাণ ও আনন্দলাভ করিয়াছি। যাঁহার কৃপায় এই আনন্দ ও স্বর্গীয় শিক্ষা পাইলাম, সর্ব্বাগ্রে সেই পরম প্রভু পরমেশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতা বশত প্রণিপাত করি। এই উপলক্ষে ভক্তিভাজন ধর্ম্ম পিতা মহাশয়ের শুভাশীর্ব্বাদ কামনা করি। শান্তি নিকেতনের নির্জ্জনবাসে যে শিক্ষা হইল তজ্জন্য তাঁহার চরণেও ভক্তি ভরে বারম্বার প্রণাম। তিনি এ দীন দাসকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মন্দিরে প্রতিদিন দুইবেলা নিয়মিত উপাসনায় যোগ দান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আশ্রমধারী পণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ স্বামী মহাশয় অতি সহৃদয়ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্য পরায়ণ। উভয়ের সঙ্গে সর্ব্বদা একত্র উপাসনা প্রার্থনা ও সৎপ্রসঙ্গ করিয়া পরম আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। অতিথি অভ্যাগতের প্রতি ইঁহাদের মধুর ও সদ্ব্যবহারের জন্যও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আশ্রমের ভৃত্যদের ব্যবহারেও পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। আশ্রমে অতিথি অভ্যাগতের প্রতি যত্ন ও সমাদরের যথোচিত সুব্যবস্থা রহিয়াছে। পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব যে উদ্দেশ্যে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ঈশ্বর কৃপায় তাহা সুসিদ্ধ হউক। পরম পিতা পরমেশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করিয়া আমাদিগকে তাঁহার পদানুসরণ করিতে সক্ষম করুন। আমরা ব্রহ্ম সহবাস-রূপ শান্তিনিকেতনে পরমশান্তিতে অবস্থিতি করি। পুনরায় প্রভু পরমেশ্বর ও পূজ্যপাদ ধর্ম্ম পিতার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া বিদায় হই।

ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।

৩২ এ শ্রাবণ ১৩০৩ সাল।

শ্রদ্ধাবনত—
শ্রীরাইচরণ দাস
পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ
ঢাকা।

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের গৃহ-সংস্কার জন্য বিগত ১৮ই আষাঢ় বুধবার হইতে সাপ্তাহিক ও মাসিক ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে হইতেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শারদীয় পূজা উপলক্ষে আগামী ২৫শে আশ্বিন শনিবার আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় বন্ধ হইবেক। অতএব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বস্ব দেয় টাকা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইতি মধ্যে সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন ইতি।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস।
সহকারী সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের উনত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ও সায়ংকালে ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মসঙ্গীত ও ব্রহ্মসংকীর্ত্তন হইবে। ভক্তগণ ও দর্শক মহাশয়েরা যথা সময়ে আসিয়া যোগদান ও দর্শন করিবেন।

শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক শনিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রিচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭টার সময়ে ঈশ্বরোপাসনা হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭, শ্রাবণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৪৮১২৵৯
পূর্ব্বকার স্থিত	৩২৯৫।৶৬
সমষ্টি	৮১০৭॥৵৩
ব্যয় ...	৪১৪০৸৵৩
স্থিত ...	৩৯৬৬৸০

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
২৯৫৭৻৯
দফে উক্ত মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲
৩৪৫৭৻৯

হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ...	৫০২॥৶৩
	৩৯৬৬৸০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৪২৯৭॥৵৯

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	২৮০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	৪।০
চারিকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ বিক্রয়ের মূল্য	৩৫১৩।৵৯
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ক্রয়	৫০০৲
	৪২৯৭॥৵৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		১২৲
৺ বাবু জয়গোপাল সেন,	কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ,	ঐ	১৸০
„ „ কুঞ্জলাল মল্লিক,	ঐ	৩৲
„ „ গোপালচন্দ্র দে,	ঐ	১৲
„ „ ক্ষেত্রমোহন ধর,	ঐ	১৲
„ „ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী,	ঐ	২।০
„ „ রামলাল বসু	ঐ	২৲
		১২৲

পুস্তকালয়	৪।৶০
যন্ত্রালয়	৪৯৩৲
গচ্ছিত	৩॥৴০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১॥০
সমষ্টি	৪৮১২৵৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৩৮৬৮॥০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩১।৶৯
পুস্তকালয় ...	৩৮।৴৯
যন্ত্রালয় ..	১৯৯॥৶৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	২৸৴০
সমষ্টি	৪১৪০৸৵৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শেষ উপদেশ।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত।

উৎকৃষ্ট কাগজে এবং উৎকৃষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল এক আনা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(স্বামীকৃত টীকা সমেত)

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাকমাসুল ৵০ আনা।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্ববিষয়ক প্রথম উপদেশ। বহুকালের পর ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে জীবাত্মা ও জড়, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি কএকটী বিষয় বিশেষ বিবৃত হইয়াছে মূল্য ৵০ দুই আনা। মাঘোৎসব উপলক্ষে ৴০ আনা।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তকাদি চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রিত করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ীনহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস।
সহকারী সম্পাদক।

PAGES CONTAINS

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম	৵১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য	৵১০
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা	৵৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৵০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৵০
পরলোক ও মুক্তি	৵০
দশোপদেশ	৷৷০
মাঘোৎসব	৷৷০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৵০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।০
ধর্ম্মশিক্ষা	৵০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴০
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (৯ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ঐ (ভাল বাঁধা)	১৷০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০

A Discourse against Hero-making in Religion	
Hindoo Theism	
Theist's Prayer Book	
Tuhfatal Muwahhiddin	
Doctrine of Christian Resurrection	
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	
সঙ্গীতমঞ্জরী	
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ ঐ	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	
বৃদ্ধহিন্দুর আশা	
তাম্বূলোপহার ২য় ভাগ	
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	
Brahmic Quest. of the Day	
Brahmic Advice, Caution and Help	
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	
Adi B. Samaj as a Church	
A Reply to the Query "What is Brahmoism?	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	
Science of Religion	
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	
তত্ত্ববিদ্যা	
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	
ঐ (বাঁধা)	
উদ্গীথা	
ধর্ম্মমালা:	
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	

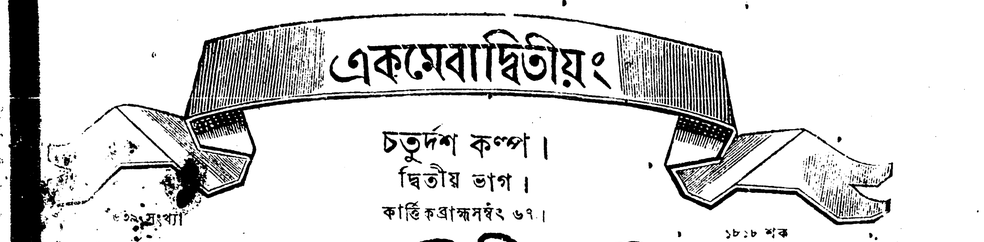

চতুর্দ্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
কার্ত্তিকব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৯ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়।			পৃষ্ঠা
ইহাই অমৃতত্বকামনার পরিসমাপ্তি (শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	৯৯
মুক্তির উপায় (শ্রীনীলাম্বর দাস গুপ্ত)	...	...	১০১
ব্রহ্মের অভিব্যক্তি (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	...	১০৩
পুরাবৃত্ত (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	...	...	১০৯
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাথুরেঘাটা)	...	...	১১২
ব্রাহ্মসমাজের লিপি (শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	১১৩

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৩। কলিগতাব্দ ৪৯৯৭। ১ কার্ত্তিক শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারীসম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

তাহার শান্তির উপায় করিবেন না—আমরা যে তাহা হইলে বাঁচিতেই পারিব না। তাঁহার উদার সদাব্রতের কথা কি ব্যক্ত করিব—তিনি ইতি পূর্ব্বেই শান্তির উপায় করিয়া দিয়াছেন; সরল পথে তাঁহার কাছে যাও, দেখিবে যে তাঁহার অমৃতভাণ্ডারের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত; তিনি স্বয়ং আপনাকে দিয়াও ভক্তের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করেন। সেই স্বর্গলোকে গেলেই আমাদিগকে আর ক্ষুধাতৃষ্ণার ভয়ে ভীত হইতে হইবে না; সেই একমাত্র লোক আছে যেখানে জরা শোক নাই, পাপতাপ নাই এবং যে লোকে মৃত্যুরও পরাক্রম ব্যর্থ হইয়া যায়।

"স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে শোকাতিগোমোদতে স্বর্গলোকে॥"

স্বর্গলোকে ভয়ের কারণ কিছুই নাই; জরাকেও কেহ ভয় করে না; বিগতশোক ব্যক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে আনন্দিত হয়েন।"

এই স্বর্গলোক আমাদের দূরে নহে; তাহা আমাদের অতি নিকটে—আত্মারই অন্তরে তাহা বর্ত্তমান। এই স্বর্গলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে যখন আমাদের আত্মাতেও দেখিতে পাই, তখনই আমাদের আত্মাই স্বর্গলোক হইয়া উঠে, তাহাই তখন ব্রহ্মধাম হয়। সেই মহান্ পুরুষ অসীম আকাশেও যেমন ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন, তেমনি মানবাত্মাতেও আত্মার অন্তরাত্মা হইয়া সর্ব্বদাই সম্যক্‌রূপে স্থিতি করিতেছেন "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।". কিন্তু মানবাত্মাই তাঁহার প্রিয়তম আসন "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।" মানবাত্মার ন্যায় প্রিয় আসন তিনি আর কোথায় পাইবেন? জড়পদার্থ আপনাকেই আপনি জানে না, ঈশ্বরকে জানিবে কিরূপে? মনুষ্য ব্যতীত অন্য কেই বা আপনাকে আপনি জানে এবং কেই বা জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে জানে? মনুষ্য যেমন তাঁহার নিকট হইতে স্নেহপ্রীতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনুষ্যই তাঁহাকে হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেমভক্তি উপহার প্রদান করিতে পারে, তাই মানবাত্মাই ঈশ্বরের প্রিয়তম বস্তু; ঈশ্বর মানবাত্মাতেই অধিষ্ঠান করিতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসেন।

এই পরমাত্মা অসীম আকাশেও ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন, মানবাত্মাতেও চির-অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; তিনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া পরম কৃতার্থ হয়েন? যাঁহারা ইহাঁতে নিঃসংশয় হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ইহাঁকে দেখিতে চাহেন, তাঁহারাই তাঁহাকে লাভ করিয়া অতুল আনন্দসাগরে ভাসমান হয়েন, কারণ এই আত্মার 'অন্তরাত্মা হৃদ্গত সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন "হৃদা মনীষা মনসাহভিক্লৃপ্তঃ।" সেই দেবদেব তর্কের অগম্য। তর্ক তাঁহার নিকটেও পৌঁছিতে পারে না। "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তর্ক সেখানে দাঁড়াইবে কি প্রকারে?

হে ভ্রাতৃগণ! ভ্রমক্রমে আমরা যেন তর্কের কণ্টকাকীর্ণ পথে ব্রহ্মানুসন্ধানে না যাই। সে পথে যাইলে কেবল কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে। সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশ্বর স্বয়ং যে পথ আমাদিগের অন্তরে থাকিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, সেই পথ ধরিয়া চলিলেই অতি সহজেই সংসার উত্তীর্ণ হইয়া উজ্জ্বল ব্রহ্মধামে গমন করিতে পারিব। আমাদের অন্তরে যে ব্রহ্মজ্ঞান নিহিত আছে, তাহাকেই জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেই তাঁহার সাক্ষাৎদর্শন পাইব। এবং এইরূপে তাঁহাকে জানিতে পারিলেই আমরা অমৃতত্বলাভ করিব এবং অমর হইব। তখনই আমাদের আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হইবে। তখনই জানিতে পারিব যে ঋষিরা যে আশাবাণী আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা কি রূপ পরম সত্য—কেবল আশাবাণী মাত্র নহে।

হে পরমাত্মন্! তুমি স্বয়ং আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা তোমার কিছুই জানিতে পারি না। তুমি আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া, তুমি আমাদের শিক্ষাগুরু হইয়া আমাদের জ্ঞানকে উন্নত করিয়া দাও, প্রীতিকে উজ্জ্বল করিয়া দাও। আর তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব—এই প্রার্থনা সফল কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সত্যলাভের উপায়।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

এইরূপ অন্যান্য প্রকারের হৃদয়গত উৎকর্ষও সত্যলাভের জন্য আবশ্যক; তজ্জন্য কৌতূহলের প্রয়োজন, শ্রদ্ধার প্রয়োজন, সত্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ আবশ্যক এবং সহানুভূতির পরিধি সমুদ্রের ন্যায় দিগন্তপ্রসারিত হওয়া আবশ্যক। মহামুনি শাক্যসিংহের যদি জগতের প্রতি অসীম মমতা না থাকিত, তবে তিনি কখনই রাজ্যসুখ তুচ্ছ করিয়া সত্য নির্ণয়ের নিমিত্ত উদাসীনের বেশ ধারণ করিতেন না, এবং কর্ম্মফলের অখণ্ডনীয় নিয়মও জগতে প্রচার করিতে পারিতেন না। অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন ঋষিগণের সত্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল বলিয়াই, তাঁহারা অসার বস্তু সকল উপেক্ষা করিয়া, সজন ছাড়িয়া নির্জনে যাইয়া অবস্থিতি করিতেন এবং তথায় বসিয়া বসিয়া অহোরাত্র "ইষ্টঞ্চ কেবলং জ্ঞানং" এই মহামন্ত্র জপ করিতেন। ফলত যাঁহারা সত্য প্রচার করিয়া পৃথিবীর অন্ধকার অপসারিত করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদিগের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, সত্যলাভের জন্য হৃদয়গত উৎকর্ষের প্রয়োজনীয়তা ততই হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে।

অধ্যবসায় সত্যোদ্ধারের তৃতীয় সহায়। উদ্যমমাত্রেই যে প্রকৃতির প্রিয় নিকেতনের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। প্রকৃতির দ্বার উদ্ঘাটন করা বড় সহজ নহে; ইহাতে যে কত বাধা পাইতে হয়, কতবার যে বিফলমনোরথ হইতে হয় তাহার নিশ্চয় নাই। এই কারণে, প্রথম প্রতিঘাতেই যাহার উদ্যম ভঙ্গ হয়, হৃদয় অবসন্ন হয়, তাহার দ্বারা কখনও সত্যোদ্ধার হইয়া উঠে না। প্রখরা ধীশক্তি থাকিলেই বা কি ফল, হৃদয়ের উৎকর্ষ থাকিলেই বা কি লাভ, যদি তৎসঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় অধ্যবসায় না থাকে? বাস্তবিক অধ্যবসায় যে কি একটী মহতী শক্তি তাহা বুঝাইয়া দেওয়া অতি দুষ্কর। উহা মানসিক জগতের স্পর্শমণি, যখন যে বৃত্তির সংশ্রবে আইসে, উহা তখনি সেই বৃত্তিকে দেদীপ্যমান করিয়া তুলে। উহা সর্ব্বপ্রকার অভাব পূরণ করিতে

সমর্থ। বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ না হইলেও, অধ্যবসায়ের অলৌকিক বলে উহা ক্রমশই উজ্জ্বল হইয়া আইসে; হৃদয়গত উৎকর্ষ লাভের পথে শত অন্তরায় থাকিলেও অধ্যবসায়ের স্বর্গীয় প্রভাবে ক্রমে ক্রমে তাহারা সকলেই তিরোহিত হইয়া যায়, এবং হৃদয় পূর্ণ বিকশিত হইয়া প্রোৎফুল্ল কমলের ন্যায় এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া থাকে। এবং যে সকল তত্ত্ব মানব বুদ্ধির অগম্য বলিয়া বহুকাল হইতে অবধারিত হইয়া রহিয়াছে, অধ্যবসায় থাকিলে, তদীয় অচিন্তনীয় বলে তাহারাও করতলস্থ আমলকবৎ মানবের আয়ত্ত হইয়া, পৃথিবীতে অমরাবতীর শোভা ছড়াইতে থাকে। এই যে আজ আমাদের পরম প্রীতিভাজন ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু, সহায়সম্পত্তিহীন হইয়াও তড়িৎ সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিলেন, তাহা কিসের বলে? যাঁহারা জানেন তাঁহারা নিশ্চয়ই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন—অধ্যবসায়ের বলে। যদি একজনের অধ্যবসায়ের বলেই বাঙ্গালীর নাম, বাঙ্গালীর গৌরব, সুদূর ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও প্রতিধ্বনিত হয়, তবে সকলে সমবেত হইয়া অধ্যবসায় সহকারে সত্যাবিষ্কারের চেষ্টা করিলে, বঙ্গের দুর্দ্দশা ঘুচাইতে কতক্ষণ? বস্তুতঃ যাঁহারা সতত "মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্ শরীরম্ বা পাতয়েয়ম্" এই মন্ত্র জপ করেন, তাঁহারা কি না করিতে পারেন?

আলোচনা সত্যোদ্ধারের চতুর্থ সহায়। ভ্রমপ্রমাদ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষের সিদ্ধান্তে সাধারণত সত্য মিথ্যা মিশ্রিত থাকে। আলোচনা ব্যতিরেকে কোন্ সিদ্ধান্তে কতটুক সত্য কতটুক্ মিথ্যা আছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং কোনও বিষয়ে স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণাদি দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা হইতে সত্যের অংশটুকু ছাঁকিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত, অন্যান্যের সহিত তদ্বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া যথার্থ পদ্ধতি অনুসারে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, সত্যোদ্ধারের পন্থা ক্রমশই পরিষ্কার হইয়া আইসে। অনুমান বা স্বয়ংনির্ণীত সংস্কারকে সংশয়ের সীমা অতিক্রম করাইয়া স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত করিবার একমাত্র সহায় আলোচনা। অদ্যাবধি যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, আলোচনার পর আলোচনা করিয়া মানব তাহাদিগকে লাভ করিয়াছে। যতই অনুশীলন হইবে, যতই আলোচনা করা যাইবে, মিথ্যা সংস্কার ততই তিরোহিত হইয়া সত্যের অংশ ততই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইবে এবং সত্যের মহিমা ততই পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অহো আলোচনার মহিমা কিপ্রকারে সম্যক্ ব্যক্ত করিব? একবার নিজের সহিত তুলনা করিয়া জ্ঞানগর্ব্বিত ইয়োরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যে ইয়োরোপ একদা অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, আজ সেই ইয়োরোপের এত গৌরব এত প্রভাব কোথা হইতে আসিল? আলোচনা কি তাহার এক মূল কারণ নহে? আর যাঁহারা এক সময়ে জ্ঞানের প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধর আমরা যে আজ অজ্ঞানের অন্ধকারময় কূপে ক্রমশই নিমগ্ন হইতেছি, তাহারই বা কারণ কি? আলোচনার অভাব কি ঈদৃশী অবনতির এক প্রধান কারণ নহে?

অতএব এস আমরা সত্যলাভার্থ ব্যাকুল হইয়া পরস্পরের সহিত সরল ভাবে আলোচনা করি, অধ্যবসায় অভ্যাস করিয়া হৃদয়কে পূর্ণ বিকসিত করিতে যত্নবান হই এবং ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ করিয়া সর্ব্বদা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত রাখি, এবং এই উপায় চতুষ্টয়ের সাহায্যে সত্য লাভ করিয়া, জীবন সফল করি। আর নিদ্রিত থাকা উচিত নহে; এখন গাইতে হইবে।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

"দেও খুলে জ্ঞান আঁখি, দেও খুলে জ্ঞান আঁখি।" যতদিন জ্ঞান আঁখি না খুলিবে, যতদিন সত্যলাভ না হইবে তত দিন কিছুতেই অন্ধকার ঘুচিবে না, তত দিন "পর দীপ মালা নগরে নগরে,

তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

আরণ্যকাণ্ড।

পঞ্চদশ প্রস্তাব।

(দণ্ডকারণ্য গমন, শূর্পনখার নাসাচ্ছেদ।)

এক সময় ছিল যখন শাস্ত্রনিহিত সত্য সকল স্বকীয় দীপ্তিতেই প্রতিভাত হইত। বাহিরের কোন দোহাই-এর আবশ্যক হইত না। এই জন্য দেখা যায় বেদ ও উপনিষদে সত্যগুলি একভাবে কথিত, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক শাস্ত্রে তাহা অন্যভাবে পরিকীর্ত্তিত। বৈদিক সময়ে অধিক হয় ত "ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে" অর্থাৎ "প্রাচীন কালের ব্রহ্মবিদের মুখে এইরূপ শুনিয়াছি" ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃতি জন্য প্রাচীন ঋষিদিগের পক্ষে এইরূপ দোহাইই পর্য্যাপ্ত হইত। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে হরপার্ব্বতী, কৃষ্ণার্জ্জুন, রামবশিষ্ট ও অবতারাদি কল্পনা না করিলে চলিল না। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপালনের ফলশ্রুতি অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কর্ম্মানুষ্ঠানে কোটি কল্প স্বর্গবাস, অশ্বমেধ যজ্ঞফলে ইন্দ্রত্ব-প্রাপ্তি প্রভৃতির বিস্ময়জনক আধিক্য শাস্ত্রমধ্যে এতই পরিলক্ষিত হয়, যে মনে হয় শাস্ত্রকারগণ ফলশ্রুতির প্রলোভন দেখাইয়া অপেক্ষাকৃত অজ্ঞানান্ধ লোক সাধারণকে বশে রাখিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন এবং সকলকে ধর্ম্মের শান্তিপ্রদ ছায়ার মধ্যে আনিয়া জনসমাজের মঙ্গল সাধনে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফললাভের আশাদানে যেরূপ মুক্তহস্ত (যেমন বিশেষ দিনে একবার মাত্র গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটি কুল উদ্ধার), তাহাতে ইহাও মনে হয় যে তাঁহারা অন্য কোন নূতন ধর্ম্মের প্রবল বন্যা হইতে বিবেকবিহীন নরনারীকে উদ্ধার করিবার ইহা ভিন্ন প্রকৃষ্ট ও আশুপ্রতিকারক গত্যন্তর দেখিতে পান নাই। তাঁহারা একদিকে নূতন নূতন পৌরাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া উপাখ্যান-ছলে ও অবতার-মুখে ধর্ম্মের নিগূঢ় সত্য, বৈদান্তিক রহস্য সাধারণের উপযোগী করিয়া ফলশ্রুতি সহ বলিয়া চলিলেন; অন্যদিকে নিমগ্নপ্রায় মনুষ্যকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য তামসিক ও রাজসিক ভাবের সংমিশ্রণে ধর্ম্মকে কতকটা প্রবৃত্তির অনুকূল করিয়া দিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের সোপান ধরাইয়া দিবার জন্য তান্ত্রিক মায়াজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। লোকে যতই কেন ঘৃণিত চরিত্র হউক না, পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যতই

কেন সে লালায়িত হউক না তথাপি তাহাকে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, যে কোন উপায়ে হউক তাহাকে ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আনা চাই, ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়া ছিল। বিকৃত ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিলে কোন না কোন কালে সে সত্যধর্ম্মের স্বর্গীয় বহ্নি দেখিতে পাইবে, এই আশাই তাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করিতেন।

এই যে শারদীয় মহাপূজা, যাহা প্রতি-হিন্দুর প্রাণের সামগ্রী তাহার ভিতরেও তামসিক, রাজসিক ও সাত্বিক ভাবের বিকাশ। এই যে বামাচার বীরাচার প্রভৃতি বিকৃত শক্তি পূজাপদ্ধতি তাহার ভিতরেও শাস্ত্রকারগণের এই গূঢ় অভিপ্রায় লুক্কায়িত। (প্রকৃত পক্ষে এই উপায়ে লক্ষ্য সাধন যে কতদূর কার্য্যকরী ও সমীচীন হইয়াছিল, ও পরবর্ত্তী সময়ে তাহাতে দেশের মঙ্গল প্রসূত হইয়াছে কি না, তাহা তর্কের বিষয়।) আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে নিম্নের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য বিষয় বিশদ করিবার চেষ্টা পাইতেছি।

শারদী চণ্ডিকাপূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে
সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি বিশ্রুতিঃ।
সাত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ র্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং।
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনন্তথা
দেবীসূক্তজপশ্চৈব যজ্ঞো বহ্নিষু তর্পণং।
রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা
সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈ র্বিনাতু যা।
বিনা মন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানান্ত সম্মতা
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈ র্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ।
এবং নানাম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ
স্বয়ং বাপ্যন্যতো বাপি পূজয়েৎ পূজয়েত বা।

ভাবার্থ; শারদীয় দুর্গাপূজা ত্রিবিধা সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী। জপযজ্ঞ নিরামিষ নৈবেদ্য, পুরাণাদিতে দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দেবীসূক্ত জপ হোম তর্পণ লইয়া সাত্বিকী পূজা; বলিদান ও সামিষ নৈবেদ্যে রাজসী পূজা, সুরামাংস জপযজ্ঞহীন উপচারে বিনামন্ত্রে কিরাতগণসম্মত তামসী পূজা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি ম্লেচ্ছ ও দস্যুগণ কর্ত্তৃক আচরিত হয়। নিজে বা অন্য দ্বারা এই পূজা সমাধা করিবে।

আমরা ইহা হইতে বুঝিলাম কি। যিনি উন্নত তিনি পূর্ব্বোক্ত বিধানে সাত্বিক মতে দেবীর পূজা করুন। মৎস্য মাংস যাঁহার না হইলে চলে না, তিনি মেষমহিষ রক্তে দেবীর আরাধনা করুন। তাহাতেও যিনি অক্ষম তিনি দেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করুন। শাস্ত্রকারগণের কিছু ইহা লক্ষ্য নহে যে সামর্থ্য থাকিলে সাত্বিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া রাজসিক ভাবে, রাজসিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া তামসিক ভাবে দেবীর পূজা করিতে হইবে। আপনার যোগ্যতা ও অধিকার বুঝিয়া লোকে উৎকৃষ্ট মধ্যম বা অপকৃষ্ট উপায় গ্রহণ করুক ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল।

আমরা যতদূর বুঝি ধর্ম্মের সাহায্য লইয়া বৃথা মদ্য মাংসাহারের প্রচলন খর্ব্ব করা তান্ত্রিক শাস্ত্রকারগণের অন্যতম কেন এক প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। যাঁহারা বিবেকবলে সংযম অভ্যাস করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের উপরে ধর্ম্মের বন্ধনের যে বিশেষ উপযোগিতা আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিছু পূর্ব্বে দেখিয়াছি লোকে আহার বিহার জন্য বৃথা পশুবধ করিতে পারিত না। নিতান্ত আবশ্যক হইলে পূজার আয়োজন করিয়া বলিদিয়া সেই মাংস ভক্ষণ করিত। তান্ত্রিকেরাও মদ্য

শোধন না করিয়া পান করিতে সাহসী হইত না। ফলে এই হইত যে আড়ম্বর বহুল পূজার আয়োজন করিতে গিয়া অনেকের মাংসাহারের স্পৃহা আপনা হইতেই খর্ব্ব হইয়া আসিত, হয়ত কাহারও দেবভাব বিকশিত হইয়া পড়িত, অনেকের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইবার অবকাশ ঘটিত। যাহাদের এ সকল কিছুই হইত না, ইন্দ্রিয়সেবা করিতে গিয়া তাহারাও অজ্ঞাতসারে একবার ঈশ্বরের নাম লইত। যতবার তাহাকে মদ্যমাংস সেবন করিতে হইবে ততবার তাহাকে ঈশ্বরের নাম লইতে হইবে। ইহা কিছু সামান্য সূচনা নহে।

কিন্তু বর্ত্তমানে সে ভাবের অন্তরায় ঘটিয়াছে। লোকে যেমন একদিকে প্রচলিত পৌত্তলিকতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেছে, তেমনি তাহার স্থলে আর একটি উন্নত ধর্ম্মকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিতে পারিতেছে না। ইহাই সমস্ত বিপ্লবের স্বেচ্ছাচারেরও জাতীয় দুর্গতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা বলিতে চাহেন পুরাতন তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি বীরাচার পশ্বাচার জাগাইয়া তোল, পৌরাণিক জল্পনার প্রতি অক্ষরে বিশ্বাস স্থাপন কর, এদুর্দ্দিন চলিয়া যাইবে, তাহারা সময়ের আহ্বানে নিতান্তই বধির। জ্ঞানের আলোকে চারিদিক উৎভাসিত হইয়া উঠিতেছে, এসময়ে জ্ঞানোন্নত ধর্ম্ম গ্রহণ ও তাহাতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের রক্ষা নাই। নূতন ধর্ম্ম কিছু বিদেশ হইতে আনিতে হইবে না। বেদ বেদান্ত উদ্ঘাটন কর, জ্ঞানের অন্ন সত্য পাইবে, বিশ্বাসের অনুকূল ধর্ম্ম পাইবে ও সাধনের অনুকূল জাগ্রত দেবতা মিলিবে।

যাক্, এদিকে রাম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে বলদৃপ্ত বিরাধ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তুমুল সংগ্রামে বিরাধ অবসন্ন হইয়া পড়িল, এবং রামকে সাম্বোধন করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল বুঝি নিহত হইলাম। আমি মোহ বশত অগ্রে তোমাকে চিনিতে পারি নাই। তুমি কৌশল্যাতনয় রাম। আমার নাম তুম্বুরু, কুবেরশাপে রাক্ষসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছি। কুবের আমাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যখন রাম তোমাকে যুদ্ধে সংহার করিবেন, তুমি গন্ধর্ব্বপ্রকৃতি অধিকার করিয়া পুনরায় স্বর্গে আসিবে। এক্ষণে তোমার কৃপায় এই দারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম। বাল্মীকি রামায়ণে এই পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু অধ্যাত্মরামায়ণকার এমন সুন্দর সুযোগ ছাড়িলেন না। বিরাধমুখে রামের স্তুতিচ্ছলে একটি সুমিষ্ট স্তব বাহির করিলেন।

ইতঃ পরং তচ্চরণারবিন্দয়োঃ
স্মৃতিঃ সদা মেঽস্তু ভবোপশান্তয়ে।
তন্নামসঙ্কীর্ত্তনমেব বাণী
করোতু মে কর্ণপুটং ত্বদীয়ং।
কথামৃতং পাতু করদ্বয়ং তে
পাদারবিন্দার্চ্চনমেব কুর্য্যাৎ।
শিরশ্চ তে পাদযুগপ্রণামং
করোতু নিত্যং ভবদীয়মেবম্।

অতঃপর সংসারজ্বালা শান্তির জন্য তোমার চরণারবিন্দের স্মৃতি যেন আমার অন্তরে জাগরূক থাকে। বাক্য যেন তোমার নামকীর্ত্তন করে। কর্ণ যেন তোমার অমৃত কথা পান করে, হস্তদ্বয় যেন তোমার চরণকমলের অর্চ্চনা করে, মস্তক যেন অবিরাম তোমার পদে প্রণিপাত করে।

বিরাধবধান্তে রামের সহিত শরভঙ্গের সাক্ষাৎ হয়। মুনি রামকে দেখিয়া বলিলেন বৎস! আমি কঠোর তপঃসাধনে সকলের অসুলভ ব্রহ্মলোক অধি-

কার করিয়াছি। ইন্দ্র আমাকে তথায় উপনীত করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তোমাকে অদূরবর্ত্তী জানিয়া এবং তোমার ন্যায় অতিথিকে না দেখিয়া তথায় গমন করিলাম না। তুমি ধর্ম্মশীল, তোমার সমাগমলাভে তৃপ্ত হইয়া পশ্চাৎ দেবসেবিত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিব। অদূরে কুসুমবাহিনী মন্দাকিনী, তুমি উহাকে প্রতিস্রোতে রাখিয়া যাও, সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রম পাইবে। এক্ষণে তুমি মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর, "যাবজ্জুহোমি গাত্রাণি জীর্ণং ত্বচমিবোরগঃ" ৫ম সর্গ, ৩৭। ভুজঙ্গ যেমন জীর্ণ ত্বক পরিত্যাগ করে, আমি তোমার সমক্ষে এই দেহ বিসর্জ্জন করিব। এই বলিয়া শরভঙ্গ বহ্নিস্থাপন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কেশাস্থিমাংস ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তিনি ভাস্বর দেহে ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন। অধ্যাত্মরামায়ণকার ঋষিমুখে বলাইলেন—

কোবা দয়ালুঃ স্মৃতকামধেনুরন্যো জগত্যাং রঘুনায়কাদহো।

জগতে রঘুনাথ রামচন্দ্র ভিন্ন, স্মরণমাত্রে কামধেনুর ন্যায় ভক্তের সকল মনোরথ পূর্ণ করিতে পারে, এমন দয়ালু আর কে আছে! অতঃপর সুতীক্ষ্ণের সহিত রামের সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া তিনি অগস্ত্যের আশ্রমে উপনীত হয়েন। মহর্ষি তাঁহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন তোমরা জানকীকে লইয়া আমাকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছ, ইহাতে প্রীত হইলাম, কুশলী হও; সীতা অরণ্যে আসিয়া অতিদুষ্কর কার্য্য সাধন করিতেছেন। স্ত্রীলোকেরা আবহমান কাল হইতে সঙ্গপরিহারে বিদ্যুতের চাঞ্চল্য স্নেহচ্ছেদনে অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা এবং অন্যায় আচরণে বায়ুও গরুড়ের শীঘ্রতা অবলম্বন করে; কিন্তু তোমার পত্নী সীতা সুরসমাজে দেবী অরুন্ধতির ন্যায় নিতান্তই পতিব্রতা। নিকটে পঞ্চবটী, তুমি যখন এখানে বাস করিতে সঙ্কুচিত হইতেছ, ঐ অরণ্যে গিয়া অবস্থান কর সুখী হইতে পারিবে। অধ্যাত্মরামায়ণকারের মতে সুতীক্ষ্ণ অগস্ত্যশিষ্য ও রামমন্ত্রোপাসক (অগস্ত্যশিষ্যো রামস্য মন্ত্রোপাসনতৎপরঃ)। সুতীক্ষ্ণের স্তব অতিমধুর। তিনি রামকে বলিলেন,

মামন্ত সর্ব্বজগতামবিগোচরস্ত্বং তন্মায়য়া সুতকলত্র গৃহান্ধকূপে, মগ্নং নিরীক্ষ্য মলমুদ্গলপিণ্ডমোহপাশান্ধবদ্ধহৃদয়ং স্বয়মাগতোঽসি!

রাম! তোমার মায়ায় পুত্র কলত্র সহ গৃহ রূপ অন্ধকূপে নিমগ্ন ও মলপূর্ণ গলিত দেহে বিজড়িত ও মোহপাশবদ্ধ অবলোকন করিয়া, কি তুমি সকলের অগোচর হইয়া স্বয়ং (কৃপাপরবশ হইয়া) আমাকে দেখিতে আসিয়াছ! রাম উত্তর করিলেন, আমি জানি আমার উপাসনাতে তোমার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তাই আজি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।

(মুনে জানামি তে চিত্তং নির্ম্মলং মদুপাসনাৎ অতোঽহমাগতো দ্রষ্টুং ইত্যাদি)।

অধ্যাত্ম রামায়ণে ইহাও আছে যে অগস্ত্যের সহিত রামের সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই অগস্ত্য শ্রীরামভক্ত মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া শ্রীরামমন্ত্র উপদেশ করিতেছিলেন। সুতরাং রামকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা সকলে মিলিয়া পূর্ণ ব্রহ্মরূপে তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। ইহার পরে রাম পঞ্চবটী গমন করিলেন। এবং এক সুরম্য পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ঐ

গোদাবরী তীরে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা কামরূপিণী শূর্পনখা রামের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার সহিত আপনার বিবাহের প্রস্তাব করিল। কিন্তু রাম পরিহাসচ্ছলে তাহাকে কহিলেন, স্ত্রী আমার সন্নিহিতা, তুমি লক্ষ্মণের নিকট যাইয়া আপন অভীষ্ট ব্যক্ত করিতে পার। লক্ষ্মণ কহিলেন আমি রামের আজ্ঞাধীন, তুমি তাঁহারই নিকটে গমন কর। শূর্পনখা আসিয়া আপন মনোবেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া রোষভরে বিনাশ কামনায় জানকীর দিকে অগ্রসর হইল। রামের আদেশে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। ঘোরা নিশাচরী বিস্বরে রোদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। এবং জনস্থানের সন্নিহিত হইয়া স্বীয় ভ্রাতা খরকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। খর বিপ্রঘাতক চতুর্দ্দশ রাক্ষসকে রামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিল। কিন্তু তাহারা রামের অপ্রতিহত তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া একে একে ধরাশায়ী হইল। খর সাতিশয় কুপিত হইয়া দূষণকে সঙ্গে লইয়া চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত রামবিনাশে অগ্রসর হইল। ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাম ও লক্ষ্মণের প্রচণ্ড অস্ত্রবর্ষণে ক্ষণকালের মধ্যে রাক্ষসসৈন্য নির্ম্মূল হইয়া গেল। খর ও ত্রিশিরা অবশিষ্ট রহিল। রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে ত্রিশিরার তিন মস্তক ছেদন করিলেন। রাক্ষস সধূম শোণিত উদ্গার করিতে করিতে রণস্থলে নিপতিত হইল। খরও বহুক্ষণ সংগ্রাম করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিল। অকম্পন নামে এক রাক্ষস অবশিষ্ট ছিল। সে জনস্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে লঙ্কায় গিয়া রাবণকে সংবাদ দিল। রাবণ সম্মুখসমরে রামলক্ষ্মণ বিনাশের প্রস্তাব করিলে অকম্পন কহিল আপনি কিছুতেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। সীতা নামে রামের এক সুরূপা পত্নী আছে। রামকে বিমোহিত করিয়া ঐ স্ত্রীরত্নকে কোনরূপে অপহরণ করুন। স্ত্রীবিয়োগ হইলে সে কখনই প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে না। রাবণ তাহাতেই সম্মত হইয়া একমাত্র সারথীকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল, এবং তাড়কাতনয় মারীচের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল আমি রামের ভার্য্যাকে অপহরণ করিব, তোমাকে তাহার সাহায্য করিতে হইবে। মারীচ উত্তরে কহিল কে তোমাকে এই কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিল। যুদ্ধ করা দূরে থাকুক তুমি রামকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ নহ। রাম মহাবল সিংহ, রণক্ষেত্রে সঞ্চরণ উহার অঙ্গসন্ধি ও কেশর, রণচতুর রাক্ষসমৃগ সংহার করা উহার কার্য্য, শানিত অসি দশন, এবং শরই অঙ্গ; সে এক্ষণে নিদ্রিত আছে, তাহাকে জাগরিত করা তোমার উচিত হইতেছে না। তখন রাবণ তাহার কথা শুনিয়া লঙ্কায় প্রস্থান করিল।

এদিকে শূর্পনখা আসিয়া রাবণের সম্মুখে কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এবং তাহাকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। রাবণ স্বয়ং যানশালায় প্রবেশ করিয়া এক মনোরথগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক মারীচের আশ্রমে আসিয়া পুনরায় উপস্থিত হইল। এবং কহিল তোমাকে রজতবিন্দুখচিত হিরণ্ময় হরিণ হইয়া সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ করিতে হইবে। সীতা তোমাকে দেখিলে নিশ্চয়ই তোমায় গ্রহণ করিবার জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিবেন। এবং তাঁহারা

এই কার্য্য প্রসঙ্গে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে আমি পরম সুখে সীতাকে হরণ করিব। মারীচ উত্তর করিল রাজন্! আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞকালীন যুদ্ধে কথঞ্চিৎ রামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম। পূর্ব্বে মৃগরূপী দুইটি রাক্ষসের সহিত একদা দণ্ডকারণ্যে ঋষিবধ করিতেছিলাম। রাম আমাদিগকে দেখিয়া শরত্যাগ করিলেন, সহচর দুইটি বিনষ্ট হইল। আমি কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিয়া যোগী তাপস হইয়া এইস্থানে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া আছি। বলিতে কি তদবধি ভীত হইয়া সতত যেন সহস্র সহস্র রামকে প্রত্যক্ষ করি, সমস্ত অরণ্যই আমার রামময় বোধ হয়। আমি স্বপ্নযোগে উহাঁকে দেখিবামাত্র চমকিত হইয়া উঠি। আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার অনুগমন করিতে পারিব না। রাবণ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মারীচ কি করিবে অগত্যা স্বীকৃত হইল। এবং উভয়ে সীতাহরণার্থ বহির্গত হইল।

কিন্তু এদিকে অধ্যাত্মরামায়ণের অরণ্য কাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে রাম পঞ্চবটী বনে নিজকুটীরে সমাসীন; লক্ষ্মণ তাঁহাকে সবিনয়ে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন ভগবন্! আপনি ভিন্ন ভূমণ্ডলে আর কেহ বক্তা নাই, আপনার নিকট মোক্ষের ঐকান্তিক কারণ শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছি। রাম কৃপাপরায়ণ হইয়া যাহা বলিলেন তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈদান্তিক মায়াবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উপসংহারে রাম একাদশীতে উপবাস, ও রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণ, নিজের পূজা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন মুক্তিপ্রদ বলিয়া উপদেশ দিলেন। পরে শূর্পনখার সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক তাহার নাসাকর্ণ ছেদিত হইল।

শূর্পনখা আসিয়া খরদূষণাদির মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপনে রাবণকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলে তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাম মনুষ্য হইয়া একাকী খরকে কিরূপে সসৈন্যে বিনাশ করিল। অথবা রাম মনুষ্য নহেন, আমাকে বিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদি পরমাত্মা রাম আমাকে বিনাশ করেন আমি চিরকালের জন্য বৈকুণ্ঠরাজ্য পরিপালন করিব ও সাযুজ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হইব।

"বিরোধবুদ্ধ্যৈব হরিং প্রয়ামি দ্রুতং ন ভক্ত্যা ভগবান প্রসীদেৎ"

বিরোধবুদ্ধিতেই রামের নিকট গমন করিব, যেহেতু ভগবান ভক্তিতে শীঘ্র প্রসন্ন হন না। পরে মারীচের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে মারীচ কহিল, রাম পরমাত্মা তাঁহাতে বিরোধবুদ্ধি করিবেন না, প্রত্যুত ভক্তিভাবে তাঁহার ভজনা করুন তিনি পরম কারুণিক। কিন্তু রাবণ বিরোধ-বুদ্ধির পক্ষপাতী হইয়া মারীচকে মায়ামৃগ সাজিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগলেন। মারীচও প্রাণভয়ে স্বীকৃত হইল।

অনন্তর রাম রাবণের সেই সমস্ত চেষ্টা জানিতে পারিয়া নির্জ্জনে সীতাকে বলিলেন জানকি! রাবণ ভিক্ষুরূপে তোমার নিকটে আসিবে, তুমি তোমার সদৃশাকৃতিছায়া কুটীরে রাখিয়া অগ্নিতে প্রবেশ কর এবং তথায় অদৃশ্যরূপে এক বৎসর অবস্থান কর। রাবণবধের পর পূর্ব্ববৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে। জানকী তাহাই করিলেন; মায়াসীতা বাহিরে রাখিয়া আপনি অনলে অন্তর্হিতা হইলেন। এবং সেই মায়াসীতা একটি মায়াকল্পিত মৃগ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে রামের নিকটে আসিয়া ঐ কনক-

মৃগ ধরিবার জন্য রামকে অনুরোধ করিলেন।

পাঠকগণ দুই রামায়ণের প্রভেদ দেখিয়া লউন। অধ্যাত্ম-রামায়ণকার এসমস্ত কোথায় পাইলেন তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। অধ্যাত্মরামায়ণকারের হস্তে উপাখ্যানগত ঔৎসুক্য একেবারে নষ্ট হইয়াছে। রামচন্দ্রের সর্ব্বজ্ঞতা বজায় রাখিতে গিয়া পুরাণকারকে ঐতিহাসিক সত্যের অন্যথা করিয়া রামজীবনে স্বকপোলকল্পনা মিশ্রিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু দেবত্ব ও ঈশ্বরত্বের সহিত মনুষ্যত্বের এত প্রভেদ যে মনুষ্যকে দেবতা বা অবতার গড়িতে গেলে তালি বা কৃত্রিম অঙ্গসংস্কার সর্ব্বাগ্রেই চক্ষের সমক্ষে নিপতিত হয়!

পুরাতত্ত্ব।

সপ্তগ্রাম।

একদা উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন যখন বঙ্গের গৃহে গৃহে আনন্দের কোলাহল উঠিয়াছে, আমি আমার কয়েক সঙ্গী সমভিব্যাহারে বেলা এক প্রহরের পর সপ্তগ্রামের ভগ্নাবশেষ দেখিতে বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। আমার বাটী হইতে হুগলীর ষ্টেসন দেড়ক্রোশ রাস্তা। এই রাস্তা গ্রাণ্ডট্রঙ্করোড নামে অভিহিত। তাহার দুই ধারে উন্নত পাদপ সকল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে। আমরা সেই রাস্তা দিয়া উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম। ক্রমে মাঠের ধারে পড়িলাম। অনন্ত আকাশ মাঠের প্রান্ত ভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে। আর তার চারি দিকে বৃক্ষরাজি। মাঠ যেন হরিদ্বর্ণের মালা গলদেশে ধারণ করিয়াছে। তখন অনন্ত আকাশ ও প্রশস্ত ময়দান পুনঃ পুনঃ অনন্ত দেবকে মানসাকাশে প্রকাশিত করিতে লাগিল। তখন আমি আনন্দভরে সঙ্গীদিগকে শিব সুন্দর পরমেশ্বরের বিষয় বলিতে লাগিলাম। বলিলাম, দেখ, তাঁহারি সৌন্দর্য্যের ছায়া এই তাঁর প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। না জানি তিনি নিজে কি অনুপম সুন্দর। ক্রমে আমরা হুগলী ষ্টেসনে উত্তীর্ণ হইলাম। বেলা একটার সময় কলিকাতা হইতে ট্রেণ আসিল। ভগবানকে স্মরণ করিয়া আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। অনতিবিলম্বে ত্রিশবিঘা ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। ষ্টেসনের অনতিদূরে তাহার পশ্চিমাংশে সপ্তগ্রামের ভগ্নাবশেষ। ইহা হুগলী সহরের ঠিক উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত আছে। ত্রিবেণী হইতে দুইতিন ক্রোশ দক্ষিণে ভাগীরথীর উপর ঐ পুরাতন সহর বিরাজমান ছিল। পূর্ব্বে ভাগীরথী সপ্তগ্রামের পাদমূল বিধৌত করত দক্ষিণ-পশ্চিমবাহিনী হইয়া বঙ্গসাগরে স্বীয় কর প্রদান করিতেন। কালের বিচিত্র গতি। শ্রুত আছি কালে ত্রিবেণীর নিকট ঐ স্রোত মন্দীভূত হইল। ভাগীরথী আর এক নূতন মুখে ঐস্থান হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। ইহাকেই এখন আমরা হুগলী নদী বলি। ভাগীরথীর সাবেক ঐ অংশটুকুকে লোকে এখন স্বরস্বতী বলে। আসল যে স্বরস্বতী তাহা পঞ্জাবে ছিল। তাহা কালবশে এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। বহুকাল হইতে এই সপ্তগ্রাম হিন্দুরাজাদের রাজধানী ছিল। এক সময়ে সৌভাগ্যরবি উজ্জ্বল কিরণজাল বিস্তার করিয়া তাহার মণ্ডকোপর শোভা বিস্তার করিত। এমন

সময় ছিল, যখন রোমীয় অর্ণবপোত সমূহ ভাগীরথী বক্ষে সপ্তগ্রামের সম্মুখে ভাসমান থাকিত। রোমকেরা কার্পাস বস্ত্র লইবার জন্য এই বিখ্যাত নগরীতে বাণিজ্যার্থে আসিত। কালে ইহা আফগানও মোগলদিগের হস্তগত হইয়াছিল। পর্টুগিজেরাও এই বন্দরে প্রবল প্রতাপের সহিত বাণিজ্য করিত। নিকটে হুগলীতে তাহাদের বাণিজ্যের কারখানা ছিল। এই পোর্টুগিজেরা জোর জবরদস্ত করিয়া লোক সকলকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিত। সাজাহান পাতসা সিংহাসনে আরূঢ় হইবার পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালায় অবস্থিতি করিতে ছিলেন, তখন তিনি স্বচক্ষে এই সকল ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। পরে যখন স্বয়ং বাদসাহ হইলেন, তখন কাসিম খাঁর প্রতি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। সুবেদার স্বীয় পুত্র ইনার তুল্লাকে প্রেরণ করিয়া হুগলী অধিকার করিলেন (১৬৩২ খৃঃ) সেই পর্য্যন্ত এদেশে পর্টুগিজদিগের প্রভাব কমিল। হুগলী রাজবন্দর এবং প্রধান বাণিজ্য স্থান হইল। এই সময় হইতেই সপ্তগ্রামের দুঃখের দিন আরম্ভ হইল। আমরা সেই দুর্দ্দিনের তমসাচ্ছন্ন প্রাণহীন সপ্তগ্রাম দেখিবার জন্যই তখন সেখানে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু বুঝিতেই পারিলাম না কোথায় কি ছিল—কোথায় কি আছে। প্রথমেই দেখিলাম জীর্ণ শীর্ণা স্বরস্বতী নদী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার উপর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটি সুন্দর সেতু প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। এমন সময় সম্মুখে একজন কৃষককে দেখিতে পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম সাত গাঁয়ের ভাঙ্গাচুরা বাড়ীঘর সব কোন্‌খানে আছে? কোন্‌দিকে যাইলে তাহা দেখিতে পাই? সে বলিল, কি আর আছে, কি বা দেখ্‌বেন। যান্ এই উত্তর ধারে আপনার সম্মুখেই পুরাতন কেল্লা, বন জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে। কেল্লার আর কিই বা আছে। আমরা তার কথাপ্রমাণ দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে যাইতে যাইতে পুরাতন কেল্লার ভগ্নাবশেষ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই দেখিলাম বহুদূর-ব্যাপী সুন্দর ছোট ছোট বৃক্ষের ঝোপ নানাবিধি লতাপাতায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মাধবী লতাই বড় মনোহরণ করিয়াছিল। একরূপ সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বিশিষ্ট সাদা ফুল তোড়ায় তোড়ায় বৃক্ষশাখায় জড়িত রহিয়াছে। এবং ভূমিতলে কত যে বন্যফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা কি বলিব। সেই সমস্ত ফুল হইতে আশ্চর্য্য সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে। তাহার আঘ্রাণ লইয়া আমরা বিমোহিত হইলাম। ছোট ছোট পক্ষী সকল এমন আস্তে আস্তে ডাকিতেছে যে তাহা শুনিয়া বোধ হইল যেন তাহারা প্রেমমন্ত্রের কানে কানে কি কত প্রেমের গান শুনাইতেছে। এই বনের ভিতর সহজে ভ্রমণ করা যায় না। স্থানে স্থানে লতা সকল পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। সঙ্গীদিগের সঙ্গে বড় ছুরী ছিল। বিপুল উৎসাহের সহিত সম্মুখস্থ লতা কাটিয়া তাহারা পথ পরিষ্কার করিল। ক্রমে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিবামাত্র শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সহসা মনোমধ্যে ভীতির সঞ্চার হইল, অসূর্য্যম্পশ্য ভূভাগ। কি সুন্দর ছায়ার সমাবেশ!

"কোন জীব কোন কীট তথা নাহি নড়েচড়ে
মৃত্যুর ভীষণ ছায়া, সর্ব্বস্থানে পড়েছে॥

কাননের পাতা ছাদ, নাচে প্রেম ভরে।
পবন চলিছে তায়, সর্ সর্ স্বরে॥"

আমরা যেন এক লোক হইতে অন্য এক লোকে আসিয়াছি। উন্নত উন্নত পাদপ সকল দেখিয়া মনে হইল, তাহারা যেন জনকোলাহল হইতে পলাইয়া আসিয়া নির্জ্জনে ভগবানের তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছে। যাইতে যাইতে দেখি প্রকাণ্ড অট্টালিকার প্রশস্ত বনিয়াদ সম্মুখে রহিয়াছে। কে তাহার সমস্ত ইট তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ভাবিলাম প্রকাণ্ড সর্প তথায় থাকিতে পারে। কিন্তু সঙ্গীরা সাহস পূর্ব্বক ঐ বনিয়াদের গর্ত্তে নাবিয়া, আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে উচ্চ এক স্থানে উঠিল। আমি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইলাম। উঠিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া আবার সরস্বতী নদী দেখিতে পাইলাম। নদীগর্ভ প্রশস্ত বটে, কিন্তু স্রোতস্বতী অতি সংকীর্ণ ভাবে তাহার মধ্যস্থল দিয়া চলিতেছে। ঐ নদীর পূর্ব্ববতীরে এমন একটা স্থান দেখিলাম, যে দেখিয়াই বোধ হইল, যেন তথায় অর্দ্ধগোলাকৃতি একটা প্রকাণ্ড ঘাট ছিল। আমি স্থানটিকে অনেক ক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াছিলাম। আশ্চর্য্য এই যে তাহারি সন্নিধানে অনেকটা জায়গায় মল্লিকা ও বেলফুলের চারা সকল বর্দ্ধিত হইতেছে। আরো অনেক রক্তবর্ণের ফুলগাছ দেখিলাম। বোধ হইল যেন এক সময়ে এখানে কুসুমোদ্যান ছিল। এইবার আমরা পূর্ব্ব কেল্লার দিকে চলিলাম। যত যাই তত দেখি, কেবল পুরাতন ছোট ছোট ইট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোথাও বা ভগ্ন দেওয়াল, কিন্তু কোথাও সমগ্র প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল এক স্থানে একটা মস্‌জিদের প্রকাণ্ড গোল মস্তক শৈবালাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, ইহাই দেখিতে পাইলাম।

এই বার আমরা দক্ষিণাভিমুখে ফিরিলাম। পথি মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়েকটা জলহীন সরোবরের খাত দেখিলাম। তাহাদের চতুর্দ্দিক খর্জ্জুর গাছে পরিবেষ্টিত। আবার ঐ বনের ভিতর এমন একটা অনাবৃত স্থান নয়নগোচর হইল যে তাহা কেবল খোলা খাবরা সহিত তৃণসংযুক্ত হইয়া পতিত রহিয়াছে। ইহাতেই বোধ হয় এক সময়ে তথায় অনেক খোলার ঘর ছিল। আরো দেখিলাম নানা জাতীয় বানর তথায় ক্রীড়া করিতেছে। অত্যন্ত পরিশ্রম হওয়াতে বনের ভিতর হইতে বহির্গত হইলাম। বহির্গত হইবার অনতিবিলম্বে একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে আমাদিগকে দেখিয়াই কহিল, তোমরা কি সাহসে বনের ভিতর গিয়াছিলে। আজ তিন দিন হইল, এখানে বাঘ আসিয়াছিল। একটা বাছুর মারিয়া ফেলিয়াছে। শীতকালে বৎসর বৎসর প্রায়ই এখানে বাঘ আসিয়া থাকে। তোমরা এমন কাজ আর করিও না। আমরা তৎকর্ত্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া সেতুর উপর দিয়া নদীর পশ্চিম পারে যাইলাম। তথায় যাইয়া দেখি নদীর ঠিক্ উপরে সুন্দর পাকা রাস্তা রহিয়াছে ও তাহার দুই ধারে পুরাতন বড় বড় পাকুড় বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে। এখানে আমরা অনেক ক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। তখন প্রদোষ কাল। ক্রমে চন্দ্রমা নির্ম্মল আকাশে দৃশ্যমান হইল। চারিদিকে হৃদয়-প্রফুল্লকর জ্যোৎস্না বিকীর্ণ হইল। সেই শুভ্রালোকে আমরা তথায় ভগবানের উপাসনায় নিযুক্ত হইলাম। সংসারের সকলই অনিত্য। যে স্থান এক সময় পার্থিব

সুখ সৌভাগ্যে স্ফীত ছিল আজ তাহার এই দুর্দ্দশা। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। সংসারের এই অনিত্যতা দেখিয়া সেই নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় পুরুষকে প্রাণভরে ডাকিলাম। ঐ গভীর নির্জ্জনতা তাঁহার আবির্ভাব পরিস্ফুট করিয়া তুলিল। সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আমরা পরিতৃপ্ত হইয়া ষ্টেসনাভিমুখে গমন করিলাম। পরে রাত্রি নয়টার পর পশ্চিম হইতে বাষ্পীয় গাড়ী আসিলে আমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আর একটি কথা আমি এখানে বলিতে বাধ্য হইতেছি। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবেণী সপ্তগ্রামের সৌভাগ্যের সময় ইহারই অন্তর্গত ছিল। আমি তাহা দেখিবার জন্য অন্য আর এক দিন তথায় গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম, ভাগীরথী তীরে একটি পাষাণনির্ম্মিত ভগ্ন প্রাসাদ, একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। প্রস্তরনির্ম্মিত বাটীর পাষাণের বৃহৎ ফাটক সম্মুখেই পতিত দেখিতে পাইলাম। তাহাতে এক লৌহ শৃঙ্খল সংলগ্ন রহিয়াছে। লোকে তাহাকে গাজীর কুড়ালি কহে। এই বাটীর দেওয়াল অদ্যাপি অভগ্নাবস্থায় আছে। কিন্তু ছাদ নাই। শুনিলাম কিছু কাল পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী এখানে অত্যন্ত কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। দেওয়ালে দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। কিন্তু প্রস্তরে বাঁধান প্রাঙ্গণ ভূমিতে পারসী অক্ষরে কত কি লেখা রহিয়াছে; ইহাতেই বোধ হইল এই প্রাসাদ বহু পূর্ব্বে হিন্দুদিগের অধিকারে ছিল। পরে মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কাহার না শিক্ষা হয়, যে সৌভাগ্য কাহার ভাগ্যে চিরস্থায়ী হয় না। অতএব কি রাজা কি প্রজা সৌভাগ্যের সদ্ব্যবহার করাই সকলের কর্ত্তব্য।

হে পরমেশ্বর! তুমি সকলকে মর্ত্ত্যধামের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিয়া নিরহঙ্কারিতাও বিনয় শিক্ষা দাও, এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

(প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।)

দ্বিতীয় প্রকরণ—চতুর্থ ব্যাখ্যান।

গত পৌষ মাসের পর।

হায়! যবে হৃদয়ের কুটিল কামনা।
আমাদের করে ঘোর বিপথে চালনা॥
তবে অবসন্ন হয় দেহ মনঃ প্রাণ।
তাঁরে ছেড়ে কোথা শান্তি কোথা আছে ত্রাণ॥
আত্মা যবে কলুষিত পাপ-লালসায়।
আপনার দেব ভাব সকলি হারায়॥
অমৃতের পুত্র বলি নাহি থাকে মনে।
বৃথা দিন যায় তার মোহের ছলনে॥
যে জন হৃদয়ে পেয়ে ঈশ্বর দর্শন।
হৃদয়ে শুনিয়া তাঁর মধুর বচন॥
সে বচন অনুসারে তাঁর পথে ধায়।
প্রভুর প্রসন্ন মুখ দেখিবারে পায়॥
দেহে তার দুন বল যোগায় তখন।
প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হয় দু নয়ন॥
স্বরগের ভাব তার হৃদে বিকশিত।
যাহার সুগন্ধে চারি দিক আমোদিত॥
দেবতারা সেই গন্ধ করিয়া গ্রহণ।
বিমল আনন্দে সবে পুলকিত হন॥
হৃদয়ের গ্রন্থি যাঁর হইয়া মোচন।
করেন অমৃত পথে একান্তে গমন॥
হেন সাধু দেখি মোরা কেন আনন্দিত?
ধর্ম্ম জন্য কেন মোরা হই পিপাসিত?
বুঝে দেখ—যিনি ধর্ম্ম করেন প্রেরণ।
পরম পবিত্র যিনি পুণ্য প্রস্রবণ॥

আমাদের সাধু ভাব করেন মোদন।
নানারূপে সেই ভাব করেন বর্দ্ধন॥
হৃদয় ভরিয়া প্রেম-ভক্তি-পুষ্প-হারে।
দাঁড়াই যখন তাঁরে পূজা করিবারে॥
আমাদের পূজা তিনি করেন গ্রহণ।
কৃতার্থ করেন আরো দিয়া আলিঙ্গন॥
বলিছেন—"বুঝ নর! নিয়তি তোমার।
থাকিবে অনন্ত কাল—সহিত আমার॥
সংসার তোমার নহে—আমার এ হয়।
আমি এর অধিপতি—জানহে নিশ্চয়॥
আমার যে কার্য্য ইথে করিবার তরে।
পাঠালাম আমি তোমা ভবের ভিতরে॥
কর সেই কার্য্য তুমি অনাসক্ত মনে।
তোমারে দিবহে ভুক্তি—থাকি তোমা সনে॥
কিবা সেই ভুক্তি? হৃদি আমার দর্শন।
আমার সপ্রেম দৃষ্টি—উৎসাহ জনন॥
তোমারে যে কার্য্য আমি করিনু বিধান।
বুঝিয়া দেখহে নর! পাইবে সন্ধান॥
কেবল সুখের ধাম হ'লে এ সংসার।
পাছে তুমি মুগ্ধ হও ইথে অনিবার॥
তাই এর সুখ সঙ্গে দুঃখের যোজন।
করিয়া দিলাম আমি মঙ্গল কারণ॥
সংসার মায়ায় তুমি হবে না মগন।
আমাতে তোমার চিত্ত করিবে অর্পণ॥
মঙ্গল ছায়ায় যিনি করিয়া রক্ষণ।
করিছেন আমাদিগে সর্ব্বদা পালন॥
পেয়ে যাঁর প্রেমদয়া মঙ্গল কিরণ।
অপার আনন্দে আত্মা করে সঞ্চরণ॥
যিনি দেন কত আশা ভরিয়া হৃদয়।
আত্মা তাঁর কাছে চির থাকিবে নিশ্চয়॥
পৃথিবীর মলিনতা সব তেয়াগিবে।
জ্ঞান প্রেম দেব ভাবে ক্রমিক বাড়িবে॥
মৃত্যু তার অমৃতের হইবে সোপান।
অমৃত ভবনে তার হইবেক স্থান॥
চির দিন আত্মা তথা অমৃত ভুঞ্জিবে।
তাঁর প্রেম নয়নের সম্মুখে থাকিবে॥

হে আত্মন্! তাঁরে হেথা কর উপার্জ্জন।
তাঁরে হৃদি লয়ে সেথা করিবে গমন॥
পাবে তাঁর ধাম নিত্য আনন্দ আলয়।
যথা নাহি শোক তাপ জরা মৃত্যু ভয়॥
পরম সম্পদ্ লাভ হইবে তোমার।
সে সম্পদ্ তিনি বিনা কিছু নহে আর॥

ক্রমশঃ।

সাংখ্য স্বরলিপি।

দীর্ঘ ও হ্রস্ব সপ্তক।

আমরা উচ্চ ও নিম্নসপ্তককে এক হিসাবে দীর্ঘ ও হ্রস্ব সপ্তকও কহিতে পারি। কারণ উচ্চ স্বরসপ্তকে স্বরকম্পন বর্দ্ধিত হয় এবং নিম্ন স্বরসপ্তকে স্বরকম্পন হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে, দীর্ঘ ও হ্রস্ব মাত্রাকে আমরা উচ্চ ও নিম্নমাত্রাও কহিতে পারি।

স্বরসপ্তকের জন্য কথার সংক্ষেপ।

সংখ্যার প্রাণ রক্ষা করিয়া অনেক সময়ে আবশ্যক হইলে সংখ্যাবাচক কথার সংক্ষেপের দ্বারা সপ্তকাদি (সপ্তক—মাত্রা সমূহ) প্রকাশ করিতে পারা যায়। সপ্তক প্রকাশের সময় মুগ্ধবোধব্যাকরণানুযায়ী প্রথম তৃতীয় প্রভৃতির সংক্ষেপ প্রী দ্বী প্রভৃতিকে অনুস্বারযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিব। উচ্চ সপ্তকে উহাদিগের দীর্ঘ 'ী' থাকিবে। নিম্ন সপ্তকে হ্রস্ব 'ি' হইবে।

মাত্রা প্রকাশের বেলায় প্রভেদ এই যে কেবল উহাদিগের অনুস্বার বাদ যাইবে।

আবৃত্তির চিহ্ন=ইংরাজী I বা i। দ্বিরাবৃত্তির চিহ্ন=দ্বিগুণিত 'আই'। এই আবৃত্তিচিহ্ন আবৃত্ত গীতাংশের দুই দিক বেষ্টন করিয়া থাকে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

পরমদেব ব্রহ্ম জগজন পিতামাতা।
সেবকে প্রসন্ন হও হে সর্ব্বসিদ্ধি দাতা, থাকে নিত্য তব পদে মতি, এই ভিক্ষা দেহি নাথ।
তালি। ১। ২ঃ (স্থা, স্ত)। ৩। ০॥
মাত্রা। ৪। ৪ । ২। ২॥

স্থা ঃ০—II রে র্‌পা ৵মা পা। প্‌ধা মা। গা রে। সা১/২ রে১/২ গা১/২ রে১/২ সা নিদ্বিং
স্থা ঃ০—II প র ম দে। — ব। ব্র —। — — — — হ্ম —।
। নি নি পা প্‌সা। নিদ্বিং সা। রে২। গা সা৩/৪ নি১/৪ সা১/২ নি১/২ সা II। (স্ত) ঃ০—সা২ সা স্মা।
২... ... ...
। জ গ জ ন। — পি। তা। — মা — — — তা II। (স্ত) ঃ০—সে ব কে।
। গা মা। পা২। ৵মা পা২ পা। প্‌ধা নিঁ ধা পা। ধা মা। মা পা।
। — প্র। স। ন্ন হও হে। স — র্ব্ব সি। — দ্ধি। দা —।
। ধা১/২ পা১/২ মা১/২ পা১/২ মা গা। গ্‌মা৩/৪ গা১/৪ মা রে সা৩/৪ নি১/৪। সা সা। রে পা
২
। — — — — তা —। থা — — কে নি —। — ত্য। ত ব।
। রে পা১/২ ৵মা১/২ পা পা। ধা নিঁ ধা পা। ধা মা। মা১/২ পা১/২ ধা১/২ পা১/২। পা মা১/২ গা১/২ গা।
। প দে — ম তি। এ — — ভি। — ক্ষা। দে — — —। হি না থ।
। রেঃ ॥ ॥
। প ॥ ॥

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭, ভাদ্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২১০।৵৯
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৯৬৬৸০
সমষ্টি	৪১৭৭ ৵৯
ব্যয় ...	১৮৩৬॥/০
স্থিত ...	২৩৪০॥/৯

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
১৪৫৭৻৯
দফে উক্ত মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲

	১৯৫৭৻৯
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ...	৩৭৬॥/০
	২৩৪০॥/৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৫৩৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১৪০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲
,, ,, ক্ষেত্রমোহনধর	২৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১৲
	১৫৩৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৩৸/০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল বসু, ঐ	২৲
,, ,, গোপালচন্দ্র দে, ঐ	১৲
,, ,, আশুতোষ চক্রবর্ত্তী ঐ	১৲
,, ,, বিনায়কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ	৩৲
,, ,, সুকুমার হালদার, বর্দ্ধমান	২৶০
,, ,, ভি, বায়ুস্কয়ার, সন্দ্বীপ	৩৵০
	১৩৸/০
পুস্তকালয়	৮৸৶৯
যন্ত্রালয়	২৯৲
গচ্ছিত	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৫॥০
সমষ্টি	২১০।৵৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৬৭০।৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৮॥৵০
পুস্তকালয় ...	২০। ৩
যন্ত্রালয় ..	১১৭৶৬
গচ্ছিত	৵৬
সমষ্টি	১৮৩৬॥/

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক শনিবার বেহাল ব্রাহ্মসমাজের ত্রিচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উ সবে অপরাহ্ণ ৩টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারা য়ণ এবং সন্ধ্যা ৭টার সময়ে ঈশ্বরোপাসন হইবে। শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক

ক্রোড়পত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।

ইহার প্রথম উদ্দেশ্য এই যে—ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—ব্রাহ্মসমাজে যে ব্যাখ্যান প্রদত্ত হয় তাহা সাধারণের ধর্ম্মার্থে প্রকাশ করা।

তৃতীয় উদ্দেশ্য—যে সকল গ্রন্থে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা প্রকাশ করা।

চতুর্থ উদ্দেশ্য—ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ ও উপাসনা প্রণালী এবং সর্ব্বপ্রকার উপাসনার মধ্যে ব্রহ্মোপাসনাই যে শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝাইবার জন্য আমাদের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংগৃহীত করিয়া প্রকাশ করা।

পঞ্চম উদ্দেশ্য—বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করা।

ষষ্ঠ উদ্দেশ্য—কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয়, "বিনীত ভাবে নম্রভাবে" এমত সকল উপদেশ প্রকাশ করা।

যাহাতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকগণ সদ্ভাবে সাধুভাবে এই মঙ্গল উদ্দেশ্য গুলি প্রতিপালন করিয়া দেশের কল্যাণ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে যত্নবান থাকেন ও এই পত্রিকায় জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকদিগের স্বীয় স্বীয় মনের ভাব প্রকাশ করিবার অনুকূল করিয়া দেন, তজ্জন্য ১৭৬৫ শকে তাঁহাদের প্রতি এই আমার প্রথম উপদেশ ছিল এবং যাহাতে তাঁহারা এই উদ্দেশ্য গুলি সদ্ভাবে সাধুভাবে প্রতিপালন করিয়া দেশের কল্যাণ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে যত্নবান থাকেন তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি এখনও এই ১৮১৮ শকে ইহাই আমার শেষ উপদেশ। এই উপদেশ অনুসারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন করিলে ইহার পরমায়ু বৃদ্ধি পাইবে, অন্যথাচরণে ইহার মৃত্যুর আশঙ্কা।

শুভাভিলাষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

। কলিকাতা।

নূতন পুস্তক নূতন পুস্তক।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

(একাদশ সংস্করণ)

(প্রথম ভাগ হইতে নবম ভাগ পর্য্যন্ত)

এই ব্রাহ্মসমাজে, ইহার স্থাপনাবধি এযাবৎ যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়াছে, সে সকলই ইহাতে আছে। ইহাতে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রায় সকল গুলিই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের কলেবর পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা অন্যূন পাঁচ ফর্ম্মা বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য কিন্তু পূর্ব্ববৎ ১৲ এক টাকা মাত্রই রহিল। ভাল বাঁধা ১।০ এক টাকা চারি আনা।

এই পুস্তক প্রত্যেক ব্যক্তির এক একখানি ক্রয় করা উচিত। ইহাতে বিবিধ রাগ রাগিণীর সমাবেশ থাকায় সঙ্গীতজ্ঞের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে এবং জ্বলন্ত ধর্ম্মচ্ছায়া বিদ্যমান থাকায় ধর্ম্মপিপাসুর প্রাণ শীতল হইবে। অধিক বলা বাহুল্য।

এই পুস্তক নিম্নের ঠিকানায় আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

৫৫ নং চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ
ঘোড়াসাঁকো কলিকাতা।

শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রতিমূর্ত্তি সমেত

রবীন্দ্র বাবুর কাব্য গ্রন্থাবলী

প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে "কৈশোরক," "ভানুসিংহ," "বাল্মীকি প্রতিভা," "সন্ধ্যা সঙ্গীত," "প্রভাত সঙ্গীত," "প্রকৃতির প্রতিশোধ," "ছবি ও গান," "কড়ি ও কোমল," "মায়ার খেলা," "নলিনী," "রাজা ও রাণী," "বিসর্জ্জন," "সোণার তরী," "চিত্রাঙ্গদা," "বিদায়-অভিশাপ," "চিত্রা," "মালিনী" নাটক, "চৈতালি," "গানের বহি," "অনুবাদ,"—এই কুড়ি খানি কাব্য মুদ্রিত হইয়াছে। আকার ডিমাই অকটেভো, ১২২ ফর্ম্মা এই গ্রন্থাবলী তিন প্রকার সংস্করণে বাহির হইতেছে।

সুলভ সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর আধুনিক একখানি প্রতিমূর্ত্তি আছে, কাপড়ের বাঁধা, মূল্য ৬৲।

মধ্যম সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর বিলাতে "কৈশোরক" রচনা কালের, অতিশয় সময়ের "বাল্মীকি" ও "রঘুপতি" সাজের ও আধুনিক—এই চারি খানি ছবি, এবং স্বহস্তাক্ষরে লিখিত একটি নূতন কবিতা সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১০৲।

উৎকৃষ্ট সংস্করণ—ইহাতে উল্লিখিত ছবি ও হস্তাক্ষর ব্যতীত কবির পদ্মা-তীরস্থ তরিপ্রবাস ও কবির জন্ম নিবাসের চিত্রদ্বয় সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট মরক্কোয় বাঁধা। মূল্য ২৫৲।

আমার নিকট প্রাপ্তব্য শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, ঘোড়াসাঁকো কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম	৵১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য	৵১০
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা	৵৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৵০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	/০
ব্রহ্মোপাসনা	/০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৵০
পরলোক ও মুক্তি	৵০
দশোপদেশ	৷৷০
মাঘোৎসব	৷৷০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।০
ধর্ম্মশিক্ষা	৵০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	/০
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (৯ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ঐ (ভাল বাঁধা)	১৷০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০

A Discourse against Hero-making in Religion	
Hindoo Theism	
Theist's Prayer Book	
Tuhfatal Muwahhiddin	
Doctrine of Christian Resurrection	
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	৷৷০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৷৷০
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৷৷০
সঙ্গীতমঞ্জরী	৵০
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	২৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	।০
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	৵
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	৵
বৃদ্ধহিন্দুর আশা	৵০
তাম্বুলোপহার ২য় ভাগ	৵০
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	
Brahmic Quest. of the Day	
Brahmic Advice, Caution and Help	
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	
Adi B. Samaj as a Church	
A Reply to the Query "What is Brahmoism?	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	
Science of Religion	
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	৵
তত্ত্ববিদ্যা	১৷০
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৵০
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৵
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	২৲
ঐ (বাঁধা)	১৷৷০
উদ্গীথা	।০
ধর্ম্মমালা	৵১০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১৲

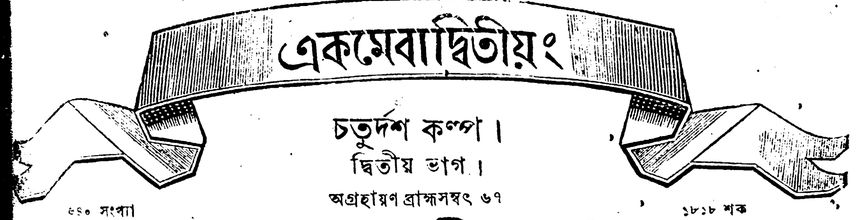

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়			পৃষ্ঠা
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মুখে শ্রুত হাফেজের কয়েকটী শ্লোকের বাঙ্গলা অর্থ	...		১১৫
নিষ্ফল ব্রত (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	...	...	১১৭
মৃত্যুরক্ষা (শ্রীনীলাম্বর দাস গুপ্ত)	...	...	১১৯
চিত্রা (শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিত)	...	...	১২৩
পূর্ণিমা (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাথুরেঘাটা)	...	...	১২৫
মৃত্যুর (শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস)	...	...	১২৫
Santiniketan (শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস)	...	...	১২৮
"হিন্দুর স্বাধীন আর্য্যমিশন সম্বন্ধে সম্পাদকের মন্তব্য"	...	...	১২৯
প্রেরিত পত্র	..	...	১৩০

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৩। কলিগতাব্দ ৪৯৯৭। ৩ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের নামে ঠাপাইতে হইবে।

নূতন পুস্তক নূতন পুস্তক।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

(একাদশ সংস্করণ)

(প্রথম ভাগ হইতে নবম ভাগ পর্য্যন্ত)

আদি ব্রাহ্মসমাজে, ইহার স্থাপনাবধি এযাবৎ যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়াছে, সে সকলই ইহাতে আছে। ইহাতে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রায় সকল গুলিই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের কলেবর পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা অন্যূন পাঁচ ফর্ম্মা বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য কিন্তু পূর্ব্ববৎ ১৲ এক টাকা মাত্রই রহিল। ভাল বাঁধা ১৷৹ এক টাকা চারি আনা।

এই পুস্তক প্রত্যেক ব্যক্তির এক একখানি ক্রয় করা উচিত। ইহাতে বিবিধ রাগিণীর সমাবেশ থাকায় সঙ্গীতজ্ঞের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে এবং জ্বলন্ত ধর্ম্মচ্ছায়া বিদ্যমান থাকায় ধর্ম্মপিপাসুর প্রাণ শীতল হইবে। অধিক বলা বাহুল্য।

এই পুস্তক নিম্নের ঠিকানায় আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

৫৫ অপার চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ
যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রতিমূর্ত্তি সমেত

রবীন্দ্র বাবুর কাব্য গ্রন্থাবলী

প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে "কৈশোরক," "ভানুসিংহ," "বাল্মীকি প্রতিভা," "সন্ধ্যা সঙ্গীত," "প্রভাত সঙ্গীত," "প্রকৃতির প্রতিশোধ," "ছবি ও গান," "কড়ি ও কোমল," "নায়ার খেলা," "মানসী," "রাজা ও রাণী," "বিসর্জ্জন," "সোণার তরী," "চিত্রাঙ্গদা," "বিদায় অভিশাপ," "চিত্রা," "মালিনী" নাটক, "চৈতালি," "গানের বহি," "অনুবাদ,"—এই কুড়ি খানি কাব্য মুদ্রিত হইয়াছে। আকার ডিমাই অকটেভো, ১২২ ফর্ম্মা এই গ্রন্থাবলী তিন প্রকার সংস্করণে বাহির হইতেছে।

সুলভ সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর আধুনিক একখানি প্রতিমূর্ত্তি আছে, কাগজের বাঁধা, মূল্য ৬৲।

মধ্যম সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর বিলাতে "কৈশোরক" রচনা কালের, অভিনয় সময়ের "বাল্মীকি" ও "রঘুপতি" সাজের ও আধুনিক—এই চারি খানি ছবি এবং স্বহস্তাক্ষরে লিখিত একটি নূতন কবিতা সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১০৲।

উৎকৃষ্ট সংস্করণ—ইহাতে উল্লিখিত ছবি ও হস্তাক্ষর ব্যতীত কবির পদ্মাতীরস্থ তরিপ্রবাস ও কবির জন্ম নিবাসের চিত্রদ্বয় সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট মরক্কোয় বাঁধা। মূল্য ২৫৲।

আমার নিকট প্রাপ্তব্য শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৪০ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবের মুখে শ্রুত হাফেজের কয়েকটী শ্লোকের বাঙ্গলা অর্থ।

১। আমি এত যে বৃদ্ধ এবং এমন যে ভগ্নহৃদয় ও শক্তিহীন হ'য়ে পড়েছি কিন্তু যখনই আমি তোমার মুখচ্ছবি মনে করি, তখনই আবার নব যৌবন প্রাপ্ত হই।

২। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; যা' কিছু তাঁর কাছে চেয়েছি আমার সেই মিনতিতেই আমি লব্ধকাম হয়েছি।

৩। আমার কত অভাব ও কত প্রয়োজন তা' তুমি সকলই জান, আমি তোমাকে তা' আর কি জানাব? আমার মুখে কথা নাই; আমি আশ্চর্য্যে অবাক্ হয়েছি যে, আমার যে অভাব আমি আপনি জানি না, তা' ও তুমি পূরণ কর। তোমার করুণা, তোমার দয়ার তুলনা নাই।

৪। হে প্রাতঃসমীরণ, প্রিয়তমের নিকেতনে যাইতে শৈথিল্য করিও না এবং সেখান হইতে তাঁহার সংবাদ এ গরীব প্রেমিককে দিতে ক্ষান্ত থাকিও না।

৫। তুমি আমার হৃদয়ে একটী মাত্র শতদল পদ্ম, তাহা আমার মনের মত বিকশিত হইয়াছে, এখন আমাকে তার মধুদান করিতে ক্ষান্ত থাকিও না।

৬। তোমার একটী মাত্র কটাক্ষপাতই আমার সমুদায় প্রার্থনার শেষ। তোমার পুরাতন বন্ধুকে এইটুকু হ'তে বঞ্চিত ক'র না।

৭। তুমি যখন প্রতিপচ্চন্দ্র ছিলে তখন তোমার সঙ্গের আমি সঙ্গী ছিলাম, এখন তুমি যে পূর্ণচন্দ্র হয়েছ এখন যেন তোমার দৃষ্টি হ'তে আমাকে বঞ্চিত ক'র না।

৮। সংসার এবং সংসারে যা' কিছু আছে সকলই সহজ ও ক্ষুদ্র। তোমার অনন্যপরায়ণকে এই ক্ষুদ্রটুকু হ'তেও বঞ্চিত ক'র না।

৯। হে হাফেজ, বিরহ-যন্ত্রণার যে ধূলা উড়ে তোমাকে আচ্ছন্ন করেছে সে ধূলা পড়ে যাবে এবং তোমার মনের অবস্থাও ভাল হবে, কিন্তু তুমি সেই পথের ধূলার উপরে তোমার চক্ষের জল সিঞ্চন কর্‌তে ক্ষান্ত থেক' না।

১০। এই পৃথিবীর উদ্যানের ফল ফুলের যে এত সৌন্দর্য্য এ সব আমার কাছে কিছুই না, তোমার যে প্রসন্ন বদন তাই দেখ্‌লেই আমার পক্ষে বস্।

১১। রৌদ্রতাপে শ্রান্ত পথিক যেমন বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করে, তেমনি সংসারের শোকতাপে কাতর-হৃদয় আমার পক্ষে তোমার ছায়া পেলেই বস্।

১২। সেই সৌভাগ্যবান্ যে তাঁকে পায়। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায় কার দ্বারা? যে তাঁকে পেয়েছে তারই দ্বারা। আমার যদি এমন একটী বন্ধু জোটে যে তাঁকে পেয়েছে তা' হ'লেই আমার পক্ষে বস্।

১৩। আমি যখন এমন বিশ্বাসী এবং প্রেমিক বন্ধু পেয়েছি তখন প্রাণ যাওয়া পর্য্যন্ত তাঁকে ত্যাগ করব না—তাঁকে চির-দিন হৃদয়ে রেখে দেব।

১৪। তোমার কৃপা আমার মন ও প্রাণে এত বদ্ধমূল হয়েছে, যদি মাথা চ'লে যায় তবুও আমার প্রাণ হ'তে তো-মার কৃপা চ'লে যাবে না।

১৫। তোমার শরীরের সুগন্ধ আজ প্রাতঃকালে এই পুষ্পোদ্যানে এসে পৌঁ-চেছে। সেই সুগন্ধ পেয়ে মুকুলিত পুষ্প সকল আনন্দ-প্রবাহে আপনাদের কোমল বুক ছিঁড়ে ফেলেছে, যেমন প্র-ভাত আপনার তিমিরাবৃত রাত্রিবাস ছিঁড়ে ফেলে।

১৬। তুমি সেই সুখের প্রভাত আর আমি এই নির্জ্জন কুটীরের একটী মাত্র দীপ; সমস্ত রাত্রি অবসান হ'ল, এখন একবার সহাস্য মুখে চেয়ে দেখ, এই আমার প্রাণশিখাকে কেমন সহজে তো-মাতে সমর্পণ করি।

১৭। প্রাতঃসমীরণ যে ভাগ্যবান্ * ধূলিকণাকে আমার বন্ধুর পথের পথিক করিয়া উড়াইয়া লইয়া যায়, সেই ধূলিই আমার নেত্রের মণিভস্ম কজ্জল।

১৮। প্রলয়ের বায়ু উঠিয়া যদি দ্যু-লোক ও ভূলোককে চূর্ণ করিয়া দেয় তথাপি আমি ও আমার চক্ষু উভ-য়েই সেই বন্ধুর পথের প্রতীক্ষায় রহি-লাম।

১৯। হে মধুময় প্রাণময় অমৃতময়, এই যে সব সুন্দর রঙ্গিন্ সুগন্ধযুক্ত এবং সুশ্রাব্য বস্তু রয়েছে এ যেন আমারই জন্য তৈরি হয়েছে।

২০। এক সময় তুমি আমার প্রাণের বন্ধু ছিলে, তখন সর্ব্বদাই তোমার সহিত থাকিতাম। এখন আর ততটা তোমাকে পাই না, সেই পূর্ব্বকার বন্ধুত্ব স্মরণ করি-য়াই দিন কাটাইতেছি, এখন আমার কথা আর কাহাকেও বলি না।

২১। হে মন, কি সহজে তুমি সেই প্রেমচক্ষুকে শিকার করেছ! এত স-হজে কেহ বনের হরিণকেও শিকার করিতে পারে না।

২২। অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা ক-রিয়া তাঁহাকে পাইলেই সকল দুঃখ শো-কের অবসান হয়।

২৩। এখানকার সব কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। এখন ব'সে ব'সে আমি শুধু পৃথিবীর তামাসা দেখ্‌ছি।

২৪। সে বড় আনন্দের দিন যে দিন এই সংসার অরণ্য হইতে চলে যাব।

২৫। প্রাণের আরাম চা'ব ও আমার প্রাণপ্রিয়কে অনুসরণ করিব।

---

* দীন হীন ঈশ্বর প্রেমিক।

২৬। মৃদু প্রাতঃসমীরণের ন্যায় আ-মার ভগ্ন হৃদয় ও দুর্ব্বল শরীর লয়ে তাঁর জন্য পিপাসাতুর হ'য়ে ঐ সরল সুন্দর দোদুল্যমান দেবদারুর দিকে ছুটিব।

২৭। তাঁহার জন্য পিপাসাতুর হ'য়ে বিন্দুমাত্র যে আমি, আমি নাচিতে নাচিতে সেই দেদীপ্যমান সূর্য্য-সমুদ্রের তীরের দিকে ছুটিব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮১৮ শক। ৫ই কার্ত্তিক বুধবার।

নির্জ্জন বাস।

যাঁহারা স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান্ বা জ্ঞান-বৃদ্ধ, দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা সর্ব্ব-কালেই নির্জ্জনবাসের প্রতি অনুরক্ত। কেবল বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী বলিয়া নয়, যাঁহারা রাজাধিরাজ, ঐশ্বর্য্যশালী, ধনী হইয়াও বিদ্বান, এবং ভগবৎভক্ত, তাঁহা-রাও নিভৃত প্রয়াসী। এই সকল লো-কের আত্মার টানই নিভৃতালয়ের দিকে, জ্যামিতির সৃষ্টিকর্ত্তা প্রসিদ্ধ য়ুক্লিডকে কোন এক রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, য়ুক্লিড, জ্যামিতি শিক্ষার তুমি একটা সহজ উপায় আমাকে বলিয়া দিতে পার? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, তাহা ত পারি না। জ্যামিতি শিক্ষার কোন রাজ-পথ নাই। অন্যান্য জিনিস বল দ্বারা আক্রমণ বা অর্থ দ্বারা ক্রয় করা যাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানলাভ চিন্তা ভিন্ন হইতে পারে না। এবং সেই চিন্তা নির্জ্জনে অব-স্থান ব্যতীত কিছুতেই হইবার নয়। সুতরাং জ্ঞানলাভার্থীর পক্ষে নির্জ্জন বা-সই অনুকূল। জনকোলাহলপূর্ণ স্থানে অবস্থিতি করিলে কোন জ্ঞানই সুচারু-রূপে লাভ করা যায় না। সর্ব্বদাই বাধা প্রাপ্ত হইতে হয়।

ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে সর্ব্বদাই লোক জনের সহিত মিশিতে হয়। সর্ব্ব-দাই লোক জন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে, অনেক সামাজিক বিষয়ে তাঁহাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, সর্ব্ব-দাই অর্থ ও বিষয় চিন্তা করিতে হয়, ই-হাতে তাঁহাদের যথেষ্ট সময় নষ্ট ও চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। সুতরাং তাঁহারা বিষয় কার্য্যের দৌড়াদৌড়ি পরিহার পূর্ব্বক, মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে যাইয়া নি-শ্বাস ছাড়িতে বাধ্য হন।

ভগবৎভক্তের ত কথাই নাই, যেখানে থাকিলে অভদ্র দর্শন, অভদ্র শ্রবণ করিতে হয়, যেখানে পাপ প্রলোভন ইন্দ্রিয় সক-লকে উত্তেজিত করে, যেখানে পরনিন্দাকারী ও পরপীড়ক সর্ব্বদাই নিরঙ্কুশ ভাবে কো-মল হৃদয়ে ব্যথা দিতে তৎপর, এবং সতত ধার্ম্মিকের দ্বেষ করিয়া থাকে, যেখানে এক পাপী অপর এক পাপীকে সদর্পে পাপী বলিতে কুণ্ঠিত হয় না, যেখানে এক জন পাপ-সাগরে শয্যা পাতিয়া অ-ন্যকে পাপ-শিশিরের ভয় প্রদর্শন করে, যেখানে নির্দ্দয় মনুষ্য এই প্রাকৃতিক যন্ত্রণার আলয় সংসারকে আরো অধিকতর দুঃখের স্থান করিয়া তুলে, সেখান হইতে তিনি দূরেই থাকিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এ বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে। আমি সেই ঋষি-বাক্য এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ॥"

"কঙ্করশূন্য তপ্ত বালুকা বর্জ্জিত সমান

ও শুচি দেশ উত্তম জল, উত্তম শব্দ ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে প্রতিবাদীর অনভিমুখে ও সুন্দর বায়ুসেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া, পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবে।"

কেবল উক্ত কয়েক প্রকার বিশেষ শ্রেণীর লোকেরই যে নির্জ্জনবাসের প্রয়োজন তাহা নহে। সকল শ্রেণীর লোকেরই ইহা প্রয়োজন। ইহার কারণ এই যে ঈশ্বরই কেবল শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, মনুষ্য মাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণে পাপী, এই পাপ হইতে মুক্ত হইতেই হইবে, তাহা ভিন্ন জীবন যাতনাময়। জনকোলাহলময় স্থান প্রলোভনপূর্ণ। সেখানে পাপের আদর্শ ও কুসংসর্গের প্রাদুর্ভাব বিস্তর লক্ষিত হয়। সে স্থান অপেক্ষা নিভৃত নিলয়ে থাকিলে পাপ সহজেই দমন হয়। এই কারণে সকল লোকেরই অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে নিভৃতে বাস করা কর্ত্তব্য।

এই পাপের প্রকৃতি এক বার পর্য্যালোচনা কর, যে সকল ইন্দ্রিয় আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহারা আমাদের জীবনপথে সহায়। তাহারা প্রথম হইতেই দাসের ন্যায় আমাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রথম হইতেই আমরা তাহাদের সাহায্য ব্যতীত কিছুই করিতে পারি না। তাহাদের গতি বিদ্যুতবৎ, তাহাদের বিষয় খুঁজিয়া পাতিয়া আনিতে হয় না। এই সকল বিষয় আপনা হইতেই ইন্দ্রিয়গণের সম্মুখে বিন্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং মনুষ্য তাহাদের অত্যন্ত অধীন হইয়া পড়ে। এবং পরিশেষে তাহাদের শুভ ও অশুভ ফলপ্রদ সকল আদেশই প্রতিপালন করিতে বাধ্য হয়। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই এই সকল ব্যাপার ঘটে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়গণ প্রস্ফুটিত বা কার্য্যক্ষম হইবার বহু পরে কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়। মানুষ পাপের যন্ত্রণা অনুভব করিবার বহু পূর্ব্বে শারীরিক বেদনার ক্লেশ অনুভব করে। ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার পূর্ব্বেই আমোদ আহ্লাদ ও ইন্দ্রিয়সুখের পক্ষপাতী হয়। এইরূপে পাপ সর্ব্বপ্রথমেই আত্মারূপ দুর্গকে আশ্রয় করে। জন্মের পরেই প্রথম বয়সে কত লোক কুসংসর্গ ও মন্দ আদর্শের আকর্ষণের মধ্যে পড়ে। সে অবস্থায় দুর্ব্বল মনুষ্য আর কি করিতে পারে। অতএব পাপ মনুষ্যকে স্পর্শ করিবেই করিবে। কিন্তু কর্ত্তব্য-বুদ্ধি স্থির থাকিবার নয়। সময় উপস্থিত হইলে সে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আস্তে আস্তে উঠিতে থাকে। কে তাহাকে বাধা দিতে পারে? এই সময়েই দেবাসুরে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইহাই সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বল কোন্ মনুষ্য না অল্প বা বহু পরিমাণে অনুভব করে? শারীরিক স্বাস্থ্য, অবস্থা, শিক্ষা, ও মনের অধিক বা অল্প শক্তি অনুসারে সকলেই ইহার বল অনুভব করিয়া থাকে। যিনি এই সময়ে সৌভাগ্য বশতঃ কর্ত্তব্যবুদ্ধির সহিত যোগ দিয়া পাপের সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করেন, তিনি নিজে দুর্ব্বল হইলেন তাহাতে কি? দুর্ব্বলের বল ঈশ্বর তাঁহার সহায় হন। কোথা নাথ! অনাথ-নাথ! বলিয়া কাতর প্রাণে যখন তিনি জীবনসহায়কে ডাকেন, তখন কি তিনি বধির হইয়া থাকিতে পারেন? কখনই নহে। ধর্ম্ম-জগতে অহরহ ইহার পরীক্ষা হইতেছে। যে তাঁহাকে ডাকে, ডাকবার মত ডাকে, ব্যাকুল হইয়া ডাকে, তাঁহার

পদতলে আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তিনি তাহার হস্তে এমন ব্রহ্মাস্ত্র দেন, যে তাহার বলে, পাপের হস্তস্থিত অগ্নিবাণ শতধা হইয়া পড়ে। মনুষ্য যখন এই প্রকারে প্রার্থনার বলে বলীয়ান হয়, তখনই সে হৃদয়ে বল পায়। এ বল সামান্য নহে, এ দৈব বল। দৈব বল ভিন্ন কে কোথায় সমরজয়ী হইয়াছে? আবার সমরজয়ী হইলে তাহার আত্মা নব বল ও উৎসাহে উৎসাহান্বিত এবং তাহার চক্ষু নব জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হয়। সেই নবালোকের প্রভাবে সে পাপের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পায়। তখন আর পাপ মোহন কায়া ধরিয়া তাহাকে বিপথে লইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং তাহার আর পুনঃ পুনঃ পতন হয় না। এই প্রকারেই মনুষ্য সংসারের উপর পাপের উপর জয়লাভ করিয়া থাকে। এই জয়লাভের জন্য নির্জ্জনতা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। নির্জ্জনে যেমন তপস্যা হয়, ঈশ্বরে মনঃসমাধান হয়, সজনে তেমন কখনই হয় না। নির্জ্জনে মনুষ্য আপনাকে আপনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারে ও নিজের দোষ দেখিতে পায়। অতএব যাহার যেমন সাধ্য, তিনি সেইরূপ নিভৃতে অবস্থান করিয়া আত্মচিন্তা ও আত্মানুসন্ধান করিয়া পাপ দমন করিবেন। এই জন্য সকলের পক্ষেই সৎ উদ্দেশে নির্জ্জনবাস শ্রেয়। আমি গৃহত্যাগী হইয়া অরণ্যবাসের কথা বলিতেছি না, নিভৃতে থাকিবার কথাই বলিতেছি।

গৃহী হইয়াই আমাদিগকে ধর্ম্মাচরণ ও ঈশ্বরসাধন করিতে হইবে। ইহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। বাল্য যৌবনে সজনে থাকিয়াই বিদ্যা ও ধন উপার্জ্জন করিতে হইবে, পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে। ইহাতে আত্মার বিবিধ শিক্ষা ও ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে আমাদের এমন সাবধান থাকিতে হইবে, যাহাতে সজনতার মধ্যেও নির্জ্জনতার সুবিধা ও সুখ অনুভব করিয়া জীবনের ফললাভ করিতে পারি। পরে ঈশ্বর যদি কৃপা করেন, তবে জীবনে এমন অবস্থা এমন সময় আসিতে পারে, যখন জনকোলাহলশূন্য নির্জ্জন স্থান ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগিবে না। এই অবস্থাই সমাধির পক্ষে অনুকূল। এই অবস্থায় একবার সুখ একবার দুঃখ, একবার আনন্দ একবার নিরানন্দ নাই। নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দের স্রোত আত্মায় বহিতে থাকে। গীতায় সে অবস্থার এইরূপ ব্যাখ্যা আছে,

"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ" ॥

যে অবস্থায় যোগী ব্যক্তি এক নিরতিশয় অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিগ্রাহ্য নিত্য সুখানুভব করেন, এবং যাহাতে স্থিত হইয়া তিনি আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হয়েন না।

হে দেব! কবে সে শুভ দিন উপস্থিত হইবে, যখন আমরা সকল পাপ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া তোমাতে অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় অবস্থিতি করিতে পারিব। কৃপা করিয়া তুমি সেই দিন আমাদিগকে আনিয়া দাও। এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

ইদানীং আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সুস্থ ব্যক্তি অতীব বিরল। কেন এত বিরল, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য

গভীর গবেষণার প্রয়োজন নাই। সাধারণ লোকের কার্য্যকলাপ একটু মনোযোগ-সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলেই এবিষয়ের যথার্থ কারণ অবগত হওয়া যায়; এবং সাধারণের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণে হৃদয়ে যে ধারণা উদিত হয়, যাহারা জনসমাজে শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত, তাহাদিগের আচরণ সন্দর্শনে সেই ধারণা একটী দৃঢ় সংস্কারে পরিণত হইয়া উঠে। ফলত যিনি কিঞ্চিৎ প্রণিধান পূর্ব্বক সাধারণ লোকের আহার বিহার—তাহাদিগের অনিয়মিত সময়ে অপরিমিত ভোজন, অর্দ্ধ-চর্ব্বিতাবস্থায় খাদ্য গলাধঃকরণ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অনিয়মিত নিদ্রা, অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবন—দর্শন করেন, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী না জানাই যে এইরূপ অনিষ্টপ্রদ আচরণের মূল তদ্বিষয়ে কি তাঁহার কোন সংশয় হইতে পারে? হইলেও শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত লোকদিগের আচরণ-দর্শনে তাহা সর্ব্বথা নিরাকৃত হইয়া যায়। বাস্তবিক যাহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত তাহারা কাব্য দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় বিষয় সমূহে সম্যক পারদর্শী হইলেও শরীররক্ষা বিষয়ে একান্ত অজ্ঞ। এবিষয়ে তাহাদিগের আচরণ দর্শন করিলে হাস্য সম্বরণ করা যায়ই না, পরন্তু তাহাদিগের প্রতি একান্ত কৃপার আবির্ভাব হইয়া থাকে। যখন কোন গ্রন্থার্ণব-মগ্ন পণ্ডিত মূর্খকে ভোজনের সময়েও পুঁথির পাতা উল্টাইতে দেখা যায় কিম্বা রোগের সময়ে উচ্চ গণিত দর্শন প্রভৃতি দুরূহ বিষয়ের জটিল প্রশ্ন লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায় তখন কিরূপেই বা হাস্য সম্বরণ করা যায়, কিরূপেই বা কৃপান্বিত না হইয়া থাকা যায়? তখন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাহারা স্বতঃ নিজের নিজের যে কি ঘোর অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছে তাহা ভাবিয়া হৃদয় অবসন্ন হয় এবং লোকদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বাস্থ্যহানির মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে আদৌ যে ধারণা হইয়াছিল তাহা সংশয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত হয়।

কোন একটী বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে পণ্ডিতগণ কেবল সেই বিষয়ের সন্নিকৃষ্ট কারণ বাহির করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, কিন্তু সোপানের পর সোপানান্তর অধিরোহণ করত তাঁহারা একেবারে আদিম মৌলিক কারণে পঁহুছিতে চেষ্টা করেন। এইরূপ না করিলে কোনও বিষয়ের তথ্য বাহির করা সুকঠিন হইয়া উঠে। সুতরাং কি ইতর কি শিক্ষিত সর্ব্বশ্রেণীর লোকই কেন স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে এত অজ্ঞ ইহারও কারণ ঐরূপেই অনুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কিন্তু এস্থলে বলিয়া রাখা উচিৎ যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম উল্লঙ্ঘনের কারণ যেমন সহজে নির্ণীত হইয়াছে এবিষয়ের কারণ-নির্দ্দেশ তেমন সহজে হইবে না। এ জন্য বিশেষ প্রণিধান এবং ধৈর্য্য আবশ্যক। সুতরাং আমরা পাঠকবর্গকে এস্থান হইতেই বিশেষ মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি।

কেন লোকে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে এত অজ্ঞ? কোন বিষয়ে অনভিজ্ঞ হওয়ার দুই তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ বিষয়টী সম্পূর্ণ অভিনব হইতে পারে। অভিনব বিষয়ে অনভিজ্ঞ হওয়া স্বাভাবিক। যেমন তড়িৎবিজ্ঞান। বিজ্ঞানের এই বিভাগটীতে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ইহার

কারণ এই যে তড়িৎশাস্ত্র আমাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন, এবিষয়ে আমাদের দেশে কখনও কোন রূপ আলোচনা হয় নাই, তড়িৎ বিষয়ক জ্ঞান যে মনুষ্যের আয়ত্তাধীন তাহা আমাদের আদবেই বিশ্বাস ছিল না। স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়েও কি তাহাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ে কোন আলোচনা বা তত্ত্বনিরূপণ করিয়া যান নাই? তাহাও স্বপ্নেও বিশ্বাস হইবে না। আমাদের দেশীয় প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদোক্ত গ্রন্থ সমূহে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে যেরূপ সুন্দর উপদেশাবলী রহিয়াছে তাহা দেখিয়া কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিশ্বাস হইবে যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উদাসীন ছিলেন?

অজ্ঞতার দ্বিতীয় কারণ বিষয়টীকে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া উপেক্ষা করা। বুদ্ধিজীবি প্রাণীমাত্রেরই স্বভাব এই যে যাহা তাহার নিকট অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহা উপেক্ষা করিয়া সে কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ান্তরে লিপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, এই জন্য আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ তত্ত্ববিদ্যারই সমধিক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে পদার্থ বিদ্যার তত আদর ছিল না এবং তজ্জন্য তাঁহারা পদার্থ বিদ্যার বড় বিশেষ আলোচনাও করেন নাই। এবং করেন নাই বলিয়াই আজ আমরা যুনানী জাতিদিগের বহু পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিতেছি। স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও কি তাহাই। স্বাস্থ্য কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট অপ্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের মধ্যে পরিগণিত ছিল? তাহা হইলে তদ্রচিত গ্রন্থ সমূহে "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" প্রভৃতি সারবান্ বচনাবলী পাওয়া যাইত না। অতএব তাঁহাদিগের নিকট স্বাস্থ্য বিজ্ঞান কদাপি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য ছিল না।

তাঁহাদিগের নিকট ছিল না বটে; কিন্তু কালবশে এবং শিক্ষাদোষে আমাদিগের নিকট হইয়াছে। অতি অল্প বিষয়ই প্রাচীন আর্য্যদিগের নিকট স্বাস্থ্য অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। পারৎপক্ষে তাঁহারা কখনও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী উল্লঙ্ঘন করিয়া ইষ্টলাভের চেষ্টা করিতেন না। স্বাস্থ্যই যে ত্রিবর্গলাভের প্রধান সহায় তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতেন এবং সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রযত্নে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতেন। এই জন্যই আমাদিগের অপেক্ষা তাঁহারা বলবুদ্ধিতে অত বড় ছিলেন। কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতাঃ।" শিক্ষার দোষে আজ অতি নগণ্য বিষয় সকলও আমাদিগের নিকট স্বাস্থ্য অপেক্ষা গরীয়ান্ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

অধিকন্তু স্বাস্থ্য সাধন একটা অতি প্রতিকূল অবস্থা বলিয়া অনেকের ধারণা হইয়া উঠিতেছে। স্ত্রীলোকদিগের পর্য্যন্ত বিশ্বাস হইয়াছে যে কোনও বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে হইলে শরীরের প্রতি—আহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা অনুচিৎ। ফলে এই হইতেছে যে অতি সামান্য কারণেই আমরা স্বাস্থ্য উল্লঙ্ঘন করিতেছি।

আমরা যে অতি সামান্য কারণেই স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকি, আমাদিগের অশন বসন শয়ন গমনের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক অশন বিষয়েই আমরা যে কত স্বাস্থ্যের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকি তাহা

ভাবিলে হৃদয় দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ ক্ষীর মৎস্য প্রভৃতি বিরুদ্ধভোজন অর্থাৎ ক্ষীরের সহিত মৎস্যাহার করা আমাদিগের নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ অপরিমিত ভোজনে আমাদের পরম প্রীতি হয়। তৃতীয়তঃ খাদ্য অর্দ্ধ চর্ব্বিতাবস্থায় গলাধঃকৃত করিয়া তাড়াতাড়ি ভোজন শেষ করা আমাদের মধ্যে ভোজনপটুতা বলিয়া পরিগণিত। চতুর্থতঃ আমরা খাদ্যকে সুস্বাদ করাই রন্ধনের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। এইরূপ আর কত বলিব। সব বলিতে গেলে একখানা পুঁথি হইয়া পড়ে।

আহার বিষয়ে আমরা যেরূপ নিয়মোল্লঙ্ঘন করিয়া থাকি গমন শয়নাদি বিষয়ে আমরা তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করি না। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে, কিরূপে শরীর সুস্থ রাখিয়া গমন করিতে পারি তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না, কিন্তু কি প্রকারে দ্রুত যাইতে পারিব তজ্জন্যই আমরা সর্ব্বাগ্রে ব্যাকুল হইয়া উঠি। আমরা দ্রুত যাওয়ার নিমিত্ত ঘাটে পথে রেলওয়ে ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিতেছি বটে কিন্তু ইহাতে স্বাস্থ্যের হানি হইতেছে কি না তাহা আদবেই বিচার করিয়া দেখি না। শয়ন সম্বন্ধেও তথৈবচ। আমাদিগের মধ্যে শয়নোত্থানের যে রীতি আছে তাহা নিতান্ত গর্হিত। সকলেই অবসর থাকিলে দিবা নিদ্রা গিয়া থাকেন। পরিবারের মধ্যে কি যুবা কি বৃদ্ধ কি বালক সকলেরই এক সময়ে গাত্রোত্থান করিতে হয়। সবল ও দুর্ব্বল ভেদে যে নিদ্রার সময় বেশি কম হওয়া উচিৎ আমাদের সে বিবেচনা নাই। এক শয্যার মধ্যে ৬।৭ জন পর্য্যন্ত রাত্রি যাপন করিয়া থাকি।

অধিক কি যে পরিচ্ছদ আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট অতীব নগণ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল তাহাও আজ আমাদিগের নিকট স্বাস্থ্যাপেক্ষা গরীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ পরিচ্ছদের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে আমরা যে এ বিষয়ে সর্ব্বাংশে পৃথিবীর বর্ব্বর জাতিদিগের তুল্য তাহাতে আর সন্দেহের লেশও থাকে না। যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার সুবিধা হয় তাহা দেখিতে সুন্দর না হইলে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকি। এবং ভদ্রতার অনুরোধে সভ্যতার খাতিরে যেরূপ পরিচ্ছদে সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বাস্থ্যহানি হয়, তাহারই আদর বাড়াইতেছি।

এইরূপ কত ভাবে যে আমরা স্বাস্থ্যহানি করিতেছি তাহার পরিসীমা নাই। অহো আমরা কি দুর্ম্মতিগ্রস্তই হইয়াছি। বিষয়-মৃগতৃষ্ণিকায় ভুলিয়া অমৃতের সাগর ফেলিয়া সুখের আশায় শুষ্কপদার্থ সংগ্রহে ব্যস্ত রহিয়াছি। রত্নের প্রকৃত আকর ছাড়িয়া অন্তঃসারবিহীন বাহ্য চাকচিক্যেরই আদর করিতে শিখিয়াছি। স্বাস্থ্য যে প্রত্যক্ষ অমৃত, আরোগ্য যে সুখের মূল, সাধনার ভিত্তি, উন্নতির সোপান, ত্রিবর্গ লাভের অবধারিত পন্থা তাহা ভুলিয়া গিয়া, সকলেই অজ্ঞাতসারে কেহ বা ধীরে ধীরে কেহ বা প্রবল বেগে বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু স্বাস্থ্য কি বাস্তবিকই উপেক্ষণীয়? স্বাস্থ্য যদি সত্য সত্যই অকিঞ্চিৎকর হয় তবে জীবন প্রার্থনীয় কিসে? অসুস্থ চিররোগাভিভূত শরীর ধারণে সুখ কি? অসার যন্ত্রণাময় দেহের দ্বারা কোন্ কার্য্যই বা সাধন করা যায়? অতএব যাহাতে শরীর অকালে অকর্ম্মণ্য না হইয়া পড়ে, যাহাতে শারীরিক নিয়ম উল্লঙ্ঘিত না হয়, যাহাতে শরীর চিরসবল থাকে তৎপ্রতি মনুষ্যমাত্রেরই দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য।

মিত্রতা।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়াকে করুণা বলে। করুণা সাধন করিতে পারিলে আমাদিগের মনের দ্বেষভাব নষ্ট হয়। কেহ উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে হৃষ্ট হইয়া সেই লোককে প্রশংসাদি করিয়া শুভকর্ম্মে উৎসাহ দান করাকে মুদিতা সাধন বলে। এই মুদিতা সাধন করিতে শিখিলে মনের অসূয়া-দোষ নষ্ট হইয়া যায়। পরের পাপ বা দোষ দেখিয়া অথবা কেহ অনর্থক নিন্দা করিতেছে শুনিয়াও তাহাকে দ্বেষ বা ঘৃণা না করিয়া সর্ব্বতোভাবে উদাসীন থাকাকে উপেক্ষা বলে। উপেক্ষা সাধন দ্বারা মনের অমর্ষ-দোষ নষ্ট হয়। এখন বিচার করা কর্ত্তব্য, যে জীব মাত্রের প্রতি মৈত্রীভাব অবলম্বন করিতে না পারিলে যোগী কখনই করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা সাধনে সমর্থ হইতে পারেন না, কারণ যদি আমাদিগের মনে ক্রোধ, শত্রুতা, ও হিংসা ভাব বিরাজিত থাকে তবে আমরা কি প্রকারে পরের দুঃখে দুঃখিত হইতে পারিব। অপরের প্রতি যদি আমাদের ভালবাসাই না থাকিবে তবে কি প্রকারে অপরে ভাল কর্ম্ম করিলে তাহার প্রতি ঈর্ষা না হইয়া তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইবে, ও কিরূপেই বা আমরা মনের সহিত তাহাকে সৎ কর্ম্মে উৎসাহ দিতে সমর্থ হইব। এইরূপে উপেক্ষার বিষয় ও বুঝিতে হইবে। বলিতে কি সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও উদারপ্রকৃতি ব্যতীত কেহই যথার্থ মিত্রতা সাধনে সমর্থ হয়েন না। শত্রু এবং মিত্র কেবল কথায় হয় না। কার্য্যেই শত্রু ও মিত্রের পরীক্ষা হইয়া থাকে। নীতি শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥
আপৎসু মিত্রং জানীয়াৎ যুদ্ধে শূরমৃণে শুচিং।
ভার্য্যাং ক্ষীণেষু বিত্তেষু ব্যসনেষু চ বান্ধবান্॥
উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥"

অর্থাৎ তাবৎ কেহ কাহারও মিত্র বা কেহ কাহারও শত্রু নহে যাবৎ ব্যবহার দ্বারা মিত্র কিম্বা রিপু জানা না যায়।

আপদ কালে সুমিত্র, যুদ্ধে শূর, ঋণে শুচি, দরিদ্রাবস্থায় স্ত্রী ও ব্যসন কালে বন্ধুর পরীক্ষা হইয়া থাকে।

যিনি উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, দেশোপদ্রবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে সহায়তা করেন তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে মিত্রতা রক্ষা করা সামান্য কথা নহে। প্রথমতঃ লোকের সুখ ও দুঃখে একান্ত সুখী বা দুঃখিত হইতে না পারিলে কেহই যথার্থ মিত্রতা স্থাপনে সমর্থ হন না। তৎপরে প্রকৃত মিত্র হইবার জন্য ইন্দ্রিয়জয়ী হওয়া কর্ত্তব্য। এমন কি মিত্রতা সাধন করাই ধর্ম্মসাধনের এক প্রধান অঙ্গ ও উপায়। ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"নাশ্রমঃ কারণং ধর্ম্মে ক্রিয়মাণোভবেদ্ধি সঃ।
অতোযদাত্মনোঽপথ্যং পরস্য ন তদাচরেৎ॥
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।
দূষিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্রতত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণং॥"
মনুসংহিতা।

কোন বিশেষ আশ্রম অবলম্বন করা ধর্ম্মের প্রতি কারণ হইতে পারে না। কেন না মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই আশ্রমের বাহ্য চিহ্ন অবলম্বন করিতে পারেন। এই

জন্য আপনার যাহা অপথ্য তাহা পরের প্রতি আচরণ করা কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ অপরে যে ব্যবহার করিলে নিজের ক্ষোভ জন্মাইতে পারে এরূপ ব্যবহার অন্যের প্রতি করা উচিত নহে।

লোকে যে কোন আশ্রমস্থিত হইয়া থাকুন না কেন, অথবা তত্তৎ আশ্রম ধর্ম্মাদির বাহ্য লক্ষণ ভ্রষ্ট হউন না কেন, যদি তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন, তবে বর্ণাশ্রমত্যাগাদির জন্য তাঁহার ধর্ম্মে অনধিকারিত্ব আশ্রয় করিতে হয় না। যে হেতু বর্ণাশ্রমাদির বাহ্য চিহ্ন ধারণ ধর্ম্মের প্রতি কারণ নহে।

এখন দেখুন যদি আমরা সর্ব্বজীবে মৈত্রীভাব অবলম্বন না করি তবে কখনই আমরা নিজের অপথ্যের ন্যায় পরের অপথ্য বিবেচনা করিতে পারি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সর্ব্বভূতে সমভাব অবলম্বন করাকেই মৈত্রী সাধন বলে। এই মৈত্রীযুক্ত পুরুষই শাস্ত্রে পণ্ডিত সংজ্ঞার বাচ্য হয়েন। যথা—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ গীতা।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥
চানক্যনীতি ইত্যাদি।

অর্থাৎ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো হস্তী কুক্কুর এবং চণ্ডালাদির প্রতি যিনি সমদর্শী তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। যে ব্যক্তি সর্ব্ব ভূতকে আপনার ন্যায় দর্শন করেন তিনিই পণ্ডিত ইত্যাদি। বেদ শাস্ত্রেও সমভাব অবলম্বন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋগ্বেদে লিখিত আছে

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥"
সমানোমন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়েবঃ সমানে নবো হবিষা জুহোমি॥
ইত্যাদি

যেদশাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন যে হে মনুষ্যগণ, তোমরা পক্ষপাত-রহিত হইয়া ন্যায় ধর্ম্ম ও সত্যাচরণকে গ্রহণ কর। বিরোধ ত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর সম্মতিযুক্ত হও। তোমরা বাদ বিতণ্ডা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংবাদ কর অর্থাৎ সত্য বিদ্যার পঠন পাঠন কর। তোমরা আপন আপন জ্ঞান নিত্য বৃদ্ধি কর। তোমাদিগের মন প্রকাশযুক্ত হইয়া নিত্য আনন্দে মগ্ন থাক্। যেরূপ ধর্ম্মাত্মা বিদ্বান দেবতাগণ সত্য ধর্ম্মের আচরণ করেন, তদ্রূপ তোমরাও কর। হে মনুষ্যগণ, তোমাদিগের মন্ত্র অর্থাৎ সত্যাসত্যের বিচার সমান অর্থাৎ বিরোধ-রহিত হউক। তোমাদিগের সমিতি সমান অর্থাৎ বিরোধ-রহিত হউক, অর্থাৎ তোমরা পরস্পরের সাহায্যে সর্ব্বদা রত থাক। তোমাদিগের মন সমান অর্থাৎ সমভাবাবলম্বী হউক অর্থাৎ জীব মাত্রের প্রতি তোমাদের সমদৃষ্টি হউক। তোমাদিগের মন ও চিত্ত মনুষ্যের সুখের জন্য চেষ্টিত হউক। যে মনুষ্য জীবমাত্রের উপকারে রত হন তাঁহাকে পরমাত্মা অনুগ্রহ করেন। তোমরা পদার্থগ্রহণ ও দান কালে অসত্য ব্যবহার ত্যাগ করিবে।

জগতে যতই কেন কেহ মহান্ বলবান হউন না, যদি তিনি ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়া সমভাবাবলম্বী না হন, তবে তিনি কখনই প্রকৃত মৈত্রী ভাব অবলম্বন করিতে সমর্থ হন না। জগতের ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহা মহা পরাক্রমী শূর,বীর,অসুর ও দৈত্যগণ সামান্য ইন্দ্রিয়াভিলাষ সাধন জন্য পরস্পরের মিত্রতা ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শান্তচিত্ত উদার-প্রকৃতি ব্যক্তি ভিন্ন কেহই সমভাব সাধন

করিতে সমর্থ নহেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে।—

"অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং॥

অর্থাৎ ইনি আত্মীয় ইনি অপর, এরূপ গণনা ক্ষুদ্রান্তঃকরণযুক্ত মনুষ্যগণই করিয়া থাকেন, সচ্চরিত্র ও উদারচিত্ত লোকদিগের পৃথিবীর সকল ব্যক্তিই আত্মীয় হয়েন।

ক্রমশঃ।

প্রার্থনা। (১)

প্রাতে—নিদ্রা-ভঙ্গে।

কে তুমি সারাটী রাত রক্ষিলে আমায়।
যখন মগন ছিনু গভীর নিদ্রায়॥
মাতা অবনত মুখে স্নেহ-আঁখি-ভরে,
চাহিয়া থাকেন যথা সন্তান উপরে,
তার চেয়ে কত স্নেহে তুমি গো জননি!
চাহিছ আমার পানে দিবস রজনী॥
দিতেছ কতই সুখ স্নেহেতে ভরিয়া।
দুঃখেতেও তব স্নেহ দেখি নিরখিয়া॥
দুঃখে তুমি বলিতেছ সান্ত্বনা বচন।
দেখা দিয়া করিতেছ দুঃখ নিবারণ॥
মাতৃগর্ভে অসহায় আছিলাম যবে।
তুমিই আমারে রক্ষা করিলে গো তবে॥
জন্মিবার আগে তুমি আমার আহার—
মাতার স্তনেতে দুগ্ধ—করিলে সঞ্চার॥
মাতার হৃদয়ে স্নেহ আমা তরে দিলে।
সেই স্নেহ উপলক্ষে আমারে রক্ষিলে॥
পিতার মাতার স্নেহ করিয়া প্রেরণ।
তুমিই পালিলে মোরে করিয়া যতন॥
কত যে তোমার স্নেহ অধম এজনে।
ভাবিয়া না পাই তাহা—না যায় কথনে॥
এইক্ষণে তব দয়া করিছ বর্ষণ।
আমার জীবনে প্রাণ করিছ সিঞ্চন॥
তাই তোমা হ'তে আজ পাইতেছি প্রাণ।
তুমি প্রাণ-দাতা—প্রাণ করিতেছ দান॥
অসীম জগতে জীব কতই প্রকার।
তুমি পিতা মাতা বন্ধু হও সবাকার॥
সবাকারে তুমি স্নেহে করিছ পালন।
সবার অভাব তুমি করিছ মোচন॥
কিন্তু তব এত স্নেহ অধীন এজনে,
হেন মনে লয়—এই অনন্ত ভুবনে,
নাহি আর কেহ তব স্নেহ করিবার।
আমা প্রতি বরষিছ হেন স্নেহ-ধার॥
স্নেহের মূরতি তব দেখি অভিরাম।
সুপ্রভাত করি আজ লয়ে তব নাম॥
আজ যেন রাখি তোমা নয়নে নয়নে।
তোমার আদেশ ধরি হৃদয়ে যতনে॥
বল আজ কিবা কায করিব তোমার।
তোমার যে কায তাহা হউক আমার।
আজ নাহি পড়ি যেন মোহের ছলনে।
তব শুভ কায যেন করি প্রাণপণে॥

বোধ-গয়া।

লোকে সচরাচর যাহাকে বুদ্ধ-গয়া বলে, তাহার প্রকৃত নাম বোধ-গয়া, অর্থাৎ রাজকুমার শাক্যসিংহ এই পবিত্র স্থানে পুণ্যসলিলা নিরঞ্জন নদীতটে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক বুদ্ধত্ব লাভ করেন। সেই অবধি ঐ স্থানের নাম হইল (বুদ্ধ-গয়া বা বোধ-গয়া। সর্ব্বসাধারণেও উহাকে বোধ-গয়া বলে। আর যে চিরস্মরণীয় বৃক্ষতলে ঐ মহাপুরুষ সিদ্ধি লাভ করেন,, তাহার নাম 'বোধি-বৃক্ষ' বা 'বোধি-দ্রুম' বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হয়। সে বৃক্ষ আর নাই; তবে উহার কতকটা কাষ্ঠ কলি-

কাতাস্থ চিত্রশালিকায় সংরক্ষিত হইয়াছে।

বোধ-গয়া হিন্দুতীর্থ গয়াধাম হইতে প্রায় তিন ক্রোশ ব্যবধান। যাইবার রাস্তা পাকা। তথায় এক্কা, গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ী সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। অর্দ্ধ পথে সেনানী গ্রাম। ইহার আধুনিক নাম কির্যামা। এরূপ কথিত আছে যে বুদ্ধদেব বোধ-গয়া গমনকালীন এইস্থানে সুজাতা নাম্নী এক স্ত্রীলোকের নিকট পায়স গ্রহণ করেন; এবং সত্য নামে এক ব্রাহ্মণের নিকট আট মুষ্টি কুশ লইয়া বোধি-দ্রুমতলে রোপণ করত সাত দিন ধ্যানে মগ্ন থাকেন। মহাবোধি মন্দিরের অদূরবর্ত্তী নিরঞ্জন ও মহানদীর মধ্যবর্ত্তী মলতঙ্গা নামে আর এক স্থান আছে। বুদ্ধদেব এইস্থানে দুগ্ধ পান করেন। কিন্তু একথা পালিগ্রন্থে নাই; কোনও সিংহলবাসী ভিক্ষুও বিশ্বাস করেন না। সে যাহা হউক আমরা দুই পার্শ্বে প্রশস্ত শস্যক্ষেত্র, সুশীতল নির্ম্মল জলপূর্ণ কূপ অতিথিশালা ও বিশ্রামাগার এবং শৈবপ্রধান স্থানের নিদর্শন যথা মাঝে মাঝে শিবমন্দির ও তুলসীমঞ্চপ সদৃশ এক একটি ইষ্টকনির্ম্মিত উপাসনার স্থান দেখিতে দেখিতে বোধ-গয়া ধামে উপস্থিত হইলাম। সরলহৃদয় একজন ভিক্ষু আমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। তথায় ষাট বৎসরের অধিক বয়স্ক আর একটী ভিক্ষু আছেন। ইনি পদব্রজে সাত মাসে সিংহল হইতে কলিকাতায় আগমন করেন, এবং কলিকাতা হইতে বোধ-গয়ায়ও ঐরূপে গমন করিতেন, কিন্তু কোনও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধের নিষেধ নিবন্ধন করেন নাই। ঐ স্থানে নির্ব্বাণ লাভ করিবার ইঁহার একান্ত বাসনা।

মন্দিরের এক কোণে সাধুদিগের থাকিবার স্থান। ইহা ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব রাজা থিবোর পিতার দ্বারা নির্ম্মিত হয়। একতল গৃহ, তিনটি কামরা পাশা পাশি আছে। দক্ষিণ কামরায় ধর্ম্মানুরাগী ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক জাপান সাম্রাজ্য হইতে আনীত চন্দন কাষ্ঠের অতি সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। মঠধারী ভিক্ষুগণ উহাঁর পূজা করিয়া থাকেন। বঙ্গেশ্বর সর এলেকজাণ্ডার ম্যাকেনজি উহাঁকে ঐস্থানেই রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। মধ্যস্থলের কুঠরিতে সাধুদিগের আহার্য্য দ্রব্যাদি এবং উত্তরের ঘরে তাঁহাদিগের পুস্তকাদি থাকে।

বলা বাহুল্য বৌদ্ধ রাজা অশোক এই জগদ্বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং ইহা যে কত দিনের পুরাতন তাহা পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন। প্রাচীন সময়ে ইহা কিরূপ ছিল, তাহা এখানে বলিতেছি না। তবে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহারই বিষয় লিখিতেছি। মন্দিরটি গড়খাৎ ভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত সমাধি সমূহে (যাহাকে চৈৎ বা স্তূপ বলে) পরিবেষ্টিত। তোরণ পশ্চিমাভিমুখে। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে বোধি-বৃক্ষের বংশধর যেন জন্ম জরা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মপিপাসুদিগকে আহ্বান করিয়া সুশীতল ছায়া দানে মন, প্রাণ ও আত্মার তৃপ্তি ও কল্যাণ সাধন করিতেছে। বৌদ্ধ যাত্রীরা ইহার পত্র ফল ও বীজ অতি যত্ন পূর্ব্বক লইয়া যান। এক জন সিংহলনিবাসী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ইংরাজী অক্ষরে পালি ভাষায় লিখিত

বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় বচন কতকগুলি প্রস্তরফলকে খোদিত করিয়া এইস্থানে রাখিয়াছেন। কথিত আছে অশোক রাজা বুদ্ধের বোধি-বৃক্ষতলের আসন হীরক মণি মাণিক্যাদিতে খচিত করাইয়া দেন। কিন্তু লুণ্ঠনকারীদিগের হস্ত হইতে তৎ সমুদয়ও রক্ষা পায় নাই। এখন কেবল চূণ সুরকিতে গাঁথা একটি আসনের কঙ্কাল মাত্র আছে।

মন্দিরটির কথা কি বলিব? ইহা অত্যুচ্চ নহে; কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ও স্থপতিগণ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য কিসে? গঠনে ও প্রাচীনত্বে। ইষ্টক ও প্রস্তর ইহার উপাদান; কাষ্ঠের নাম নাই; সমস্ত খিলান। ইট এক এক খানি বড় বড় মোটা মোটা টাইল-সদৃশ। এক এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড সোপান নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। শত শত বৎসর উহার উপর অধিরোহণ ও অবরোহণের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তথাপি উহাকে মসৃণ করিতে পারে নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সর আশ্‌লি ইডন যখন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা তখন জেনরেল সর কনিংহ্যামের তত্ত্বাবধানে ও সুবিখ্যাত স্থপতি বেগলার সাহেবের দ্বারা মন্দিরের জীর্ণসংস্কার হয়। সেই সময়ে উহার এক লৌহময় দ্বার নির্ম্মিত হয় নচেৎ পূর্ব্বে দ্বার ছিল না, যদি থাকে তাহার কোনও চিহ্ন নাই। প্রবেশ করিয়াই স্থানের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সম্বন্ধে অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব জাগরূক হইল। মস্তকোপরি এক চন্দ্রাতপশোভিত বৃহৎ খিলান; সম্মুখে অশোক প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরনির্ম্মিত কিন্তু সম্প্রতি সোণালী রঙ্গে রঞ্জিত বুদ্ধমূর্ত্তি। এক খণ্ড গোলাপী বর্ণের রেশমী বস্ত্রে গাত্র আবৃত থাকাতে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে কি না বলিতে পারি না, তবে বোধ হয় আধুনিক সভ্যতার অধিকমাত্রার লজ্জাশীলতা ও সুরুচি সংরক্ষণার্থে উহা করা হইয়াছে। সৌম্যমূর্ত্তি যোগাসনে আসীন; সম্মুখে কিছু ফুল পড়িয়া আছে, তাহাতে বোধ হইল পূজা হইয়া থাকে। দক্ষিণে ও বামে উপরে যাইবার সিঁড়ি, উপরে যাইলাম। উপরে মন্দিরের চারি কোণে চারিটি ক্ষুদ্র মন্দির। দুইটিতে দুইটি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। মধ্যস্থলে এক অতি উত্তম ভজনার স্থান শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। এইখানে ধর্ম্মপাল 'জাপান-মূর্ত্তি' রাখিয়াছিলেন। ইহার এক প্রকোষ্ঠে সিদ্ধার্থের এক মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। মন্দির যত শূন্যে উঠিতেছে তত ক্রমশঃ সরু হইয়া চূড়া কতকটা পদ্ম বা ছত্রাকার ধারণ পূর্ব্বক পরিসমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীক্ষেত্রের ও বোধগয়ার মন্দির প্রায় একপ্রকার। শুধু তাহা নহে। আমরা গয়া অঞ্চলে অনেক এমন কি প্রায় সমস্ত দেবমন্দির এই আদর্শে গঠিত হইয়াছে দেখিলাম। মহাবোধি মন্দিরের সম্মুখে ব্রহ্মরাজপ্রদত্ত দুই বৃহৎ ঘণ্টা বড় বড় মোটা কাষ্ঠদণ্ডে টাঙ্গান আছে। তাহাদের পার্শ্বে তিব্বতীয় ভজনাচক্র (Prayer wheel) তুল্য একটি রচনা-চাতুরী দেখিলাম। মন্দিরের সম্মুখে চার পাঁচটি ছোট ছোট মন্দির আছে। এরূপ অনুমিত হয় যে, সে গুলিতে পূর্ব্বে প্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল, এখনও দুই একটিতে ঐরূপ মূর্ত্তি আছে; কিন্তু তৎসমুদয় হিন্দুর দেবতা শিবের কোনও কোনও নামে অর্চ্চিত হইতেছে। মন্দিরের সীমার বহির্ভাগে অনতিদূরে একটি পুরাতন কূপের ধারে শাক্য-মাতা মায়া দেবী

দণ্ডায়মানা আছেন। ইহা সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ প্রস্তর-মূর্ত্তি। দুঃখের বিষয় নাসিকা প্রভৃতি দুই একটি অঙ্গহীন। ইহার সন্নিকটে একটি পুরাতন পতনশীল দ্বিতল সাধুদিগের আশ্রম আছে, ইহাতে এখন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এবং রাম সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তি পূজা হইতেছে; এই দেবালয়ের সংশ্লিষ্ট ভূমির উপসত্ত্ব দেবসেবায় ব্যয়িত হয়। যে সাধুর উপরে পূজার ভার ন্যস্ত আছে, তিনি কেবল মহান্তের নিকট হইতে সিধা পাইয়া থাকেন। কএক পদ গমন করিলেই মহান্তদিগের সমাধিক্ষেত্র। আমার বিবেচনায় এগুলি যে বৌদ্ধ সমাধি (চৈয়ৎ বা স্তূপ) ছিল তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে মহান্ত-সমাধিতে—কাহারও কাহারও দেহ, কাহারও কাহারও বা জটা ও খড়ম সমাহিত।

মহাবোধি-মন্দিরের দক্ষিণে 'বুদ্ধকুণ্ড' নামে বৃহৎ প্রাচীন শান-বাঁধান অতি উত্তম ও পুরাতন পুষ্করিণী। স্নানান্তে এক জন মানুষ বসিয়া পূজা ধ্যান করিতে পারে এমন কতকগুলি ছোট ছোট ঘরের মত উপাসনার স্থান তাহার ধারে আছে। রাজা অশোক ঐ পুষ্করিণী খনন করাইয়া যান। ইহা এখনও বেশ গভীর। অনেক বড় বড় মৎস্য আছে, এবং 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' এই শ্লোকের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। গত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই পুষ্করিণীর সংস্কার-কার্য্য মহান্ত বেলপাত গিরি দ্বারা সম্পন্ন হয়। এক্ষণে বুদ্ধ মন্দিরের সীমার ভিতর হইতে কেহ কিছু স্থানান্তরিত করিতে পারিবেক না, স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটের এইরূপ আদেশ আছে। যাহা কিছু ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইতেছে তৎ সমুদয় রক্ষার্থে একটি ঘর হইয়াছে; মন্দিরের তত্ত্বাবধান ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক কার্য্যের ভারবহন করিবার জন্য একজন সরকারি কর্ম্মচারী ও একজন চাপরাশী নিযুক্ত আছে। সীমার বাহিরে কৃষকেরা মৃত্তিকা খনন করিয়া অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি বাহির করিয়াছে। কেহ কেহ উহার দুই একটিকে গৃহপ্রাচীরে বসাইয়া দিয়াছে; কূপ, শস্যক্ষেত্র ও পথের ধারে অনেকগুলি বসান ও শয়ান আছে; হিন্দু দেব দেবীর মন্দিরে উহা সিন্দূর চর্চ্চিত হইয়া দেবতানির্ব্বিশেষে পূজিত হইতেছে।

বোধ-গয়া হইতে অর্দ্ধক্রোশেরও কম দূরে দক্ষিণে উরুভিল গ্রাম। ইহার আধুনিক নাম মুচারিণ। পালি ভাষায় মুছলিন আখ্যায় এই গ্রামের উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেব এইখানে ছয় বৎসর কাল ধ্যানে অতিবাহিত করেন। এখানে একটি বহুদিনের পুষ্করিণী আছে। তাহার নিকটে একটি মন্দির ছিল, উহার বুনিয়াদ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ইহার অদূরে আর একটি মন্দির ছিল। দুইটির উল্লেখ পালিগ্রন্থে আছে। শেষোক্তটি তখনও বনমধ্যে এখনও না হয় উপবন মধ্যে। ইহার বুনিয়াদ পর্য্যন্ত নাই, তবে কিয়ৎপরিমাণে উচ্চ ঢিবির মত একটু স্থান অবস্থিতিস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে।

EXTRACT FROM
INDIAN MAGAZINE REVIEW.
August 1896.

SHANTINIKETAN.

If you turn to the map of Bengal, you will find a comparatively unimportant station on the Loop Section of the East Indian Railway. The name of that station is Bolpore. It has a pretty large trade in coarse rice. Bolpore can be reached within a few hours from Calcutta; but to that I do not attach any importance. What draws people afar is the "Shantiniketan," or Hermitage of Peace, of the Grand Old Man of Calcutta, now living there in retirement, and known all over the Theistic world as Maharshi Debendra Nath Tagore. The hermitage is a little more than a mile from the railway station. There is no conveyance here worth the name, except an inferior kind of bullock cart, which, as its name which, as its name implies, is used more for carrying goods than the fragile piece of ingenious mechanism called for the sake of brevity and convenience—Man. Even this conveyance is not cheap; so the visitors prefer walking. The land on which Bolpore is situate is high and undulating; the soil is sandy, gravelly, and consequently barren. It is interspersed with copsewood of dwarf date-palm and fringed with straggling groups of huts of Sonthals. It is far from human habitation; the road which leads to it, and on which the carts ply, is macadamised, and runs through obscure villages to Seuri, the chief town of the district of Birbhum of which Bolpore is a sub-division.

The vast compound comprises twenty biggahs. In the north-east corner is built the 'mandir' ornamented with various coloured pieces of glass, the framework being of wrought iron and the outer work of the enclosure, with four gates in four directions, being of cast iron. It is a mosaic piece of architecture, making, as it does, an attempt to approach the Gothic style. The frontage refreshes the eye with the Theistic motto Om Tat Sat, in Bengali characters of gold. Its basement is a quadrangular space covered all over, like the worship hall, with black and white pieces of marble tastefully set. There are flights of steps of well-polished sandstone built on all sides. Unlike the Christian churches, the congregation sits cross-legged on long lines of costly carpet seats. This idea is entirely indigenous. During service, especially during the anniversary service, which is held on the 7th day of Pous (corresponding with the 21st or 22nd of December), the hall is lighted with chandeliers, some of which are coloured, while the steps groan under weight of basketfuls of articles of charity, say, rice and cloth, to be doled out to the paupers.

On that memorable day a fair is held, and the public are catered for with entertainments outside the compound. In the centre of the *nikatan* stands a well ventilated two-storied house for the accomodation of guests; almost opposite are the outhouses. The ground is laid out with parterres and beds of arums and other flower-plants. Choicest trees of delicious fruits, like the mangoe and lichu, occupy the sourthern portion of the garden, round about the beautiful brick-built house just mentioned, which overlooks the common for miles altogether. Under some of the big trees, among which the ancient *chatim* tree, under which the Maharshi once used to pass his morning and evening in divine contemplation, deserves special mention; those of a contemplative turn of mind are provided with low brick-built cemented seats. In the southern gateway are inscribed texts from the *Brahmo Dharma*, compiled by the venerable old man, inserted on white marble slabs in the pillars thereof.

Neither animal food, nor *hom* (or sacrificial fire) nor any sacrificial offering, nor any spirituous liquor is allowed within the compound. One may stay here for a month, if one likes; but the officer in charge is no way bound to provide boarding. He who wishes to stay here for a longer period should apply to one of the trustees for permission; in all cases he should be one who believes in Theism. During holidays, especially during the Durga Poojah holidays, the influx of Brahmo visitors is large. Nor is this all. Since the establishment of this hermitage, the simple-hearted folk of both sexes come over here bodily to satisfy their curiosity only, from not only the adjacent villages but also from the remote ones like Mankar and Gushkara.

NAKUR CHUNDRA BISVAS.
Shantiniketan, Bolpore, E. I. R. Loop, June 1896.

"ভারতে স্বাধীন আর্য্যমিশন" পত্রসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

১৩ই কার্ত্তিকের তত্ত্বকৌমুদী আত্মবিস্মৃতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এই বলিয়া আমাদের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমরা বিরোধী মতাবলম্বী শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের পত্র পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহায়তা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই যেহেতু আমরা প্রেরিত পত্রের

গোড়াতেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিয়াছি যে, পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক কোনো অংশে দায়ী নহেন। হিন্দুসমাজের কোন্ শ্রেণীর লোকে ব্রাহ্মসমাজকে কি ভাবে দেখেন তাহা ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় পত্রখানি তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক দলের মত, সমাজ সংগঠন এই ভাবে হওয়া উচিত—আর এক দলের মত আর এক ভাবে হওয়া উচিত, আর এক দলের মত তৃতীয় আর এক ভাবে হওয়া উচিত—এইরূপ নানা দলের নানা মত। এ অবস্থায় শত্রুমিত্র উভয় দলের মতামত জানিলে আমরা অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে সাবধান হইতে পারি। শত্রুর বাক্যে অনেক সময়ে আমাদের চক্ষু ফুটে—বন্ধুর বাক্যে অনেক সময়ে আমাদের চক্ষুতে কপাট পড়িয়া যায়। এইরূপ বিবেচনায় পত্রখানি ঐতিহাসিক বোধে পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, আর কোন কারণে নহে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

বহু সম্মাননীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার
সম্পাদক মহাশয়েষু

মহাশয়,

বিগত আশ্বিন মাসের তত্ত্ববোধিনীতে "ভারতে স্বাধীন আর্য্যমিশন" নামক একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রে লেখকের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছি। এই জ্ঞানোজ্জ্বল খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের প্রভাব যেন সারদা বাবুকে একটুও স্পর্শ করে নাই। তিনি জোর করিয়া বর্ত্তমানে সেই আদিম যুগের অবতারণা করিতে ইচ্ছুক। তাহা যে নিতান্তই অসম্ভব তাহা তাঁহার কল্পনাচক্ষের সম্মুখে আসিতেই পারে নাই। সেই আদিম যুগে জাতিভেদের বিশেষ উপকারিতা ছিল, এখন জাতীয় ঐক্যের উপকারিতা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইতেছে। বর্ত্তমান কালে যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে যে সকল মনুষ্য সকল জাতি কায়মনোবাক্যে ঐক্য প্রার্থনা করিতেছে। এই অবস্থায় তাঁহার আপনার মনোমত জাতিভেদ রক্ষার জন্য সকলকে আহ্বান করা কেমন অসঙ্গত ঠেকিতেছে। তাহার উপর তিনি আপনার মত ব্যক্ত করিবার জন্য এমন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন যে তাহাতে বিস্ময় ও দুঃখ আসিয়া হৃদয়কে নিতান্তই পীড়া দিতেছে। সারদা বাবুর "অমরনাথ" প্রভৃতি দু একখানি পুস্তক এবং এই তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রবীণ ও বিজ্ঞ বলিয়া জানিতাম; তাঁহার লেখনী হইতে এরূপ ভাষা বাহির হওয়া উচিত হয় নাই।

সারদা বাবু নিজের "স্বাধীন আর্য্য মিশনের" স্বপ্নে উত্তেজিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুতীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজের দোষগুণ বন্ধুভাবে দেখাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের এবং তাঁহার আর্য্য মিশনের মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। তাঁহার "স্বাধীন আর্য্য মিশন" প্রতিষ্ঠার একটী উদ্দেশ্য যদি ইহা হয় যে জগতে ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হউক, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি আমার এই অনুরোধ যে, তিনি যেন রূঢ় ও কঠোর ভাষায় অপরাপর সমাজ বা সম্প্রদায়কে আক্রমণ না করিয়া বন্ধুভাবে দোষগুণ দেখাইতে চেষ্টা করেন, তাহাতে উভয় পক্ষেই মঙ্গল হইবে—শান্তিবায়ু প্রবাহিত হইয়া বিরোধ বিবাদ নির্ব্বাণ করিয়া দিবে। অবশেষে আমি আক্ষেপের সহিত বলিতেছি যে সারদা বাবুর পত্রখানি প্রকাশিত হওয়া উচিত হয় নাই। পত্রখানি একেবারেই প্রকাশিত না হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইত, অন্ততঃ ব্রাহ্মসমাজের একটুকুও ক্ষতি হইত না এবং ইহা প্রকাশিত হওয়াতেও ব্রাহ্মসমাজের কোনই লাভ হইয়াছে বোধ হয় না।

কস্যচিৎ ন্যায়দর্শিনঃ।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রণীত।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ অর্দ্ধ আনা।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
শেষ উপদেশ।

মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল একআনা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(স্বামীকৃত টীকা সমেত)

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্ববিষয়ক প্রথম উপদেশ। মূল্য ৵০ দুই আনা।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তকাদি চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রিত করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস।
সহকারী সম্পাদক।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম	৻১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য	৻১০
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা	৻৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৵০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৵০
পরলোক ও মুক্তি	৵০
দশোপদেশ	॥০
মাঘোৎসব	॥০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।০
ধর্ম্মশিক্ষা	৵০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴০
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (৯ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ঐ (ভাল বাঁধা)	১।০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০

A Discourse against Hero-making in Religion	
Hindoo Theism	
Theist's Prayer Book	
Tuhfatal Muwahhiddin	
Doctrine of Christian Resurrection	
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	
সঙ্গীতমঞ্জরী	
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ ঐ	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	
বৃদ্ধহিন্দুর আশা	
তাম্বুলোপহার ২য় ভাগ	
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	
Brahmic Quest. of the Day	
Brahmic Advice, Caution and Help	
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	
Adi B. Samaj as a Church	
A Reply to the Query "What is Brahmoism"?	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	
Science of Religion	
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	
তত্ত্ববিদ্যা	১॥০
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৵০
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১॥০
উদ্গীথা	।০
ধর্ম্মমালা	৶১০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১৲

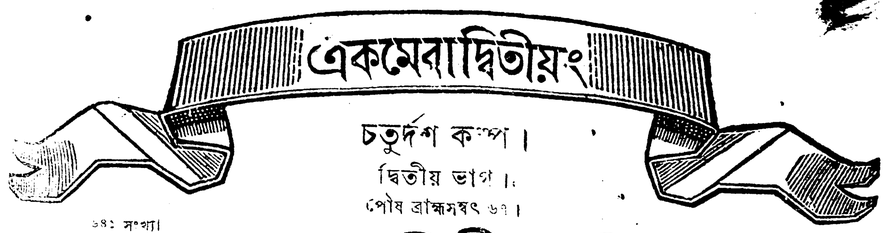

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৪১ সংখ্যা। ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापिसर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

বিষয়।		পৃষ্ঠা
ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ (শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব)	...	১৩১
ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	১৩৬
সেই পথের পথিক (শ্রীলজ্জাবতী বসু)	...	১৪১
[illegible]রের অভিব্যক্তি (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	১৪২
[illegible]কেতন (শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	১৪৪
[illegible] পত্র	...	১৪৪

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৩। কলিগতাব্দ ৪৯৯৭। ১ পৌষ মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

শেষ উপদেশ।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত।

উৎকৃষ্ট কাগজে এবং উৎকৃষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল এক আনা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(স্বামীকৃত টীকা সমেত)

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্ববিষয়ক প্রথম উপদেশ। বহুকালের পর ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে জীবাত্মা ও জড়, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি কএকটী বিষয় বিশেষ বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ৵০ দুই আনা। মাঘোৎসব উপলক্ষে ৴০ আনা।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তকাদি চেক্‌দাখিল চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রিত করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য ব্যতীত স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন
সহকারী সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

৬৩৯ সংখ্যা

কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরই অমৃতত্বকামনার পরিসমাপ্তি।

"য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" যাঁহারা এই পরব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন। ঋষিরা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া আজিও আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন যে "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" যাঁহারা ইহাঁকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন। মনুষ্যের হৃদয়ে অমর হইবার, অমৃতত্ব লাভ করিবার একটা চিরনিহিত আকাঙ্ক্ষা আছে। মানব জানে যে তাহার জীবনে যদি কোন ঘটনাকে নিশ্চিত বলা যাইতে পারে, তবে তাহা এই যে, তাহার মৃত্যু হইবেই। কিন্তু মনুষ্য কি সেই মৃত্যুর কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া থাকে? সে চায় যে, যতদিন সে বাঁচিয়া আছে, তদপেক্ষা এক দিন হউক, এক ঘণ্টা হউক, এক মুহূর্ত্তও অধিক কাল কিপ্রকারে বাঁচিতে পারে। এই জীবনমৃত্যুর ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্র সংসারে আমরা দেখি যে, লোকে বাঁচিতে পারিলে মরিতে চাহে না। ইহাতে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে লোকে মৃত্যু প্রার্থনা করে না, অমরত্ব প্রার্থনা করে। এই অমরত্বের আকাঙ্ক্ষার মূলে আত্মার অমরত্ব-প্রার্থনা বিদ্যমান আছে। লোকে জানে যে এই শরীর একদিন ধরাশায়ী হইবেই কিন্তু তথাপি তাহাদের হৃদয় হইতে যে অমরত্ব লাভের জন্য গভীরনিহিত প্রার্থনা উত্থিত হয়, তাহার কারণ এই যে, সকলেরই হৃদয়ে অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্বজ্ঞান এবং সেই সঙ্গে অমৃতের প্রস্রবণ ও আত্মার অন্তরাত্মা পরমাত্মারও অস্তিত্বজ্ঞান গভীররূপে নিহিত আছে।

এই আকাঙ্ক্ষার শান্তি হইবে কোথায়; কোন্ পথে গেলে অমৃতভাণ্ডার আমার নিকটে উন্মুক্ত হইয়া যাইবে; এমন কোন্ লোক আছে, "জরা নাহি, শোক নাহি, মরণ নাহি যে লোকে?" তৃষ্ণা দিয়া যিনি তাহার শান্তির উপায় করিয়া দিয়াছেন, ক্ষুধা দিয়া যিনি ক্ষুধাশান্তির উপায় করিয়া দিয়াছেন; প্রাণীসৃজনের পূর্ব্বেই যিনি প্রাণের উপকরণ সজ্জিত রাখিয়াছেন, তিনি কি আত্মাতে এক গভীর আকাঙ্ক্ষা নিহিত করিয়া দিয়া

নূতন পুস্তক নূতন পুস্তক।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

(একাদশ সংস্করণ)

(প্রথম ভাগ হইতে নবম ভাগ পর্য্যন্ত)

আদি ব্রাহ্মসমাজে, ইহার স্থাপনাবধি এযাবৎ যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়াছে, সে সকলই ইহাতে আছে। ইহাতে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রায় সকল গুলিই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের কলেবর পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা অন্যূন পাঁচ ফর্ম্মা বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য কিন্তু পূর্ব্ববৎ ১৲ এক টাকা মাত্রই রহিল। ভাল বাঁধা ১৷৹ এক টাকা চারি আনা।

এই পুস্তক প্রত্যেক ব্যক্তির এক একখানি ক্রয় করা উচিত। ইহাতে বিবিধ রাগ রাগিণীর সমাবেশ থাকায় সঙ্গীতজ্ঞের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে এবং জ্বলন্ত ধর্ম্মচ্ছায়া বিদ্যমান থাকায় ধর্ম্মপিপাসুর প্রাণ শীতল হইবে। অধিক বলা বাহুল্য।

এই পুস্তক নিম্নের ঠিকানায় আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

৫৫ অপার চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ
যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রতিমূর্ত্তি সমেত

রবীন্দ্র বাবুর কাব্য গ্রন্থাবলী

প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে "কৈশোরক," "ভানুসিংহ," "বাল্মীকি প্রতিভা," "সন্ধ্যা সঙ্গীত," "প্রভাত সঙ্গীত," "প্রকৃতির প্রতিশোধ," "ছবি ও গান," "কড়ি ও কোমল," "মায়ার খেলা," "মানসী," "রাজা ও রাণী," "বিসর্জ্জন," "সোণার তরী," "চিত্রাঙ্গদা," "বিদায়-অভিশাপ," "চিত্রা," "মালিনী" নাটক, "চৈতালি," "গানের বহি," "অনুবাদ,"—এই কুড়ি খানি কাব্য মুদ্রিত হইয়াছে। আকার ডিমাই অকটেভো, ১২২ ফর্ম্মা এই গ্রন্থাবলী তিন প্রকার সংস্করণে বাহির হইতেছে।

সুলভ সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর আধুনিক একখানি প্রতিমূর্ত্তি আছে, কাগজের বাঁধা, মূল্য ৬৲।

মধ্যম সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর বিলাতে "কৈশোরক" রচনা কালের, অভিনয় সময়ের "বাল্মীকি" ও "রঘুপতি" সাজের ও আধুনিক—এই চারি খানি ছবি, এবং স্বহস্তাক্ষরে লিখিত একটি নূতন কবিতা সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১০৲।

উৎকৃষ্ট সংস্করণ—ইহাতে উল্লিখিত ছবি ও হস্তাক্ষর ব্যতীত কবির পদ্মা-তীরস্থ তরি প্রবাস ও কবির জন্ম নিবাসের চিত্রদ্বয় সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট মরক্কোয় বাঁধা। মূল্য ২৫৲।

আমার নিকট প্রাপ্তব্য শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৪১ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ।

"ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

গৃহস্থ ব্রহ্ম-নিষ্ঠ হইবেন, তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন এবং তিনি যে কোন কর্ম্মই করুন, তাহা পর-ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।

ব্রহ্ম-লাভের প্রত্যাশায় কাহাকেও সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতে হইবে না। বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট সংসারাশ্রমে থাকিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই পুরাতন শাস্ত্রের অভিপ্রায়। মঙ্গল-বিধাতা আমাদিগকে যে অবস্থায় যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন, তৎপ্রতি সন্দিহান হইলে, মঙ্গলময়ের ব্যবস্থাকে অমঙ্গলকর ভাবিলে, তাঁহার পবিত্র বিধানে বীতরাগ হইলে আমাদিগের মঙ্গল হইবে না। তিনি আমাদিগকে যে সংসারে পাঠাইয়াছেন, সেই সংসার তাঁহার ধর্ম্ম-সাধনের প্রতিকূল, ইহা কল্পনা করা স্পর্দ্ধার কথা!

তরণী সমুদ্র-পারে গম্য স্থানে যাইবার উপায়; কিন্তু তাহাকে বিপরীত পথে চালনা করিলে সে আমাদিগকে তীর্থ হইতে ক্রমশঃ দূরে লইয়া যায়। আলস্য বশতঃ তাহার কর্ণ পরিত্যাগ করিলে সে আমাদিগকে আবর্ত্তের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান করিয়া রসাতলের মধ্যে নিমজ্জিত করে; আকাশের ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য স্থাপন না করিলে সে আমাদিগকে দিগ্‌ভ্রান্ত বিনাশের মুখে, জলমগ্ন শৈল-শৃঙ্গের উপরে নিক্ষেপ করিয়া করাল মৃত্যুর কবলে সমর্পণ করে; কিন্তু সেই জন্য কে বলিবে, যে, তরণী পরিহার্য্য? সুপথে এবং বিপথে উভয় পথে যাইবার উপায়ই তরণী। যে ব্যক্তি তাহাকে বিপথে চালনা করে—দোষ তাহারই, দোষ তরণীর নহে।

এই সংসারও সেইরূপ তরণী; ইহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সেই পরম ধামে চরম-শান্তি-নিকেতনে উপনীত হওয়া যায়। আবার ধ্রুবতারার প্রতি জাগ্রত লক্ষ্য স্থির না রাখিয়া, অনুকূল বায়ুকে উপেক্ষা করিয়া, শুভ বুদ্ধি-নামক বিধি-দত্ত কর্ণকে প্রবৃত্তি-তরঙ্গের উপরে নিশ্চেষ্ট ভাবে ছাড়িয়া দিয়া এই সংসার-

তরণীর দ্বারাই নিরুপায় নিঃসহায় নিদারুণ বিনাশের মধ্যেও অবতীর্ণ হওয়া যায়।

আমরা যদি ইচ্ছা করিয়া পবিত্র সংসারকে অপবিত্র করি, পরমকল্যাণ-সেতু-সংসারাশ্রমকে পাপে কলুষিত করি, তাঁহার কৃপা-লব্ধ স্বাধীনতাকে জঘন্য স্বেচ্ছাচারে পরিণত করি, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অবশ্যম্ভাবি ফল দারুণ দুঃখ-দুর্ব্বিপত্তি ভোগ করি, তাহা হইলে সেই অপরাধ কি তাঁহার, না তাঁহার সংসারের? সংসারে যে ভাবে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, যে প্রণালীতে যাহা ব্যবহার করিলে, যে ইন্দ্রিয় যে ভাবে পরিচালিত হইলে আমাদের কল্যাণ হয়, তাহাই তাঁহার প্রিয়কার্য্য এবং তাহা দ্বারাই ক্রমশঃ আমরা তাঁহার প্রেম-সম্মিলন প্রাপ্ত হই। তাহা না করিয়া—স্বেচ্ছাচারের অধীন হইয়া আমরা যদি প্রতি কার্য্য প্রতিকূল ভাবে অনুষ্ঠান করি, তবে তজ্জন্য দুর্ব্বিপত্তি-ভোগ আমাদের অখণ্ডনীয় ও অলঙ্ঘনীয়! কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার, অথবা তাঁহার সংসারের অত্যাচার কল্পনা করা সুবিচার-সম্মত নহে।

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।"

শ্রেয় এবং প্রেয় এই উভয়ের মধ্য হইতে মনুষ্য নিজের পথ বিবিক্ত করিয়া লইবেন। এই বিবেক-শক্তিই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, এই খানেই আমাদের আত্ম-কর্ত্তৃত্ব,—আমাদের স্বাধীনতা। ঈশ্বর আমাদিগকে জড়-পদার্থের ন্যায় আমোঘ শক্তির দ্বারা শ্রেয়ঃপথে প্রবৃত্ত করিতেছেন না, তিনি আমাদিগকে স্বেচ্ছা-সহকারে শ্রেয়ঃ পথ বাছিয়া লইবার শক্তি দিয়াছেন। প্রবৃত্তির প্রিয় এবং আত্মার কল্যাণ হইতে স্বেচ্ছায় কল্যাণ-পথ বুঝিয়া চলিতে দিয়াছেন।

যেস্থানে এই শ্রেয় এবং প্রেয়ের বিরোধ নাই, সেখানে আত্মার কর্ত্তৃত্ব-শক্তি চালনার অবসর নাই, সেখানে আমরা বৃক্ষ-লতাদি অচেতন পদার্থের সমান; সেখানে আমাদের শিক্ষা নাই, উন্নতি নাই; সেখানে সচেতন-ভাবে প্রত্যক্ষ-ভাবে আত্ম-শক্তি উপলব্ধি করিবার অবকাশ নাই; অতএব সে স্থান কখনও আত্মার পালন-স্থান নহে, তাহা জড়-পদার্থের জন্ম-ভূমি!

এই সংসার শ্রেয়ঃপ্রেয়ের মধ্য-স্থলে অবস্থিত। শ্রেয় ইহার সুমেরু এবং প্রেয় ইহার কুমেরু;—ইহার সকল পথেরই এক প্রান্তে শ্রেয় এবং এক প্রান্তে প্রেয়। এই জন্যই এই সংসার প্রকৃষ্টরূপে আত্মার সংগ্রাম-ক্ষেত্র। এই শ্রেয়ঃপ্রেয়ের বিপরীত-ঘর্ষণে যে তাপ উৎপন্ন করে, তদ্দ্বারা আত্মার নিগূঢ়-নিহিত স্বর্গীয় বিবেকাগ্নি সমস্ত হেয়—সমস্ত নশ্বর পদার্থ-রাশিকে ভস্মীভূত করিয়া ক্রমশঃ দেদীপ্যমান হইয়া উঠে এবং আত্মা তাহার অন্তর্গূঢ় অবিনশ্বর জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ সমুজ্জ্বল-ভাবে লাভ করে।

হায়, তথাপি আমরা নিজের সমস্ত দোষ সংসারেরই প্রতি আরোপ করি। আমাদের অসংযত প্রবৃত্তি আমাদিগকে বিপথে লইয়া গেলে সে অপরাধ সংসারের নহে; সংসার পরিত্যাগ করিয়া এই উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলিকে নাশ করা যায় না; তাহাদিগকে সুপ্ত করিয়া রাখা হয় মাত্র। তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া দুঃখের অগ্নিতে তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া, আত্মা যে বল এবং উজ্জ্বলতা লাভ করে, সংসার হইতে দূরে থাকিয়া, আত্মাকে তাহা

হইতে বঞ্চিত করা হয় মাত্র। ভগবদ্গীতা বলিতেছেন—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কখনও নিষ্কাম হইতে পারে না এবং কর্ম্ম-জনিত চিত্ত-শুদ্ধি বিনা বাহ্য সন্ন্যাস-দ্বারা সিদ্ধি-লাভ করিতে পারে না। কর্ম্মের সমীচীন সাধন এবং কর্ম্ম-দ্বারাই কামনার মূলোৎপাটন করিতে হয়। সংসারই সংযম-শিক্ষার স্থান; সংসারের প্রতি-কার্য্যে সংযম-শিক্ষার এত প্রকৃষ্ট পদ্ধতি রহিয়াছে, যে, তজ্জন্য সাজিয়া গুজিয়া নূতন কোন সংযম-শিক্ষার আশ্রম নির্ম্মাণ করা নিতান্তই বাহুল্য হইয়া পড়ে।

আর একটি বিশেষ কারণে সংসারকে অপরাধী করা হইয়া থাকে। অনেকে বলেন সংসার আমাদিগকে স্থায়ী আশ্রয় দেয় নাই; সংসার যখন নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিবে, তখন সংসারকে কেন না আমরা পরিত্যাগ করিব? এককালে যখন বন্ধন শিথিল হইবেই, তখন এ বন্ধনে আপনাকে কেন আবদ্ধ করি? মৃত্যুই যখন সংসারের ধর্ম্ম, তখন বৃথা সংসারের অবলম্বন!

এ যুক্তি কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। মৃত্যুকে আমরা ভুলিয়া থাকি; কিন্তু মৃত্যু আমাদিগকে মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলে না! সংসারের সকল বস্তুর পৃষ্ঠেই সে আপনার অধিকার-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। যখনি সে যাহার প্রতি কর প্রসারণ করে, তখনি সে শীর্ণ বিবর্ণ-মুখে বিনা-প্রতিবাদে আত্ম-সমর্পণ করে।

কিন্তু এই মৃত্যু আছে বলিয়াই, কোন এক সময় অজ্ঞাতসারে আমাদের জীবনের সমস্ত চেষ্টা অবসান হইবে বলিয়াই, সংসারকে স্বেচ্ছাক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে পরিহার করা কর্ত্তব্য নহে। বৃক্ষের ফলকে এক সময় বৃন্ত-চ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে হয়, সেই তাহার শেষ পরিণাম; কিন্তু সেই জন্যই সে যদি বৃন্তের বন্ধন—শাখার আশ্রয়—অকালে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করে, তবে কদাচ সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। আম্রফল তরুণ অবস্থায় কঠিন কৃষ্ণবর্ণ অম্লরস যুক্ত থাকে, অবশেষে সে যখন বহুদিবসের সূর্য্য-কিরণ ও বৃষ্টি-পাতের দ্বারা আহত অভিহত উত্তপ্ত হইয়া পরিণতি লাভ করে, যখন সে সুকোমল স্বর্ণ-বর্ণ সুগন্ধ-যুক্ত হইয়া উঠে, তখন তাহার বৃন্ত শিথিল হইয়া আসে, তখন সে আপন সশ্যের দ্বারা জীবের ক্ষুধা দূর করিয়া, আপন স্বাদু রসের দ্বারা ভোক্তার মনোহরণ করিয়া, আপন বীজের মধ্যে অমরতা লাভ করিয়া নব-জন্মের পথে যাত্রা করে। সংসারের পক্ষে আমাদেরও শেষ পরিণাম মৃত্যু। সেই জন্য, সেই মৃত্যু আসিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে, শাখাই যেমন ফলের পরিপক্কতা-সাধনের অবলম্বন, সংসারই তেমনি আমাদের প্রস্তুত হইবার স্থান। অতএব মৃত্যু আছে বলিয়াই, সংসারে আমরা চিরস্থায়ী হইব না বলিয়াই, সংসারের সমুদয় শিক্ষা আমাদিগকে তৎপূর্ব্বে একান্ত যত্নে গ্রহণ করিতে হইবে। যখন আমাদের জীবন-বৃন্ত শিথিল হইবে, সামান্য বায়ুর আঘাতেই অকস্মাৎ এই সংসার-বনস্পতির শাখা হইতে চ্যুত হইয়া পড়িব, তখন যেন আমাদের সমস্ত কাঠিন্য, সমস্ত কালিমা দূর হয়, তখন যেন মধুর রসে আমাদের সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতি ওত-প্রোত হইয়া যায়, তখন যেন আমাদের আত্মার

মধ্যে অনন্ত জীবনী-শক্তি পরিণত ও বিকসিত হইয়া উঠে; তখন, যাহা পরিত্যাগ করিলাম, তাহা অপেক্ষা যাহা লাভ করিলাম, তাহা যেন অনন্ত গুণে বৃহৎ হইয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়।

এই সংসার-বনস্পতি,জীব-লোকের এই অক্ষয় বট, অনন্ত আনন্দ-স্বরূপের আনন্দ অমৃত-রস শোষণ করিয়া চিরকাল শাখা-প্রশাখা ফল-পুষ্প-পল্লবে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে; ইহারই বৃন্ত আশ্রয় করিয়া, ইহারই মজ্জার মধ্য হইতে সেই বিচিত্র শিরায় সঞ্চারিত অমৃতরস সম্পূর্ণ রূপে শোষণ করিয়া আমাদের আত্মা পরিণতি লাভ করে; স্বর্গ হইতে ইহার উপরে সুখ-দুঃখের যে রৌদ্র-বৃষ্টি নিপতিত হইতে থাকে, তাহা ইহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

সাধারণ মানবের সহিত বিশেষ মানবের যে সম্বন্ধ, তাহাই সংসার-বন্ধন, সমস্ত মনুষ্য-জাতির সহিত, স্বদেশীয়ের সহিত, প্রতিবেশীর সহিত, আত্মীয় পরিজনের সহিত, আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহাই সংসার-বন্ধন, যখন মনুষ্য হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি, তখন মনুষ্য সাধারণের সহিত সেই সম্বন্ধ-বন্ধন ঈশ্বরের স্বহস্ত-কৃত, তাহা মঙ্গল-বন্ধন, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানব-জন্মের প্রতি ব্যভিচার করিয়া আমাদের কল্যাণ নাই। বৃন্তের বন্ধনকে ভয় করিয়া যেমন ফল-পুষ্পের কল্যাণ নাই, সংসার-বন্ধনকে ভয় করিয়া তেমনি আমাদের কল্যাণ নাই। মানবজাতির প্রতি প্রীতি, স্বদেশের প্রতি প্রীতি, প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি, আত্মীয় পরিজনের প্রতি প্রীতি,সেই পরম-প্রেমেরই বিচিত্র ধারা, ইহাই সর্ব্বদা সচেতন ভাবে অনুভব করিয়া, পরমদেবের প্রসাদ-সুধা-স্বরূপ এই প্রেমকে সর্ব্বদা নির্ম্মল পবিত্র রাখিয়া, এই পিতা-মাতার বাৎসল্য, বন্ধুর সৌহার্দ্দ, ভ্রাতার সৌভ্রাত্র, সতী স্ত্রীর প্রেম-নিষ্ঠার মধ্যে তাঁহাকে জীবন্ত মঙ্গল-স্বরূপে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া চলিলে জীবনের পরিণাম অমৃতময় হইয়া উঠে।

সংসারের সমস্ত প্রেম, সমস্ত আনন্দ তাঁহার অনন্ত প্রেম অনন্ত আনন্দের কণা-মাত্র, "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"—ইহা উজ্জ্বল ভাবে নিত্য অনুভব করিলে, সংসারের সমুদয় কর্ম্ম তাঁহার পদে উৎসর্গ করা সহজ হয়। যদি ইহা সর্ব্বদা বোধ করিতে পারি, যে, পিতার বাৎসল্য তাঁহারই বাৎসল্য, ভ্রাতার প্রেম তাঁহারই প্রেম, তবে পিতার প্রতি কর্ত্তব্য, ভ্রাতার প্রতি শুভ চেষ্টা তাঁহারই কর্ম্ম বলিয়া স্বতঃ তাঁহারই প্রতি ধাবিত হয়। তখন সংসারের সমস্ত দুঃখ-শোকের ভার লাঘব হইয়া যায়; সমস্ত দুরূহ শুভানুষ্ঠান সহজ-সাধ্য হইয়া আসে। নতুবা, সংসারের সমস্ত স্নেহ-প্রেমকে যদি নশ্বর স্বার্থ-সীমার মধ্যে সঙ্কীর্ণ করিয়া বদ্ধ করা যায়, যদি সংসারের সমস্ত কর্ম্মকে আমার কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করা যায়, তবে কর্ম্মের ভার অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠে, তবে স্নেহে প্রেমে চিত্তকে উদার না করিয়া, তাহাকে উর্ণনাভের লূতাতন্তুর ন্যায় জড়িত বিজড়িত করিয়া দেয়,—এবং মৃত্যু যখন সহসা আসিয়া আমাদিগকে সংসার হইতে বিচ্যুত করিতে চায়, তখন কঠিন বন্ধন আমাদের মর্ম্ম-চ্ছেদ করিতে থাকে এবং শঙ্কাতুর ব্যাকুল-ক্রন্দন মুগ্ধ-হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এই জন্যই শাস্ত্রে আছে—"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ"—ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হইবেন এবং গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ হইবেন; "রসোবৈ সঃ" ব্রহ্ম রস-স্বরূপ, ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তি সেই ব্রহ্ম-রস গৃহের সমস্ত দয়া-ভক্তি স্নেহ-প্রেমের মধ্যে নিত্য নব-নব রূপে আস্বাদন করিবেন। "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ" তত্ত্বজ্ঞানালোকের সাহায্যে গৃহের সমস্ত স্নেহ প্রেম কল্যাণ 'এতস্যৈবানন্দস্য' মাত্রারূপে উপলব্ধি করিবেন এবং "যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" যে কোন কর্ম্ম করিবেন, তাহা ব্রহ্মকেই সমর্পণ করিবেন। এরূপ করিলে মানব-জন্ম সফল হইবে, সংসার-বাস সার্থক হইবে এবং এই সংসারকেই শেষ পরিণাম অথবা বিরাট মায়া-জাল বলিয়া ভ্রম হইবে না।

এই সুমহৎ লক্ষ্যের কথা মনে রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলেই আমাদের কল্যাণ ও শান্তি; অন্যথা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া প্রতিকূলাচরণ করিলে, প্রাণের গুপ্ত গভীর পিপাসা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। সংসারের যাবতীয় কার্য্য তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করিলেই তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা হয়। একই কার্য্য, একই দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ, আস্বাদন, কিন্তু লক্ষ্য-ভেদ। লক্ষ্য-ভ্রষ্ট সংসারী সংসারের জন্যই কার্য্য করেন, লক্ষ্য-নিষ্ঠ সংসারে সমস্ত কার্য্যই করেন—বিধাতার নিয়োগ ভাবিয়া। লক্ষ্য-ভ্রষ্ট সংসারী অর্থোপার্জ্জন করেন, পরিবার প্রতিপালন করেন, সকলকেই যথাযোগ্য প্রেম-প্রীতি দান করেন, সংসারের জন্য—স্বার্থের জন্য—আদান প্রদানের ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য; লক্ষ্য-নিষ্ঠ সেই সমস্তই করেন—বিধাতার অবশ্য প্রতিপালনীয় অলঙ্ঘনীয় বিধি বুঝিয়া, তাঁহার উপাসনা ভাবিয়া! একই কার্য্য সকাম-ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে বন্ধনের হেতুভূত হয় এবং ভগবৎ-কামনায় অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তির সাধন হয়। সংসারকে ভগবৎ-প্রাপ্তির সাধন করিতে পারিলেই সংসার সারসামগ্রী হয়। শাস্ত্র বলেন—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকে, সেই মূঢ়াত্মা মিথ্যাচার বলিয়া অভিহিত হয়।

"বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিনাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥"

বিষয়ানুরাগী ব্যক্তির বনবাসেও দোষ সমুৎপন্ন হয়, গৃহস্থের পঞ্চেন্দ্রিয় সংযম ও তপস্যা। যিনি অনাসক্ত হইয়া শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সংসারই তপোবন!

হে বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য—সত্য মঙ্গলের আকর, হে প্রেমময়, তুমিই আমাদিগকে অনন্ত-সুখ-সৌভাগ্যের অধীশ্বর করিয়া সমুন্নত জ্ঞান-প্রেমের পূর্ণাধিকারী করিয়া সংসারের কঠোর পরীক্ষায় প্রেরণ করিয়াছ, তোমার কৃপায় আমরা যেন এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি। নিরন্তর প্রলোভন-শার্দ্দূল করাল মুখ ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে কবলিত করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, নিরন্তর হৃদয়ের প্রতি-গ্রন্থিতে কামনা-বৃশ্চিক কঠোর দংশন করিতেছে, হে করুণার সাগর, অসহায়ের সহায়, তুমি আমাদিগকে প্রলোভনের হস্ত হইতে—কামনায় দংশন হইতে রক্ষা কর, তাহা না হইলে পাপ-প্রলোভনের মায়া-মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া কেবল ছুটিয়া ছুটিয়া প্রাণ হারাইব, আমা-

দের সংসারে আসা মিথ্যা হইবে। তাই বলি হে দুর্ব্বলের বলদাতা, সংসার সাগরের ধ্রুবতারা, তুমি আমাদের দুর্ব্বলতা দূর কর এবং সংসারে থাকিয়া কি করিয়া তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হয়, কি রূপেই বা তোমার সাধন ও সংসারকে এক-সূত্রে অনুস্যূত করিতে হয়—তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

[১৩। ব্রাহ্মসমাজে দ্বৈতবাদ।]

পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ব্রাহ্মসমাজ দ্বৈতমতই স্বীকার করিয়াছেন। আর প্রকৃত দ্বৈতমত স্বীকার না করিলে উপাস্য-উপাসকভাব আসিতে পারে না—ঈশ্বর পিতা আমি পুত্র, তিনি প্রভু আমি দাস, তিনি উপাস্য আমি উপাসক। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদ প্রচলিত ছিল। একথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। রাজা রামমোহন রায় বেদান্তসূত্রের যে টিপ্পনীর সহিত অর্থ করিয়া গিয়াছেন এবং ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার যে বিচার চলিয়াছিল তাহা হইতেই কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিলেই এ বিষয় বোধগম্য হইতে পারিবেক। তিনি এক-স্থানে বলিতেছেন যে "জীব আনন্দময় না হয় * * যেহেতু জীব আর ব্রহ্মের ভেদ বেদে দেখিতেছি।" তিনি দুই তিন স্থানে বেদবেদান্ত হইতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে "বিবর্ত্তরূপে ব্রহ্ম জগৎ-কারণ হয়েন * * বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই যে আপনি নষ্ট না হইয়া কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয়েন।" রামমোহন রায় শ্রুতির দ্বারা স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে "ব্রহ্ম এই সকল অনুভূত বস্তুর মধ্যে কিছুই নহেন এই মাত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশ, ইহা ভিন্ন আর নির্দ্দেশ নাই। সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ তাহার মধ্যে যথার্থ-রূপে যে সত্য তিনিই ব্রহ্ম; প্রাণ প্রভৃতি ব্রহ্ম নহেন, তাহার মধ্যে সত্য যে বস্তু তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।" তিনি অনেকবার এই ভাবে বলিয়াছেন যে "যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্য-রূপে প্রকাশ পায় বস্তুত সে রজ্জু সর্প হয় এমত নহে। সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না।" তিনি যে প্রচলিত বৈদান্তিক মতের বিরুদ্ধ ছিলেন, সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত প্রভৃতি পড়াইবার বিরুদ্ধে তাঁহার প্রার্থনা পত্র দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। * "শঙ্করাচার্য্য যেরূপ বেদান্ত-দর্শনের অর্থ করিয়াছেন, রামমোহন রায় আপনার স্বাধীন বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। ইহা দ্বারভাঙ্গা-প্রবাসী চন্দ্রশেখর বসু তাঁহার বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন।" †

রামমোহন রায়ের পরে যাঁহারা আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরও

* Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother &c. have no actual entity. they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from the world the better.

† বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য—শ্রীরাজনারায়ণ বসু দ্বারা অভিব্যক্ত; বেদান্তপ্রবেশ—শ্রীচন্দ্রশেখর বসু প্রণীত।

ব্যাখ্যান সকল দ্বৈতবাদমূলক, তবে দু-একটী ব্যাখ্যানে অদ্বৈতভাবের আভাস আসিয়া পড়িয়াছে। অদ্বৈতভাবের আভাসযুক্ত দুএকটী ব্যাখ্যান তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিতও হইয়াছিল। ১৭৬৬ শকের ফাল্গুন মাস হইতে যখন শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বহস্তে পত্রিকার ভার গ্রহণ করিলেন ‡ তখন হইতে অদ্বৈতবাদের স্বপক্ষ প্রবন্ধ পত্রিকাতে প্রকাশিত হওয়া রহিত হইল। তিনি বলেন যে যখনই তাঁহার অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন হইতেই তাঁহার হৃদয়ে উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ-জ্ঞানও জাগিয়াছিল। এই ভাব তিনি একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাহারও সহায়তায় প্রাপ্ত হন নাই।

দ্বৈতমত গ্রহণ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ ঋষিদিগেরই পদানুসরণ করিয়াছেন। মুণ্ডক ঋষি বলিতেছেন

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নোঽভিচাকশীতি।"

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা একত্রে থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা; তন্মধ্যে একটী সুখেতে ফলভোজন করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।"

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।"

জীবাত্মা শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীনভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতে থাকে; কিন্তু যখন সর্ব্বসেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন

"প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী-মন্ত্রের দ্বারা সেই পরব্রহ্মকে উপাসনা করিতে হইবে, যাঁহাতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত। এই সকল প্রত্যক্ষ দ্বৈতমতপোষক শাস্ত্রোক্তি বর্ত্তমান থাকিতে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিব, বিশেষতঃ যখন আমরা আত্মাতেও এই দ্বৈতভাবেরই সায় পাই? দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিলে আমাদের সঙ্গে কাহারও বিরোধ আসিতে পারে না। আর একটু কথা এই যে, অদ্বৈতবাদীগণের মতে যে অবস্থায় লোকে অদ্বৈত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, আমাদের ন্যায় গৃহস্থের পক্ষে সেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং আমাদের পক্ষে দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করাই শ্রেয়ঃ। দ্বৈতবাদের স্বপক্ষে বেদান্তসূত্র হইতেও যথেষ্ট প্রমাণ পাই। বেদান্ত সূত্র যখন বলিতেছেন যে জীবাত্মার সৃষ্টি-কার্য্যে অধিকার নাই "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং" (বে, সূ, ৪।৪।১৭) এবং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মাত্র আনন্দ-ভোগে সাম্য আছে "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" (বে,সূ,৪।৪।২১), তখন আর বেদান্তদর্শনের নাম লইয়া বৃথা কলহবিবাদে প্রয়োজন কি?

[১৪। ব্রাহ্মসমাজে আত্মপ্রত্যয়।]

ব্রাহ্মসমাজ ঋষিদিগের পদানুসরণ করিয়া যেমন দ্বৈতমত গ্রাহ্য করিয়াছেন, সেইরূপ ঋষিদিগেরই পদানুসরণ করিয়া আত্মপ্রত্যয়কে আত্মার একমাত্র পথপ্রদ-

‡ তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে যখন হইতে উপনিষৎ বাহির হইতে লাগিল, তখন হইতেই তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকৃত ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে বয়োবৃদ্ধ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্যপদে আসীন থাকিয়া যে সকল ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহা বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের খাতিরে বিনা বাক্যব্যয়ে প্রকাশিত হইত। তাহার জন্য তিনি স্বয়ং ভিন্ন অপর কেহই দায়ী হইতে পারেন না।

শর্ক করিয়াছেন এবং শাস্ত্রসমূহের যে সকল অংশ সেই আত্মপ্রত্যয়কে পোষণ করে, তাহাও শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্ম এবং সেই ব্রহ্মকে যখন উপনিষদ্ জ্বলন্ত ভাষায় "একাত্মপ্রত্যয়সারং" একমাত্র আত্মপ্রত্যয়-গম্য বলিয়াছেন, তখন ঋষিরা যে আত্ম-প্রত্যয়কেই আত্মার পথ-প্রদর্শক করিয়াছিলেন তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

আর আমরাও আত্মাতে সেই কথার সম্পূর্ণ সায় পাইতেছি। মনুও কেমন সুন্দর ভাষায় এই সত্যেরই সমর্থন করিয়াছেন—"হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত" হৃদয়ের দ্বারা অর্থাৎ সহজজ্ঞান বা আত্ম-প্রত্যয়ের দ্বারা স্বীকৃত যে ধর্ম্ম তাহা শ্রবণ কর। শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে যাহা হৃদয় অনু-মোদন করিবে, তাহাই শিরোধার্য্য করিব। নানা বেদ, নানা স্মৃতি, নানা পুরাণ, নানা তন্ত্র অনেক বিষয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ, "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।" অথচ তাঁহারা প্রত্যেকে আপনারই কথাকে সত্য ও প্রামাণিক বলিয়া গিয়াছেন, সে অবস্থায় আমরা আত্মপ্রত্যয়কে পথপ্রদর্শক না করিলে আর কে পথপ্রদর্শক হইবে? আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, ঋষিরা যে ভক্তিচক্ষে বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ এবং তদন্ত-র্নিহিত চিরন্তন সত্যকে দেখিতেন, আম-রাও সেইরূপ ভক্তিচক্ষেই তাহা দেখিয়া থাকি কিন্তু ততোধিক ভক্তির ভাণ দেখা-ইতে পারিব না। মহাতেজস্বী মুণ্ডক ঋষি এই বিষয় ধ্যান দ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া কি অগ্নিময় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথ-র্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদ-ক্ষরমধিগম্যতে।" বেদ ও বেদান্ত সকলই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাই শ্রেষ্ঠবিদ্যা। বর্ত্তমান কালের ন্যায় ঋষিরা বেদাদির উপর শ্রদ্ধার বাড়াবাড়ি দেখাইতে গিয়া এরূপ কথা বলেন নাই; তাঁহারা যাহা হৃদয়ে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভগবদ্গীতাও অযথা বেদবাদের উপর অতি তীব্র ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন; বেদবাদীদিগকে মূর্খ কামাত্মাদিগের মধ্যে ধরিয়াছেন। তিনি অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন "ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

১৫। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা।

১৭৬৫ শক ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই শকাব্দে ব্রাহ্মসমাজের যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, আজও আমরা তাহার অবিচ্ছিন্নভাবে ফল লাভ করিতেছি। এই বৎসরেই তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল—আজও আমরা তাহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিতেছি। এই বৎসরেই পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কন জন্য দেশহিতৈষী মহাত্মা রমা-প্রসাদ রায় সমুদয় অক্ষরের সহিত এক মুদ্রাযন্ত্র দান করিয়াছিলেন, তদবধি তত্ত্ববোধিনী সভার প্রকৃত উন্নতির সূত্র-পাত হইল*—আজও সেই মুদ্রাযন্ত্র হইতে পরিপাটীবেশে কত শাস্ত্রগ্রন্থ, কত ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। এই বৎসরেই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণ-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল—আজও কত লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের পথে অগ্রসর হইতেছেন। এই বৎসরেই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বংশবাটী গ্রামে সংস্থাপিত হইল। ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে পৈতৃক ধর্ম্ম-রূপে গ্রহণ করা, "এই সকল সাংঘাতিক

* *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৯ শক পৌষ।

ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ সালের ১৮ বৈশাখ রবিবারে এতৎ পাঠ-শালারূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।" * তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় একটী ছাত্র দীন-নাথ রায় উহার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষাকালে যে রচনা পাঠ করিয়াছিল, তাহাতে উক্ত হইয়াছে "এ দেশহিতৈষি ও বিদ্যোৎসাহি তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ ও তৎসভ্য মহাশয়েরা আনুকূল্য দ্বারা বংশবাটীগ্রামে এই পাঠশালা সংস্থাপিতা করিয়া নানা ক্লেশে নানা দেশের নানা পুস্তকান্তর্গত ভাবার্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক ও বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে অনায়াসে শিক্ষা ও জ্ঞান প্রদান করাইতেছেন।" † "স্বধর্ম্মে থাকিয়া ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা চরিতার্থ হইলে কে পরধর্ম্মের আশ্রয় লইবে? স্বধর্ম্মে থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, তন্নিমিত্তেই এই পাঠশালা স্থাপিত হই-য়াছে। পরমার্থ এবং বৈষয়িক উভয় বি-দ্যারই উপদেশ প্রদান করা যাইবে।" ‡ "বালককালাবধি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ না হইলে তাহার স্ফূর্ত্তি সম্যক্‌রূপে হওয়া দুষ্কর হয়, এজন্য এই সভা হইতে পাঠ-শালা সংস্থাপনা করিবার বিশেষ তাৎ-পর্য্য হইয়াছে, * * তাহাতে ইংলণ্ডীয় ও বঙ্গ এবং সংস্কৃত ভাষাতে উপযুক্তমত বৈষয়িক বিদ্যা, বিজ্ঞানশাস্ত্র, এবং ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। ঈ-শ্বর করেন, তবে এতদ্দেশীয় লোকের উৎসাহ দ্বারা এই প্রকার পাঠশালা স্থানে স্থানে সংস্থাপিতা হইবেক।" * বর্ত্তমানে ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট যে সকল বিদ্যালয় আছে, এই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাই তাহাদিগকে এ বিষয়ের প্রথম আদর্শ দেখাইয়া দি-য়াছে। এই বঙ্গদেশের প্রতি ঈশ্বরের যথার্থই করুণা যে পড়িয়াছে, তাহার পরি-চয় স্বরূপে আজ ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট কত বিদ্যা-লয় প্রতিষ্ঠিত।

এই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ১৭৬২ শকে প্রথমে কলিকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছিল কিন্তু যে কারণে তাহা বংশবাটীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইল, তাহার কারণ আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কথাতেই উদ্ধৃত করিতেছি। "প্রথমতঃ যদিও অন্য অন্য উপায় দ্বারা এই ধর্ম্মের অনুশীলন হইতেছিল, কিন্তু (তত্ত্ববোধিনী সভার) স-ভ্যেরা বিবেচনা করিলেন যে, এরূপ এক পাঠশালা সংস্থাপন করা অত্যাবশ্যক, যাহাতে বালকেরা স্বদেশীয় ভাষাতে বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় এবং সুশিক্ষিত হইয়া সভার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে তাঁহাদিগের সহ-যোগী হয়। সাধারণের আনুকূল্য দ্বারা তাঁহারা ঐ অভিলাষ পূর্ণ করিতে ক্ষমতা-বান্ হইলেন এবং সভাস্থাপনের পর দ্বি-তীয় বৎসরে কলিকাতা নগরে এক বাঙ্গালা পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিলেন, যে স্থলে অপরাপর বিদ্যালয়ের ন্যায় সামান্যতঃ নানা বিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ছাত্রেরা ব্রহ্মজ্ঞানে উপদিষ্ট হইত। সভ্যদিগের অভিপ্রায়মতে প্রথমে কেবল বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষাতেই ছাত্রদিগকে উপ-দেশ প্রদান করা যাইত, এবং তাহারদি-গের উপস্থিতির সময় প্রাতঃকালে ছয়-ঘণ্টা অবধি নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট থা-

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৫ শক, আশ্বিন।
† ১৭৬৬ শক, মাঘ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।
‡ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৫ শক ভাদ্র।

* তঃ বোঃ পত্রিকা, ১৭৬৫ শক, আশ্বিন।

কাতে তাহারা নয় ঘণ্টার পরে অন্য অন্য বিদ্যালয়ে ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু বালকেরা দ্বিগুণ পরিশ্রম সহ্য করিতে অক্ষম প্রযুক্ত ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষার অনুরোধে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, সুতরাং ছাত্রের সংখ্যা ক্রমে ন্যূন হইয়া পাঠশালা ভগ্নপ্রায় হইল। অতএব অধ্যয়নের উক্ত নিয়ম শোধন করা আবশ্যক হওয়াতে এ প্রকার এক বিদ্যালয় স্থাপন করা যুক্ত বোধ হইল যে ছাত্রেরা ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই কিঞ্চিৎ সময় ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষার জন্য অর্পণ করিতে পারে। সাধারণ উৎসাহ এবং সাহায্য বৃদ্ধি দ্বারা সভ্যেরা উক্ত অভিলাষ পূর্ণ করিতে সাহসী হইলেন—কেবল এই মীমাংসা করিতে অবশিষ্ট থাকিল যে পাঠশালা কলিকাতা বা অন্যত্র স্থিত হইলে অধিক উপকারের সম্ভাবনা। ইহাতে বিবেচনা হইল যে নগরমধ্যস্থ অনেক বিদ্যালয়ে যে প্রকার বিস্তীর্ণরূপে শিক্ষাপ্রদান হয় তাহা এ সভার অল্প আয় দ্বারা কদাপি সম্ভব নহে। ইহাও বিবেচনা হইল যে পল্লীগ্রামে বিদ্যাশিক্ষা এবং ধর্ম্মশিক্ষা উভয়ই অতি মলিন অবস্থায় আছে। অতএব পল্লীগ্রামে বিশেষতঃ যে সকল স্থান পূর্ব্বে বিদ্যার প্রধান আসন ছিল তাহাতেই সভার উপকার বিস্তার করা বিশেষরূপে কর্ত্তব্য বোধ হইল। তদনুসারে কলিকাতায় পাঠশালা রহিত হইয়া ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখে বংশবাটীতে এক উক্ত প্রকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পাঠশালাকে তাহার মহৎ তাৎপর্য্যের উপযুক্ত করিতে ব্যয় ও যত্নের ত্রুটি হয় নাই, এবং সভ্যেরা অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইতেছেন, যে পরমেশ্বর প্রসাদাৎ তাহার অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতই হইতেছে।"*

আমরা তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার কথা এত বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করিলাম ইহাই দেখাইবার জন্য যে, যেমন বর্ত্তমান কালে অনেকে উদরান্ন সংস্থানের উপায় ভাবিয়া বিদ্যালয় খুলেন এবং এই কারণে তাহাতে ছাত্রদিগেরও প্রকৃত উপকার ও কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় না, তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা প্রকৃত দেশহিতৈষণা ও বালকগণের কল্যাণকামনা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই উক্ত পাঠশালা খুলিয়াছিলেন এবং এই কারণেই তাহাতে প্রকৃত কল্যাণও সাধিত হইয়াছিল। যে দিন এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য পুনর্ব্বার চেষ্টা হইবে, সেইদিন ভারতের পুনরায় উন্নতির সূত্রপাত হইবে।

এই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় কিরূপ পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা জানিতে অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে, তজ্জন্য এখানে তাহা উল্লিখিত হইল ঃ—

প্রথম শ্রেণী—৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্যগ্রন্থ—কঠোপনিষৎ; রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের চূর্ণক; তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা; ব্যাকরণ; পদার্থবিদ্যা; ভূগোল; অঙ্ক। English studies—Reader No 4; Poetical Reader No 2; Grammar; History of Bengal.

দ্বিতীয় শ্রেণী—১৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ—ব্যাকরণ; জ্ঞানার্ণব; ভূগোল; অঙ্ক। English studies—Reader No3; Poetical Reader No 1; Grammar; History of Bengal.

তৃতীয় শ্রেণী—২৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্যগ্রন্থ—বর্ণমালা ২ ভাগ; মনোরঞ্জন ইতিহাস; ভূগোল; অঙ্ক। English studies—Reader No 2; Spelling No 2.

* তত্ত্বঃ বোঃ পত্রিকা ১৭৬৬ শক, অগ্রহায়ণ।

চতুর্থ শ্রেণী—২০ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্যগ্রন্থ—নীতিকথা ২ ভাগ; বর্ণমালা ২ ভাগ; অঙ্ক। English studies—Reader No 1; Spelling No 2.

পঞ্চম শ্রেণী—২৯ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্যগ্রন্থ—নীতিকথা প্রথম ভাগ; বর্ণমালা প্রথম ভাগ; অঙ্ক। English studies—Easy Primer.

ষষ্ঠ শ্রেণী—৩৬ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্যগ্রন্থ—বর্ণমালা প্রথম ভাগ; অঙ্ক। Engish studies—Easy Primer.

পাঠশালা সংস্থাপিত হওয়া অবধি অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার শিক্ষকতায় নিযুক্ত হয়েন। পাঠশালার পাঠ্য পুস্তকাবলী তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত। সভা পাঠশালার নিমিত্ত অক্ষয় বাবুর পদার্থবিদ্যা ও ভূগোল প্রকাশ করেন। পাঠশালা বাঁশবেড়িয়াতে স্থানান্তরিত হইলে অক্ষয় বাবু তথায় যাইতে অস্বীকার করায় শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ৩০৲ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করেন। ৺ রামগোপাল ঘোষ মহাশয় পাঠশালার পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ছাত্রসংখ্যা একশতের অধিক ভর্ত্তি করা হইত না। এবং ১৪ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম কোন ছাত্রকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা যাইত না। *

এই পাঠশালার পরীক্ষাতে বঙ্গের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে প্রায় চারিশত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান্ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। "বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া দুইজন ছাত্রকে বঙ্গভাষাতে নিপুণতার জন্য ২৫ পঞ্চবিংশতি মুদ্রা অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন। ৩৯ জন ছাত্রকে পুরস্কার দেওয়া যায় তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত দীননাথ রায় ৩১ একত্রিশ মুদ্রা এবং বঙ্গ ও ইংলণ্ডীয় ভাষার কতকগুলিন পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত বেচারাম মুখ্যোপাধ্যায় ২২ দ্বাবিংশতি মুদ্রা ও কতকগুলি পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন। অধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন এপ্রকার সুন্দর হইয়াছে যাহা এত অল্প দিনে সম্ভব হওয়া সহজ নহে।" * প্রথম শ্রেণীর ছাত্র দীননাথ রায় উক্ত বিষয়ক প্রশ্ন সকলের যে উত্তর লিখিয়াছে, তাহা আমরা অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মালোচনার ফল কিরূপ সহজে ফলিয়া থাকে। বৎসর তিন চারি জীবিত থাকিয়া পরে যখন হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন এই পাঠশালার অনাবশ্যকতাবোধে (এবং সম্ভবত অর্থাভাবে) ইহা উঠিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

* নকুড় বাবু প্রণীত অক্ষয়চরিত।

সেই পথের পথিক।

কোথা যাও? পান্থ! কোন্ তীর্থপানে
কাহার দর্শন তরে।
কোন্ সে জাগ্রত দেবতার পদে
কি ধন গো যাচিবারে॥
চলেছ ছুটিয়া হৃদয় আবেগে
একা কিগো সাথীহীন।
সম্মুখেতে তব প্রজ্বলন্ত মরু
জ্বলিতেছে নিশিদিন॥

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৬ শক, মাঘ।

না ভ্রুক্ষেপি তাহে চলিছ নীরবে
বল গো কিসের টানে।
সহিছ মরুর জ্বলন্ত যাতনা
কাহার আশ্বাস-দানে॥
পশ্চাতে তোমার মায়া কুহকিনী
ডাকিতেছে হেসে হেসে।
ধরিতে তোমায় মোহের পিঞ্জরে
জড়াইতে বাহুপাশে॥
পদতলে তব অহরহ হায়!
কণ্টক বিধিছে কত।
বাসনার লতা জড়াইয়া পদে
বাধা দেয় অবিরত॥
ওই যে তপন ডুবিল পশ্চিমে
এলো ঘোর অন্ধকার।
নিশীথের শত বিভীষিকা ঘোর
ঘেরে আসে চারিধার॥
বল ওহে পান্থ! এ ঘোর আঁধারে
কিসের দেউটি জ্বলি।
নিয়ে যায় তোমা পথ দেখাইয়ে
আঁধারেরে অবহেলি॥
কোন্ মহাবিশ্ব মন্দিরের মাঝে
আহ্বানের ঘণ্টাধ্বনি।
ডাকিতেছে তোমা সুগভীর স্বরে
আকুল হয়েছ শুনি॥
নয়নেতে তব পড়েছে আসিয়া
কোন্ দূর তীর্থছায়া।
আননে তোমার কোথাকার আলো
পড়িতেছে উছলিয়া॥
সর্ব্বাঙ্গে তোমার কোথাকার বায়ু
পুলক ছড়ায় দেয়।
কোথাকার মহা হরষ বারতা
তোমারে ঘেরিয়া গায়॥
বাঁধিতে তোমায় স্নেহ আলিঙ্গনে
কেও ডাকে আয়! আয়!
কার সকরুণ আশীর্ব্বাদ বাণী
ধ্বনিছে আকাশ ময়॥
ধরিতে কেন গো মহা জলধিরে
ও ক্ষুদ্র হৃদয়াধারে
তুমি গো তটিনী ধাও মহোল্লাসে
না চাহিয়া কোন ধারে॥
কোন্ নিরাপদ বন্দরের পানে
তুমি হে তরণী ধাও।
কোন্ হে সূর্য্যের মহা আকর্ষণে
তুমি গ্রহ ছুটে যাও।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

ষোড়শ প্রস্তাব।

আরণ্যকাণ্ড।

মায়ামৃগবধ ও সীতাহরণ।

রাম সীতার (অধ্যাত্মরামায়ণকারের মতে মায়াসীতার) আগ্রহাতিশয়ে ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন ও তীক্ষ্ণ সায়ক সন্ধানে অচিরে তাহার মর্ম্মস্থল বিদারণ করিলেন। মারীচ কৃত্রিম মৃগরূপ পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করিল ও রামের অনুরূপ স্বরে হা সীতা হা লক্ষ্মণ বলিয়া চীৎকার করত গতাসু হইল। সে শব্দে রাম শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মন বিষণ্ণ হইয়া গেল। তিনি মৃগবধ প্রসঙ্গে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছিলেন এক্ষণে দ্রুতপদে আশ্রয়াভিমুখে চলিলেন।

এদিকে জানকী রামের আর্ত্তরব শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বুঝি আর্য্যপুত্রের কি দুর্ঘটনা হইল, আমি তাঁহার ক্রন্দন রব সুস্পষ্ট শুনিয়াছি, আমার প্রাণ আকুল হইতেছে। তুমি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা কর। লক্ষ্মণ সীতাকে একাকী ফেলিয়া যাইতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তিনি রামের বলবীর্য্য বিলক্ষণ জানিতেন। তখন সীতা নিতান্ত ক্রুদ্ধা হইয়া কহিলেন লক্ষ্মণ! এ অবস্থাতেও তুমি রামের সন্নিহিত হইলে না, জানিতেছি তুমি তাঁহার মিত্ররূপী শত্রু, তুমি আমাকে পাইবার জন্য তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতেছ। আমারই লোভে তাঁহার নিকট গমন করিলে না। লক্ষ্মণ সীতাকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার বাক্যযন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া দীনমনে রামের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। রাবণ অদূরে থাকিয়া অবসর অনুসন্ধান করিতেছিল। এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া সীতাকে হরণ করিয়া মায়াময় রথে আকাশ-পথে উত্থিত হইল। সীতা কুররীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

পথমধ্যে গিরিশৃঙ্গাকার প্রখরতুণ্ড জটায়ুর সহিত রাবণের সাক্ষাৎ হইল। তিনি রাবণের বিসদৃশ আচরণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণ তাহাকে পরাস্ত করিয়া পম্পা নদী অতিক্রম পূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

রাম ব্যাকুল হইয়া আশ্রমের দিকে আসিতেছেন, অরণ্যমধ্যে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি লক্ষ্মণকে দেখিয়া কাতরতার সহিত কঠোর স্বরে কহিলেন সীতাকে রাখিয়া আগমন করা গর্হিত হইয়াছে। চারিদিকে দুর্নিমিত্ত দেখিতেছি, বোধ হয় সীতা অপহৃতা হইয়া থাকিবেন। অথবা রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। লক্ষ্মণ সমুদয় ঘটনা রামকে নিবেদন করিলেন। তাঁহারা সত্বরে আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কতই অনুসন্ধান করিলেন তথাপি জানকীর দর্শন পাইলেন না। রাম শোক ভারে মুহ্যমান হইয়া লক্ষ্মণের সহিত অরণ্যানী পর্য্যটন করিতে করিতে জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহারই মুখে সীতাহরণ শ্রবণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। রক্তস্রাবে জটায়ু নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। তাঁহারা জটায়ুর অগ্নিক্রিয়া সমাপনান্তে সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। বহুদূর আসিয়া অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন এমন সময়ে কবন্ধ আসিয়া তাঁহাদিগকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। রাম ও লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। চিতাবিদগ্ধ কবন্ধদেহ হইতে এক দিব্যাম্বরধারী পুরুষ উত্থিত হইয়া রামকে কহিল তুমি ঋষ্যমূকবাসী সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন কর। সীতা উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি তোমার সহায় হইবেন। রাম লক্ষ্মণ কবন্ধনির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে যাইতে তাপসী শবরীর আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাপসী তাঁহাদের যথোচিত সৎকার সমাপনান্তে অগ্নিকুণ্ডে নিজ দেহ আহুতি প্রদান করিলেন এবং যথায় পুণ্যশীল মহর্ষিরা বিহার করিতেছেন সমাধিবলে সেই পবিত্রলোকে গমন করিলেন। রামও লক্ষ্মণের সহিত পম্পা দর্শনে উৎসুক হইয়া বহির্গত হইলেন এবং অচিরাৎ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিয়া পৌঁছিলেন। এইখানে আরণ্যকাণ্ডের সমাপ্তি হইল।

কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণকার ঘরগড়া রামায়ণ লিখিতেছিলেন। আরণ্যকাণ্ডের ৮ম অধ্যায়ে আছে রাম মায়ামৃগরূপধারী মারীচকে বিনাশ করিয়া আসিতেছেন পথমধ্যে দূর হইতে লক্ষ্মণকে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, আমি যে মায়াসীতা করিয়াছি লক্ষ্মণ তাহা জানে না। আমি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় ইহাকে বঞ্চনা করিয়া (প্রকৃত ব্যাপার জানিতে না দিয়া) শোক করি। যদি শোক না করিয়া স্থিরভাবে আশ্রমে বসিয়া থাকি তবে আর কবে রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইবে। যদি এখন কামুক পুরুষের ন্যায় শোক করিতে আরম্ভ করি তাহা হইলে সীতার অনুসন্ধানছলে ক্রমে রাক্ষসালয়ে গমন করিতে পারিব এবং রাবণকে সবংশে বি-

নাশ করিয়া অগ্নিমধ্যে মৎকর্ত্তৃক স্থাপিতা সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় গমন করিব। আমি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুষ্যরূপে জন্মিয়াছি। কিছুদিন মনুষ্যভাবেই বাস করিব। এরূপ নিশ্চয় করিয়া লক্ষ্মণকে ভৎর্সনা করিয়া আশ্রমে আসিয়া সীতাকে না দেখিতে পাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইহার পরে আছে জটায়ু রামকে দেখিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে জগন্নাথ, আমি প্রাণত্যাগ করি তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও। রাম নিজ করে জটায়ুকে স্পর্শ করিলেন এবং কহিলেন জটায়ু! সকলে দেখুন তুমি আমার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হও। অধ্যাত্ম রামায়ণোল্লিখিত জটায়ুকর্ত্তৃক রামের স্তব ভাষা ও ভাবে অতীব সুন্দর,তাহা আমরা পাঠকগণকে দেখিতে অনুরোধ করি। শাপমুক্ত কবন্ধের স্তব বড়ই মনোরম। এখানে অধ্যাত্ম রামায়ণকার এক বিরাটমূর্ত্তির ছবি দিয়াছেন তাহা অন্যান্য শাস্ত্রে নিতান্তই বিরল। বলিতে কি, অধ্যাত্ম রামায়ণকার অবসর পাইলেই ভগবানের স্তোত্র ও তত্ত্ব কথা সমধিক সন্নিবেশ সম্বন্ধে এমনই কুশলী যে মূল রামায়ণের সহিত ইতিহাসগত পার্থক্য ও ইহাতে স্বকপোল কল্পনার বিমিশ্রণ থাকিলেও সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে অধ্যাত্ম রামায়ণ একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। শবরীকে সম্বোধন করিয়া রাম বলিতেছেন যে মৎভক্তির উপায় তোমায় কহিতেছি।

সতাং সঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতং
দ্বিতীয়ং মৎকথালাপস্তৃতীয়ং মৎগুণেরণম্
ব্যাখ্যাতৃত্বং মৎবচসাং চতুর্থসাধনং ভবেৎ
আচার্য্যোপাসনং ভদ্রে মৎবুদ্ধ্যা মায়য়া সদা
পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদিনিয়মাদি চ
নিষ্ঠা মৎপূজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্
মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গং সপ্তমমুচ্যতে
বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদিসহিতং তথা
অষ্টমং নবমং তত্ত্ববিচারো মম ভামিনি।
এবং নববিধা ভক্তিঃ।

১ম সৎসঙ্গ, ২য় ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা, ৩য় ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন, ৪র্থ ঈশ্বরের গুণব্যাখ্যা, ৫ম গুরুভক্তি, ৬ষ্ঠ পুণ্যশীলতা অর্থাৎ বিশুদ্ধভাব, সংযমাদি ও ঈশ্বরের নিত্য পূজা, ৭ম মন্ত্রোপাসনা অর্থাৎ মন্ত্র জপ, ৮ম বাহ্যবিষয়ে বিরাগ ও শমাদি সাধন, ৯ম ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ ভক্তিসাধনের এই ৯টি উপায়।

ক্রমশঃ

শান্তিনিকেতন।

বৃক্ষ-জটাজাল ল'য়ে আশ্রম বিজন—
সুধাময় আমলকে তরুশাখা ভ'রে,
অর্ঘ্য লয়ে দাঁড়ায়েছে অতিথির তরে;—
পুষ্পবাসে সমীরিত ঋষির স্বপন।
ভুবন-প্রান্তর মাঝে শোভে অভ্রভেদী
সমুচ্চ ব্রহ্মমন্দির; একাক্ষর ওম
শিখরে জ্বলিছে শুভ্র,আলো করি' ব্যোম;
সম্মুখে সুদীর্ঘ বাহু শালবৃক্ষ পরে
বিহগেরা সুমঙ্গল স্তুতি গান করে;
চিরমৌন সুপ্রশান্ত ব্রহ্মতীর্থ মাঝে
নিশিদিন সুগম্ভীর বেদধ্বনি বাজে;
সপ্তচ্ছদ ছায়াতলে পরিশুভ্র বেদী-
পরে বসি' পদ্মাসনে, শুনি শুভক্ষণে
প্রকৃতির শান্তি পাঠ শান্তি নিকেতনে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রিয়বর মহাশয় নমস্তে! এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাইতেছি যে শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা আর্য্য সমাজের সভ্য নহেন। তিনি অন্য কোন স্থানের আর্য্য সমাজের সভ্য কি না? তাহাও আমরা জানি না। আমাদিগের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের অতি সামান্য বিষয়ের মতভেদ আছে। আপনাদিগের প্রধান আচার্য্য ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমরা সকলে প্রাণের সহিত পরমভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে ভালবাসি। ঈশ্বর উপাসনা ও ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ বিষয় ইত্যাদি আমাদিগের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মতভেদ নাই বলিলেই হয়। সারদা বাবু যদি কিছু আদি ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে আর্য্য সমাজের মত বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন তবে তাহা আর্য্য সমাজের বিশেষতঃ কলিকাতা আর্য্য সমাজের মত বলিয়া গ্রহণ করিবেন না।

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী
মহাবীর প্রসাদ।
কলিকাতা আর্য্য সমাজের
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭, আশ্বিন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		৬৮১৸৶০
পূর্ব্বকার স্থিত		২৩৪০৷৷৶৯
সমষ্টি		৩০২২৷৷ ৯
ব্যয় ...		১০২২৸৵৬
স্থিত ...		১৯৯৷৷৵৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
১৪৫৭৯
দফে উক্ত মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲

১৯৫৭ ৯

হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ...	৩৫৷৷৶৬
	১৯৯৯৷৵৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২৪৬৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়	১০৲
" ,, অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরী	৫৲
" " হরকুমার সরকার	২৲
	১৭৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ বেজবরুয়া	২৲
" " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	১৲
" " প্রাণকৃষ্ণ সরকার	১৲
	৪৲
পুরাতন কড়িকাষ্ঠ বিক্রয়ের মূল্য	১৫৲
	২৪৬৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১১৭৲০
শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী, পুঁটিয়া	৩৷৵০
শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ চৌধুরী, বোয়ালিয়া	৩৲
" " শ্যামলাল মিত্র, লক্ষ্ণৌ	৩৷৵০
" " কৃষ্ণদয়াল সিংহ চৌধুরী, রাজগঞ্জ	৬৸০
" " মহাশয় কৈলাসচন্দ্র রায়, দেহড়দা	৬৵০
" " চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত, পাণ্ডুয়া	৩৷৵০
" " কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, রাজগঞ্জ	৩৷৵০
" " ভবদেব নাথ, কালনা	২৲
" " হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, মাহাটা	১৲
" " চন্দ্রশেখর বসু, দ্বারভাঙ্গা	৬৸০
" " হরকুমার সরকার, ঘোড়ামারা	৬৸০
" " কালীনাথ চৌধুরী, চুঁচুড়া	৪৲
" " ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ভবানীপুর	৬৲
" " গিরিজাশঙ্কর মজুমদার, ঐ	৩৲
" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, মেদিনীপুর	৩৷৵০
" " ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীরামপুর	৷৵০
" " পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা	৸০
" বাবু হরিমোহন নন্দী, কলিকাতা	২৲
" " ক্ষেত্রমোহন ধর, ঐ	৩৲
" " গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ঐ	৩৲
" " হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ	১৲
" " আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, ঐ	১৲
" " গোবিন্দলাল দাস, ঐ	৩৲
" " অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, ঐ	৩৲
" " গোপালচন্দ্র দে, ঐ	১৲
" " কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস, ঐ	৩৲
" " বিপিনবিহারী সরকার, ঐ	৩৲
" " ব্রজনাথ দত্ত, ঐ	৩৲
" রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ঐ	৩৲
" মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর, ঐ	৩৲
" বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু, ঐ	১৷৷০
" " লালবিহারী বড়াল, ঐ	৩৲
" " তুলসীদাস দত্ত, ঐ	৩৲
" " কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ঐ	৩৲
" " জানকীনাথ মজুমদার, ঐ	৩৲
" " কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী, ঐ	৩৲
" " দেবেন্দ্রদেব দাস, ঐ	৩৲
" " সুরেশচন্দ্র দত্ত, ঐ	২৲
	১১৭৲০
পুস্তকালয়	৬৸৵০
যন্ত্রালয়	৩১১৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১৲
সমষ্টি	৬৮১৸৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৩৪৮৷৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৪৩৸৵৩
পুস্তকালয় ...	৪১৲০
যন্ত্রালয় ..	৩৪৫৷৷৵০
গচ্ছিত	২৪৩৸৵৩
সমষ্টি	১০২২৸৵৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৭, কার্ত্তিক মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩০২৸৶৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৯৯৯৷৶৩
সমষ্টি	...	২৩০২৷৶৬
ব্যয়	..	৭০৷৶৬
স্থিত	...	২২৩২৲

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	১৪৫৭৲৯
দফে উক্ত মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
	১৯৫৭৲৯
হাওলাত:শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	২৬৭৸৶৩
	২২৩২৲

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৮৸০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় শুভ কর্ম্মের দান।	১০৲
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী	৫৲
পুরাতন কড়িকাষ্ঠ বিক্রয়ের মূল্য	৩৸০
	১৮৸০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩২৷৶০
শ্রীরাজ জি, এন্, গজপতি রাও, সি, আই, ই ভিজাগাপাটম	৩৷৶০
শ্রীযুক্ত রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র বাহাদুর, গড় খণ্ডরই	৩৷৶০
„ লালা গণেশপ্রসাদ, রাজদ্বারভাঙ্গা	৩৷৶০
বড়িষা আত্মোন্নতি সভা, বড়িষা	১৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সিংহ, কলিকাতা	৩৲
„ „ আশুতোষ ধর, ঐ	৩৲
„ „ বলাইচাঁদ পাইন ঐ	৩৲
„ „ মণিলাল মল্লিক, ঐ	৩৲
„ „ হেমলাল পাইন, ঐ	৩৲
„ „ কন্নুলাল বর্ম্মন্, ঐ	৩৲
„ „ উমেশচন্দ্র দেব, ঐ	৩৲
	৩২৷৶০
পুস্তকালয় ...	৭৷৶০
গচ্ছিত ...	২৪৪৸৩
সমষ্টি	৩০২৸৶৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৮৲৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৫৷৶৯
পুস্তকালয়	...	৶৬
যন্ত্রালয়	...	১৭৷০
সমষ্টি	...	৭০৷৶৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সপ্তষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহের জীর্ণ-সংস্কার সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ১১ মাঘের প্রাতঃকালীন ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইয়া আসিতেছিল এ বৎসর হইতে তাহা রহিত হইয়া এই আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহেই হইবে। অতএব ঐদিবস প্রাতে ৮ঘটিকার সময়ে ব্রহ্মোপাসনার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহেই সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রাতে বেদি গ্রহণ করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আগামী ৫ই পৌষ শনিবার অপরাহ্ণ ৭॥ সাড়ে সাত ঘটিকার সময় বলুহাটী সারস্বত আশ্রমের ঊনচত্বারিংশ উৎসব ও তদুপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

শ্রী মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রণীত।

মূল্য ৵০ বার আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ অর্দ্ধ আনা।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শেষ উপদেশ।

মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল একআনা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(স্বামীকৃত টীকা সমেত)

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্ববিষয়ক প্রথম উপদেশ। মূল্য ৵০ দুই আনা।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তকাদি চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রিত করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য ব্যতীত স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস।
সহকারী সম্পাদক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজোপলক্ষে পুস্তক বিক্রয়ের তালিকা

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১ হইতে ১৫ মাঘ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজে বিক্রেয় পুস্তক ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ ১২ই মাঘের পূর্ব্বে মনিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক [illegible] ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের" নিকট "যোড়াসাঁকো কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাইলে [illegible] হইবেন। ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না। ১২ মাঘের পূর্ব্বে টাকা না পাইলে উক্ত মূল্যে পুস্তক [illegible]

১৭৮৯ শক অবধি, ১৮১৯ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তক [illegible] আছে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান এক এক খণ্ড ২৲ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৷০	২৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২৷৷০	২৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷০	৷৷০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০	৷৷৵০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৷০	৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	৷০	৵০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	৷০	৵০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৷০	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য	৷৵০	৷৵০
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা	৷৵৫	৷৵৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	৫৲	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲	৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৵০	৷৵০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷০	৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷০	৵০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴০	৷৷০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০	৷৷০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০	৴০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৵০	৴০
পরলোক ও মুক্তি	৵০	৴০
দশোপদেশ	৷৷০	৷০
মাঘোৎসব	৷৷০	৷০
প্রাতাহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০	৵০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	৷০	৵০
ধর্ম্মশিক্ষা	৵০	৴০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴০	৷৷০
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৵০	৴০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (৯ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲	১৲
ঐ (ভাল বাঁধা)	১৷৷০	১৷৷০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷০	৵০

	পূর্ণ মূল্য।
A Discourse against Hero-making in Religion	R.A. R.A.
Hindoo Theism	"
Theist's Prayer Book	"
Tuhfatal Muwahhiddin	"
Doctrine of Christian Resurrection	"
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	"
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	৷৷০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	
সঙ্গীতমঞ্জরী	
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ ঐ	
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	
বৃদ্ধহিন্দুর আশা	
তাম্বূলোপহার ২য় ভাগ	
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R. A. "
Brahmic Quest. of the Day	"
Brahmic Advice, Caution and Help	"
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	"
Adi B. Samaj as a Church	"
A Reply to the Query "What is Brahmoism?"	"
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	
Science of Religion	"
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	
তত্ত্ববিদ্যা	
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	
ঐ (বাঁধা)	
উদ্গীথা	
ধর্ম্মমাল	
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	

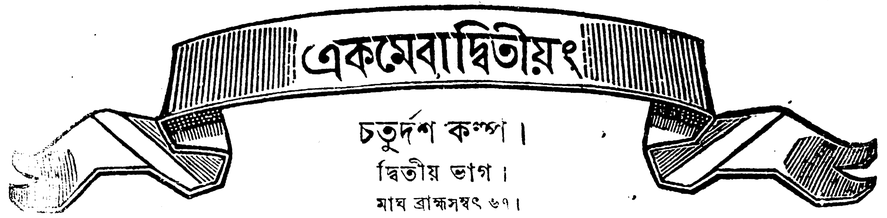

চতুর্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৫৯ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়।		পৃষ্ঠা
সপ্তদশতম ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যে মহাশয়ের উপদেশ	...	১৪৭
উপদেশ (শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	১৪৮
উপদেশ (শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন)	...	১৫০
প্রার্থনা (শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব)	...	১৫৪
উপদেশ (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	১৫৬
[illegible] (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	...	১৫৮
[illegible]কারের অভিব্যক্তি (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	১৬০

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৩। কলিগতাব্দ ৪৯৭১। ১ মাঘ বুধবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৵০। ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

নূতন পুস্তক নূতন পুস্তক।

ব্রহ্মসঙ্গীত

(একাদশ সংস্করণ)

(প্রথম ভাগ হইতে নবম ভাগ পর্য্যন্ত)

আদি ব্রাহ্মসমাজে, ইহার স্থাপনাবধি এযাবৎ যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়াছে, সে সকলই ইহাতে আছে। ইহাতে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রায় সকল গুলিই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের কলেবর পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা অন্যূন পাঁচ ফর্ম্মা বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য কিন্তু পূর্ব্ববৎ ১৲ এক টাকা মাত্রই রহিল। ভাল বাঁধা ১৷৹ এক টাকা চারি আনা।

এই পুস্তক প্রত্যেক ব্যক্তির এক একখানি ক্রয় করা উচিত। ইহাতে বিবিধ রাগ রাগিণীর সমাবেশ থাকায় সঙ্গীতজ্ঞের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে এবং জলন্ত ধর্ম্মচ্ছায়া বিদ্যমান থাকায় ধর্ম্মপিপাসুর প্রাণ শীতল হইবে। অধিক বলা বাহুল্য।

এই পুস্তক নিম্নের ঠিকানায় আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

৫৫ অপার চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ
যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রতিমূর্ত্তি সমেত

রবীন্দ্র বাবুর কাব্য গ্রন্থাবলী

প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে "কৈশোরক," "ভানুসিংহ," "বাল্মীকি প্রতিভা," "সন্ধ্যা সঙ্গীত," "প্রভাত সঙ্গীত," "প্রকৃতির প্রতিশোধ," "ছবি ও গান," "কড়ি ও কোমল," "মায়ার খেলা," "মানসী," "রাজা ও রাণী," "বিসর্জ্জন," "সোণার তরী," "চিত্রাঙ্গদা," "বিদায়-অভিশাপ," "চিত্রা," "মালিনী" নাটক, "চৈতালি," "গানের বহি," "অনুবাদ,"—এই কুড়ি খানি কাব্য মুদ্রিত হইয়াছে। আকার ডিমাই অকটেভো, ১২২ ফর্ম্মা এই গ্রন্থাবলী তিন প্রকার সংস্করণে বাহির হইতেছে।

সুলভ সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর আধুনিক একখানি প্রতিমূর্ত্তি আছে, কাগজের বাঁধা, মূল্য ৬৲।

মধ্যম সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর বিলাতে "কৈশোরক" রচনা কালের, অভিনয় সময়ের "বাল্মীকি" ও "রঘুপতি" সাজের ও আধুনিক—এই চারি খানি ছবি, এবং স্বহস্তাক্ষরে লিখিত একটি নূতন কবিতা সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১০৲।

উৎকৃষ্ট সংস্করণ—ইহাতে উল্লিখিত ছবি ও হস্তাক্ষর ব্যতীত কবির পদ্মা-তীরস্থ তরিপ্রবাস ও কবির জন্ম নিবাসের চিত্রদ্বয় সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট মরক্কোয় বাঁধা। মূল্য ২৫৲।

আমার নিকট প্রাপ্তব্য শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
৯নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৪২ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

সপ্তষষ্টিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহের জীর্ণ-সংস্কার সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ১১ মাঘের প্রাতঃকালীন ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইয়া আসিতেছিল এ বৎসর হইতে তাহা রহিত হইয়া এই আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহেই হইবে। অতএব ঐ দিবস প্রাতে ৮ ঘটিকার সময়ে ব্রহ্মোপাসনার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহেই সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রাতে বেদি গ্রহণ করিবেন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সপ্তষষ্টিতম ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

হে প্রিয় ব্রাহ্মগণ!

১১ই মাঘের শুভ উৎসব দিনে তোমরা সকলে সংযম অবলম্বন করিও এবং আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধাচারে থাকিও। এই উৎসবের দিনে আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া সংযম পূর্ব্বক শুদ্ধাচারে থাকাই প্রকৃষ্ট বিধি। তোমরা এইরূপ বিধি অবলম্বন করিলেই ব্রহ্মোৎসবের পবিত্রতা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইবে।

শান্তিনিকেতনে ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

৭ই পৌষ ৬৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

প্রাতঃকালে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। তখন আমরা সকলে প্রস্তুত হইয়া "অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি" এই সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। সুপ্রশস্ত মাঠ, সিন্দূররাগরক্ত সূর্য্য, নির্ম্মল সুশীতল বায়ু, মন্দিরের সম্মুখস্থ এক একটী অঞ্জলিপ্রমাণ সুগন্ধি গোলাপ পুষ্প, উদ্যান বৃক্ষস্থ পক্ষিদিগের কোলাহল, সমস্ত মিলিয়া মন উন্মত্ত করিয়া তুলিল। আমরাও ব্রহ্মোপাসনার জন্য মন্দিরে গিয়া উপবিষ্ট হইলাম।

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত প্রকারে উদ্বোধন করিলেন।

এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড যখন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, এই শোভন সুন্দর জগতের চিহ্নমাত্রও যখন ছিল না, তখন সেই বিশ্বাধিপতি জ্যোতির্ম্ময় জাগ্রত পুরুষেরই ইচ্ছাতে কোটি কোটি সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রকাশিত হইয়া এই বিশ্বভুবনকে নব আলোকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল। "না ছিল এসব কিছু, আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি; ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।" আজ সেই জাগ্রত দেবতা এই প্রান্তরমধ্যস্থিত ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত ভক্তজনগণের সম্মুখে আমাদের সকলের হৃদয়োত্থিত প্রীতিকুসুম গ্রহণ করিবার নিমিত্ত শুদ্ধমপাপবিদ্ধং জ্যোতির্ম্ময়রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে থাকিয়া শুভ কামনা সমূহ প্রেরণ করিতেছেন এবং তিনিই প্রত্যেক ঘটনাকে জগতের মঙ্গলের জন্য নিয়মিত করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছাতে স্রোতস্বতী নদী সকল নগর গ্রাম সমূহকে উর্ব্বর ও শস্যশ্যামল করিয়া, সাগরোত্থিত মেঘরাশি দেশদেশান্তরকে সিক্ত করিয়া, ফলপুষ্পভারে অবনত বৃক্ষলতা সকল ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত জনগণের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিয়া যেমন পৃথিবীর মঙ্গলসাধনে নিরত রহিয়াছে, সেইরূপ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ভূমিকম্প ইহারা সকলেও সেই মহান্ সত্যসুন্দর পুরুষের মঙ্গলশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া জগতের মঙ্গলসাধনই করিতেছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি আপাতত আমাদের চক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলপ্রসূ বলিয়া বোধ হয় এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত মঙ্গলভাব সচরাচর আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয় না বলিয়া আমরা মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাতে সন্দিহান হইতে পারি না। মহামারী প্রভৃতি যখন আমরা অমঙ্গল বলিয়া জানিতেছি, তখন তাহা দূর করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণপণ চেষ্টা করিব; কিন্তু যাহা দূর করিতে পারিলাম না, তাহার জন্য মঙ্গলস্বরূপের মঙ্গল ইচ্ছাতে সন্দিহান হইতে পারি না। যাঁহার প্রসাদে আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলাম, জন্মগ্রহণ করিয়া এতদিন বাঁচিয়া রহিলাম; যাঁহার মঙ্গলইচ্ছাতে শৈশবে মাতৃস্নেহ দুগ্ধধারারূপে বিগলিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল এবং যাঁহার করুণায় আমরা পৃথিবীর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ সকল দেখিয়া শুনিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম, আপনাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত করিতে পারিলাম, সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলমূর্ত্তি কি এতদিনেও

দেখিতে পাইলাম না? এত করুণার আস্বাদ পাইয়া যদি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের হস্ত জানিতে না পারি, তাঁহার সত্যসুন্দর মঙ্গলভাব উপলব্ধি করিতে না পারি, তবে আর কবে তাহা বুঝিব?

বিপদে সম্পদে ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের প্রতি যে অটল নির্ভর রাখিতে হয় এবং আমাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় যে কোন না কোন মঙ্গলভাব অন্তর্নিহিত আছে, তাহাই বুঝাইবার জন্য একটী সুন্দর উপাখ্যান প্রচলিত আছে। কোন দেশের এক সংশয়বাদী রাজা ছিলেন এবং তাঁহার এক ঈশ্বরপরায়ণ মন্ত্রী ছিলেন। একদিন রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মন্ত্রি! তুমি যে বল, ঈশ্বর যাহা কিছু প্রেরণ করেন, তাহাই আমাদিগের মঙ্গলের জন্য; আচ্ছা, এই যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি আসিয়া সময়ে সময়ে রাজ্য ধ্বংস করিয়া দেয়, ইহাও কি ঈশ্বরের মঙ্গলবিধান?" মন্ত্রী বলিলেন "আজ্ঞা হাঁ, সকলই তাঁহার মঙ্গলবিধান; তবে, অনেক ঘটনার কারণ অথবা ফলাফল যেমন আমরা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না, সেইরূপ দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আপাতত আমাদের চক্ষে অমঙ্গল বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে মঙ্গল আছে তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; এবং এ সকলই যে ঈশ্বরের মঙ্গলবিধান, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঙ্গল নিয়মের ফল, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে সঙ্কুচিত হইব না।" এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন রাজার অঙ্গুলিতে আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইল। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার সেই ক্ষত মঙ্গলের জন্য ঘটিল কি না। মন্ত্রী বলিলেন যে "ইহাতে নিশ্চয়ই মঙ্গল নিহিত আছে।" তখন রাজা ভাবিলেন যে তাঁহার অমঙ্গল ঘটিলেও যখন মন্ত্রী বলেন তাহা মঙ্গলেরই জন্য, তখন নিশ্চয়ই মন্ত্রী তাঁহার অমঙ্গল কামনা করেন। এইরূপ ভাবিয়া রাজা মন্ত্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। রাজার জিজ্ঞাসায় মন্ত্রী তখনও বলিতে লাগিলেন যে তাঁহার এই কারাগারে অবস্থিতিতে ঈশ্বরেরই মঙ্গল ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে। রাজার ক্ষত ক্রমে ভাল হইয়া আসিল কিন্তু তাহার চিহ্ন থাকিয়া গেল। এই অবস্থায় রাজা একদিন সঙ্গীদিগকে লইয়া শীকারে বহির্গত হইলেন। ঘটনাক্রমে তিনি সঙ্গহীন হইয়া এক বনের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। তথায় কতকগুলি দস্যু তাঁহাকে রাজা বলিয়া জানিতে না পারিয়া তাহাদের দেবতার নিকট বলি দিবার জন্য বলপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া চলিল। কিন্তু দেবতার নিকট অক্ষত জীব বলি দেওয়া আবশ্যক, ইহা স্মরণ করিয়া এক জন দস্যু রাজার দেহে কোন প্রকার ক্ষত আছে কি না দেখিতে বলিল। তখন সকলে সেই অঙ্গুলিতে ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। রাজা এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই মন্ত্রীকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক বলিলেন যে, তাঁহার অঙ্গুলিক্ষতের মধ্যেও প্রকৃতই ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত ছিল, কারণ সেই ক্ষতটুকু না থাকিলেই তাঁহাকে দস্যুহস্তে নিহত হইতে হইত। মন্ত্রীও রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার কারাগারে অবস্থিতিতে ঈশ্বরেরই করুণা প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ তাঁহার দেহে কোন প্রকার ক্ষত ছিল না, এ অবস্থায় তিনি রাজার সঙ্গে শীকারে থাকিলে নিশ্চয়ই দস্যুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতেন।

পূর্ব্বতন ঋষিরা অতি স্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন যে ঈশ্বরের করুণা আমাদের রক্ষাকবচ স্বরূপে সর্ব্বদাই জাগ্রত রহিয়াছে এবং সেই করুণাসূত্রে এই সমুদায় লোক লোকান্তর গ্রথিত হইয়া আছে; তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কেহ একপদও নিক্ষেপ করিতে পারে না। আমরাও আজ তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ঋষিদিগের সহিত একস্বরে বলিতেছি—

"যএষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রন্তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥"

যখন তাবৎপ্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন; তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম,তিনিই অমৃতরূপে উক্ত হয়েন; তাঁহাতেই লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। তিনিই পূর্ণ পুরুষ, তাঁহাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা পায়, এত বড় স্পর্দ্ধা কাহার? "তদু নাত্যেতি কশ্চন।" কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। এই যে চরাচর লোক সকল ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিয়া আমাদিগকে আনন্দ বিতরণ করে, ইহাদের মধ্যে একটী বালুকণাও অনিয়মিত ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। একটী বালুকণাও যদি নিয়মের অতীত হইয়া আস্তে আস্তে কোথাও সরিয়া পড়ে, তবে দেখিতে দেখিতে এই শোভনদৃশ্য সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সকলই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অণুরাশিতে পরিণত হইবে। এমন সকল আশ্চর্য্য নিয়মে প্রেমসূত্রে যিনি অতি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত সকলকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁহাকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহার আছে?

এই পূর্ণ পুরুষ, জাগ্রত দেবতা যখন আমাদের প্রাণের প্রাণরূপে বিরাজমান, তখন দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি শত সহস্র বিভীষিকা আসিলেও আমাদের কিসের ভয়? আমরা যদি বন্ধু বান্ধবের নিকট অপ্রেম লাভ করি, যদি আত্মীয় স্বজনের নিকট অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, তাহাতেই বা কি, যখন সেই মঙ্গলবিধাতা আমাদের নিত্য সখারূপে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত কাল রহিয়াছেন? আমরা যদি পবিত্র থাকি, আমাদের হৃদয় যদি নির্দোষ এবং আত্মা নির্ম্মল থাকে, তবে আমরা মৃত্যুকেও অমৃত বোধে আলিঙ্গন করিতে পারিব।

হে করুণানিধান! তুমি আমাদিগকে এই শুভবুদ্ধি দাও, যাহাতে আমরা পবিত্র থাকিয়া, সমুদয় কর্ম্ম তোমাতেই সমর্পণ করিয়া নির্ভয় থাকিতে পারি এবং চিরদিন তোমারই মহিমাগীত গাহিয়া অন্তকালে তোমাকেই লাভ করিতে পারি। আজিকার মত প্রতিদিন যেন প্রাতঃ সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তোমারই নামোচ্চারণ করিয়া গাত্রোত্থান করি এবং জীবনের শেষ দিনেও যেন তোমারই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া তোমারই ক্রোড়ের সুশীতল আশ্রয় লাভ করি।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

যা প্রীতি রবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
তামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু।

হে ঈশ্বর, অবিবেকী মনুষ্যদিগের বিষয়ে যে অনপায়িনী প্রীতি তোমার

চিন্তাপর আমার হৃদয় হইতে সেই প্রীতি যেন না যায়। বস্তুত মলিন বিষয়ের প্রতি মনুষ্যের প্রীতি কি অবিনাশী। আমার স্ত্রী আমার পুত্র আমার যশ আমার ঐশ্বর্য্য এই লইয়াই সকলে যেন উন্মত্ত। যে মৃত্যু নিমেষের মধ্যেই এই সমস্ত হইতে তোমায় বঞ্চিত করিবে তাহা আসন্ন তথাচ তুমি এই মলিন বিষয়প্রীতি পরিত্যাগ করিতে চাও না। তাই কোন সাধক কহিয়াছেন, বিষয়ীদিগের বিষয় প্রীতি যেমন অনপায়িনী, হে ঈশ্বর, তোমার প্রতি আমার প্রীতি যেন সেইরূপই হয়। বস্তুত জ্ঞানালোকে যদি ঈশ্বরকে দেখিতে চাও তবে প্রীতিরূপ তৈলে তাহা উজ্জ্বল কর। প্রীতি ব্যতীত কেবল শুষ্ক জ্ঞানে ঈশ্বরকে পাওয়া বড় কঠিন। তুমি যে আজ স্ত্রীপুত্র লইয়া এত উন্মত্ত, বল দেখি প্রীতি ব্যতীত ইহারাই কি তোমার আপনার হইত? একবার প্রীতির বন্ধন কাটিয়া দেও ইহারা কে কোথায় যাইবে। এই সংসারের মূলে কেবল এক প্রেম আছে। তাহারই প্রভাবে লোকে কখন হাসিতেছে কখন বা কাঁদিতেছে। একজন বৈষ্ণব কবি কহিয়াছেন

"প্রাণ ছাড় তো প্রেম ছেড় না,
প্রেমের গাছে সে ফল ফলে।
তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন,
ধরা পড়েন প্রেমের কলে।"

ফলত ঈশ্বরপ্রীতি সকল সাধনের শ্রেষ্ঠ ও সার। তৎপশ্চাৎ জীবে দয়া। এই দয়ার প্রভাব যার পর নাই অসীম। যখন এই ভারতবর্ষে যজ্ঞদেবতার উদ্দেশে নিষ্ঠুর পশুহত্যা প্রচরদ্রূপ হইয়া উঠে, ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গলের নিষ্ক্রয় একমাত্র পশুরক্তে নির্ণীত হইয়াছিল সেই ঘোর অজ্ঞান কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে 'সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং' এক মহাপুরুষ উত্থিত হইয়াছিলেন। অহিংসা—জীবে 'দয়াই যাঁর ধর্ম্মসংস্কারের নিয়ামক। এই দয়া হইতেই প্রাচীন ভারতে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং ইহাই এক নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করে। তাই বলিলাম দয়ার প্রভাব যার পর নাই অসীম। আবার যিনি ভক্তিরসের মহাবন্যায় জাতিকুল ভাসাইয়া দিয়া এক নূতনতর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করেন সেই চৈতন্যদেবকে তাঁহার এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন,গুরো, ধর্ম্মের সার কি,ইহা এক কথায় আমায় বুঝাইয়া দিন। চৈতন্যদেব কহিলেন,জীবে দয়া। আমরাও সমস্ত হৃদয়ের সহিত মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি ধর্ম্মের সার একমাত্র জীবে দয়া। কিন্তু এই সার্ব্বজনীন দয়া কিরূপে সাধিত হইতে পারে। আমরা তো কেবল স্বার্থ লইয়াই উন্মত্ত, পরার্থকে স্বার্থ করা যে সার্ব্বভৌম মহাব্রত তাহা ভ্রমেও বুঝি না। যে সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে প্রত্যেকে বদ্ধ হইয়া আছি, যে সকল কোমল স্নেহবন্ধনে নিরন্তর নিগড়িত হইয়া আছি, আমাদের দয়া তাহা অতিক্রম করিয়া বড় একটা প্রসর লাভ করিতে পারে না। ফলত আমাদের অবস্থা এইরূপই শোচনীয়। কিন্তু যাঁহারা মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীবের মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই সমস্ত পরম কারুণিক ঋষিরা এই সার্ব্বজনীন দয়ার নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তির উদ্দেশে কহিয়াছেন

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
আত্মানং সর্ব্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে।"

যিনি পরমাত্মাতেই সকল জীবকে এবং সকল জীবে পরমাত্মাকে দর্শন করেন,ইহার ফলে তিনি কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। অর্থাৎ সকল ভূতে একমাত্র ঈশ্বরকে দেখিয়া

সকলকেই দয়া করেন। যিনি অরূপ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয় তাঁহাকে নির্ম্মল জ্ঞান-চক্ষে দেখাই প্রকৃত দর্শন। যিনি আমাতে আছেন তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবে, জ্ঞানে ব্রহ্মের এইরূপ ব্যাপক সত্তা অনুভব করাই ব্রহ্মদর্শন। এইরূপ দর্শনের ফল সর্ব্বজীবে দয়া। ফলত যিনি আমার "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ" একমাত্র তিনিই তো সকলের অন্তরে। তখন তাঁহার অধিষ্ঠান বলিয়া সকলকেই আমি প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিতে যাই, আর কেহই আমার দ্বেষ্য বা ত্যজ্য থাকে না।

এক সময়ে আমাদের পূর্ব্বপিতামহগণ ব্রহ্মের এই জীবন্ত বিশ্বব্যাপী সত্তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এখন যদিও সেই জ্বলন্ত ব্রহ্মজ্ঞান একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে কিন্তু তাহার প্রভাব এখনও জনসমাজ হইতে সম্পূর্ণ যায় নাই। তাই এদেশের লোকে দয়াকে পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া থাকে। এই দয়ার গভীরতা ও প্রসার আজও কতদূর আছে একবার বিচার করিয়া দেখ। কঙ্কালাবশিষ্ট দীনদৃষ্টি মনুষ্যকে দেখিলে আর এক জনের মনে সহসা দয়ার উদ্রেক হওয়া বড় বিচিত্র নহে। কিন্তু যাহারা এই পৃথিবীর সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কোন্ অলক্ষিত লোকে আছে কিছুই জানা যায় না, যাহাদের বাস্তু ও বংশের নামমাত্রও নাই সেই সকল অপ্রত্যক্ষ লোককে এবং যাহাদের ভাষা নাই, ক্ষুৎপিপাসার আবেগ বাক্যে ব্যক্ত করিতে পারে না, যাহারা নিয়ত কেবল লোকের পদতলে দলিত হইতেই জন্মিয়াছে সেই সকল মূক পশুপক্ষী কীটপতঙ্গকে কে দয়া করিয়া থাকে? ফলত যিনি একমাত্র জীবন্ত ঈশ্বরকে চেতন অচেতন সমস্ত জগতে জ্ঞান প্রাণ শক্তিরূপে দেখিয়াছেন সেই মহাত্মারই বিশাল হৃদয় এই লোকোত্তর দয়ার একমাত্র আধার। এই সমস্ত নিঃসম্পর্ক বহুকালের অপ্রত্যক্ষ লোক এবং নির্ব্বাক মূকেরা তাঁরই হৃদয়ে স্থান পায়। তাই এদেশের জ্ঞানীরা সম্যক বুঝিয়া এবং অজ্ঞানেরা না বুঝিয়া নিত্য শ্রাদ্ধতর্পণে বলিয়া থাকে "যে জাতা বাপ্যজাতা বা" যাহারা আমার কুলে জন্মিয়া থাকুক বা নাই থাকুক, "যেষাং ন মাতা ন পিতা" যাহাদের পিতা নাই, মাতা নাই, "ন বন্ধুঃ" বন্ধু নাই "নৈবান্নসিদ্ধিঃ" আহারের কোনই উপায় নাই তাহারা "ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু" তাহারা ভূতলে মৎপ্রদত্ত অন্নাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হউক এবং "তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং" এবং পরিতৃপ্ত হইয়া পরম গতি লাভ করুক। তাই আজও এ দেশের ধর্ম্মানুষ্ঠান বিশেষে পদদলিত কীট পতঙ্গ ও পশুপক্ষীর জন্য চতুষ্পথে খাদ্য সামগ্রী রাখিয়া দেয়; যে কোন নিরন্ন অন্ধ আতুর গৃহদ্বারে উপস্থিত হউক না জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে তাহাকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া থাকে; দৃষ্টিবিষ সর্পও যদি বহুকাল হইতে গৃহস্থের বাস্তুভূমিতে বাস করিয়া থাকে কেহই তাহার প্রতি কোনও রূপ নিষ্ঠুরাচরণ করে না; জীর্ণ বা ফলন্তই হউক বাস্তুবৃক্ষকে কেহই কাটে না, প্রত্যহ স্নানান্তে ধর্ম্মবুদ্ধিতে তাহার মূলে জলসেক করে; কেহ কেহ জীবের বসতিস্থল বলিয়া পানীয় জল বস্ত্রপূত করিয়া পান করে এবং আজও কোন কোন দেশে মার্জ্জনী দ্বারা কীটাপসারণ ও পথশোধন করিয়া অনেকেই পথ চলিয়া থাকে।

যে জাতি দয়া ধর্ম্মে এত উচ্চ আমাদের বড় সৌভাগ্য যে আমরা সেই জা-

তিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি কিন্তু ষড় দুর্ভাগ্য যে ইহার ভগ্নাবশেষের দীন সাক্ষিমাত্র হইয়া কেবল হাহুতাস করিতে আসিয়াছি। এখন এ দেশের আর কি আছে। এক সময়ে যেখানে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য কি বিজ্ঞান কি ধর্ম্ম সকল প্রকার শিক্ষার পৃষ্ঠবংশ স্বরূপ থাকিয়া বহু সংখ্য জ্ঞানী বীর কবি ও দার্শনিকের জন্ম দিয়াছে, হা! এখন তাহা এক ভীষণ মহাশ্মশান। এই মহাশ্মশানে সকল প্রকার শ্রীসৌভাগ্যের চিরসমাধি হইয়াছে। ব্যাপক অধীনতার ঘোর অন্ধকার ইহার সেই অত্যুজ্জ্বল প্রভাব নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিয়াছে। সেই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল কারণ তেজ বল সাহস এখানে আর দৃষ্ট হয় না। যে দৃষ্টি পৃথিবীর সমস্ত ভোগ তুচ্ছ করিয়া তত্ত্ব নিরূপণে নিযুক্ত ছিল এখন তাহা একপ্রকার অন্ধ। এখন যে দিকে চাহিয়া দেখ ইহার সর্ব্বত্রই চিতাভস্মের স্তূপ। এই ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নি হইতে এক একটা নাতিউজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ এক এক বার উদ্ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। এবং ফেরু-দল আরও অশুভ আনয়নের জন্য কর্কশ স্বরে চিৎকার করিতেছে। হা! এই কি সেই ভারত! ইহার পূর্ব্বগৌরব তো সবই গিয়াছে, কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এখনও কবিরা সজলা সফলা সশ্যশ্যামলা বলিয়া শ্লাঘার সহিত ইহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ সেই ভারতে লোমহর্ষণ দারুণ অন্নকষ্ট। দুই পদ অগ্রসর হইয়া যাও দেখিবে অন্ন বিনা লোকে হাহাকার করিতেছে। এক আধটী নয় অসংখ্য অসংখ্য লোক ক্ষুধার দুর্বিষহ জ্বালায় হাহাকার করিতেছে; সকলেই অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ ও কঙ্কালাবশিষ্ট। পিতা ক্ষুধার্ত্ত আসন্ন-মৃত্যু দুর্ব্বল শিশুর অস্ফুট কাতর ক্রন্দন আর সহিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছে আর সেই নিরুপায় শিশু অস্থিচর্ম্মসার মাতার বক্ষে তাহারই সহিত অনন্ত কাল-নিদ্রায় নিলীন রহিয়াছে। কোথাও কত স্ত্রী তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া স্বামি ত্যাগ করিতেছে, আবার কত স্বামী সমস্ত স্নেহ বন্ধন ছিঁড়িয়া ভগ্নমনে দেশত্যাগ করিতেছে। কোথাও জল নাই, তৃণ নাই, গো মহিষাদি অসংখ্য পশু ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরিয়া রহিয়াছে, শৃগাল কুক্কুর তাহাদের মৃত দেহ চর্ব্বণ করিতেছে এবং তাহা হইতে পূতিগন্ধ নির্গত হইয়া গ্রামে গ্রামে মহামারী উৎপাদন করিতেছে। এ সমস্ত অতিরঞ্জিত কথা নয়, একটু অগ্রসর হও এই শোকাবহ দৃশ্য অহর্নিশি তোমার প্রত্যক্ষ হইবে। বলিতে, কণ্ঠরোধ হয়, এখন সমগ্র ভারতের এই রূপই দুর্দ্দশা। আজ কএক বৎসর ধরিয়া দারুণ দুর্ভিক্ষ লোকের অস্থিচর্ম্ম নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এবার ইহার বড় ভীষণ ও ব্যাপক আকার। হা! এমনও সময় ছিল যখন এ দেশের গৃহস্থের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ। এখনও ইহারা পিতামাতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যকালে প্রার্থনা করে "দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং" আমাদের কুলে দাতা বৃদ্ধি হউক, "বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি" দেয় দ্রব্য আমাদের গৃহে পরিপূর্ণ হউক, "যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু" আমাদের নিকটেই প্রার্থীরা আসুক, "মাচ যাচিষ্ম কঞ্চন" আমরা যেন কাহারও নিকট যাচ্ঞা না করি। হা! আজ ভারতের সেই গৃহস্থের গৃহে অন্ন নাই। আজ ইহারা কঠোর, জঠরজ্বালায় অস্থির। আজ ইহাদিগকে অন্তত এক দিনের তরেও যিনি এক মুষ্টি দিবেন তিনিই ধন্য, তিনিই ধন্য। তাঁহার জন্ম

সার্থক, কর্ম্ম সার্থক, অর্থ সার্থক। বিধাতা, জানি না, এ দেশের ভাগ্য কোন্ চক্রে ঘুরিতেছে কিন্তু আমরা কোন্ পাপে কার পাপে এত কষ্ট পাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে শ্রীযুত শিবধন বিদ্যার্ণব এই প্রার্থনা পাঠ করিলেন।

হে শান্তিময় প্রভো! সংসারের বিবিধ বিঘ্ন বিপত্তি ভোগের পর আজি সংবৎসর পরে শান্তিনিকেতনের উৎসবে শান্তি পাইবার আশায় আমরা সকলে সমাগত হইয়াছি। ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষিদেব এই নির্জ্জন প্রান্তরস্থিত পবিত্র আশ্রমে তোমার পবিত্র সহবাসে অপার শান্তিলাভ করিয়াছেন, সেই জন্যই ইহার নাম শান্তিনিকেতন, শান্তিময় বিশ্বপতি তুমি এই আশ্রমের শান্তিদাতা অধীশ্বর রূপে নিত্য বর্ত্তমান, অসংখ্য ভগবৎপ্রেমপিপাসু সাধু সজ্জন এই পবিত্র মন্দিরে তোমার মঙ্গলময় ভাব, শান্তিময় রূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হ'ন, সেই জন্যই ইহার 'শান্তিনিকেতন' নামের সার্থকতা। আজি শান্তিনিকেতনের উৎসব, শান্তি নিকেতন শব্দের দুইটি অর্থ, এক শান্তির নিকেতন, অর্থাৎ যে স্থানে আসিয়া লোকে শান্তি পায়, আর শান্তির নিকেতন অর্থাৎ শান্তির আধার অর্থাৎ শান্তিময় তুমি, দুইই মূলতঃ এক, কারণ সাধুসজ্জনগণ এখানে আসিয়া যে, শান্তিলাভ করেন, সেই শান্তিও তোমাকেই লইয়া, বস্তুতঃ শান্তিনিকেতন শব্দের লক্ষ্য সর্ব্ব প্রকারেই তুমি; সুতরাং "শান্তিনিকেতনের উৎসব বলিলে তোমারই উৎসব বুঝাইতেছে। তোমাকে লইয়াই শান্তিনিকেতনে আমাদের উৎসব, অথবা তুমিই শান্তিনিকেতনের উৎসব-কর্ত্তা। তুমিই উৎসব করিতেছ আমাদিগকে লইয়া। তুমি স্বপ্রকাশ, তোমাকে প্রকাশ করিবার কাহারও সাধ্য নাই, সুতরাং তোমাকে লইয়া আমাদের উৎসব করিতে হইলে তুমি যদি কৃপা করিয়া প্রকাশিত না হও, তবে আমাদের সমস্ত আয়োজন, সমস্ত উদ্‌যোগ নিস্ফল, সমস্তই বৃথা; আজি তুমি উৎসবের অধীশ্বর হইয়া শান্তিদাতা রূপে প্রকাশিত হইয়া শান্তিনিকেতনের উৎসব সম্পন্ন কর; আমরা তোমার উৎসবে প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে তোমারই দ্বারে সম্মিলিত হইয়াছি। আমরা তোমাকে লইয়া উৎসব করিব তুমি আমাদিগকে লইয়া উৎসব করিতে প্রকাশিত হইতেছ বলিয়া, না হইলে আমাদের এমন সাধনবল নাই এমন ভক্তিবল নাই যে, তাহার প্রভাবে তুমি আমাদের উৎসবে প্রকাশিত হইবে। তুমি আমাদিগকে লইয়া উৎসব করিতেছ ইহাই সত্য, সেই জন্যই প্রভাত সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়াকাশে স্বপ্রকাশ সূর্য্যের উদয়চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, সেই জন্যই ক্রমশঃ স্বপ্রকাশ সূর্য্যের আনন্দরশ্মিরেখা আমাদের অন্তরে বাহিরে দীপ্তি পাইতেছে। নাথ! স্বপ্রকাশ সূর্য্য! তুমি আজি সম্পূর্ণ রূপে আমাদের হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হও, তোমার প্রকাশে আমাদের পাপ তাপ, শোক দুঃখের গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত হউক, আমরা তোমাকে তোমারই আলোকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া জন্ম-জীবন চরিতার্থ করি; আর তোমার নিকটে দাঁড়াইয়া আমরা সকলে প্রেমানন্দে প্রেম কণ্ঠে বলি,—

অদ্য নাথ বয়ং ধন্যা ধন্যং নো জীবনং প্রভো।
পরিদৃষ্টো যতোঽস্মাভিঃ পূর্ণব্রহ্মসনাতনঃ॥

দয়াময়! তোমার নিকটে আমরা শত অপরাধী, কতপ্রকারে সতত আমরা তোমার আজ্ঞা-লঙ্ঘন করিয়াছি; সেজন্য তুমি যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর, তবে আমরা কোথায় যাইব? তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। ভূমিতে পদস্খলন হইলে ভূমিই অবলম্বন হয়, তোমাতে শত অপরাধী আমরা,—কিন্তু তুমিই আমাদের একমাত্র শরণ, তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়;

"ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনং।
ত্বয়ি মে চাপরাধাশ্চ ত্বমেব শরণং প্রভো॥"

অদ্যকার এই মহোৎসবে তুমি যেমন আনন্দদাতারূপে এবং আনন্দরূপে, শান্তিদাতারূপে এবং শান্তিরূপে আমাদের অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত হইতেছ; সেইরূপ নিত্যকাল—চিরজীবন আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত থাকিয়া আমাদের হস্ত ধারণ করিয়া তোমার শান্তি নিকেতনের দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ কর, ইহাই তোমার নিকটে আমাদের প্রার্থনা।

নানাব্যাধিসমাকুলোঽস্মি ভুবনে তন্নাশকস্ত্বাং বিনা,
জ্ঞাতোনৈব ভবেৎকদা ভবসুহৃদ্ ভীতোঽস্মি তস্মাৎপ্রভো
সর্ব্বত্র শ্রুতমস্তি সাধুকথিতং নাম্না পবিত্রেণ তে,
নির্ব্যাধিশ্চ ভবেজ্জনস্তব গুণধ্যানেন শান্তাত্মনা॥ ১॥

নমামি সত্যং শিবসুন্দরং বিভুং,
ভজামি নিত্যং করুণালয়ং প্রভুং।
স্মরামি তং শান্তিনিকেতনেশ্বরং,
করোমি তন্নাম শুভং নিরন্তরং॥ ২॥
ধ্যেয়ং পরং সুরনরার্চ্চিতপাদপদ্মং,
শান্তং শিবং সুজনশান্তিনিকেতনেশং।
জ্ঞানামৃতং ভজন-সাধনহীনচিত্তঃ,
দেবং নমামি প্রণতার্ত্তিহরং বিশুদ্ধং॥ ৩॥

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মধ্যাহ্নের ব্যাপার স্মরণ করিলেও সুখোদয় হয়। এবার বিশ্রামের পর ব্রহ্মমন্দিরে খোল করতাল সহযোগে রাজকুমার বাবুর কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহার সেই "হৃদয় নিকুঞ্জবনে" গানটী যেন এখনও কর্ণে মধুবৃষ্টি করিতেছে। বেলা দুই প্রহরের পর হইতেই উদ্যানের ইতস্তত অনেকগুলি বাউলের দল গোপীযন্ত্র বাজাইয়া এবং তালে তালে নৃত্য করিয়া দেহতত্ত্ব প্রভৃতি নানাতত্ত্ব গান করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিল। দেখিলাম কোন কোন স্থানে বহুসংখ্য ক্ষুধার্ত্ত দীন দরিদ্র দলে দলে সুপ্রস্তুত অতি উপাদেয় খেচরান্ন উদর পূর্ণ করিয়া খাইতেছে এবং যে যত পারিতেছে বস্ত্রপ্রান্তে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে। কোথাও দোকান পসার খুলিয়া অনেকে নানারূপ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে। কোথাও সরলতার প্রতিমূর্ত্তি সাঁওতাল গৃহিণীরা নূতন-জলধর-কান্তি গুঞ্জাবতংসশোভিত শিশুগুলিকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদেরই নিমিত্ত নানারূপ ক্রীড়নক কিনিতেছে। কোথাও সুশিক্ষিত মধুরকণ্ঠ কলাবৎ তানলয়স্বরসংযোগে হিন্দী ভজন ধরিয়াছেন। স্থানে স্থানে বৃক্ষমূলে সুরচিত ক্ষুদ্র বেদিতে বসিয়া অনেকে মহা আরামে সর্ব্বতঃ-প্রবৃত্ত উৎসব উপভোগ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকেই আনন্দের মহাকল্লোল! বিস্তীর্ণ প্রান্তরের যে দিকে চাও দেখিবে এই মহা মহোৎসব দেখিবার নিমিত্ত দূর হইতে দলে দলে লোক সকল আসিতেছে। এবার চক্ষু কর্ণের তৃপ্তিকর অন্য কোনও রূপ বাহ্যাড়ম্বর ছিল না তথাচ এত লোক! ধন্য ঈশ্বর, তুমিই ধন্য, শান্তিনিকেতনে যেন চিরকাল এইরূপে কেবল তোমারই নামে সকলকে সমবেত দেখিতে পাই।

এইরূপে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল। রক্তচ্ছবি সূর্য্য ক্রমে অস্তমিত হইল।

সুপ্রশস্ত কাচময়-গৃহে নানাবর্ণের আধারে আলোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এদিকে শ্রদ্ধাস্পদ মঠাধ্যক্ষ স্বামী জী সাধকের মন পুলকিত করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। আমরাও ব্রহ্মোপাসনার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

ব্রহ্মোপাসনা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

ভয় হইতে ঈশ্বরোপাসনার সূচনা, প্রীতিতে ঈশ্বরোপাসনার সমাপ্তি। মনুষ্য যখন হইতে উপলব্ধি করে যে পাপের দণ্ডদাতা পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা এক সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ মস্তকের উপরে থাকিয়া, তাহার সকল কার্য্য সকল চিন্তা গূঢ়রূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তখনই সে শিহরিয়া উঠে, দায়িত্বের ভাব তাহার অন্তরে জাগ্রত হয় এবং সে বলিতে থাকে পাপের প্ররোচনায় আমি আর ভুলিব না,"ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং" ঈশ্বরের ভীতিপ্রদ ভীষণ বজ্র আমার উপরে দুলিতেছে, জানি না কখন আমাকে ধরাশায়ী করিবে।

ধর্ম্মের একবার বিকাশ হইলে, প্রতি স্বার্থত্যাগ—প্রতি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের অব্যবহিত ফলে যতই পবিত্র আত্মপ্রসাদের প্রাণদ স্বর্গীয় বারি আত্মায় সিঞ্চিত হইতে থাকে, ধর্ম্মভাব ততই পরিস্ফুট হইয়া আইসে, ঈশ্বরের উৎসাহজনন প্রেমমুখের আভায় ততই তাহা স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে থাকে। ক্রমে ধর্ম্মভাব মনুষ্যের আত্মার সহজ ভাব হইয়া দাঁড়াইলে ঈশ্বরকে আর ধর্ম্মজগতের কঠোর শিক্ষক বলিয়া বোধ হয় না, আত্মবিসর্জ্জনে শোক থাকে না। মনে হয় ঈশ্বরের নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি এবং সেখানে বসিয়া ঈশ্বরকে নূতন ভাবে উপলব্ধি করিতেছি এবং তাঁহার প্রেরিত আত্মপ্রসাদের বিমল জ্যোৎস্নার অভ্যন্তরে থাকিয়া স্বর্গীয় গভীর শান্তি উপভোগ করিতেছি। সে অবস্থায় যখন তাঁহার প্রতি আমাদের প্রার্থনা যায় আমরা তাঁহার আর রুদ্র ভাব উপলব্ধি করিতে পারি না; আমরা তাঁহাকে রুদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া পরক্ষণেই বলি "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং" তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাকে রক্ষা কর, তোমার কান্তভাবে তোমার শিবসুন্দর রূপে আমাদের নিকট আবির্ভূত হও। এইরূপে আমরা প্রীতিদ্বারা যখন তাঁহার প্রীতিভাব অনুভব করি তখন হইতেই বলিতে থাকি "রসোবৈ সঃ" তুমিই রস, তুমিই অমৃত, তুমিই আনন্দ। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই চরাচর যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা তোমারই আনন্দের প্রবাহ। "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" তখন বায়ু সমুদ্র ওষধি বনস্পতি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড হইতে মধুক্ষরণ হইতে থাকে।

আর একদিক দিয়া দেখ, বিশ্বাস ধর্ম্মজীবনের মূলে, সাধনা মধ্যপথে এবং এই ঈশ্বরই আমাদের সিদ্ধি। সেই জন্য যাঁহারা অনন্তধামের যাত্রী তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বাসের সম্বল আহরণ করিয়া লউন। তাহা না হইলে খানিক দূর গিয়া দিশাহারা হইতে হইবে। আমরা কত লোককে দেখিলাম তাঁহারা উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের পথের পথিক হইলেন, কতক দূর অগ্রসর হইলেন,সম্বল ফুরাইয়া গেল,যেখান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও পশ্চাতে নিপতিত হইলেন। তাই বিশ্বাসের কবজে আপনাকে মণ্ডিত কর। আত্মার মধ্যে অনুভব কর এক সর্ব্বদর্শী

বিধাতা এই জগতের স্রষ্টাপাতা, তিনি পাপের দণ্ডদাতা ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বর। তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন, আবার তাঁহাতে সকলে স্থিতি করিতেছে। ত্রিভুবন তাঁহারই জ্ঞান প্রেম আনন্দের বিকাশ। মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল তাঁহারই হস্তে। ধন মান বিষয় বিভব রূপ লাবণ্য সকলই এক সময় চলিয়া যাইবে কেবল তিনি থাকিবেন আর পাপে মুহ্যমান বা পুণ্যে তেজীয়ান আমাদের আত্মা থাকিবে। এইগুলি ধর্ম্মসাহিত্যের বর্ণমালা, ইহাদের সহিত তোমার পরিচয় না হইলে এই ধর্ম্মরূপ মহাকাব্যের রসাস্বাদন সুদূরপরাহত। খগোল রসায়ন,জ্যোতিষ অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে অর্দ্ধজীবন চলিয়া যায়। আর ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা লাভ কি এতই সুলভ যে দুই চারিটি বক্তৃতা বা সাপ্তাহিক উপাসনা শ্রবণে তুমি ঈপ্সিত ফললাভে সমর্থ হইবে। উপদেশ শ্রবণে হয়ত তুমি ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইতে পার। কিন্তু এই পক্ষপাতিতাতে ফল কি, যদি সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসকে আপনার মধ্যে জাগ্রত করিতে না পার। এই জন্য আজ কাল এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, লোকে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র আলোচনায় মুক্তকণ্ঠ, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিশ্বাস নাই। নিজ জীবনে বৈরাগ্য-বহ্নি সঙ্কুচিত নহে। বরং অন্য দিকে সংসারকে ও নিজ জীবনকে প্রবৃত্তি ও ভোগের অনুকূল করিয়া গঠন করিতেছে, ত্যাগের পরিবর্ত্তে স্বীকারকেই অঙ্গের ভূষণ করিয়া তুলিতেছে,অনাসক্তির পরিবর্ত্তে আসক্তি শুদ্ধ এই ব্রাহ্মসমাজে কেন সমুদায় ধর্ম্মের মধ্যবিন্দু হইয়া দাঁড়াইবার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে।

তাই বলিতেছিলাম ধর্ম্মের মূলপত্তন—বিশ্বাস সুদৃঢ় হইলে দৈবী ও মানুষী বিপদ আসিয়া আমাদিগকে ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিতে পারিত না। বিশ্বাস সাধনার পথ দেখাইয়া দিত, সাধনার মার্গ লইয়া চারিদিকে এত গণ্ডগোল উঠিত না। এই বিশ্বাসের সম্বল লইয়া যখনই আমরা ঊর্দ্ধপথে উঠিতাম, সত্যধর্ম্মা পরমেশ্বর স্বর্গ বাতায়নের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল আলোক দর্শাইয়া আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করিতেন, ও পরিশেষে তাঁহার প্রীতিপ্রদ উদার ক্রোড়ে আমাদিগকে স্থান দিতেন।

শাক্যসিংহ কেন পৈতৃক রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া অশ্বত্থমূলে ধূলির আসন বিছাইলেন, কেন গৌরাঙ্গদেব সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য লইলেন, কেন রামমোহন অশরীরী ঈশ্বরের সন্ধানে হিমাচল উল্লঙ্ঘন করিলেন, কেন দেবেন্দ্রনাথ আযৌবন কঠোরতা স্বীকার করিয়া পথে পথে ঘুরিলেন? এই কয়েক জনের মধ্যে সাধনা বা সিদ্ধির তারতম্য থাকিতে পারে,কিন্তু আমি কেবল এখানে তাঁহাদের দুর্দ্দম্য আবেগের কথা বলিতেছি! এক বিশ্বাসই তাঁহাদিগকে গৃহত্যাগী করিয়াছে! কই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আমরা এরূপ কয়টি দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। অনেকে কিছু কিছু ছাড়িয়াছেন বটে, কিন্তু ধরিলেন কি। যদি ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকেন, ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকেন, অনাসক্তভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তাঁহারা কি বাস্তবিকই ঈশ্বরের সমক্ষে জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহারা কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কি হৃদয়ের কুটিল গ্রন্থি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মজীবন—ধর্ম্মজীবন চাই, তাহা না হ-

ইলে আমরা ব্রাহ্মসমাজকে চিরজীবী করিতে সহজে সক্ষম হইব না।

এই যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যাঁহার দীক্ষার দিন স্মরণ করিয়া অদ্যকার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি সে দিন বলিতেছিলেন যে এক সময় ঈশ্বরকে না পাইয়া আমার ঘোর মর্ম্মযাতনা উপস্থিত হইত, কিছুতেই শান্তি পাইতাম না। মনে হইত সূর্য্য কৃষ্ণ রশ্মি উদ্গীরণ করিয়া দিবা দ্বিপ্রহরকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। এইরূপে দিন চলিয়া যায় পরে ঈশ্বর কৃপা করিলেন। তিনি তাঁহার স্বরূপ আমার নিকট প্রকাশ করিলেন। সেই অবধিই আমি ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য পরমদেবের উপাসক। যতকাল জীবিত থাকিব ততদিন বলিব তিনি আছেন, আমি তাঁর সাক্ষী। আর আমার দেহ অবসানে এই শান্তিনিকেতন আমার হইয়া তাঁহার সাক্ষী দিবে। তাই ওঁ মহামন্ত্র সত্যং ঋতং প্রভৃতি স্বরূপ লক্ষণে পরিবৃত হইয়া এই মন্দিরের শীর্ষদেশে সুবর্ণপ্রভায় জ্বলিতেছে।

বিশ্বাসের চক্ষে দেখ তবে তাঁহার এই কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে আকার ও অঙ্গ সৌষ্ঠব দিলেন, ব্যাখ্যান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ যাঁহার গবেষণার ফল, তিনি ভাবিলেন ইহাতেও বুঝি ব্রাহ্মধর্ম্ম অচলপ্রতিষ্ঠ হইল না। তাই তিনি লৌহ প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতির অনুরূপ এই বিজন প্রান্তরে এই সুদৃঢ় মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ প্রস্তরে খোদিত করিয়া অশোকের অনুশাসনের ন্যায় এখানে নিখাত করিলেন! আপনাকে ঊর্দ্ধে তোল তবে ঈশ্বরের জন্য বিশ্বাসীর ব্যাকুলতা বুঝিতে পারিবে। আমরা চলিয়া যাইব আমাদের সন্তান সন্ততি চলিয়া যাইবে, অথচ এই মন্দিরচূড়াস্থিত ঐ ওঙ্কার অনন্তকাল অসীম গগনকে আহ্বান করিয়া দিশাহারা মানবকুলের কর্ণে আশার সঙ্গীত নীরবে নিঃশব্দে ঢালিতে থাকিবে।

হে দেব, তুমি আমাদিগকে ভয়েতে পরিচালিত করিয়া অবশেষে তোমাকে প্রীতি করিতে শিক্ষা দাও; বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করিয়া আমাদিগকে সাধনার পথে অগ্রসর কর এবং তোমাকে দান করিয়া সকল ব্যাকুলতার পরিসমাপ্তি কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি এই প্রার্থনা করিলেন।

হে অন্তরতম প্রিয়তম! তোমার নিকটে আজ্ উৎসবের দিনে প্রার্থনা করিব। কি প্রার্থনা করিব, তাহা তুমি অন্তরের মধ্যে থাকিয়াই জানিতেছ। প্রার্থনা আর সজ্জা করিয়া করিতে হইবে না। তাহা নিয়ত কালই অন্তরের উৎস হইতে উৎসারিত হইতেছে। মনের কথা তোমাকে নিবেদন করাই প্রার্থনা। এমন কথা আছে যাহা মাতার কাছে বলা যায়, পিতার কাছে বলা যায় না। পিতার কাছে বলা যায়, মাতার কাছে বলা যায় না। বন্ধুর কাছে বলা যায়, স্ত্রীর কাছে বলা যায় না। স্ত্রীর কাছে বলা যায়, বন্ধুর কাছে বলা যায় না। কিন্তু তোমার কাছে সকল কথাই বলা যায়। শুধু বলা যায় তাহা নহে, না বলিলে থাকা যায় না। তুমি সকলই জান, তবু না বলিলে থাকা যায় না। তুমি আত্মাকে এমনি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ, যে মনের কথা মনের ব্যথা, তোমার নিকট ব্যক্ত না করিলে তাহা থাকিতে পারে না। তাই

সুখ হউক, দুঃখ হউক, সম্পদ হউক, বিপদ হউক, যে সময়ে যেমন অবস্থা হউক মন তাহা তোমাকে না জানাইতে পারিলে কিছুতেই প্রবোধ মানে না। দুঃখের সময় সত্বর হইয়া বলি, শীঘ্র দুঃখ হইতে মুক্ত কর, যদি তাহাই কর, কৃতজ্ঞ হইয়া তোমার চরণে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করি। যদি বারম্বার ডাকিলেও সাড়া না দাও, তবুও তোমার চরণ ছাড়ি না। ঐ চরণেই আশা রাখি। জানি তুমি মঙ্গলময়, সময় উপস্থিত হইলেই, দুঃখ দূর করিবে। তুমি যদি মনে কর, অশ্রু আকর্ষণ করিবে, কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? যখন সুখ সম্পদে রাখ,তখন যে দিকে চাই তোমাকেই দেখি,তোমার সুখ-স্বরূপই দেখিতে পাই। মনে করি এই সুখ—এই প্রসাদ কেমন করিয়া চারিদিকে সকলকে বিলাইব? নাথ! তোমার করুণা আমি কেমন করিয়া বলিব? কত বার বিপদে পড়িয়া ডাকিয়াছি, অতি কাতরে ডাকিয়াছি, দেখিয়াছি, তোমার করুণা অবতীর্ণ হইয়া আমাকে শত বার রক্ষা করিয়াছে। তথাপি আমি এমন দুর্ব্বল, যে নূতন বিপদ উদ্যত বজ্রের ন্যায় মস্তকে পড়িবার উপক্রম করিলেই ভীত হই। জানি তুমি আমাকে কখনই পরিত্যাগ কর নাই, এবং কখনই পরিত্যাগ করিবে না, তথাপি কেন আতঙ্ক উপস্থিত হয়। হে দেব! এই ভীতি হইতে তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে অভয়দাতা! তুমি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও, যাহার প্রভাবে ভয় আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। "শ্রী, সম্পদ, ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে" সেই শরণ আমি তোমার নিকটে ভিক্ষা করি। তোমার প্রতি বিশ্বাসই ভব-ভয় নিবারণের মূল মন্ত্র। সেই মন্ত্রে তুমি আমাকে দীক্ষিত কর, সেই মন্ত্রে সিদ্ধ কর।

হে বিশ্বনাথ! এ ঘোরতর সংসারে আমি কিছু আপনা আপনি আসি নাই, তুমিই আমাকে আনিয়াছ। এ অতি কঠিন স্থান, কঠোর শিক্ষার স্থান। এ সুখের স্থান নহে। এখানে ভালবাসার পরিবর্ত্তে ভাল বাসা, স্নেহের পরিবর্ত্তে ভক্তি, ভক্তির পরিবর্ত্তে স্নেহ অনেক সময়েই পাওয়া যায় না। এখানে "যাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যাই, সে শত্রুর রূপ ধারণ করে"। যাহা অমৃত মনে করিয়া পান করিতে যাই তাহা বিষ রূপে পরিণত হয়। এখানে মনুষ্য, মনুষ্যকে হনন করিবে বলিয়া অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে। এখানে হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে আঘাত করিবে বলিয়া চিরশত্রু অবসর অন্বেষণ করে। ধর্ম্মান্ধ হইয়া এক ধর্ম্মাবলম্বী অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর শিরশ্ছেদন করে। অতি উৎকট পাপীও ধার্ম্মিকের প্রাণ হিংসা করিয়া পৈশাচিক হাস্য ও নৃত্য করিতে থাকে। কে ইহার রহস্য ভেদ করিতে পারে? হে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর, তুমি তাহা জান। আমি কেবল ইহাই জানি, যে তুমি আমার আশ্রয়। তুমি আমায় যেমন অবস্থায় রাখিবে তেমনিই থাকিব। আমার কোন শক্তিই নাই, আমি তোমারই। এ শরীর এ প্রাণ এবং অল্প বিস্তর যাহা কিছু দিয়াছ, সকলি তোমার। আমি তোমার দাস, তোমার ছায়া মাত্র। তাহা লইয়া যাহা করিবার তুমি তাহাই কর। এই সকলই আমি তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। যদি তোমার ক্রোড়ে থাকিয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে হয়, শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতে হয়, তখনও যেন তোমাকে না ভুলি, তখনও যেন

তোমার আনন্দ স্বরূপে চিরমগ্ন হইবার প্রার্থনা আমার ভগ্ন হৃদয় হইতে উত্থিত হইতে থাকে। এখন যে কয়দিন থাকিব, এ দীর্ঘ জীবন-পথে, যেন তোমার করুণার গান গাইতে গাইতেই চলিতে পারি। "স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ" এই অমৃতকথা ব্রহ্ম-সঙ্গীতে শোভা পাইতেছে; তুমি নাথ, কিন্তু এই সঙ্গীত আমার হৃদয়ে জলদক্ষরে লিখিয়া দাও। স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তির ফুলে তুমি আমার হৃদয়-উদ্যানকে শোভিত কর। এ জীবনে স্নেহের পাত্রকে স্নেহ, প্রেমের পাত্রকে প্রেম, দয়ার পাত্রকে দয়া, ভক্তির পাত্রকে ভক্তি করিলে, কি নির্ম্মল আনন্দেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। দয়াময়! তুমি আমাকে সে আনন্দে বঞ্চিত করিও না। আর সকল আনন্দের উপর যে আনন্দ, সকল সুখের উপর যে সুখ, কিনা তোমার পূজার আনন্দ—পূজার সুখ, সে আনন্দ সে সুখ তুমি আমাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঢালিয়া দাও, আমি সেই আনন্দ-রস পান করিতে করিতেই যেন তোমার আনন্দধামে উপনীত হই। হে দেব! পুনর্ব্বার ভক্তিযোগে কাতর প্রাণে বলি, তুমি আমাকে সংসারের বিপত্তি ও পাপ তাপ হইতে করুণা করিয়া মুক্ত করিয়া তোমার আনন্দময় অভয় ক্রোড়ে স্থান দাও! এই আমার কামনা—এই আমার প্রার্থনা! দয়াময়! দয়াময়! কোথা নাথ! অনাথনাথ, অতি দুঃখী আমি, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর, আমার হৃদয়ে আসীন হও, আমার দুঃখের রজনী অবসান হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। বাহিরে আসিয়া দেখি নির্ম্মল চন্দ্রালোকে উদ্যানভূমির বড়ই শোভা হইয়াছে। তন্মধ্যস্থ সুধাধবল সৌধের উপর চন্দ্রকিরণ পড়িয়া তাহা যেন রজতময় করিয়া তুলিয়াছে এবং সমস্ত বৃক্ষলতা জ্যোৎস্না-জলে সিক্ত হইয়া অতি পবিত্র শ্রী ধারণ করিয়াছে। আমরা এই শোভা সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া এবং দ্বিপেন্দ্র বাবুর আতিথ্য ও আদর যত্নে সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

কিষ্কিন্ধা কাণ্ড।

সুগ্রীব দূর হইতে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া ভীত হইলেন, এবং তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য দূত হনূমানকে রামের নিকট প্রেরণ করিলেন। হনূমান বীর ও বক্তা ছিলেন। রাম তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলেন যে ঋক্ যজু সামবেদে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, এবং তাঁহার মুখ হইতে ব্যাকরণদুষ্ট একটি পদও বহির্গত হয় নাই। সে যাহা হউক ক্রমে সুগ্রীবের সহিত রামও লক্ষ্মণের মৈত্রী স্থাপিত হইল। রামচন্দ্র স্বীকার করিলেন যে বালীকে বধ করিয়া তাঁহার পত্নী রুমাকে উদ্ধার করিয়া দিবেন। পরে তিনি নিজবলের পরিচয় দিয়া সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদন জন্য শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং তালবৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া শরত্যাগ করিলেন। স্বর্ণখচিত শর মহাবেগে পরিত্যক্ত হইবামাত্র সপ্ততাল ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার তূণীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব যার পর নাই বিস্মিত হইয়া রামকে কহিলেন, সখে! চল আমরা ঋষ্যমূক হইতে কিষ্কিন্ধায় গমন করি ও সেই ভ্রাতৃগন্ধী বালীকে সংগ্রামে নিহত করি। রাম তাহাতেই সম্মত হইলেন।

তাঁহারা কিষ্কিন্ধায় সমাগত হইলে রাম সুগ্রীবকে বালীর বিরুদ্ধে নিয়োগ করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সুগ্রীব হীনবল হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, মহাবীর রাম তাহা দেখিতে পাইয়া বালিবধার্থ ভুজঙ্গভীষণ শরসন্ধান পূর্ব্বক কৃতান্ত যেমন কালচক্র আকর্ষণ করে, সেই রূপে আকর্ষণ করিলেন। প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য

শর ঘোর রবে উন্মুক্ত হইবামাত্র বালীর বক্ষঃস্থলে প্রোথিত হইয়া গেল। বালী আহত ও হতচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ তাহা দেখিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। বালী রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি যুদ্ধার্থ অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, আমাকে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইল। আমি জানিতাম তোমার ধৈর্য্য বীর্য্য ও উৎকৃষ্ট আভিজাত্য আছে। আমি যখন অন্যের সহিত যুদ্ধে অসাবধান আছি, এ সময়ে আমাকে হনন করা তোমার উচিত হয় নাই। দেখিতেছি তুমি দুরাত্মা ধর্ম্মধ্বজী ও অধার্ম্মিক। আমি তোমার গ্রাম বা নগরে কোন অনিষ্ট করি নাই, বা তোমাকে অবজ্ঞা করি নাই, কেন তুমি আমাকে অকারণে বধ করিলে। তুমি ধূর্ত্ত শঠ ও ক্ষুদ্র। রাজা দশরথ হইতে তোমার তুল্য পাপিষ্ঠ কিরূপে জন্মগ্রহণ করিল? তুমি অদৃশ্য হইয়া আমাকে বধ করিলে, তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়?

রাম প্রত্যুত্তরে কহিলেন যে তুমি সুগ্রীব-স্ত্রী রুমাকে হরণ করিয়াছ। শাস্ত্রানুসারে রুমা তোমার পুত্রবধূ-সদৃশ। তোমাতে পাপ অর্শিয়াছে, এই জন্য তোমায় দণ্ড দিলাম। সুগ্রীব আমাকে সীতাউদ্ধারে সাহায্য করিবেন এবং আমি প্রতিশ্রুত আছি যে তোমাকে বিনাশ করিব। প্রতিজ্ঞা পালন আমার ধর্ম্ম, সুতরাং তোমার বিনাশে আমাতে পাপ অর্শে নাই। লোকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে থাকিয়া বাগুরাদি কূট উপায়ে মৃগ বধ করে। রাজারা অরণ্যে মৃগয়া করিয়া থাকেন; তুমি শাখামৃগ—বানর; যুদ্ধ কর বা নাই কর, মৃগ বলিয়াই তোমাকে বধ করিয়াছি, ইহাতে আমার দোষ কি।

বলিতে কি রামের প্রত্যুত্তরে আমরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। (পাঠকেরা পরে দেখিবেন বালীর স্ত্রী তারা ভবিষ্যতে এই সুগ্রীবের মহিষী হইয়া দাঁড়ায়। জ্যেষ্ঠের স্ত্রী মাতৃসদৃশ, তাহা জানিয়াও ত রাম সুগ্রীবকে কখনও কোন কথা কহেন নাই।) যুদ্ধকাণ্ডে রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ সময়ে এমন কি রাক্ষসগণও বালিবধের কলঙ্ক অবাধে রামের উপর অর্পণ করিয়াছিল। ফলত রামচন্দ্র কর্ত্তৃক লুক্কায়িতভাবে বালিবধ আমাদের নিকট কেমন ঠেকে। অথবা 'ইহাই দুর্ব্বলপ্রকৃতি নরনারীর দুর্ব্বলতার পরিচয়। তাঁহারা যে বাস্তবিক মনুষ্য, দেবতা ছিলেন না এইগুলিই যেন তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী।

এদিকে রামশরে স্বামীর নিধনবার্ত্তা শ্রবণে রোরুদ্যমানা তারা পুত্র অঙ্গদ সমভিব্যহারে প্রাসাদ হইতে বহির্গতা হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটিলেন, এবং মাতঙ্গতুল্য বালীকে নিহত দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। রামের দুষ্কার্য্যের নিন্দাবাদ ঘোষণা করিতেও ত্রুটি করিলেন না। হনূমান অগ্রসর হইয়া তারাকে কহিলেন তুমি স্বয়ং শোচনীয়, তুমি আবার কোন্ শোকার্হ ব্যক্তির জন্য শোক করিতেছ; তুমি নিজেই দীন, তুমি আবার কোন্ দীনের প্রতি দয়া করিতেছ; জানি না এই জলবিম্বপ্রায় দেহে কে আবার কাহার জন্য দুঃখিত হইতে পারে।

শোচ্যা শোচসি ত্বং শোচ্যং দীনং দীনানুকম্পসে।
কশ্চ কস্যানুশোচ্যোঽস্তি দেহেঽস্মিন্ বুদ্বুদোপমে।
এ শ্লোঃ। ২১ অধ্যায়।

এরূপ সান্ত্বনা ভাসিয়া গেল, তারা নিতান্ত কাতরা হইয়া কহিলেন আমি অঙ্গদের অনুরূপ শত পুত্রও চাহি না, এই মৃত বীরের সহমরণই আমার শ্রেয় বোধ হইতেছে। সুগ্রীব এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু পুরবাসীগণের কাতর ক্রন্দনে, তারার আর্ত্তরবে, জ্যেষ্ঠের মৃত দেহ দর্শনে তাঁহারও শোকসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি রামের নিকট গিয়া কহিলেন, আমি জ্যেষ্ঠের রাজ্য চাহি না, ভ্রাতৃবধজাত স্বর্গও আমার স্পৃহনীয় নহে, পূর্ব্বে ভ্রাতৃবধে আমার অভিমত ছিল কিন্তু এক্ষণে ভ্রাতার বি-

য়োগে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি। হায় বালী আমার প্রতি কত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন" কিন্তু কখনও তিনি আমার প্রাণবধের জন্য লালায়িত হয়েন নাই। কিন্তু আমা হইতে তাঁহার নিধন ঘটিল! আমি চিরদিনের জন্য ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়া কোন মতে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব। রাজ্যসুখ আমি চাহি না।

তারা কাঁদিতে কাঁদিতে রামের সম্মুখে আসিয়া কহিল, তুমি যে বাণে বালিকে বধ করিলে তাহা দ্বারা আমাকে বিনাশ কর, আমি নিহত হইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইব। তুমি যেমন এই রমণীয় শৃঙ্গে জানকীর জন্য ব্যাকুল হইতেছ, বালিও স্বর্গে আমার বিরহে সেই রূপ ব্যাকুল হইতেছেন। আমাকে বধ করিলে তোমার স্ত্রীহত্যাদোষ ঘটিবে না। আমি বালির আত্মা এই ভাবিয়াই আমাকে বিনাশ কর। এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। রামও সাশ্রু নয়নে সুগ্রীব ও তারাকে সান্ত্বনা দিলেন। পরে সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া অঙ্গদকে যৌবরাজ্য প্রদান করিলেন এবং বর্ষাকাল সমুপস্থিত দেখিয়া রাবণবধে ক্ষান্ত থাকিয়া সকলে শীতাগমের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে বর্ষা অতীত হইয়া গেল, অথচ সুগ্রীব তারা ও রুমার ভোগসুখে প্রমত্ত, ইহা দেখিয়া হনুমান তাঁহাকে কহিলেন দেখুন রাম অপবাদ-ভয় না করিয়াও তোমার প্রিয় সাধনার্থ দুর্জ্জয় বালিকে বিনাশ করিয়াছেন। অতএব তোমার আর উদাসীন থাকা বিধেয় নহে। সুগ্রীব তারা ও হনূমানের উত্তেজনায় ও লক্ষ্মণের তাড়নায় প্রবুদ্ধ হইয়া সীতার অনুসন্ধানের জন্য নানাদিকে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হনূমান নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া বিফল হইয়া পরিশেষে জটায়ুর সহোদর সম্পাতির নির্দ্দেশ ক্রমে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই খানেই কিষ্কিন্ধা কাণ্ড সমাপ্ত হইল।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭, অগ্রহায়ণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		২৯২৸৶০
পূর্ব্বকার স্থিত		২২৩২৲
সমষ্টি		২৫২৪৸৶০
ব্যয় ...		৩০৭৷০
স্থিত ...		২২১৭৷৶০

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত ১৪৫৭৲

দফে উক্ত মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲

১৯৫৭ ৲

হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু ১৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ... ২৫৩৷৶৩

২২১৭৷৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ১১১৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১০০৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এককালীন দান। ১০৲

শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ আচার্য্য ১৲

১১১৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		১৫৸০
বাবু জয়গোপাল সেন,	কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	ঐ	৩৲
" " নবকুমার দাস,	চাঁদপুর	৫৲
" " অধরচন্দ্র পাল,	ক্ষীরপাই	৩৷৶০
" মহারাজা বাহাদুর অব্ দিনাজপুর		৩৷৶০

১৫৸০

পুস্তকালয়		১০৶০
যন্ত্রালয়		১৫৬৲
সমষ্টি		২৯২৸৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ		১৭১৷৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		৩১৷০
পুস্তকালয় ...		২০৶৬
যন্ত্রালয় ..		৮৪৶৯
সমষ্টি		৩০৭৷০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আদি ব্রাহ্মসমাজ ক্লার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রণীত।

মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন:— * * * ইহাতে দর্শনশাস্ত্রের কতকগুলি নিগূঢ়তত্ত্ব কথা অতি বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এরূপ গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। শিক্ষিত বাঙ্গালি সমাজে যে এ প্রকার গ্রন্থ সম্যক সমাদৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ অর্দ্ধ আনা।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শেষ উপদেশ।

মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল একআনা।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্ববিষয়ক প্রথম উপদেশ। মূল্য ৵০ দুই আনা।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তকাদি চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রিত করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস।
সহকারী সম্পাদক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজোপলক্ষে পুস্তক বিক্রয়ের তালিকা।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১ হইতে ১৫ মাঘ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের [illegible] বিক্রেয় পুস্তক ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ ১২ই মাঘের পূর্ব্বে মনিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকম[illegible] ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের" নিকট "যোড়াসাঁকো কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাইলে [illegible] হইবেন। ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না। ১২ মাঘের পূর্ব্বে টাকা না পাইলে উক্ত মূল্যে পুস্তক পাঠা[illegible]

১৭৬৯ শক অবধি, ১৮১৭ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকা[illegible] আছে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান এক এক খণ্ড ২৲ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৷০	২৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২৷৷০	২৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷০	৷৷০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০	৷৷৵০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৷০	৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	৷০	৵০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	৷০	৵০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৷০	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য	৻১০	৻১০
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা	৻৫	৻৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	৫৲	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲	৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৵০	৷৵০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷০	৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷০	৵০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴০	৻১০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০	৻১০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০	৴০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৵০	৴০
পরলোক ও মুক্তি	৵০	৴০
দশোপদেশ	৷৷০	৷০
মাঘোৎসব	৷৷০	৷০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০	৵০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	৷০	৵০
ধর্ম্মশিক্ষা	৵০	৴০
ব্রাহ্মসমাজের-পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴০	৻১০
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৵০	৴০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (৯ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲	১৲
ঐ (ভাল বাঁধা)	১৷০	১৷০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷০	৶০

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য।
A Discourse against Hero-making in Religion	R.A.P. " 12	[illegible]
Hindoo Theism	" 1 "	[illegible]
Theist's Prayer Book	" 1 "	[illegible]
Tuhfatal Muwahhiddin	" 4 "	[illegible]
Doctrine of Christian Resurrection	" 2 "	[illegible]
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1 "	[illegible]
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	[illegible]	[illegible]
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸০	[illegible]
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৷৷০	[illegible]
সঙ্গীতমঞ্জরী	৵০	[illegible]
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲	[illegible]
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	১৲	[illegible]
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ ঐ	১৲	[illegible]
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	৷০	[illegible]
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	৴০	[illegible]
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	৴০	[illegible]
বৃদ্ধহিন্দুর আশা	৵০	[illegible]
তাম্বুলোপহার ২য় ভাগ	৴০	[illegible]
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R. A. P. " 4 "	[illegible]
Brahmic Quest. of the Day	" 6 "	[illegible]
Brahmic Advice, Caution and Help	" 3 "	[illegible]
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2 "	[illegible]
Adi B. Samaj as a Church	" 3 "	[illegible]
A Reply to the Query "What is Brahmoism?	" 4 "	[illegible]
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1 "	[illegible]
Science of Religion	" 4 "	[illegible]
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	৷৷৵০	[illegible]
তত্ত্ববিদ্যা	১৷৷০	[illegible]
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৵০	[illegible]
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৵০	[illegible]
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৵০	[illegible]
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲	[illegible]
ঐ (বাঁধা)	১৷৷০	[illegible]
উদ্গীথা	৷০	[illegible]
ধর্ম্মমালা	৶১০	[illegible]
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১৲	১৲

একমেবাদ্বিতীয়ং

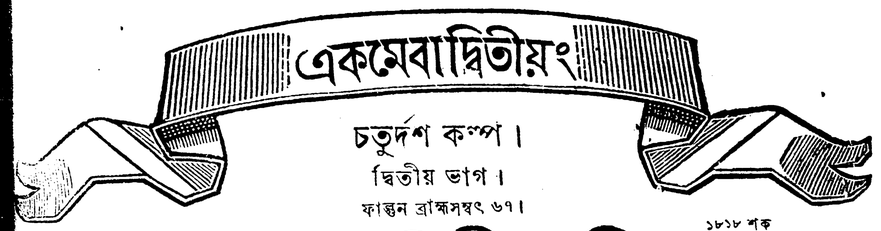

চতুর্দশ কল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৪৩ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापिसर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়।			পৃষ্ঠা
সপ্তষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ (প্রাতঃকাল)	...	...	১৬৩
বক্তৃতা (শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন)	...	...	১৬৬
উদ্বোধন (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	...	১৬৭
উপদেশ (শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	১৬৮
প্রার্থনা (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়) (সায়ংকাল)	...	...	১৬৮
শান্তিপাঠ (শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব)	...	...	১৬৯
উদ্বোধন (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	...	১৭০
উপদেশ (শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	১৭১
প্রার্থনা (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	...	...	১৭৩
বেদগান	...	...	১৭৩
ব্রহ্মসঙ্গীত	...	...	১৭৫
ঈশ্বরে বিশ্বাস (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	...	...	

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৩। কলিগতাব্দ ৪৯৯৭। ১ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৷৵০। ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক। নূতন পুস্তক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রণীত।

মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন ঃ— * * * ইহাতে দর্শনশাস্ত্রের কতকগুলি নিগূঢ়তত্ত্ব কথা অতি বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এরূপ গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। শিক্ষিত বাঙ্গালি সমাজে যে এ প্রকার গ্রন্থ সম্যক সমাদৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ অর্দ্ধ আনা।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শেষ উপদেশ।

মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল একআনা।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্ববিষয়ক প্রথম উপদেশ। মূল্য ৵০ দুই আনা।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তকাদি চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রিত করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস।
সহকারী সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৪৩ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সপ্তষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ শনিবার।

প্রাতঃকালে সমস্ত গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইলে সর্ব্বপ্রথম বন্দনা গীত হইল। পরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নোক্ত বিষয়টী পাঠ করিলেন।

আমার একটী বড় সুন্দর গাভি আছে। তার বয়স খুব বেশী। এখন সে যেন ঠিক সেই ছান্দোগ্যের গাভি—পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়া। কিন্তু তাহাকে আমি বড় গৌরবের চক্ষে দেখি। যদিও সে এখন অথর্ব্ব তথাচ তার প্রতি আমার অনুরাগ কিছুই খর্ব্ব হয় নাই। আমি আশৈশব তার যথেষ্ট দুগ্ধপান করিয়াছি। বলিতে কি, আমার যা কিছু পুষ্টি সমস্তই তাহা হইতে। আজ দশ বৎসরের পর এই প্রাতঃকালে ব্রহ্মোৎসবের জন্য যে গৃহে আইলাম ইহা আমার সেই ছান্দোগ্যের গাভি। তবে পার্থক্য এই আমার সেই গাভি হইতে আমিই উপকার পাইয়াছি কিন্তু ইহার নিকট কেবল তুমি আমি নই সমস্ত বঙ্গদেশ—উত্তর হিমালয় হইতে দক্ষিণ কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত অনেকেই ঋণী।

কিছুকাল পূর্ব্বের কথা একবার স্মরণ কর। যখন মোগল শাসন বিলুপ্ত কিন্তু শুভঙ্করী অঙ্ক ও যৎসামান্য পারসীক ভাষা এ দেশের উচ্চ শিক্ষাস্থান অধিকার করিয়া আছে, প্রাচীন ঋষিদিগের অধ্যাত্মবিদ্যা কেবল বেদাদি গ্রন্থে বদ্ধ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অভাবে তাহার কিছুমাত্র প্রচার নাই, এবং ধর্ম্ম কেবল বাহ্যাড়ম্বরে পর্য্যবসিত, সেই ঘোর অজ্ঞানতার ভিতর একটা দেশব্যাপী জ্যোতি সর্ব্বাগ্রে কোথা হইতে জ্বলিয়া উঠে? নিরপেক্ষ ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি সকলকেই আহ্বান করিতেছি, বল, সেই সময়ে—পল্লীগ্রামের কথা দূরে থাক্ এই মহা নগরীতেই যখন শিক্ষিতের সংখ্যা মুষ্টিমেয়—সেই সময়ে এই অজ্ঞানোপহত দেশে সর্ব্বাগ্রে কোথা হইতে তিমিরনাশী সূর্য্য উদয় হইয়াছিল? আমি মুক্তকণ্ঠে দম্ভের সহিত বলিব তাহা এই ক্ষুদ্র গৃহ হইতে—যেখানে আমরা আজ বহুদিনের পর ব্রহ্মোৎসবের জন্য সমবেত হইয়াছি।

যদিও ইহা এখন ইষ্টকময় কিন্তু ইহার অটল ভিত্তি ভাবী যুগে লোকের মানস-ক্ষেত্রে অক্ষয় উপাদানে বিরচিত হইবে সন্দেহ নাই।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের কাল চিন্তার কাল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাল চিন্তা ও কার্য্যের কাল। এই সাধুশীল যুবা ধর্ম্মে স্বায়ত্ত সিদ্ধি লাভ করিয়া এবং বিষয় ভোগে সম্পূর্ণ বিরক্ত হইয়া ঐরূপ সময়ে দেশের দুর্দ্দশা মোচনে বদ্ধপরিকর হন। তিনি বুঝিয়াছিলেন উচ্চ ধর্ম্ম এবং উচ্চ শিক্ষাই সর্ব্বাঙ্গীন দেশোন্নতির মূল এবং যে কোন বিভাগে যে কোন হিতকর কার্য্য হউক না তাহা ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোনও অংশে সুফল প্রসব করিবে না। এক সময়ে এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় একান্ত উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি হৃদয়ের এইরূপ আবেগে সর্ব্বাগ্রে এই গৃহে আইলেন? তাঁর সঙ্গে যিনি জাতিগত উন্নতি ও অধঃপাতের মূল-সূত্র ইতিহাসের পত্রে পত্রে পাঠ করিয়াছেন সেই পুরাবৃত্তবেত্তা আইলেন। দেশ-ব্যাপী একটা ঘোর অবসাদের সময় যিনি স্মরণাতীত অতীতের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া লুপ্ত কীর্ত্তির উদ্ধার এবং সেই গৌরবে সকলকে মাতাইয়া উদ্যম ও উৎসাহে বর্ত্তমানকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারেন সেই পুরাতত্ত্ববেত্তা আইলেন। জ্ঞান বিজ্ঞান সাধারণে বোধসুলভ করিবার জন্য যে পরিমাণে ভাষাসংস্কার আবশ্যক সেই ভাষাসংস্কারক আইলেন এবং যাঁহারা অগাধ অতলস্পর্শ শাস্ত্র-সমুদ্রের সুগভীর তলে প্রবেশ করিয়াছেন তাহা হইতে জ্যোতিষ্মান রত্ন উদ্ধারে সহায়তা করিবার জন্য সেই সমস্ত শাস্ত্রী আইলেন। এক সময়ে ইহাঁরা সকলেই ঐ একমাত্র অধিনায়কের মঙ্গল সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তখন সর্ব্বত্র নানা বিষয়ক জ্ঞানের সহিত মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইতে লাগিল, তান্ত্রিক মদ্য মাংসের ভিতরে নিরামিষাহার প্রবর্ত্তিত হইল, চরিত্রশোধনের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল, মিথ্যাচার মিথ্যা ব্যবহারে অনেকের ঘৃণা জন্মিল এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের উচ্চ কথা এমন কি বালকের মুখেও ঘোষিত হইতে লাগিল। বলিতে কি, তখন এই বঙ্গদেশ একটা দীপ্ত আলোক-রশ্মিতে যেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল। আজ এই দেশ বিদেশের বিস্তীর্ণ লোকসমবায় মধ্যে যদি কেহ আমার ন্যায় বর্ষীয়ান আসিয়া থাকেন তিনিই বলুন আমার এই কথা সপ্রমাণ কি না।

জনসমাজের আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি ব্যাপক কাল সাধ্য। তাহা দুই এক দিনে হয় না। আজ আমরা যে প্রশস্ত উন্নতি-স্তরে দণ্ডায়মান আছি ইহার বীজ অতীতের কোন্ গভীরে তাহা বলা যায় না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় কোন না কোন সময়ে সামাজিক সকল প্রকার উন্নতির জন্য অতি নিভৃত হইতে চিন্তার একটা প্রবাহ মহাবেগে বহমান হইয়াছিল। উহা পক্ষ প্রতিপক্ষের ঘাতপ্রতিঘাতে ঘোর ঘূর্ণা ও তরঙ্গ বক্ষে ধারণ করিয়া যুগ যুগান্তের পথ অতিক্রম করিয়াছে। গতিপথে কতই বাধা কতই প্রতিরোধ। তৎপ্রভাবে ঐ প্রবাহ কোথাও শীর্ণ ও শুষ্ক এবং কোথাও বা অতি বিশাল। কিন্তু অতীতের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান কর দেখিবে ঐ সমস্ত প্রবল প্রতিরোধ হইতেই উহার অসার অংশ ফেন বুদ্বুদ রূপে মৃত্তিকাসাৎ হইয়া গিয়াছে এবং উহা স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর আকার ধারণ করিয়াছে। ফলত সমষ্টিগত উন্নতির নিয়মই এইরূপ।

ঐ বিরাগী যুবা সেই তমোময় কালে বঙ্গের বক্ষে সবেগে যে একটা প্রতিঘাত করিয়াছিলেন তাহা এ দেশের বহমান ধর্ম্ম ও সমাজগত চিন্তাপ্রবাহ উচ্ছেদের জন্য নয় কিন্তু তাহা অধিকতর নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য। তাঁহার এই সুমহৎ চেষ্টার অভ্যন্তরে দেশের যে কি গুরুতর কল্যাণ নিহিত আছে হয়তো তাহা এখন অনেকেই বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখেন না কিন্তু উত্তর কাল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এখন আমরা বিজাতীয় রাজার শাসনাধীন। শাসন ও বাণিজ্য একই হস্তে বিধৃত থাকায় আমাদের গৃহস্থলীর আবশ্যক উপকরণ হইতে পরিধেয় বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত বিজাতীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। বলিতে কি ইহাতেও এই দেশের তত অনিষ্ট নাই, কিন্তু এই শাসনের সহিত আর একটা বড় সঙ্কট উপস্থিত। বিজাতীয় সাহিত্য আশৈশব আমাদের চিন্তা অধিকার করিতেছে। ইহার ফল অতি ভয়ানক। ইহার প্রভাবে কোন না কোন সময়ে আমাদের এই জাতির অস্তিত্বপর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি দেশের ধর্ম্ম দেশের আচার সর্ব্বোতোভাবে অব্যাহত থাকে তবে যতই প্রবল কারণ উপস্থিত হউক না এই বহুকালের প্রাচীন জাতি কিছুতেই উচ্ছিন্ন হইবে না। অবশ্য বলিতে পার বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ইতিহাসের একরূপ সূচীপত্র, তাহা দেখিলে কতকটা নিরাশ হইতে হয়। এ কথা খুব সত্য কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী পতনমুখে সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মহাবেগে চলিয়াছে। ভূমি-মাহাত্ম্যে ইহার জল কোথাও স্বচ্ছ, কোথাও আবিল, কোথাও মিষ্ট কোথাও বা লবণাস্বাদ। এইরূপ স্থানবিশেষে উহা যে প্রকারই হউক না কিন্তু উহা সেই একই গঙ্গার জল, কালবশে ভূ-বিকার নষ্ট হইয়া যায় এবং উহার মলহারিণী শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।

দেব, এখন চতুর্দ্দিকে ঘোর বিপ্লব। এই অবস্থায় পিচ্ছিল পথে গতিশীল লোকের ন্যায় অনেকেরই পদস্খলন হইতেছে। পরিবর্ত্তন মাত্রই স্পৃহনীয়, তাহার ফলাফলের দিকে লোকে সম্পূর্ণ অন্ধ। কিন্তু দেখিতেছি তুমি একই স্থানে বৃক্ষের ন্যায় অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া আছ। আজ আমরা ইহার মর্ম্ম বুঝি বা না বুঝি কিন্তু উত্তর কাল ইহার সুফল ভোগ করিবে সন্দেহ নাই।

দশ বৎসর অতীত হইল আমরা পবিত্র মাঘোৎসরের জন্য আবার এই গৃহে আসিয়াছি। আজ যদিও ইহার জীর্ণসংস্কার হইয়াছে কিন্তু তাই বা কত কালের জন্য। নিশ্চয় এক সময়ে ইহার অভ্যন্তরে লূতাতন্তু বিস্তৃত হইবে, চামচিকা সকল চঞ্চুক্রমণ করিবে এবং অশ্বত্থ বট সৌধতল ভেদ করিয়া ইহাকে ভূমিসাৎ করিবে। কালের হস্তে ইহার এই মহাবিনাশ কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু এই বঙ্গদেশে নিরাকার ঈশ্বরের ইহা আদি মন্দির। যিনি স্বমহিমায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান জ্ঞানযোগে তাঁহাকে আত্মস্থ দেখিয়া ধ্যানযোগে এই গৃহে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার পূজা হয়। যদিও কালে এই সমস্ত মৃৎপাষাণ নশ্বরতার পরিচয় প্রদান করিবে কিন্তু ইহার পবিত্র স্মৃতি কোন কালেই বিলুপ্ত হইবার নয়। ইহা পুরাণ ব্রহ্মের পুরাতন মন্দির। সুদূর ভবিষ্যতে ইহা নিশ্চয় লোকের মনে চিরনূতন হইয়া থাকিবে।

আজ আমাদের হৃদয়োৎসব। ব্রহ্মই

এই উৎসবের অধিষ্ঠাতা। তিনি আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া এইস্থানে আনিয়াছেন। চক্ষু কর্ণের তৃপ্তি হইতে পারে, এমন কোন বাহ্য উপকরণ ইহাতে সংগৃহীত নাই তথাচ মনে যেন বসন্তের বায়ু বহমান হইতেছে। ধন্য ঈশ্বর তুমিই ধন্য। তোমার কৃপায় দগ্ধ মরুভূমিতেও বীজ অঙ্কুরিত হয়। আজ স্বদেশ বিদেশের বহু সংখ্য লোক তোমার নামে সমাগত হইয়াছেন। দেখিলে আশা হয় তোমারই কৃপায় তোমার এই সত্য ধর্ম্ম অচিরাৎ দেশময় বিস্তার হইবে এবং এই মহা মহোৎসব জাতীয় হৃদয়োৎসব হইয়া দাঁড়াইবে।

পরে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় নিম্নোক্ত রূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

সম্বৎসর কাল পরে আবার ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। আবার জ্ঞান ও ভক্তির স্রোত একত্রে মিলিত হইয়া উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তীর্ণ করত দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত বেগে ঈশ্বরের পদতলের দিকে ছুটিয়া চলিল। আবার আরণ্যক ঋষিদিগের অন্তর্ভেদী মর্ম্মকথা কালের ব্যবধান ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আমাদের কণ্ঠ হইতে মহাতেজে ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল। আবার লুপ্তপ্রায় পিতৃ পিতামহগণের সুখময় স্মৃতি—তাঁহাদের অতুল্য গৌরব আমাদিগকে আকুল করিয়া তুলিল।

চারিদিকে কেন এত আনন্দ কোলাহল। প্রাভাতিক স্নিগ্ধ সমীরণ সুমঙ্গল বার্ত্তা বহন করিয়া কেন আজ দ্বারে দ্বারে ছুটিতেছে। কিসের জন্য শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতার বিমল কুসুম স্তবকে স্তবকে হৃদয়-থালে সুসজ্জিত হইতেছে। দীপ ধূপ চন্দনের বিমল উচ্ছ্বাস ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করিবার জন্য কেন লালায়িত হইতেছে। আজ কি সেই মাঘের একাদশ দিবস! সেই পুণ্য মুহূর্ত্ত এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ভারতে কি আবার ফিরিয়া আসিল! এই কি সেই অমৃত বেলা, যে শুভক্ষণে আমাদের প্রাচীন গৌরবের সামগ্রী ঋষিগণপরিসেবিত ব্রহ্মজ্ঞান—একেশ্বরবাদ এদেশে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইল। এই কি সেই শুভযোগ যে দিনে সেই অনন্তের উপাসনার জন্য এই আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

ঈশ্বরের করুণা দিবানিশি আমাদের মস্তকের উপরে বর্ষিত হইলেও, আজিকার দিনে তাঁহার বিশেষ করুণার নিদর্শন স্বরূপ এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রসূত হইয়াছিল; তাই আমাদের এত আনন্দ, এই উৎসব আয়োজন। দেবতারা আপনাদিগকে যে ধর্ম্মে দীক্ষিত জানিয়া নিয়তকাল ঈশ্বরের অমৃতরস পান করিতেছেন, আমরা আমাদের আশা ও অধিকার প্রশস্ত করিয়া সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি এবং দেববৃন্দকে ভ্রাতৃসম্বোধনে আহ্বান করিতেছি, তাই এত উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি।

আর্য্যকুলদেবতা আজ এখানে তাঁহার উদার সদাব্রত প্রমুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এস পাপী তাপী সাধু অসাধু, আজ পরমপিতা নিজহস্তে তোমার অন্তরের কালিমা ধৌত করিয়া দিবেন, তোমার হৃদয়ের ক্ষত স্থানে মৃতসঞ্জীবন ঔষধ প্রয়োগ করিবেন, মুক্ত হস্তে আত্মপ্রসাদ বিতরণ করিয়া তোমাকে কৃতার্থ করিবেন। প্রাতঃসূর্য্যের মহিমান্বিত গৌরবের মধ্যে অবস্থান করিয়া আজ তাঁহার বিশ্ববিজয়ী

মৃদু মধুর আহ্বান শান্তপ্রাণে শ্রবণ কর, তিনি ত্রিভুবন উদ্বোধিত করিয়া বলিতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" উত্থান কর জাগ্রত হও, আমার নিকট আইস আমি তোমার ভয় ব্যাকুলতার পরিহার করিব, এখন স্নেহময় পিতা করুণাময়ী মাতার সকরুণ আহ্বানে কি আমাদের অন্তর্দেশ বিগলিত হইবে না, দেখ তিনি তাঁহার ক্রোড় প্রসারিত করিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। অমৃতধামের যাত্রীকে কোথায় আছ প্রস্তুত হও, এই পবিত্র দিনে মহা মহোৎসাহে প্রাচীন বেদমন্ত্রে সেই পরমারাধ্য পরমদেবের পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া পরমমঙ্গল চরম কল্যাণ লাভ কর। তিনি আমাদের সম্মুখে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ জানিয়া দেবপ্রসাদ—অনন্ত জীবনের সম্বল ও পাথেয় তাঁহার নিকট প্রচুররূপে ভিক্ষা কর। তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা শেষ হইলে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

যেখানে প্রবেশ মাত্রে আমরা সংসারের সমস্ত পাপতাপ দুঃখ শোক ভুলিয়া যাই—দেশের দুর্গতি ভুলিয়া যাই—মর্ত্ত্যবাসীদিগের ক্রন্দন কোলাহল ভুলিয়া যাই, যেখানে ব্রহ্ম নাম হৃদয় হইতে আকাশে উত্থিত হয় এবং আকাশ হইতে স্বর্গীয় ব্রহ্মরসামৃত হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, যেখানকার সুবিমল আনন্দ-সমীরণে অন্তর-মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া জগতের করুণাময় জনক জননী আমাদের তৃষিত অন্তঃকরণে অমৃতবারি বর্ষণ করেন—আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের সেই পুরাতন মন্দির নূতন সংস্কৃত হইয়া নূতন শোভা ধারণ করিয়াছে; কত ঝঞ্ঝা ঝটিকার মধ্যে এই মন্দির অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়া আমাদিগকে জ্যোতির্ম্ময় অমৃত নিকেতন দেখাইয়া দিতেছে; মাতার ন্যায় আমাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া পরম পিতার সন্নিধানে উপনীত করিয়া দিতেছে;—সেই পরমারাধ্য মঙ্গলময় পিতার সন্নিধানে উপনীত করিয়া দিতেছে যাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের আত্মা সংসার দুর্দ্দিনের মহা মহা তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া শান্তির নিরাপদ কূলে উত্তীর্ণ হয় এবং সেখান হইতে নবোদ্যমের সহিত নব নব মঙ্গলের পথে যাত্রা করে। আজ আমরা এই নূতন সংস্কৃত মন্দিরে, নূতন আনন্দে নব-প্রস্ফুটিত প্রীতি-কুসুমে পরমদেবতা পরমাত্মার পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদে নূতন সংস্কৃত হইয়া পুণ্যশ্রীতে শোভমান হইতেছি—আজ আমাদের জীবন সার্থক হইতেছে। এই মন্দিরের সোপান আমাদের নিকটে অমৃত নিকেতনের সোপান—ইহার প্রত্যেক স্তম্ভ আমাদের নিকটে ভগবদ্ভক্তির অটল আশ্রয়-স্তম্ভ—ইহার বেদী আমাদের নিকটে হিমালয়ের মহোচ্চ শিখর। এইখান হইতে আমরা আমাদের পুরাতন ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি রাজর্ষিদিগের ব্রহ্মগাথা শুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করি। হে পরমাত্মন্! আমাদের একমাত্র আশ্রয়দাতা এবং শান্তিদাতা পিতামাতা সুহৃৎ! এই উৎসবের দিনে তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ কর। আমরা পাপে মলিন, তাপে তপ্ত, রোগে আতুর শোকে কাতর, তুমি আমাদিগকে হস্ত ধারণ করিয়া উত্তোলন করিতেছ তাই আমরা তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া

অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রীতি ভক্তি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার চরণে প্রণিপাত করিতেছি—তোমার সুবিমল প্রসাদ বারিতে আমাদের সমস্ত মলিনতা মোচন করিয়া আমাদিগকে নবীভূত কর—যাহাতে আমরা তোমার প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া সংসারের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যে তোমার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারি, আমাদের প্রতি সেইরূপ প্রসাদবারি বর্ষণ কর, এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

পরমাত্মন্! সম্বৎসর কাল পরে আবার আমরা তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান। কি বলিয়া আজ প্রার্থনা করিব ভাবিয়া আকুল! তুমি যে তোমার অসীম করুণার স্রোতে আমাদিগকে ডুবাইয়া রাখিয়াছ। বিশ্বব্যাপিনী তোমার দয়ার কথা স্মরণ করিতে গিয়া যে বাক্য স্তব্ধ হইয়া যায়, কৃতজ্ঞতা নীরে যে চক্ষু অন্ধ হইয়া আইসে? ধরণীর সুখ সৌভাগ্য তুমি ত মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেছ, আমরা সম্ভোগ করিতে জানি না, তাই তোমার দয়াময় নামের কলঙ্ক ঘোষণা করি। তুমি আমাদিগকে সংযত কর, আমাদের জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর, প্রীতিকে চরিতার্থ কর। তুমি যে জগতের অন্তরালে বসিয়া আমাদের সুখসজ্জা রচনা করিতেছ, তোমাকে দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়াছে। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা মোহান্ধ জীব, সাধ্য নাই যে সংসার-যবনিকা ভেদ করিয়া অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে তোমাকে দেখিতে পাই। "অন্ধ জনে দেহ আলো"। মৃত্যুর প্রতিকৃতি এই জড়জগতের কুটিল বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চেতনা হারাইয়াছি, "মৃত জনে দেহ প্রাণ"। সংসার ধ্বন্দায় ঘুরিয়া মরিতেছি, জীবন কাটিয়া যায়, তুমি স্বপ্রকাশ "আবিরাবিঃ" তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। চাতকের ন্যায় শুষ্ককণ্ঠে তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আত্মার পিপাসা শান্তি কর। তোমাকে ভুলিয়া কতকাল—আর কতকাল অনিত্য সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া পৃথিবীর ক্ষতিলাভ গণনায় শোক তাপের মর্ম্মযাতনায় মুহ্যমান হইয়া থাকিব। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তস্তল ভেদ করিয়া যে অব্যক্ত ওঙ্কার ধ্বনি নিয়ত তোমার চরণের দিকে উত্থিত হইতেছে, তাহার সহিত কি আমাদের ক্ষুদ্র কণ্ঠ মিলাইতে পারিব না। আর্য্য-ঋষিগণ তোমার যে বিস্ময়জনন প্রেমমুখ অবলোকন করিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিয়াছিলেন "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" দেবমনুষ্য তোমরা সকলে শ্রবণ কর আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছি, তুমি তোমার সেই মোহন মূর্ত্তি আমাদের নিকট প্রকাশ কর, তোমাকে একবার হৃদয় ভরিয়া দেখিয়া লই যে সংসার মোহ রজনীর সকল অন্ধকার অবসারিত হউক? তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই ভিক্ষা দাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

রাত্রিকালে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর প্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ হইলে শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব বেদমন্ত্রে শান্তিপাঠ করিয়া নিম্নোক্ত স্বরচিত স্তোত্র পাঠ করিলেন।

প্রেমার্ণবং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং,
সেব্যং সদা সুরনরৈঃ শুভদং বিশুদ্ধং।
সর্ব্বেশ্বরং সকলবিঘ্নবিপত্তিনাশং,
সংসারতাপবিকলঃ শরণং প্রপদ্যে। ১॥
আনন্দরূপ ইতি যঃ প্রথিতঃ সুশাস্ত্রে,
দীনার্ত্তিহোঽমৃতময়ঃ পরিপূর্ণরূপঃ।
মাঘোৎসবে সততমুৎসবদঃ কৃপালুঃ,
অন্তর্বহিঃ স্ফুরতু নঃ কৃপয়াধমানাং॥ ২॥
মাঘোৎসবে ব্যসননাশন দীনবন্ধো,
ত্বামেব নাথ প্রণতা মুহুরাহ্বয়ামঃ।
পাপান্ধকারমপগচ্ছতি তে প্রকাশাৎ,
নিত্যং সুখং স্ফুরতি দেব তবপ্রসাদাৎ॥ ৩॥

অনন্তর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপে উদ্বোধিত করিলেন।

ভারতে আজ একি অভিনব দৃশ্য। আর্য্যজাতির আরক্তিম সৌভাগ্য গগনের প্রথম দিবালোকে ললিত ভৈরবীর যে মধুর তান উত্থিত হইয়াছিল, নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষীণ সূর্য্যকিরণে তাহার আবার পুনরভিনয় কেন। আর্য্যজাতির ত সকলই গিয়াছে, তাঁহাদের সেই পুরাতন বিজয় ভেরী বাজাইয়া আমাদের ফল কি। পদ্মার ঘোর আবর্ত্তের ন্যায় কালচক্র বিঘূর্ণিত হইয়া ভারতের অতুল্য বৈভব সকলই আপনার কুটীরের ভিতর টানিয়া লইয়া রাখিয়াছে কি? একবার অন্বেষণ করিয়া দেখ দেখি এই মহা শ্মশানের চিতাভস্মের ভিতরে যদি কিছু নিদর্শন পূর্ব্বাবস্থার না হউক অন্ততঃ বিকৃতাবস্থার থাকিয়াও প্রাচীন গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। কই কিছুই নাই, তবে আছে এক ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা। সেই পুরাতন বলবীর্য্য নাই, সে ধ্যান ধারণা নাই, সে শক্তি সামর্থ্য নাই, উপনিষদের সে গুরু গম্ভীর ভাব নাই। আছে মাত্র বৈদিক কঙ্কাল আর দুর্ব্বল মস্তিষ্কের ধারণার উপযোগী রসরক্তমাংসকল্পনার আধিক্য ও আড়ম্বর বহুলতা।

পূর্ব্বের সে আকার ও অঙ্গসৌষ্ঠব

চলিয়া গিয়াছে। আছে তাহার ছায়া। বাহিরের নির্ম্মোক পড়িয়া রহিয়াছে, অন্তঃসার বহুদিন অন্তর্হিত। তাই ব্রাহ্মণকুমার ব্রহ্মচর্য্য লইয়া ব্যাপক কাল ধরিয়া গুরুগৃহে বাস করে না, একদিনেই তাহার উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন ফুরাইয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা নিজে ভিখারী হইয়াও নীতি ও ধর্ম্মের মহাবলে সমগ্র জনসমাজ পরিচালিত করিতেন, এক্ষণে তাহা তাঁহাদের শূন্য অভিমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে আছে আর্য্যজাতির বিশুদ্ধ শোনিত, যাহা সমগ্র জগতে অতুলনীয়। আর আছে প্রাচীনত্বের উপর মমতা। আমাদের পূর্ব্ব পিতামহ প্রাচীন ঋষিগণের সহিত আমরা এখনও যে এই সকল ক্ষীণ যোগসূত্রে আলম্বিত যে দিন তাহার ব্যত্যয় ঘটিবে সে দিন আমরা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইব, এ দীন হীন পরাধীন জাতির অস্তিত্ব আর খুজিয়া মিলিবে না।

আজ আমরা এখানে প্রাচীন ভারতের অতুল্য গৌরব ঘোষণা করিতে আসি নাই, সেই শূন্য রোদনে আমাদের ফল কি। তাঁহাদের উজ্জ্বল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, পিতৃগৌরব স্মরণ করিয়া, আপনাদের দায়িত্ব বুঝিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের সোপানপরম্পরায় পদনিক্ষেপ কর। আর্য্যজাতির বিপুল সুখ সৌভাগ্যের সময় যে বিজয়সঙ্গীত হিমালয়ের গিরিকন্দর কাঁপাইয়া বিজন প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হইত, উপনিষদের ছিন্ন পত্র হইতে সেই সঙ্গীত আবার গান কর যে, এই অকাল বোধনে আর্য্যজাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আসন টলিয়া উঠুক। ওঙ্কার, মহামন্ত্রের বিজয় নিশান পূর্ব্ব পিতৃপিতামহগণের সাধনালব্ধ অক্ষয় ধন, যাহার নিকট শত্রুর মহাতেজও বিকুণ্ঠিত তাহা একবার গগনে

উড়াইয়া দাও যে ভারতের দুর্ব্বল নরনারী কালব্যাপী জড়তা অপসারিত করিয়া দলে দলে আসিয়া তাহার নিম্নে সমবেত হউক। অমূর্ত্ত ঈশ্বরের পূজার্চ্চনা করিতে আসিয়াছ, একবার সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং মন্ত্র উচ্চারণ কর যে এই মৃত সঞ্জীবন মহৌষধে নূতন প্রাণের সঞ্চার হউক। ঈশ্বরকে এখানে প্রত্যক্ষ জানিয়া সহস্র কণ্ঠে তাঁহার উপাসনা কর যে এই শান্তি স্বস্ত্যয়নে ভারতের প্রাচীন গৌরব আধ্যাত্মিক অজেয় বল ফিরিয়া আসুক। এই সাম্বৎসরিক মহামহোৎসবের দিনে তাঁহার মহিমা গান কর যে আমাদের দুঃখ দুর্দ্দিনের অবসান হউক।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা শেষ হইলে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

অদ্য সেই আনন্দের দিন উপস্থিত যে দিনে মঙ্গলময় পরম পিতা পরম মাতা এবং পরম সুহৃদের আশীর্ব্বাদময় হস্ত আমাদের দেশের মস্তকের উপরে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। কেমন আশ্চর্য্য রূপে মহাত্মা রামমোহন রায় চতুর্দ্দিকের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মূলগত অপৌত্তলিক ভাব সর্ব্বসমক্ষে অনাবৃত করিলেন; তাহার পরে কেমন আশ্চর্য্যরূপে সেই বীজ অঙ্কুরিত শাখায়িত এবং পল্লবিত হইল; তাহা পর্য্যালোচনা করিলে ঈশ্বরের জাজ্বল্যমান স্নেহ এবং করুণা দেখিয়া আমাদের শরীর লোমাঞ্চিত হয়। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি শ্রেয়ের অনেক বিঘ্ন কিন্তু করুণাময় বিশ্ববিধাতা আমাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। সেই মঙ্গলময় জনকজননীর আশীর্ব্বাদে আমরা শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কূলে উপনীত হইব—তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব ভয় নাই—সত্যের জয়ধ্বনি, শুভকার্য্যের মঙ্গলধ্বনি, আনন্দের গীতধ্বনি একতানে গগনতল বিকম্পিত করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে অমৃতবারি বর্ষণ করুক। আমাদের মধ্যস্থলে থাকিয়া যিনি আমাদের নেতা—আমাদের নিকটে থাকিয়া যিনি অভয়দাতা—আমাদের অন্তরে থাকিয়া যিনি শুভ বুদ্ধির প্রেরয়িতা—তিনিই আমাদের উৎসবের অধিদেবতা—আজ আমাদের আনন্দের সীমা কি!

আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের শাখা বিস্তার যতদূর হইবার তাহা হইয়াছে; আর, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য যত কিছু আয়োজনের প্রয়োজন সমস্তই আমাদের চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলগ্রন্থে পরব্রহ্মের প্রতিপাদক প্রাচীন ঋষিবাক্য সকল বেদবেদান্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে; স্মৃতি-পুরাণতন্ত্র হইতে সার সার ধর্ম্মোপদেশ সঙ্গৃহীত হইয়া অধ্যায়পরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়াছে; ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে অপৌত্তলিক ক্রিয়াকাণ্ডের শাস্ত্রানুমোদিত বৈধ প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমাদের যখন যাহা চাই তাহা আমরা হাত বাড়াইলেই পাইতে পারি—আমাদের এখন ভাবনার বিষয় কিছুই নাই, কেবল যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবারই অপেক্ষা। ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পথে সুধীরে পদ নিক্ষেপ করা—ইহাই এখন আমাদের মুখ্য প্রয়োজন। এই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের ফল ফলিবার সময় উপস্থিত হইলে আমাদের দেশের তাপজর্জ্জরিত শরীরে

শান্তি সমীরণ বহমান হইবে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত; কিন্তু এখন আমাদের কেবল এইটি মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, সুখশান্তির সুবাতাস মঙ্গলময় পরমেশ্বরের হস্তে—কর্ত্তব্য-সাধনের দাঁড় এবং হাল আমাদের আপনাদের হস্তে। বায়ু যেমনই বহুক্ না কেন—যে দিকেই বহুক্ না কেন, কাণ্ডারীগণকে কূলের দিকে নৌকার মুখ ফিরাইয়া দৃঢ়রূপে হাল ধরিয়া থাকিতেই হইবে—এবং দাঁড়িদিগকে দাঁড় টানিতেই হইবে,তাহাতে শৈথিল্য করিলে চলিবে না। একই সময়ে দুইদিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে—এক দিকে ঈশ্বরের দান, আর এক দিকে আমাদের নিজের কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের দান ঈশ্বরের হস্তে—আমাদের নিজের কর্ত্তব্য আমাদের নিজের হস্তে। সকল-কার্য্যেরই অভ্যন্তরে ঐরূপ দুই হস্তের যুগপৎ কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন যে সামান্য কার্য্য বস্তুদর্শন তাহারও অভ্যন্তরে আমার দুই হস্ত যুগপৎ কার্য্য করিতেছে;—চক্ষুরুন্মীলন করা আমাদের আপনাদের হাত এবং সূর্য্যালোক প্রেরণ করা ঈশ্বরের হাত। আমরা সাধক, ঈশ্বর সিদ্ধিদাতা বিধাতা। সাধন আমাদের হস্তে—সিদ্ধি ঈশ্বরের হস্তে।

বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের ন্যায় এবং করুণার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা যদি কর্ত্তব্য-সাধনে সাধ্যানুসারে যত্নশীল হই, তবে সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষ অবশ্যই আমাদিগকে সিদ্ধি প্রদান করিবেন! কিন্তু সে সিদ্ধি যে কিরূপ তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিতে অধিকারীও নহি—অনুমান করিতে ইচ্ছাও করি না। আমরা কেবল এইটি জানিয়াই নিশ্চিন্ত যে, আমাদের কর্ত্তব্য আমরা সাধন করিলে, ঈশ্বর যাহাই আমাদিগকে প্রেরণ করিবেন তাহাই আমাদের একমাত্র মঙ্গল। যদি সুখী হইতে ইচ্ছা কর তবে সুখের জন্য লালায়িত হইও না; কর্ত্তব্য-কার্য্য প্রাণপণে সাধন কর—উপযুক্ত সময়ে ঈশ্বর তোমার হৃদয়ে এরূপ পরমাশ্চর্য্য সুখশান্তি বর্ষণ করিবেন যে তোমার অন্তঃকরণ আনন্দের আলয় হইবে। সর্ব্বশক্তিমান্ জ্ঞানময় প্রেমময় করুণাময় মাতা পিতা এবং সুহৃদের হস্তে আমাদের চিরন্তন সুখসমৃদ্ধি গচ্ছিত রহিয়াছে—তাহার জন্য কোনো চিন্তা নাই—কোনো ভাবনা নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ অবলম্বন করাই আমাদের একমাত্র কার্য্য; তাহাতে আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হইবে এবং কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি এই প্রার্থনা করিলেন।

হে ত্রিভুবননাথ! "আমি আজি কেন
হেরি চারিদিক সুধাময়।
তোমার শুভ আগমনে, হৃদয় কাননে
ফুট্‌ল প্রীতির কুসুম নিচয়" ॥

আজ আনন্দের সীমা কি! যে আনন্দ হইতে এই বিশ্বভুবন উৎপন্ন হইয়াছে, সেই আনন্দ-সুধা পান করিবার জন্যই অদ্যকার এই মহোৎসব। যার যেমন তৃষ্ণা তুমি আজি তেমনি করিয়াই তাহাকে তোমার প্রেম-সুধা পান করাইতেছ। যিনি ভক্তি-চক্ষে বিশ্বাস-চক্ষে এই উৎসব-ক্ষেত্র দেখিতেছেন, তুমি আজি তাঁহাকে সংসারাতীত শোভাই দেখাইতেছ। যে শোভা নবোদিত সূর্য্যে নাই, শরতের পূর্ণ চন্দ্রে নাই, গঙ্গা-বক্ষে

পতিত জ্যোৎস্নায় নাই, আকাশে নাই, অন্তরীক্ষে নাই,কুসুমে নাই,কোথাও নাই, সেই অতুল শোভাই, এই ব্রহ্মোৎসব হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। এ শোভা তোমারই। আত্মার মধ্য দিয়াই এ শোভা বিনির্গত হইতেছে। একটি আত্মা নয়, দুইটি নয়, শত শত আত্মারূপ পদ্ম আজি তোমার কিরণস্পর্শে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া আমি আকুল হইয়া গাইতেছি ;

"প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্ততলং
যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে ভাতি তত্ত্বং বিমলং"।

তোমার প্রেমরূপের জ্যোতি আজ ক্ষণকালের জন্য এখানে পড়িয়াছে, তাহাতেই এ উৎসব-ক্ষেত্র এখন তপোবনের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। আজি আমরা পুনর্ব্বার সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং" ভক্তিভরে কীর্ত্তন করিতেছি। হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কুৎসিত ভাব সকল আজি এখান হইতে পলায়ন করিয়াছে। তুমি এখন মধ্যে ; আর আমরা তোমার চতুর্দ্দিকে থাকিয়া তোমার পূজা করিতেছি। আজি ভ্রাতৃভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, পাপ সকল বিকম্পিত হইয়া, আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তোমার সুন্দর কোমল ভাব দেখিয়া আমরা আজি শান্তিরসে নিমগ্ন হইতেছি। এত উৎসাহ—এত স্তবস্তুতি—এত আনন্দের মধ্যে আমরা আজি তোমার নিকটে বলিতেছি, এই শান্তি-সুখ তুমি আমাদিগের হৃদয়ে চিরস্থায়ী কর। এই উৎসব-ক্ষেত্রের আলোক ক্ষণকাল পরেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু নাথ! প্রার্থনা করি আমাদের এই আনন্দালোক যেন নিমেষ মধ্যে নিবিয়া না যায়। ইহার স্নিগ্ধালোকে আমরা যেন চিরদিন পুলকিত হইতে পারি। দেখ নাথ! তোমার পূজার অভাবে, আমাদের হৃদয়, আমাদের সংসার, আমাদের দেশ কত সময়ে কি অন্ধকারেই আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই অন্ধকার হইতে উদ্ধার কর। আমরা তোমার মঙ্গলভাবের অনুকরণ করি না বলিয়াই এ দুঃখের সংসার আরো ঘোরতর দুঃখের আধার হইয়াছে। এখানে এক জন আর এক জনকে প্রাণ খুলিয়া ভাল বাসে না, এখানে সকলে সকল সময়ে তোমায় ভক্তিফুলে পূজা করে না। তাই এ সংসার সুখের সংসার নয়, দুঃখের সংসার। তুমি ইহার দুর্গতি পরিহার কর। তুমি তোমার সংসারকে রক্ষা কর। তুমি এখানে এমন করিয়া তোমার প্রেমের আলো জ্বাল, যাহাতে এখানকার দ্বেষ হিংসা ও অশান্তি দূর হইয়া যায়। আমরা তোমার প্রেমের ভিখারি। তোমার প্রেমের মধ্যে আনিয়া আমাদের সন্তাপাশ্রু মার্জ্জনা কর। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। তুমি আমাদিগকে দর্শন দাও, তোমার সহবাসসুখে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর। সংসার-মরীচিকায় বার বার প্রতারিত হইয়া শুষ্ককণ্ঠ হইয়াছি। তোমার শান্তি-সমুদ্রের নিকটে লইয়া চল, তাহাতে স্নান ও তাহার জল পান করিয়া সকল পাপ সকল তাপ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই। সেই স্বর্গীয় বারিতে স্নাত হইয়া চিরদিন তোমার পূজা ও স্বর্গীয় উৎসব ভোগ করিবার শক্তি আমাদিগকে দাও।

নাথ! নিমেষে নিমেষে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তোমার উৎসবানন্দ ভোগ করিবার

আশা তোমার চরণে রাখি। তুমি আমাদিগকে সে আশায় বঞ্চিত করিও না। যতক্ষণ আমরা এখানে থাকিব তোমার আনন্দের মধ্যেই আমাদিগকে রাখিও। যেন নিমেষ মাত্র তোমার আনন্দে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে না হয়। যখন জন্মের মত দুই চক্ষু মুদিত করিব সে অন্ধকারে তুমি জ্যোতির্ম্ময় রূপে দেখা দিও। তোমার অভয় ক্রোড়ে স্থান দিয়া তোমার চিরানন্দ স্বরূপে চিরমগ্ন রাখিও। আর যেন কখন নিরানন্দে থাকিতে না হয়। এই তোমার নিকটে প্রার্থনা। তুমি কৃপা করিয়া ইহা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বেদগান।

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাআ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ ১॥

হে দিব্যধাম-বাসী অমৃতের পুত্র সকল! তোমরা শ্রবণ কর। আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি ; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই॥ ১॥

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ॥
সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানোবীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা-
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি॥
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ ২॥

আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে পরমাত্মা, তিনিই জানিবার যোগ্য ; তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই। ঋষিরা ইহাঁকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হয়েন, আত্মার উন্নতি লাভ করেন, এবং বিষয়ে অনাসক্ত ও প্রশান্তচিত্ত হয়েন। সেই যুক্তাত্মা ধীরেরা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন। সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই॥ ২॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণাভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ॥
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ ৩॥

হে প্রিয় শিষ্য! জীব, সমুদয় ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ, ও ভূত-সকল যাঁহাতে স্থিতি করে ; সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে যিনি জানেন, তিনি সকল জানেন এবং সকলেতে প্রবেশ করেন। সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই॥ ৩॥

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ ৪॥

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন ; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই॥ ৪॥

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল সুরফাঁকতাল।

সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল
সমুদিত প্রেমচন্দ্র অন্তর পুলকাকুল।
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিছে বসন্ত পুণ্যগন্ধ
শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণা ধ্বনি।
অচল বিরাজ করে

শশীতারামণ্ডিত সুমহান সিংহাসনে
ত্রিভুবনেশ্বর,
পদতলে বিশ্বলোক রোমাঞ্চিত,
জয় জয় গীত গাহে সুরনর।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল একতালা।

শীতল তব পদ ছায়া, তাপ হরণ তব সুধা,
অগাধ গভীর তোমার শান্তি,
অভয় অশোক তব প্রেম মুখ
অসীম করুণা তব, নব নব তব মাধুরী,
অমৃত তোমার বাণী।

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত;
তব চরণ কমল রতন রেণুকা
অন্তরে আছে সঞ্চিত।
কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে
মর্ম্ম মাঝারে শল্য বরষে
তবু প্রাণ মন পীযূষ পরশে
পলে পলে পুলকাঞ্চিত।
আজি কিসের পিপাসা মিটিল না, ওগো
পরম পরাণ বল্লভ
চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার, তব
সকরুণ করপল্লব।
নাথ যার যাহা আছে তার তাই থাক্
আমি থাকি চির লাঞ্ছিত,
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে
থাক থাক চির বাঞ্ছিত।

রাগিণী হাম্বীর—তাল তেওরা।

আর কত দূরে আছে সে আনন্দ ধাম,
আমি শ্রান্ত আমি অন্ধ আমি পথ নাহি জানি।
রবি যায় অস্তাচলে, আঁধারে ঢাকে ধরণী,
কর কৃপা অনাথে হে বিশ্বজনজননি॥
অতৃপ্ত বাসনা লাগি, ফিরিয়াছি পথে পথে,
বৃথা খেলা বৃথা মেলা বৃথা বেলা গেল বহে,
আজি সন্ধ্যা সমীরণে, লহ শান্তি নিকেতনে,
স্নেহ কর পরশনে, চির শান্তি দেহ আনি॥

রাগিণী বাহার—তাল চৌতাল।

আজি মম মন চাহে জীবন বন্ধুরে
সেই জনমে মরণে নিত্য সঙ্গী
নিশি দিন সুখে শোকে,
সেই চির আনন্দ, বিমল চির সুধা,
যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়ত শরণ।
পরা শান্তি পরম প্রেম,
পরা মুক্তি পরম ক্ষেম
সেই অন্তরতম চির সুন্দর প্রভু চিত্ত সখা,
ধর্ম্মঅর্থকামভরণরাজা, হৃদয় হরণ।

রাগিণী হাম্বীর—তাল ধামার।

হরষে জাগো আজি, জাগোরে তাঁহার সাথে
প্রীতিযোগে তাঁর সাথে একাকী।
গগনে গগনে হের দিব্য নয়নে, কোন্
মহাপুরুষ জাগে মহা যোগাসনে,
নিখিল কালে জড়ে জীবে জগতে
দেহে প্রাণে হৃদয়ে।

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

এ কি করুণা করুণাময়
হৃদয় শত দল উঠিল ফুটি
বিমল কিরণে তব পদ তলে।
অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে
লোকে লোকে লোকান্তরে আঁধারে আলোকে
সুখে দুখে হেরিনু হে।
স্নেহপ্রেমে জগতময় চিত্তময়।

রাগিণী দেশ—তাল একাতালা।

আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও
আমায় আনন্দে ভাসাও।
না চাহি তর্ক না চাহি যুক্তি,
না জানি বন্ধ না জানি মুক্তি,
তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও।
সকল বিশ্ব ডুবিয়া যাক্ শান্তি পাথারে,
সব সুখ দুঃখ থামিয়া যাক্ হৃদয় মাঝারে,

সকল বাক্য সকল শব্দ সকল চেষ্টা
হউক স্তব্ধ,
তোমার চিত্তজয়িনী বাণী আমার অন্তরে
শুনাও।

রাগিণী বেহাগ—তাল ধামার।

আজি রাজ আসনে তোমারে
বসাইব হৃদয় মাঝারে।
সকল কামনা সঁপিব চরণে
অভিষেক উপহারে॥
তোমারে বিশ্বরাজ অন্তরে রাখিব
তোমারি ভকতের এই অভিমান।
ফিরিবে বাহিরে সর্ব্ব চরাচর,
তুমি চিত্ত আগারে।

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

কে যায় অমৃত-ধাম-যাত্রী,
আজি এ গহন তিমির রাত্রি,
কাঁপে নভ জয় গানে।
আনন্দরব শ্রবণে লাগে,
সুপ্ত হৃদয় চমকি জাগে,
চাহি দেখে পথ পানে।
ওগো রহ রহ মোরে ডাকি লহ,
কহ আশ্বাসবাণী;
যাব অহরহ সাথে সাথে,
সুখে দুখে শোকে দিবসে রাতে,
অপরাজিত প্রাণে॥

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮১৮ শক। ১১ অগ্রহায়ণ বুধবার।

ঈশ্বরে বিশ্বাস।

কি অসহায় কি দুর্ব্বল সেই, যার ঈশ্বরে বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছে। কি দুর্ভাগ্য সেই জীব যার তাঁর উপর নির্ভর নাই। 'সংসার সংকটে ত্রাণ নাহি কোন মতে বিনা তাঁর সাধনা' এ সংসারে মনুষ্যের অবস্থা কি সংকটাপন্ন; প্রতিক্ষণেই তার অত্যন্ত দুঃখ দুর্ভাগ্য ঘটিতে পারে, সে সর্ব্বদাই বিপদে বেষ্টিত রহিয়াছে। সে অসংখ্য দৈব ঘটনায় অসুখী হইতে পারে, যে ঘটনা সে পূর্ব্ব হইতে দেখিতে পায় না, দেখিতে পাইলেও তাহার প্রতিবিধান করিতে সে অক্ষম! এমন যার অবস্থা সে কি প্রকারে সর্ব্বশক্তিমান দয়াময় পরমেশ্বরের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে—বাঁচিতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

কি সুখী সেই মনুষ্য যিনি যথার্থই ঈশ্বরকে আপনার আশ্রয়দাতা ও পিতা মাতা বলিয়া অন্তরে গাঢ়রূপে অনুভব করেন। যিনি তাঁহাকে তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন। যদি প্রলয়কাল তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়, যখন আকাশস্থ কোটি কোটি লোক পরস্পর সংঘর্ষ দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে থাকে, তখনও তিনি পতনশীল পৃথিবীর উপর নির্ভয়ে দণ্ডায়মান থাকেন, এবং আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করেন। ভয়ে সংশয়ে অবিশ্বাসীর মন যেমন সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকে, তাঁর তেমন থাকে না। তিনি সদাই সুখী, সদাই প্রফুল্ল। তিনি জানেন পিতা তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণই হস্ত প্রসারণ করিয়াই রহিয়াছেন। তিনি আপনাকে শক্তিহীন ও দূরদৃষ্টিবিহীন বলিয়া জানেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভয় হয় না, কারণ তিনি জানেন যে তাঁর পিতা সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি তাঁর শক্তিতে শক্তিমান্, তাঁর জ্ঞানে জ্ঞানী, তাঁর আনন্দে আনন্দিত। প্রত্যেক দৈবশক্তিজনিত উপকার ও সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হন। এই দৈবশক্তি প্রভাবে তিনি সকল প্রকার দুঃখ দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হন, অথবা বীরোচিত সাহসের সহিত তাহা সহ্য করিতে পারেন। সে সহিষ্ণুতাতেও এক লোকাতীত আনন্দ তাঁর উদয় হইতে থাকে।

যাঁর বিশ্বাস যে তিনি তাঁর বলে বলী, তিনি নিজ শক্তির অতিরিক্ত কার্য্য ও অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। আমি পুরাবৃত্ত হইতে এমন কত শত দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি, যে যখনই সেনাপতিগণ ঈশ্বরের দোহাই দিয়া সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়াছেন।

এই বিশ্বাস হইতেই মনুষ্যের ধৈর্য্য

আশা প্রফুল্লতা প্রভৃতি বিকসিত হয়, ইহারই বলে মনুষ্য সেই সকল দুঃখ দূর করিতে পারে, যাহা তাহার নিজ শক্তির অতীত। দারিদ্র্য ক্লেশে—শোকে বিশেষতঃ মৃত্যুর সময় এই বিশ্বাস, বিশেষরূপে ফলপ্রদ হয়। শেষ মুহূর্ত্তে যখন আত্মা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, যখন এক জীবনের অবস্থা হইতে অন্য জীবনের অবস্থায় উপনীত হয়, যখন নূতন দৃশ্য, নূতন বস্তু, নূতন সঙ্গীদিগের নিকট উপস্থিত হয়,তখন এই বিশ্বাসই, ভয় ও ব্যাকুলতাকে আত্মা হইতে দূর করিয়া দেয়। কারণ বিশ্বাসী যিনি তিনি জানেন, যে তিনি ইহলোকেই থাকুন আর পরলোকেই থাকুন, তিনি তাঁর পরম মাতার ক্রোড়েই থাকিবেন। যে স্নেহ জীবনে, সেই স্নেহ মরণে; যে স্নেহ ইহলোকে সেই স্নেহ পরলোকে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, যে দয়াময় পরমেশ্বর তাঁহাকে এই অন্ধকার সংসারের পরপারে উত্তীর্ণ করিবেন, তিনিই তাঁহাকে অনন্ত উন্নতির পথে আনন্দ লোক হইতে আনন্দ লোকে লইয়া গিয়া—ক্রমিকই তাঁহার আনন্দ বৃদ্ধি করিবেন। এই বিশ্বাস মনুষ্যের সহজ। ইহার বীজ আত্মায় আছে। থাকিলে কি হয়, সংসর্গ ও শিক্ষার দোষে ইহা সকল আত্মায় সমানরূপে প্রস্ফুটিত হয় না। সুতরাং যাহাতে এই দোষ না ঘটিতে পারে, বা ঘটিলে তাহার প্রতীকার হয়, এমন সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত।

এই সহজ বিশ্বাসের বল যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহার উপায় সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রথমতঃ যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিতে বা তর্ক করিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা কোন কালেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। তাঁহারা একবার ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাসের পক্ষপাতী হন, পুনর্ব্বার তাঁহাদের সেই বিশ্বাস শীতল হইয়া যায়। অতএব যে পক্ষ নিরাপদ ও সম্ভবপর, সেই পক্ষে একবার মন বসিলে প্রতিকূল তর্ক মূলক গ্রন্থ পাঠ করা উচিত নয়। জ্যামিতি শিক্ষার সময় কোন প্রতিজ্ঞা বা প্রস্তাবের সত্যে যদি একবার বিশ্বাস হয়, আর পরে আমরা তাহার প্রমাণ ভুলিয়া যাই, তবুও যেমন তাহার সত্যে অবিশ্বাস হয় না, ঈশ্বরসম্বন্ধীয় তর্ক-ঘটিত পুস্তক পাঠের সময়েও আমাদের ঐ নিয়ম মনে রাখা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মনীতির নিয়ম সকল শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে পালন করিলে ঈশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান ঈশ্বরে বিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখে, আর ঈশ্বরে বিশ্বাস ধর্ম্মকে বল ও জীবন দান করে। ইহারা উভয়ে উভয়ের জনয়িতা। অতএব আমরা যেন প্রাণপণে ধর্ম্মনীতির নিয়ম সকল প্রতিপালন করি।

আর এক উপায় ঈশ্বরের পূজা। ইহা বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিবার পক্ষে বড় অনুকূল। যেমন বাহিরের মন্দিরমধ্যে অদ্য আমরা পূজা করিতে আসিয়াছি, তেমনি হৃদয়-মন্দিরে অনুক্ষণ তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। এই অনুক্ষণ পূজা কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা যিনি করেন, তিনিই বুঝিতে পারেন। তিনি হৃদয়ের দ্বার সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট খুলিয়া রাখেন, বন্ধু যেমন বন্ধুর নিকট সকল কথাই অকপটে বলেন, তিনিও তেমনি বলিতে থাকেন, যেন তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। সকল কার্য্যের পরামর্শ তিনি তাঁর সঙ্গে করেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্টতা জন্মে, তিনি যেন তাঁহাকে এক স্বতন্ত্র অন্তরনিহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে থাকেন।

তাঁহার বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস নহে। তিনি জ্ঞানেতে যাহা লাভ করিয়াছেন, জীবনের ঘটনাবলীতে তাহা প্রত্যক্ষ করেন। প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁর অভাব ও দুঃখের কথা তাঁহাকে জানান। সে গোপন কথা আর কেহই জানিতে পারে না, হয়ত সে গোপন কথা আর কাহাকেও বলিবার নয়, ভগবান প্রসন্ন হইয়া তাঁহার কথা শুনেন, ও তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করেন। তিনি কেমন গোপনে তাঁহার করুণা অনুভব করেন। কেমন গোপনে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর চরণে অশ্রুবারি ঢালিয়া দেন, হায়! দেবতারাও তাহা দেখিতে স্পৃহান্বিত হন। বিশ্বাসীর নিকট ভগবান কত অদ্ভুত ও অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ করেন, অন্ধ অবিশ্বাসী তাহার কি বুঝিবে?

শেষ উপায় নির্জ্জনে অবস্থান। ইহাই বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বড় বড় সহরের নানাবিধ বস্তু ও ব্যাপার, চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। মানুষ সেখানে আপনার জীবনের যাহা বিশেষ মঙ্গলজনক তাহা দেখিতে পায় না, বা দেখিতে পাইলেও আপনাকে তাহাতে নিযুক্ত রাখিতে পারে না; আমোদ-সমুদ্রে সেখানে নিয়তই তরঙ্গ উঠিতেছে; এবং পাপের দৃষ্টান্ত এত অধিক, যে লোক অনুক্ষণ তাহা দেখিয়া পাপকে আর পাপ বলিয়াই বুঝিতে পারে না; যেন তাহা করিবার, তাহাদের ন্যায় অনুসারে অধিকার আছে।

আবার নগর মধ্যে আমরা মনুষ্যের হস্তের কার্য্যই অধিকাংশ দেখিতে পাই। নগরপ্রান্তে নিভৃত প্রদেশে ঈশ্বরের কার্য্যই চতুর্দ্দিকে নয়নগোচর হয়। হরিৎবর্ণ ক্ষেত্র, পুষ্পশোভিত উদ্যান, নির্ম্মল বারিপূর্ণ পদ্ম ও হংসশোভিত সরোবর, রজতবসনাবৃত নদী, নীল সমুদ্র, অভ্রভেদী পর্ব্বত ও স্বভাবজাত কত প্রীতিকর বস্তু তথায় বিরাজ করে। ভগবান আপনার অস্তিত্ব সৌন্দর্য্য জ্ঞান ও প্রেমের পরিচয় তথাকার প্রত্যেক পদার্থে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে কোন্ মনস্বী ব্যক্তির ঈশ্বরে বিশ্বাস ও প্রেম উদ্দীপন না হয়? আকাশে ও পৃথিবীতে ভগবান আপনার অস্তিত্বের যুক্তি আপনিই রচনা করিয়াছেন, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যখন জনকোলাহল হইতে দূরে যান, তখন তিনি ঐ যুক্তির বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া থাকিতে পারেন না। অতএব স্বভাবের শোভা, পরিপূরিত স্থানে বাস করাই বিশ্বাস ও ভক্তিকে জাগ্রত রাখিবার শ্রেষ্ঠতম উপায়।

'এই বিশ্বমাঝে, যেথানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজাইয়ে রেখেছ'।
বিবিধ বরণে বিভূষিত কোরে,
তার উপরে তোমার নামটি দিয়েছ॥
পত্র পুষ্প ফলে, দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় সে তোমার দয়ার নামটি লেখা।
সুন্দর নামটি তোমার,বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা,
প্রেমানন্দ নামটি নয়নে লিখেছ।
চন্দ্রাতপ তুল্য গগন মণ্ডল,
দীপালোকে যেন করে ঝলমল।
তার মাঝে ইন্দু, ক্ষরে সুধাবিন্দু,
সুধাসিন্ধু নাম তায় অঙ্কিত করেছ॥
জলেতে লিখেছ জগৎ জীবন,
পবন হিল্লোলে, হয় দরশন।
জ্বলন্ত অক্ষরে, জলদ লিখন,
জ্যোতির্ম্ময় নামে জগৎ দেখাতেছ॥
ভূস্তরে প্রস্তরে তাবৎ চরাচরে,
সর্ব্বব্যাপী নাম, লিখেছ স্বাক্ষরে।
লেখা দেখে তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে,
লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ॥
হৃদয়ে লিখেছ, হৃদয় বল্লভ,
প্রেম সূর্য্যোদয়ে হয় অনুভব।
তন্নামে অঙ্কিত, তোমারি ত সব,
হাতে কলমেতে, তুমি ধরা যে পড়েছ'॥

হে শিব সুন্দর! তোমার শোভাময় জগৎ যেন আমাদিগকে তোমার প্রতি উন্নত করে। হে দেব! তোমার বলে আমাদিগকে তুমি বলীয়ান কর। তুমি আমাদিগকে, তোমার হস্তাবলম্বন দাও। তাহা না হইলে প্রতিক্ষণেই আমরা পড়িয়া মরি। তুমি সঙ্গের সঙ্গী হইয়া প্রতিক্ষণেই আমাদের কানে কানে বল, 'এই যে আমি তোমার সঙ্গে রহিয়াছি, তুমি কেন ভীত হও'।

হে অভয়দাতা দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়! আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে দেব! অচলা ভক্তি ও অটল বিশ্বাস তুমি আমাদিগকে দাও, যাহার বলে বলীয়ান্ হইয়া আমরা ভবভয় হইতে মুক্ত হইয়া তোমার আনন্দে আনন্দিত হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৭, পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৬৮৷৷১/০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২২১৭৷৷৫/০
সমষ্টি	...	২৫৮৬৷৷৯/০
ব্যয়	..	৩১৭৷৬
স্থিত	...	২২৬৯/৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	১৪৫৭৷৯
দফে উক্ত মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
	১৯৫৭৷৯
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৩০৫৷৯
	২২৬৯/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২২৪৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১০০৲

শুভ কর্ম্মের দানি।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	১৲
পরলোক গত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বেঙ্গল বণ্ডেড্‌অয়ার হাউসের সেয়ারের ডিবিডেণ্ট	
মাঃ শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১১৩৲
	২২৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫৲
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা	
শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়, ঐ	
„ „ উপেন্দ্রনাথ কুমার, ঐ	
„ „ মহিমাচন্দ্র মজুমদার, রংপুর	৩৲
„ „ কালীনাথ চৌধুরী, চুঁচুড়া	৭৲
„ ভি, রায় স্কয়ার, সন্দীপ	৲
	১৲
পুস্তকালয় ...	৲
যন্ত্রালয়	১২৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশকের মূলধন	
সমষ্টি	৩২৲

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ...	১৷৷৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৷৷১
পুস্তকালয় ...	৲
যন্ত্রালয় ...	৲
সমষ্টি ...	৩৲
শ্রীরবীন্দ্রনা...	৲
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনা...	৲
স...	৲

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮ই ফাল্গুন রবিবার ... ৭৷৷ ঘটিকার সময় এবং অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের ... সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে উপাসনা হইবে। উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার।
সম্পাদক।

নূতন পুস্তক নূতন পুস্তক।

ব্রহ্মসঙ্গীত

(একাদশ সংস্করণ)

(প্রথম ভাগ হইতে নবম ভাগ পর্য্যন্ত)

আদি ব্রাহ্মসমাজে, ইহার স্থাপনাবধি এযাবৎ যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়াছে, সে সকলই ইহাতে আছে। ইহাতে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রায় সকল গুলিই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের কলেবর পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা অন্যূন পাঁচ ফর্ম্মা বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য কিন্তু পূর্ব্ববৎ ১৲ এক টাকা মাত্রই রহিল। ভাল বাঁধা ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

এই পুস্তক প্রত্যেক ব্যক্তির এক একখানি ক্রয় করা উচিত। ইহাতে বিবিধ রাগ রাগিণীর সমাবেশ থাকায় সঙ্গীতজ্ঞের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে এবং জ্বলন্ত ধর্ম্মচ্ছায়া বিদ্যমান থাকায় ধর্ম্মপিপাসুর প্রাণ শীতল হইবে। অধিক বলা বাহুল্য।

এই পুস্তক নিম্নের ঠিকানায় আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

৫৫ অপার চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ
যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রতিমূর্ত্তি সমেত

রবীন্দ্র বাবুর কাব্য গ্রন্থাবলী

প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে "কৈশোরক," "ভানুসিংহ," "বাল্মীকি প্রতিভা," "সন্ধ্যা সঙ্গীত," "প্রভাত সঙ্গীত," "প্রকৃতির প্রতিশোধ," "ছবি ও গান," "কড়ি ও কোমল," "মায়ার খেলা," "মানসী," "রাজা ও রাণী," "বিসর্জ্জন," "সোণার তরী," "চিত্রাঙ্গদা," "বিদায়-অভিশাপ," "চিত্রা," "মালিনী" নাটক, "চৈতালি," "গানের বহি," "অনুবাদ,"—এই কুড়ি খানি কাব্য মুদ্রিত হইয়াছে। আকার ডিমাই অকটেভো, ১২২ ফর্ম্মা এই গ্রন্থাবলী তিন প্রকার সংস্করণে বাহির হইতেছে।

সুলভ সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর আধুনিক একখানি প্রতিমূর্ত্তি আছে, কাগজের বাঁধা, মূল্য ৬৲।

মধ্যম সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর বিলাতে "কৈশোরক" রচনা কালের, অভিনয় সময়ের "বাল্মীকি" ও "রঘুপতি" সাজের ও আধুনিক—এই চারি খানি ছবি, এবং স্বহস্তাক্ষরে লিখিত একটি নূতন কবিতা সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১০৲।

উৎকৃষ্ট সংস্করণ—ইহাতে উল্লিখিত ছবি ও হস্তাক্ষর ব্যতীত কবির পদ্মা-তীরস্থ তরিপ্রবাস ও কবির জন্ম নিবাসের চিত্রদ্বয় সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট মরক্কোয় বাঁধা। মূল্য ২৫৲।

আমার নিকট প্রাপ্তব্য শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৭, পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৬৮৷৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২২১৭৷৶০
সমষ্টি	...	২৫৮৬৷৵০
ব্যয়	..	৩১৭৷৬
স্থিত	...	২২৬৯/৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	১৪৫৭৲৯
দফে উক্ত মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
	১৯৫৭৲৯
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৩০৫৲৯
	২২৬৯/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২২৪৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১০০৲

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	১৲
পরলোক গত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বেঙ্গল বণ্ডেড্‌অয়ার হাউসের সেয়ারের ডিবিডেণ্ট	
মাঃ শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১১৩৲
	২২৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৫৷৶০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়, ঐ	৩৲
„ „ উপেন্দ্রনাথ কুমার, ঐ	১৷০
„ „ মহিমাচন্দ্র মজুমদার, রংপুর	৩৷৶০
„ „ কালীনাথ চৌধুরী, চুঁচুড়া	৩৶০
„ ভি, রাম স্বয়ার, সন্দীপ	৩৷৶০
	১৫৷৵০
পুস্তকালয় ...	৮৶০
যন্ত্রালয়	১২৮৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশকের মূলধন	৷৷০
সমষ্টি	৩৬৮৷৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭৯৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৯৷৷৶৯
পুস্তকালয়	...	২০৶০
যন্ত্রালয়	...	৮৮৷৯
সমষ্টি	...	৩১৭৷৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮ই ফাল্গুন রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭৷৷ ঘটিকার সময় এবং অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে উপাসনা হইবে। উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার।
সম্পাদক।

নূতন পুস্তক নূতন পুস্তক।

ব্রহ্মসঙ্গীত

(একাদশ সংস্করণ)

(প্রথম ভাগ হইতে নবম ভাগ পর্য্যন্ত)

আদি ব্রাহ্মসমাজে, ইহার স্থাপনাবধি এযাবৎ যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়াছে, সে সকলই ইহাতে আছে। ইহাতে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রায় সকল গুলিই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের কলেবর পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা অন্যূন পাঁচ ফর্ম্মা বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য কিন্তু পূর্ব্ববৎ ১৲ এক টাকা মাত্রই রহিল। ভাল বাঁধা ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

এই পুস্তক প্রত্যেক ব্যক্তির এক একখানি ক্রয় করা উচিত। ইহাতে বিবিধ রাগ রাগিণীর সমাবেশ থাকায় সঙ্গীতজ্ঞের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে এবং জ্বলন্ত ধর্ম্মচ্ছায়া বিদ্যমান থাকায় ধর্ম্মপিপাসুর প্রাণ শীতল হইবে। অধিক বলা বাহুল্য।

এই পুস্তক নিম্নের ঠিকানায় আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

৫৫ অপার চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ
যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রতিমূর্ত্তি সমেত

রবীন্দ্র বাবুর কাব্য গ্রন্থাবলী

প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে "কৈশোরক," "ভানুসিংহ," "বাল্মীকি প্রতিভা," "সন্ধ্যা সঙ্গীত," "প্রভাত সঙ্গীত," "প্রকৃতির প্রতিশোধ," "ছবি ও গান," "কড়ি ও কোমল," "মায়ার খেলা," "মানসী," "রাজা ও রাণী," "বিসর্জ্জন," "সোণার তরী," "চিত্রাঙ্গদা," "বিদায়-অভিশাপ," "চিত্রা," "মালিনী" নাটক, "চৈতালি," "গানের বহি," "অনুবাদ,"—এই কুড়ি খানি কাব্য মুদ্রিত হইয়াছে। আকার ডিমাই অকটেভো, ১২২ ফর্ম্মা এই গ্রন্থাবলী তিন প্রকার সংস্করণে বাহির হইতেছে।

সুলভ সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর আধুনিক একখানি প্রতিমূর্ত্তি আছে, কাগজের বাঁধা, মূল্য ৬৲।

মধ্যম সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর বিলাতে "কৈশোরক" রচনা কালের, অভিনয় সময়ের "বাল্মীকি" ও "রঘুপতি" সাজের ও আধুনিক—এই চারি খানি ছবি, এবং স্বহস্তাক্ষরে লিখিত একটি নূতন কবিতা সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১০৲।

উৎকৃষ্ট সংস্করণ—ইহাতে উল্লিখিত ছবি ও হস্তাক্ষর ব্যতীত কবির পদ্মা-তীরস্থ তরিপ্রবাস ও কবির জন্ম নিবাসের চিত্রদ্বয় সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট মরক্কোয় বাঁধা। মূল্য ২৫৲।

আমার নিকট প্রাপ্তব্য শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২৷৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷৹
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৷৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	৷৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	৷৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান	৵৹
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা	৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজে ভাল বাঁধা)	৬৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸৹
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৵৹
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷৹
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷৹
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৵৹
ব্রহ্মোপাসনা	৵৹
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵৹
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৵৹
পরলোক ও মুক্তি	৵৹
দশোপদেশ	৷৷৹
মাঘোৎসব	৷৷৹
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৵৹
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	৷৹
ধর্ম্মশিক্ষা	৵৹
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৷৹
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৵৹
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (৯ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ঐ (ভাল বাঁধা)	১৷৹
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷৹

	মূল্য।
A Discourse against Hero-making in Religion	R.A.P. R.A.P. 12
Hindoo Theism	" 1
Theist's Prayer Book	" 1
Tuhfátal Muwahhiddin	" 4
Doctrine of Christian Resurrection	" 2
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	৷৹
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৷৹
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৷৷৹
সঙ্গীতমঞ্জরী	৵৹
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ ঐ	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	৷৹
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	৵৹
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	৵৹
বৃদ্ধহিন্দুর আশা	৵৹
তাম্বূলোপহার ২য় ভাগ	৵৹
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj }	R. A. P. R.A.P. " 4
Brahmic Quest. of the Day	" 1
Brahmic Advice, Caution and Help	" 2
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2
Adi B. Samaj as a Church	" 3
A Reply to the Query "What is Brahmoism?	" 1
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1
Science of Religion	" 4
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	৷৷৹
তত্ত্ববিদ্যা	১৷৷৹
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৵৹
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৵৹
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৵৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১৷৷৹
উদ্গীথা	৷৹
ধর্ম্মমালা	৵১৹
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১৲

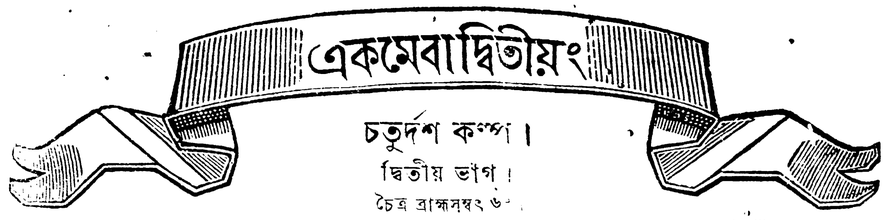

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

বিষয়।			পৃষ্ঠা
ভক্তি ও ভক্তি (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	...	...	১৭৯
[illegible] মতের সমালোচনা (শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	১৮২
উপনিষদ্ ও স্বামী বিবেকানন্দ (শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	১৮৮
[illegible]বতারের অভিব্যক্তি (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	...	১৯১
[illegible] (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	...	১৯২

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৩। কলিগতাব্দ ৪৯৯৭। ১ চৈত্র শনিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৷৵৹। ডাক মাশুল ৷৵৹ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

নূতন পুস্তক নূতন পুস্তক।

ব্রহ্মসঙ্গীত

(একাদশ সংস্করণ)

(প্রথম ভাগ হইতে নবম ভাগ পর্য্যন্ত)

আদি ব্রাহ্মসমাজে, ইহার স্থাপনাবধি এযাবৎ যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়াছে, সে সকলই ইহাতে আছে। ইহাতে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রায় সকল গুলিই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের কলেবর পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা অন্যূন পাঁচ ফর্ম্মা বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য কিন্তু পূর্ব্ববৎ ১৲ এক টাকা মাত্রই রহিল। ভাল বাঁধা ১৷৹ এক টাকা চারি আনা।

এই পুস্তক প্রত্যেক ব্যক্তির এক একখানি ক্রয় করা উচিত। ইহাতে বিবিধ রাগ রাগিণীর সমাবেশ থাকায় সঙ্গীতজ্ঞের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে এবং জ্বলন্ত ধর্ম্মচ্ছায়া বিদ্যমান থাকায় ধর্ম্মপিপাসুর প্রাণ শীতল হইবে। অধিক বলা বাহুল্য।

এই পুস্তক নিম্নের ঠিকানায় আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

৫৫ অপার চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ
যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রতিমূর্ত্তি সমেত

রবীন্দ্র বাবুর কাব্য গ্রন্থাবলী

প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে "কৈশোরক," "ভানুসিংহ," "বাল্মীকি প্রতিভা," "সন্ধ্যা সঙ্গীত," "প্রভাত সঙ্গীত," "প্রকৃতির প্রতিশোধ," "ছবি ও গান," "কড়ি ও কোমল," "মায়ার খেলা," "মানসী," "রাজা ও রাণী," "বিসর্জ্জন," "সোণার তরী," "চিত্রাঙ্গদা," "বিদায়-অভিশাপ," "চিত্রা," "মালিনী" নাটক, "চৈতালি," "গানের বহি," "অনুবাদ,"—এই কুড়ি খানি কাব্য মুদ্রিত হইয়াছে। আকার ডিমাই অকটেভো, ১২২ ফর্ম্মা এই গ্রন্থাবলী তিন প্রকার সংস্করণে বাহির হইতেছে।

সুলভ সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর আধুনিক একখানি প্রতিমূর্ত্তি আছে, কাগজের বাঁধা, মূল্য ৬৲।

মধ্যম সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর বিলাতে "কৈশোরক" রচনা কালের, অভিনয় সময়ের "বাল্মীকি" ও "রঘুপতি" সাজের ও আধুনিক—এই চারি খানি ছবি, এবং স্বহস্তাক্ষরে লিখিত একটি নূতন কবিতা সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১০৲।

উৎকৃষ্ট সংস্করণ—ইহাতে উল্লিখিত ছবি ও হস্তাক্ষর ব্যতীত কবির পদ্মা-তীরস্থ তরিপ্রবাস ও কবির জন্ম নিবাসের চিত্রদ্বয় সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট মরক্কোয় বাঁধা। মূল্য ২৫৲।

আমার নিকট প্রাপ্তব্য শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
চৈত্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৪৪ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮১৮ শক, ৯ই পৌষ বুধবার।

জ্ঞান ও ভক্তি।

একদা এক রাজা কোন তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পরমেশ্বর কি বস্তু আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, মহারাজ! ইহা আলোচনা করিবার জন্য অগ্রে আপনি আমাকে একদিন সময় দিন, পরে আমি বিবেচনা করিয়া উত্তর দিব। এক দিন গত হইল, তিনি রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! দুই দিন সময় দিন, দুই দিন গত হইল। প্রকৃত উত্তর স্থির করিতে না পারিয়া, ক্রমশঃ দ্বিগুণ চতুর্গুণ করিয়া সময় লইতে লাগিলেন। উত্তর আর স্থির হয় না। যত চিন্তা করেন, তত আরো চিন্তার সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন, কূল কিনারা কিছুই পাইলেন না। মীমাংসা আর কিছুতেই হইল না।

বাস্তবিকই পরমেশ্বর অগম্য অপার! এই খানেই বেদের সেই কথা মনে পড়িয়া যায়, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। এই খানেই আত্মা বলিয়া উঠে অন্ত কোথা তাঁর—অন্ত কোথা তাঁর! তথাপি আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি না—কিছুতেই নিরাশ হই না। নদী যেমন চলিতে চলিতে বাধা পাইলে আরো বেগে উল্লম্ফন করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, আমরাও তখন তেমনি দ্বিগুণ তেজে তাঁর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। জ্ঞানীগণ যোগযুক্ত হইয়া যাহা যাহা ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লাভ করিয়াছেন, আমরা তাহার আলোচনা করি, তাঁহার স্বহস্ত-রচিত প্রকৃতি-পুস্তক পাঠ করি, তাঁহার নিকট হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার স্বরূপ বিদিত হইবার জন্য প্রার্থনা করি। এই রূপে তাঁহাকে জানিবার জন্য ব্যাকুল হই—অস্থির হই। জ্ঞানীগণের উপদেশে প্রাপ্ত হই, আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে অনুসন্ধান কর—ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। আমরা তাহাই করি। আমরা শান্ত সমাহিত ও ধ্যানযুক্ত হইয়া শরীরের মধ্যে তেজোময় আত্মাকে বহু আয়াসে উপ-

লব্ধি করি। দেখি, যে আত্মা জ্ঞান ভক্তি স্নেহ প্রেম দয়া প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গুণ ও শক্তিতে বিভূষিত রহিয়াছে। তখন ভাবি এ সকল গুণ ও শক্তি কোথা হইতে আইল, ইহাদের কি কোন মূল নাই? তখন আত্মার যিনি আশ্রয় তাঁর ইঙ্গিতেই বুঝিতে পারি, যিনি সকল জগতের মূল তিনিই এই সকলের মূল। তাঁহার যে সকল গুণ ও শক্তি অনন্ত পরিমাণে আছে আমাদিগকে এ অবস্থায় তাহাদের কতকগুলি অতি অল্প মাত্রায় দিয়াছেন। এই প্রকারে আত্মা হইতেই আমরা পরমাত্মার আভাস মাত্র এখানে প্রাপ্ত হই। তথাপি মন প্রবোধ মানে না। আরো জানিতে ইচ্ছা হয়। "যত জানি তত জানিনে"। আশা আর কিছুতেই মিটে না। ক্ষুধার আর কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না।—এ দিকে আমাদের যত গ্রহণ করিবার শক্তি হয়, তিনি তত আত্মস্বরূপ আমাদের নিকট অল্পে অল্পে প্রকাশ করেন। মাতা যেমন বালককে সহজে মাতৃভাষা স্নেহের সহিত শিক্ষা দেন, সেই ত্রিলোকজননীও তেমনি আমাদিগকে তাঁহার স্বরূপের জ্ঞান শিক্ষা দেন। এ শিক্ষার শেষ কোথায়? অনন্তকালেও ইহার শেষ হইবে না। অনন্তকালেও এ শিক্ষাজনিত আনন্দের ক্ষয় হয় না। প্রত্যুত দিন দিন বৃদ্ধিই হইতে থাকে। এই জ্ঞানের স্রোত অনন্তের দিকেই চলিতে থাকে।

পশু পক্ষীদিগের মনের বিষয় একবার আলোচনা করিয়া দেখ, নিতান্ত পরিমিত কালের মধ্যে তাহাদের মন যতটুকু বিকসিত হইবার তাহা হয়, পরে আর দশ হাজার বৎসর জীবিত থাকিলেও তাহার উপর আর কিছুই হয় না। জীবদ্দশাতেই তাহাদের মনের উন্নতির একটি শেষ সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু মনুষ্যের সে রূপ কিছু নাই। ইহাতেই বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হয়, আত্মার জ্ঞানোন্নতির পথ ঈশ্বর চিরকালের জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। আলোচনা, অন্তর্দৃষ্টি ও সাধনা দ্বারা আমাদের ঈশ্বর-জ্ঞান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে পারে বটে, কিন্তু ভক্তিশূন্য শুষ্ক জ্ঞানে কি ফলোদয়? জ্ঞান যদি ভক্তির সহিত মিলিত না হয়, তবে সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান ভক্তির উদ্দীপক কেন না হইবে?

দয়াময় ঈশ্বর এই দুইকে পরস্পর সাপেক্ষ করিয়া দিয়াছেন। জ্ঞান ভক্তির উদ্দীপন করে, ভক্তি আবার জ্ঞানকে পোষণ করে। কিন্তু ঈশ্বর কৃপা করিয়া মনুষ্য-হৃদয়ে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকে আরো অধিকতর তেজস্বিনী করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য যদি তাহা অবহেলায় শিক্ষা ও সংসর্গদোষে হারায়, তবে সে কাহার দোষ? ভক্তি যে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা জ্ঞানীগণ প্রমাণ করিয়াছেন। হস্তী প্রভৃতি পশুদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে, মানবীয় জ্ঞানের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাণিতত্ত্ব পাঠ করিলে, ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। আমি পুরাবৃত্ত হইতেই একটি দৃষ্টান্ত বিবৃত করিতেছি। যখন পুরুরাজের সহিত সেকেন্দার সার পঞ্জাবে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল, তখন পুরুরাজ শত শত বাণাঘাতে অস্থির হইয়া তাঁহার প্রকাণ্ডকায় শ্বেতহস্তী হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হস্তী তাহা দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল, এবং অত্যন্ত স্নেহের সহিত সাবধানে সেই সকল বাণ তাঁহার শরীর হইতে উন্মোচন করিয়া দিল। ইহাতেই জানা যায়, হস্তীরও

মানবীয় জ্ঞানের ছায়া আছে। কিন্তু কোন্ পশুতে কোন্ কালে ঈশ্বর-ভক্তির রেখা মাত্র এ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছে? ঈশ্বর মনুষ্যকেই কেবল ইহা কৃপা করিয়া দিয়াছেন।

এমন যে ভক্তি, যাহা ভিন্ন ঈশ্বরের পূজা হইতেই পারে না, আমরা কি তদ্বিরহিত হইয়া পশুর সমান জীবন ধারণ করিব? মনুষ্যজন্ম পাইয়া তাঁহার পূজা করিতে পারিব না? জ্ঞানযোগে তাঁহার স্বরূপের বিষয় আলোচনা করিলাম, কিন্তু ভক্তিযোগে তাঁহার আরাধনা করিলাম না। অমৃত-হ্রদ অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম, কিন্তু অমৃত পান করিলাম না। এ কি দুর্ভাগ্য কি বিপত্তি! এ প্রকার দুর্ভাগ্য যেন কাহাকেও ভোগ করিতে না হয়! ভক্তির গতি বিদ্যুতের ন্যায়। সে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মাকে তাহার অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বরের নিকট ত্বরিত বেগে লইয়া যায়। সে সকল বাধা সকল বিঘ্ন নিমেষ মধ্যেই দূর করিয়া দেয়।

ভক্তি প্রেমাশ্রুর প্রস্রবণ। এই প্রস্রবণ হইতেই সেই স্বর্গীয় বারি উৎসারিত হইতে থাকে। এই জলে স্নান করিয়া সাধক যেমন শীতল হন, কৃতার্থ হন, এমন আর কিছুতেই হন না। ঈশ্বরের আবির্ভাব সাধকের যে সর্ব্বস্ব, ভক্তিই তাহার কারণ। ঈশ্বরের স্পর্শসুখে সুখী হওয়া, তাঁহাতে ডুবিয়া আত্মহারা হওয়া, কি এক বাক্যাতীত আনন্দে আনন্দিত হওয়া, ভক্তি ভিন্ন কিছুতেই হইতে পারে না। তখন সাধক হৃদয়-মন্দিরে অনবরতই শুনিতে পান, "ভক্তিযোগে ডাক্‌লে পরে থাক্‌তে পারি কৈ"। সে কার কথা? সে আমাদের করুণাময়ী মাতার কথা। 'সে কথা যে সে শুনিতে পায় না। যে তাঁর পদতলে চির অবনত—যে তাঁহার চরণের রেণু হইয়া অনুক্ষণ সংলগ্ন রহিয়াছে; যে আপনাকে তাঁর নিকটে বলিদান দিয়াছে, যে আপনার মান আপনার সুখ আপনার ধন জন জীবন সকলই তাঁহাতে অর্পণ করিয়াছে, যে আপনার আমিত্ব তাঁহাতে হারাইয়াছে, যে জানে, ঈশ্বর ভিন্ন তাহার গতি নাই, সেই কেবল সেই অমৃতময় দৈব-বাণী শুনিতে পায়।

এমন শুভ দিন কবে উপস্থিত হইবে, যখন আমাদের সংসার ভক্তির স্বর্গীয় জ্যোতিতে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে! ইহার কি কোন উপায় নাই? অবশ্যই আছে। ঈশ্বর সকলের অন্তরেই ত এই স্বর্গীয় ভক্তির অগ্নি-কণা দিয়াছেন। ইহা প্রচ্ছন্ন ভাবে সকলেরই হৃদয়ে আছে। বালকদিগের কোমল অন্তঃকরণে যদি ইহা প্রথম বয়সে উদ্দীপন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহা একবারে কখনই নষ্ট হইতে পারে না। অনলকে কি বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিতে পারা যায়? সেইরূপ এই ভক্তি হৃদয়ে একবার উদ্দীপ্ত হইলে, কিছুতেই নষ্ট হইতে পারে না। যদিও ইহা যৌবনসুলভ মোহ ও প্রলোভনে প্রচ্ছন্ন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞান, বিবেকশক্তি, উপযুক্ত বয়স বা বিপত্তি উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার ইহা দ্বিগুণ তেজে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সংসারের মধ্যে যিনি নেতা বা পিতা তাঁরই কর্ত্তব্য যে ভক্তিমান্ হইয়া দিনান্তে নিশান্তে ঈশ্বরের পূজায় নিযুক্ত থাকেন। পিতার মুখমণ্ডলবিনির্গত ব্রহ্মতেজের শক্তিই স্বতন্ত্র! তদ্দর্শনে পুত্র পৌত্রগণ কি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে? এইরূপেই বালকদিগের ভক্তি শিক্ষা হয়,

এইরূপেই সংসার সোণার সংসার হয়, এই রূপেই ভক্তিকে সংসারে আবদ্ধ করিতে পারা যায়, এই রূপেই সংসার স্বর্গীয় পারিজাত কুসুমের সুগন্ধে আমোদিত হইয়া থাকে।

এস, আমরা ভগবানের চরণে ভক্তি-যোগে অবনত হই। যাহাতে জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়-উদ্যানে প্রস্ফুটিত হয়, তাহার জন্য করযোড়ে প্রার্থনা করি। যদি ভক্তি-যোগে জীবন থাকিতে তাঁর পূজা করিতে না পারি, যদি "তাঁর চরণসরোজে প্রাণ মধুপ চিরমগ্ন না রয়" তবে এ জীবনে এ প্রাণে কি প্রয়োজন? কোন ব্যক্তি এক-জন সাধককে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, 'আপনি কেমন আছেন, সাধক বিনয়ের সহিত বলিলেন ঈশ্বরের খাই, আর শয়-তানের আজ্ঞা পালন করি। আমরা যেন একথার অর্থ অবধারণ করিতে পারি। যাঁহা হইতে জীবন যৌবন সুখসৌভাগ্য সকলি পাইয়াছি, যিনি অন্নদাতা জ্ঞান-দাতা, তাঁহাকে যেন না ভুলি। তাঁহার স্মরণেই জীবন, বিস্মরণেই মৃত্যু। এই কথা যেন অনুক্ষণ মনে জাগ্রত থাকে। এস ভক্তিযোগে তাঁর পাদপদ্ম পূজা করিতে করিতে তাঁহাকে বলি,

"কি সুখ জীবনে মম,ও হে নাথ দয়াময় হে।
যদি চরণ সরোজে প্রাণ-মধুপ, চিরমগন না রহে হে॥
অগণন ধনরাশি, তার কি বা ফলোদয় হে।
যদি লভিবে সে ধন, পরম রতনে, যতন না করয় হে॥
সুকুমার কুমার মুখ, দেখিতে না চাই হে।
যদি সে চাঁদ বয়ানে, তব প্রেম মুখ, দেখিতে না পাইহে॥
কি ছার শশাঙ্কজ্যোতি,দেখি আঁধারময় হে।
যদি সে চাঁদ প্রকাশে, তব প্রেমচাঁদ, নাহি হয় উদয় হে॥
সতীর পবিত্র প্রেম, তাও মলিনতাময় হে।
যদি সে প্রেমকণাতে, তব প্রেম-মণি, নাহি জড়িত রয় হে॥
তীক্ষ্ণ বিষব্যাল সম, সতত দংশয় হে।
যদি মোহ পরমাদে, নাথ! তোমাতে ঘটায় সংশয় হে॥
কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায় হে।
তুমি আমার হৃদয়মণি, আনন্দ নিলয় হে॥"

হে দেব! ভক্তি প্রণোদিত হইয়া এই প্রেমের গান আমরা তোমার চরণে উপ-হার দিলাম, তুমি আমাদিগের আত্মাকে ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিতে সমুজ্জ্বল কর! এই তোমার নিকট প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অদ্বৈত মতের সমালোচনা।*

আমাদের দেশের দার্শনিক সম্প্রদায়-দিগের মধ্যে অনেক কাল হইতে অদ্বৈত-বাদ একাধিপত্য করিতেছে। সম্প্রতি আবার অবিদ্যাবাদ (agnosticism) নামক ঠিক্ তাহার বিপরীত কোটি (ইংরাজিতে যাহাকে বলে (opposite pole) তাহা নব্য কৃত-বিদ্য সমাজে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিতেছে। আমি সত্যের অন্বেষণে চলিয়াছি;—অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাও-যাই জীবের পরম পুরুষার্থ। অবিদ্যা-বাদী (agnostic) বলিতেছেন পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন-যাত্রা সুনির্ব্বাহ করাই জীবের পরম পুরুষার্থ। উভয়ই শ্রদ্ধেয় প্রবীণ পথপ্রদর্শক। কাহার কথা শুনিয়া কোন্ পথে চলিব? পৃথিবীর কেন্দ্রানুগ বিচেষ্টা (অর্থাৎ centripetal tendency) পৃথি-

* ভক্তিভাজন সম্পাদক কর্ত্তৃক চৈতন্য লাই-ব্রেরি সম্পর্কীয় সভার ১৮১৮ শক ২৮ অগ্রহায়ণের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

বীকে সূর্য্যে বিলীন হইবার দিকে টানি-তেছে; তাহার কেন্দ্রাতিগ বিচেষ্টা (centri-fugal tendency) তাহাকে সূর্য্যের সহিত একেবারেই সম্বন্ধরহিত করিবার দিকে প্রধাবিত করিতেছে। পৃথিবী কাহার কথা শুনিবে? কেন্দ্রানুগের কথা শুনিয়া সূর্য্যে বিলীন হইয়া যাইবে? না কেন্দ্রাতিগের কথা শুনিয়া দূরতর আকাশে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে? এরূপ অবস্থায় পৃথিবী কি করে? পৃথিবী বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই কথা এক সঙ্গে শিরোধার্য্য করিয়া সূর্য্যকে প্রদ-ক্ষিণ করে;—আর সেই সূত্রে সূর্য্য হইতে জ্যোতি এবং জীবন পাইয়া ক্রমশই নব নব শ্রী সৌন্দর্য্য এবং কল্যাণে সমৃদ্ধ হ-ইতে থাকে। আমাদেরও এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সত্যের পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া—অদ্বৈতবাদের প্রদর্শিত একদিক্-ঘেঁসা সত্যের স্রোতে অথবা অবিদ্যা-বাদীর প্রদর্শিত আর-একদিক্ ঘেঁসা সত্যের স্রোতে হাল ছাড়িয়া দিয়া ভাসিয়া চলিলে জনসমাজের পদে পদে দুর্গতি আশঙ্কনীয়। যদি দুর্গতির আশঙ্কা না থাকিত—বাদী অথবা প্রতিবাদীর এক-দিক্ ঘেঁসা সত্য শিরোধার্য্য করিয়া চ-লিলে জন-সমাজের যদি তাহাতে অবনতি না হইয়া উন্নতি হইত, তবে বর্ত্তমান সমা-লোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আমার কোনো আবশ্যকতা ছিল না। বিশেষতঃ এ সভায় —যেখানে দুই তিন মাস অন্তর সুযোগ্য বিদ্বান্ মহোদয়েরা লোকহিত-ভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধ পাঠ এবং বক্তৃতা উদীরণ করিয়া শ্রোতৃ-বর্গকে মোহিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মোহ বিনাশ করেন—এসভায় আমি যদি আজ অনর্থক কতকগুলা সাম্প্র-দায়িক বাদ-বিতণ্ডা, লোকে যাহাকে বলে ঢেঁকির কচকচি, তাহা উত্থাপন করিয়া শ্রোতৃবর্গের কাণ ঝালাফালা করি, তবে তাঁহাদের সৌজন্য এবং সহিষ্ণুতাকে কঠিন পরীক্ষার দায়ে ফেলিয়া তাঁহাদের নিকট আমি মহা অপরাধী হইব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু একদিকে যখন দেখি যে, অদ্বৈতমত নিরীহ ভারতের লোক-দিগের হৃদয়ের রস কস উৎসাহ উদ্যম শোষণ করিয়া তাহাদিগকে ভাল মন্দ সমস্ত বিষয়ে উদাসীন করিয়া গড়িয়া তোলে; তেমনি আর একদিকে যখন দেখি যে, অবিদ্যাবাদ মনুষ্যের অনন্ত উন্নতি-স্পৃহাকে পদতলে দলিয়া ধূলি-রাশিতে পরিণত করে; তখন আমি এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হই না যে, ঐরূপ লোকপ্রচলিত দার্শনিক অতিবাদ-সক-লের সত্যাসত্য কতদূর তাহা তলাইয়া দেখা দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এইরূপ কর্ত্তব্য-বোধের বর্ম্মে আবৃত হইয়া আমি আজ আপনাদের স-হিত অদ্বৈতমতের সমালোচনায় সাহস পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছি।

মূল সত্য এক বই দুই নহে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সত্যের এইরূপ মৌলিক একত্ব আমরা কোথা হইতে প্রাপ্ত হই? তাহার চাবি আমাদের প্রতি জনের গাঁটে রহিয়াছে;—কি? না আত্মা। আপ-নাকে কেহই একছাড়া দুই বলিয়া জা-নিতে পারে না। আমরা আপন আত্মার আদর্শ অনুসারে অন্যের আত্মার একত্ব উপলব্ধি করি; আর, তাহারই আদর্শ অনুসারে আমরা পরমাত্মার অসীম দেশ-কালব্যাপী মহান্ একত্ব উপলব্ধি করি। পরমাত্মার একত্ব এক দিকে যেমন আ-মরা আত্মা দ্বারা উপলব্ধি করি, আর একদিকে তেমনি ইন্দ্রিয়-দ্বারা সর্ব্বত্রই তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হই। আমরা

দেখি যে সজাতীয় বিজাতীয় সমস্ত জীব-জন্তু এক ছাঁচে গঠিত; সজাতীয় বিজাতীয় সমস্ত উদ্ভিদ এক ছাঁচে গঠিত। দেখি যে, উদ্ভিদ্ এবং জীব উভয়-শ্রেণীই একই প্রকার কতকগুলি মূল নিয়মের অধীনে জন্মগ্রহণ করে, বর্দ্ধিত হয়, বিকসিত হয় এবং বিলীন হয়। তাহার আরো নিম্নে তলাইয়া দেখি যে, উদ্ভিদের বীজ যেমন গোলাকৃতি, জীবের অণ্ড তেমনি গোলাকৃতি, পৃথিবী গ্রহ চন্দ্রাদি বৃহদায়তন জড়-পিণ্ড-সকল তেমনি গোলাকৃতি;—জড় উদ্ভিদ্ এবং জীবের আদিম উপাদান একই ছাঁচে গঠিত। আরো এই দেখি যে, জীবশরীরের সারভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত-গোলিকার চক্রাকৃতি নাড়ীপথ, এবং আকাশগামী গ্রহচন্দ্রাদির অনাবৃত গতিপথ একই ছাঁচে গঠিত। আকাশে এ যেমন একত্বের চক্রানুচক্র সর্ব্বত্রই ঘূর্ণায়মান দেখি, কালেও তাহাই দেখি; দেখি যে, বৎসরের দুই পক্ষ উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন, মাসের দুই পক্ষ শুক্ল কৃষ্ণ, দিনের দুই পক্ষ অহোরাত্র, ক্ষণের দুই পক্ষ নিশ্বাস-কাল প্রশ্বাস-কাল সকলই একই ছন্দে ঘূর্ণায়মান। এইরূপ যখন দেখি যে, অসীম দেশ-কালের সমস্ত ঘটনা একই অপরিমেয় মহান্ কুলাল চক্রে পরিগঠিত হইতেছে, তখন আমাদের মনের অভ্যন্তরে আপনা হইতেই ধ্বনিত হইয়া উঠে—একমেবাদ্বিতীয়ং। কিন্তু ইন্দ্রিয়-মনের দ্বার দিয়া আমরা নূতন কিছুই দেখি না—আত্মা দ্বারা যাহা দেখিয়াছিলাম তাহারই প্রতিবিম্ব দেখি। আমার আত্মার আদর্শ অনুসারে আমি যেমন তোমার আত্মার একত্ব স্থিররূপে উপলব্ধি করি, তাহারই আদর্শ অনুসারে তেমনিই স্থিররূপে সর্ব্ব-জগদ্ব্যাপী মহান্ আত্মার একত্ব উপলব্ধি করি। আবার, আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা তোমার কার্য্যাদি দর্শনে আমি যেমন তোমার আত্মার একত্বের পোষকতা পাই, তেমনি জগৎকার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা পরমাত্মার মহান্ একত্বের পোষকতা পাই। ইহা ব্যতীত, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ দৃষ্টিতে দেখেন যে, সমস্ত সৌর জগৎ একসময়ে সূর্য্যের সহিত একীভূত ছিল; সূর্য্য অন্তর-তর দ্বিতীয় সূর্য্যের সহিত একীভূত ছিল; দ্বিতীয় সূর্য্য আরো অন্তরতর তৃতীয় সূর্য্যের সহিত একীভূত ছিল;—এইরূপ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কোন্ আদিকালে অন্তর হইতে অন্তরে কোথায় প্রবিষ্ট ছিল তাহার বাষ্পেরও সন্ধান কেহই বলিতে পারে না। আবার, আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা বৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন (যাঁহারা সাঁতার জানেন তাঁহাদের সোলা আবশ্যক হয় না, তেমনি তাঁহাদের দূরবীক্ষণ আবশ্যক হয় নাই—নিছক ধ্যান-দৃষ্টিতে দেখিয়া ছিলেন) যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম সূর্য্যে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একীভূত ছিল। সে সূর্য্য জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতা পরমেশ্বরের ঐশী শক্তি। সে শক্তি কল্পনা-চক্ষে দেখিতে গেলে এমনি সূক্ষ্ম যে, "নাসদাসীৎ ন সদাসীৎ" "সদসদ্ভ্যাং অনির্ব্বচনীয়া" তাহা আছে কি নাই তাহা ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারা যায় না;—কিন্তু জ্ঞান-চক্ষে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা যেমন মহা সূক্ষ্ম তেমনি তাহা মহা পরাক্রম-শালী;—তাহা অনির্ব্বচনীয় গম্ভীর অন্তঃসারে পরিপূর্ণ;—তাহার ভিতরে জ্ঞান জাগিতেছে—প্রেম জাগিতেছে—ন্যায় জাগিতেছে—করুণা

জাগিতেছে, অপরিসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং তাহাতে যাহা কিছু হইয়াছে, হইতেছে, এবং হইবে, সমস্তই তাহার অন্তর্ভূত। আমাদের দেশের কোন পুরাতন মহর্ষি পরমাত্মার অতলস্পর্শ গভীর এবং অপরিমেয় মহান্ একমেবাদ্বিতীয়ং ভাব ধ্যানে উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন যে, সৃষ্টি যখন হয় নাই,—যখন আর কিছুই ছিল না—মহা এক অন্ধকারের অভ্যন্তরে অন্ধকার নিগূঢ় ছিল—তখন "আণীদবাতং" একাকী পরমাত্মার বায়ুবিহীন নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছিল। বায়ু-বিহীন নিশ্বাস-প্রশ্বাস কবিতার পরাকাষ্ঠা কিন্তু তাহা কবিতা-মাত্র নহে—তাহা অনির্ব্বচনীয় গভীর সত্য। মহাদেবের যোগাবস্থার বর্ণনা-কালে মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন

"অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহং
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং"

বৃষ্টির উপক্রম হয় নাই এমন জলদ-জাল, তরঙ্গ উঠে নাই এমন মহাসাগর;—মনে কর বর্ষার প্রারম্ভে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন;—বৃষ্টির সমস্ত জোগাড় হইয়াছে কেবল তাহার পতন-মাত্র অবশিষ্ট; সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গের সমস্ত পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখা দিয়াছে—কিন্তু সমুদ্র এখন স্থির। বৃষ্টি হয়-হয়—কিন্তু এখনো হয় নাই; বৃষ্টির পতন এইরূপ হয় এবং নয়ের মধ্যে দোলায়মান। কারণকে আশ্রয় করিয়া থাকা এবং কার্য্যে অভিব্যক্ত হওয়া এই দুয়ের মধ্যে কার্য্যোৎপাদিকা-শক্তির এই যে দোলায়মান ভাব—ইহাই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত উপমেয়। কঠিন প্রস্তরের মধ্যেও আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তির নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে, আর, তাহারই অদৃশ্য প্রভাবে সেই প্রস্তরের ক্রোড়-স্থিত বৃক্ষবীজ হইতে অঙ্কুর নিঃসিত হইয়া উঠিতেছে। 'আণীদবাতং' "বায়ুবিহীন নিশ্বাস-প্রশ্বাস" এই পুরাতন ঋষিবাক্যটির অভ্যন্তরে কি অকথিত মহা-পুরাণ জাগিতেছে—যাঁহার কবির কর্ণ তিনিই তাহা শুনিতে পা'ন। পরমাত্মার এইরূপ অসীম-শক্তি-পরিপূর্ণ গম্ভীর একত্ব যাহা বেদোপনিষদে বহুধা গীত হইয়াছে, আমাদের দেশীয় ভাষায় তাহার নাম সগুণ একত্ব এবং জর্ম্মাণ দেশীয় সুবিখ্যাত দর্শনকার কাণ্টের ভাষায় তাহার নাম Synthetic unity। গুণ-শব্দের মুখ্য অর্থ রজ্জু;—ঈশ্বরের ঐশী শক্তি সমস্ত-জগতের বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে

"স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়"

লোকভঙ্গ নিবারণার্থে ঈশ্বর সেতু-স্বরূপে (অর্থাৎ বাঁধের মতন) সমস্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সমস্ত জগতের বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ ঈশ্বরের ঐশীশক্তি আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের মতানুসারে তিন অবয়বে বিভক্ত—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ। যেমন জড়ত্ব এবং জড়তা এ দুই শব্দের অবিকল একই অর্থ—সত্ত্ব এবং সত্তা এ দুই শব্দেরও তাই। কালে যাহার পরিবর্ত্তন হয় না, যাহা চিরকাল যাহা আছে তাহাই আছে, তাহারই নাম সৎ অর্থাৎ নিত্য সত্য। সেই সৎকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু কালে প্রকাশিত হয়, তাহাতে সেই সতের স্থায়িত্ব লক্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তে বলিয়া আমরা বলি যে তাহার সত্তা আছে অথবা সত্ত্ব আছে। সৎ অপরিবর্ত্তনীয় কিন্তু সৎকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু আবির্ভূত হয় তাহা পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাতে সতের প্রকাশও আছে—সত্ত্বও আছে, প্রকাশের প্রতিবন্ধকও আছে—তমোও আছে, এবং প্রতি

বন্ধক অতিক্রম করিবার চেষ্টাও আছে—রজোও আছে। মুকুলেতে পুষ্পের ভাব কতক অংশে প্রকাশ পাইতেছে যেমন—তেমনি প্রকাশের প্রতিবন্ধকও বর্ত্তমান আছে, আর, সেই সঙ্গে প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টাও বর্ত্তমান আছে; কেন না প্রকাশের যদি প্রতিবন্ধক না থাকিত তবে মুকুল এক মুহূর্ত্তেই পূর্ণ-বিকসিত পুষ্প হইয়া উঠিত; আর, যদি সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা না থাকিত তবে মুকুল অল্পে অল্পে বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে পারিত না। মুকুলেতে পুষ্পের ভাব যাহা কিয়দংশে প্রকাশ পাইতেছে, সেই প্রকাশের ভাবই সত্ত্বগুণ, সেই প্রকাশের প্রতিবন্ধক যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে তাহাই তমোগুণ; আর, সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে তাহাই রজোগুণ। এ যাহা আমি বলিতেছি ইহা আমার ঘর-গড়া কথা নহে। আমাদের দেশের পুরাণ তন্ত্র দর্শন সকলেই আমার ঐ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া একবাক্যে বলিয়াছেন যে, সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক, রজোগুণ চেষ্টাত্মক; আর, তমোগুণ যে প্রকাশের প্রতিবন্ধক তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। শাস্ত্রে দুইরূপ কথা আছে; এক রূপ কথা ঐ যাহা বলিলাম,—কি? না সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক, রজোগুণ চেষ্টাত্মক, তমোগুণ প্রতিবন্ধকতাত্মক। আর একরূপ কথা এই যে, সত্ত্বগুণ সুখাত্মক, রজোগুণ দুঃখাত্মক, তমোগুণ বিষাদাত্মক অর্থাৎ অবসাদাত্মক। এ দুইরূপ কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা দুই কথা নহে—তাহা একই কথার এপিট ওপিট। মনে কর এক জন কবির মনোমধ্যে একটি ভাবের উদয় হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহা হাতে কলমে প্রকাশ করিতে না পারিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। প্রকাশের প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে বিষাদের এইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। অতঃপর মনে কর যে, কবি সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া তাঁহার মনের ভাব কায়ক্লেশে প্রকাশ করিতেছেন। ইহা একটি কষ্টকর ব্যাপার তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার পরে মনে কর যে, তিনি তাঁহার মনের ভাব সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করিয়া সফলমনোরথ হইলেন। ইহাতে তাঁহার কত না আনন্দ হইল! অতএব যাহা প্রকাশাত্মক তাহা সুখাত্মক, যাহা চেষ্টাত্মক তাহা দুঃখাত্মক,যাহা প্রতিবন্ধকতাত্মক তাহা বিষাদাত্মক এ কথা খুবই সত্য। এতদ্ব্যতীত, শাস্ত্রের আর একটি কথা এই যে, সত্ত্বরজ এবং তমোগুণ জগতের আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত; কিন্তু তাহাদের কোনোটি কোথাও অপর দুইটির সঙ্গ ছাড়িয়া একাকী অবস্থিতি করে না; তিন গুণ বিশেষ বিশেষ বস্তুতে এবং এক এক বস্তুর বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ পরিমাণে মিলিয়া মিশিয়া এক সঙ্গে অবস্থিতি করে। জ্ঞানালোকের প্রকাশ—সত্ত্বগুণ—প্রকৃতির নিগূঢ় অন্তরের কথা; সে কথা তিনি জগৎ পুস্তকের গোড়ার অধ্যায়ে অতীব অস্ফুটরূপে ইঙ্গিত করেন মাত্র—শেষের অধ্যায়ে তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলেন। প্রকৃতির সেই যে অন্তরের কথা—সত্ত্বগুণ বা জ্ঞানালোক—প্রস্তর-পাষাণাদিতে তাহার প্রকাশও যেমন অল্প, প্রকাশের চেষ্টাও তেমনি অল্প; এত অল্প যে নাই বলিলেই হয়। প্রস্তর পাষাণাদিতে প্রকাশের প্রতিবন্ধকতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। এই কারণে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রস্তর পাষাণাদি

তমোগুণ-প্রধান। জীবজন্তুতে জ্ঞানালোকের প্রকাশ, আর, সেই প্রকাশের প্রতিবন্ধক, দুয়েরই অপেক্ষা প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। সে চেষ্টার ভীষণ মূর্ত্তি যদি আপনারা দেখিতে চা'ন, তবে Darwin তাহা খুবই বিশদ রূপে দেখাইয়াছেন;—কি? না Struggle for existence সত্তা-লাভের জন্য কোস্তাকুস্তি। তাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুসারে জীবজন্তু অপেক্ষাকৃত রজোগুণ-প্রধান। মনুষ্য নিতান্ত অসভ্য না হইলে জীবিকা-নির্ব্বাহ করাই জীবনের একমাত্র সার কার্য্য মনে করে না—সভ্য-লোক মাত্রই জ্ঞান ধর্ম্ম সদ্ভাব এবং সদালাপের চর্চ্চা করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করাকেই জীবনের প্রধানতম কার্য্য মনে করেন। মনুষ্য-মণ্ডলীতে জ্ঞানালোকের এইরূপ প্রকাশাধিক্য দেখিয়াই শাস্ত্রকারেরা মনুষ্যকে অপেক্ষাকৃত সত্ত্বগুণ-প্রধান বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। সত্ত্ব রজো এবং তমোগুণ ব্যক্ত প্রকৃতিতেও যেমন অব্যক্ত প্রকৃতিতেও তেমনি (অর্থাৎ ব্যক্ত জগতেও যেমন ঐশীশক্তিরূপী অব্যক্ত জগতেও তেমনি) এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থিতি করে। নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শনের মতে মূল প্রকৃতি এবং সেশ্বর দর্শনাদির মতে ঐশীশক্তি জগতের বীজ স্বরূপ। বীজেতে বৃক্ষের প্রকাশ, প্রকাশের প্রতিবন্ধক, এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা তিনই বর্ত্তমান আছে—অথচ তিনই অনভিব্যক্ত; মূল প্রকৃতিতে সেইরূপ জগতের প্রকাশ, প্রকাশের প্রতিবন্ধক, এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা তিনই অন্তর্ভূত রহিয়াছে—কেবল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃ কোনোটি প্রবল হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। তিন গুণের মধ্যে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা তেমনি সৌহার্দ্দ। যখন ব্যক্ত তখন তিনই ব্যক্ত—যখন অব্যক্ত তখন তিনই অব্যক্ত। যদি রাত্রি ব্যক্ত হয় তবে তাহার পিছনে পিছনে (প্রতিক্রিয়া-সূত্রে reaction সূত্রে) দিনও আসিবে সন্ধ্যাও আসিবে; যদি দিন ব্যক্ত হয় তবে তাহার পিছনে পিছনে রাত্রি আসিবে, সন্ধ্যা আসিবে। যদি সন্ধ্যা ব্যক্ত হয় তবে তাহার পিছনে পিছনে রাত্রি আসিবে দিন আসিবে, যদি ব্যক্ত না হইবার হয় তবে—না রাত্রি, না দিন, না সন্ধ্যা—কেহই ব্যক্ত হইবে না। শাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুসারে সত্ত্বরজস্তমোগুণ, এইরূপ, ব্যক্ত হইবার সময় তিনই ব্যক্ত হয়; অব্যক্ত থাকিবার সময় তিনই মূল প্রকৃতিতে অথবা ঐশীশক্তিতে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিতি করে। আমাদের দেশের বহুতর শাস্ত্র এইরূপ অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মূল প্রকৃতি ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় শক্তির প্রভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে—ঈশ্বরের আদেশে জীবের ভোগ-মুক্তিসাধনের জন্য মূল প্রকৃতি হইতে ত্রিগুণাত্মক জগৎ অভিব্যক্ত হয়। আমাদের দেশের নানা শাস্ত্রের নানা বিরোধী মতের সমন্বয় করিয়া আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা এই ঃ—ভগবদ্গীতায় আছে "একাংশেন স্থিতো জগৎ" ঐশীশক্তির একাংশে ভর করিয়া জগৎ স্থিতি করিতেছে। ঈশ্বর একদিকে যেমন আপনার ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য জগতে প্রকাশ করিতেছেন, আর একদিকে তেমনি প্রকাশের রাস টানিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন;—মহা মহা সিদ্ধ পুরুষদিগের নিকটেও তিনি একেবারে আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ করেন না। ঐশীশক্তির প্রকাশ, অপ্রকাশ, এবং বিচেষ্টা, এই তিন অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই

শাস্ত্রকারেরা তাহাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অন্য আর কিছুই নহে—সে প্রতিবন্ধক তাঁহার আপনারই ইচ্ছা-প্রবর্ত্তিত নিয়ম। তিনি অনিয়মিত রূপে, অযথাকালে, অযথা পাত্রে, আপনার ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না—ইহাই তাঁহার পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক। উপনিষদে আছে "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভঃ সমাভ্যঃ।" যথা কালে, যথা পাত্রে, যেরূপ অর্থ বিধান করা তাঁহার সর্ব্বদর্শী মহাজ্ঞানের সহিত সঙ্গত তিনি সেইরূপ অর্থ সকল বিধান করেন। ত্রিগুণাত্মক শক্তির মূলাধার স্বরূপ ঈশ্বরের এইরূপ সগুণ একত্ব Synthetic unity স্বতন্ত্র, আর, অদ্বৈত মতানুযায়ী জীবব্রহ্মের একত্ব স্বতন্ত্র। শেষোক্ত একত্ব আমাদের দেশীয় ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে তাহার নাম নির্গুণ একত্ব, আর, কাণ্টের ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে তাহার নাম analytic unity। আমি পরে দেখাইব যে, ঈশ্বরের সগুণ একত্ব Synthetic unity যাহা সমস্ত জগতের বন্ধন-স্বরূপ তাহাই সর্ব্বাঙ্গীন সত্য এবং তাহাই সাধকের উপযুক্ত লক্ষ্যস্থান; আর, সেই সঙ্গে দেখাইব যে, নির্গুণ একত্ব analytic unity যাহা রাজ্যহীন রাজার সহিত অথবা আলোক-বিহীন দীপের সহিত উপমেয়, তাহার পদবী উহা অপেক্ষা অনেক নিচু। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে, অদ্বৈতবাদীরা নির্গুণ একত্ব কিরূপে সমর্থন করেন তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা আবশ্যক। ক্রমশঃ

উপনিষদ্ ও স্বামী বিবেকানন্দ।

এই ভারতবর্ষে, পরস্পর-বিরোধী নানা সম্প্রদায় পূর্ব্বেও ছিল—এখনও আছে, কিন্তু দেখা যায়, উপনিষদই তত্ত্বাবতের প্রমাণ-স্থল ও ভিত্তি-ভূমি। তুমি দ্বৈতবাদী হও, অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হও—যে-কোন বাদী হও না কেন, তোমার পশ্চাতে, তোমার পৃষ্ঠপোষক স্বরূপ, কোন্ প্রমাণ—কোন্ শাস্ত্র বিদ্যমান?—উপনিষদ্ই, সেই প্রমাণ—সেই শাস্ত্র। ভারতবর্ষের যে কোন ধর্ম্ম-তন্ত্র উপনিষদের প্রমাণ গ্রাহ্য না করে, তাহা হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে গণ্যই হয় না। বৌদ্ধ-সম্প্রদায় শ্রুতির বশ্যতা স্বীকার করে নাই বলিয়া ভারতভূমি হইতে বিদূরিত হইয়াছিল।

উপনিষদের মধ্যে নানা প্রকার বিরোধী বাক্যের সমাবেশ আছে বলিয়া সহসা প্রতীয়মান হয় বটে—কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই জানা যায়, সেই বিরোধী বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের একটা সূক্ষ্ম স্রোত অন্তঃসলিলে বহমান রহিয়াছে। এই গূঢ়বাহী স্রোতটিকে জনসাধারণের দৃষ্টিপথে আনয়ন করাই অধুনা হিন্দু ধর্ম্মপ্রচারকের প্রধান কর্ত্তব্য।

বেদ সংহিতায়, ঈশ্বরের প্রকাশ জড়জগতে দেদীপ্যমান দেখা যায়, উপনিষদে আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি হয়। জড়জগৎ ঈশ্বরকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিতে পারে না—জড়জগতে যাঁহারা জীবনের মহান্ রহস্য উদ্ভেদ করিতে সচেষ্ট হয়েন, তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হয়। সেই জন্যই আধুনিক জড়বাদী য়ুরোপীয়দিগের চেষ্টা বিফল হইতেছে। উপনিষদ্ তাই বলেন

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ"।

উপনিষদ্ আরও বলেন

"তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যাবাচো বিমুঞ্চথ"।

আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে জানিবে, ইহাই উপনিষদের সার মর্ম্ম ও মুখ্য উপদেশ।

হায়, আমাদের কি দুরবস্থা, এই মহান্ উপদেশ আমরা এখন বিস্মৃত হইয়াছি। বঙ্গদেশের কোন্ ক্ষুদ্র গ্রামে, কোন্ ক্ষুদ্র পল্লীতে, কোন্ একটি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাই হয় তো আজকাল উপনিষদের অপেক্ষা লোকের নিকট সমধিক প্রামাণিক বলিয়া গণ্য। কিন্তু ইহা হিন্দুমাত্রের স্মরণ রাখা উচিত, উপনিষদই আমাদের সকল শাস্ত্রের—সকল দর্শনের প্রমাণ-স্থল। সেই সকল শাস্ত্রের মধ্যে যে অংশ উপনিষদের সহিত মিলিবে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া গ্রাহ্য—যাহা মিলিবে না, তাহাই অশাস্ত্রীয় বলিয়া ত্যজ্য। উপনিষদ্ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ প্রাচীন ঋষিদিগের বাক্য—যদি প্রকৃত হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতে চাও তো এই সকল বাক্য শ্রদ্ধার সহিত—আদরের সহিত গ্রহণ কর।

উপনিষদ্ই একমাত্র সনাতন শাস্ত্র। বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি অন্যান্য দেশের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পুরাণ মাত্র। পুরাণ—কেননা, তাহাতে মহা-প্রলয়ের কাহিনী, রাজাদিগের ইতিহাস, মহাপুরুষদিগের জীবন-বৃত্তান্ত সকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক আমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে, "খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্রই সত্য, কেননা, উহা ঐতিহাসিক", আমি তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলাম, "আমাদের ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম—ঐতিহাসিক ধর্ম্ম নহে—এই জন্যই সত্য"

কি পরিতাপের বিষয়, যাহা শাস্ত্রের শাস্ত্র, শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্র, সেই উপনিষদের প্রতি লোকের এখন আস্থা নাই। এখন বঙ্গদেশে জঘন্য বামাচার প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে। এক্ষণে জঘন্য তন্ত্রগ্রন্থ সকল রাশি রাশি মুদ্রিত হইয়া সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের মনকে কলুষিত করিতেছে, এবং এইরূপ তাহাদিগের মনে ভ্রান্ত সংস্কার জন্মাইয়া দিতেছে যে, ঐ সকল জঘন্য গ্রন্থই বুঝি হিন্দুদিগের প্রকৃত শাস্ত্র। বঙ্গের পিতৃগণ! তোমাদের বালক বালিকার হস্তে এইরূপ ঘৃণিত পুস্তক সকল ন্যস্ত হইতেছে ইহাতে তোমাদের কি লজ্জা হয় না? যদি তোমাদের কণা মাত্র লজ্জা থাকে তবে ঐ সকল গ্রন্থ তাহাদিগের হস্ত হইতে লইয়া দূরে নিক্ষেপ কর এবং বেদ বেদান্ত গীতা—যাহা আমাদের প্রকৃত শাস্ত্র—তাহাই তাহাদিগকে পাঠ করিতে দেও।

উপরে যাহা বিবৃত করিলাম তাহা খ্যাতনামা হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক বিবেকানন্দ স্বামীর বক্তৃতার অন্তর্গত কিয়দংশের তাৎপর্য্যার্থ ও সারমর্ম্ম। তাঁহার সহিত কোন কোন বিষয়ে আমাদের অনৈক্য থাকিলেও, মূলে তাঁহার মতের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। ইহা কে অস্বীকার করিবে যে, আমাদের সর্ব্বপ্রকার অবনতির সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মেরও অবনতি হইয়াছে। আমরা সারকে ছাড়িয়া অসারকে গ্রহণ করিয়াছি—মুখ্যকে ছাড়িয়া গৌণকে বরণ করিয়াছি—লক্ষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া উপায়কেই সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করিতেছি—আমাদের সনাতন ধর্ম্ম-রত্ন আবর্জ্জনা-রাশির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে—ধর্ম্মের প্রাণ অন্তর্হিত হইয়া কেবল দেহ মাত্র অবশিষ্ট আছে—প্রকৃত ধর্ম্মভাব অর্থহীন বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। এই লুপ্ত ধন উদ্ধার করিবার উদ্দেশে,

ধর্ম্মে প্রাণ সঞ্চার করিবার উদ্দেশে, বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, আদি-ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তাহার পর, তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্য,পরম পূজনীয় শ্রীমন্মহর্ষিদেব, উপনিষদের সত্য সকল যাহাতে সর্ব্বসাধারণের হস্তায়ত্ত ও অনায়াস-লভ্য হয়, এই উদ্দেশে, অতি যত্নসহকারে, সেই সকল মহাবাক্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে সঙ্কলন করিয়া, এবং তাহার ব্যাখ্যা করিয়া, বঙ্গসমাজে প্রচার করিলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, যাহাতে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কর্ম্মে উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা হয়, তাহারও সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এক কথায়, তিনি লোকের হিতকামনায়, তপোবনচারী আমাদের পুরাতন গুরুদেব সেই উপনিষদকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিয়া আবার লোকালয়ে, গৃহের অভ্যন্তরে, প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু আমরা অজ্ঞানান্ধকারে এমনি অন্ধ, যিনি আমাদের চির-পরিচিত, তাঁহার প্রতি এখনও আমরা অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি ; যে রত্নকে লাভ করিবার জন্য এক্ষণে বিদেশীয়েরা পর্য্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, সেই আমাদের নিজস্ব রত্নকে আমরা কিনা অবহেলা করিতেছি—তাঁহার মর্য্যাদা সম্যক্‌রূপে বুঝিতেছি না। একি সামান্য আক্ষেপের বিষয় ? স্বামী বিবেকানন্দ সুদূর বিদেশে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া যখন দেখিলেন, উপনিষদের সহিত এখনও অনেকের পরিচয় হয় নাই, তখন তিনি এই বলিয়া আক্ষেপ করিলেন—"ভারতবর্ষীয় শ্রোতৃমণ্ডলীর সমীপে ভারতবর্ষীয় বেদান্ত-উপনিষদ্ প্রচার করিতে হইতেছে, ইহাই এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক ব্যাপার"।

বাস্তবিক, পৃথিবীর ধর্ম্ম-ইতিহাসে, উপনিষদ্ যে কত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা এখনও আমরা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। উপনিষদ্, মানব জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম ফল। উপনিষদে, বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল মহাবাক্য আছে, সেরূপ মহাবাক্য আর কোন দেশের কোন গ্রন্থে নাই, এ কথা উচ্চৈঃস্বরে স্পর্দ্ধা-সহকারে জগৎ-সমক্ষে ঘোষণা করা যাইতে পারে। অন্য দেশের ধর্ম্মগ্রন্থে উচ্চ নীতির কথা থাকিতে পারে, প্রাচীন বংশাবলীর কথা থাকিতে পারে, মনোরঞ্জন ও শিক্ষাপ্রদ উপাখ্যান-ভাগ থাকিতে পারে, কিন্তু সে তো আমাদের পুরাণেও আছে—উপনিষদের সহিত তাহার তুলনা হয় না।

উপনিষদের ধর্ম্ম ব্যক্তিগত নহে—ঐতিহাসিক নহে—ইহা জগতের সনাতন ধর্ম্ম। তাই উপনিষদের আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তিন অবস্থা সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। প্রথম অবস্থায় আমরা ঈশ্বরকে কেবল প্রভু ভাবেই দেখি—তখন কেবল তাঁহার শাসন-ভয়েই পরিচালিত হই। দ্বিতীয় অবস্থায় ঈশ্বরকে পিতৃভাবে দেখি, তখন কেবল মাত্র শাসন-ভয়ে চালিত হই না, তখন তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি কতকটা প্রীতি করিতে শিখি। অবশেষে তাঁহাকে সখা ও সুহৃদ্‌ভাবে দেখি। তখন শাসন-ভয় একেবারে অন্তর্হিত হয়, তখন প্রীতির পূর্ণ বিকাশ হয়। তখন আমরা পরমাত্মার সহবাস-আনন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হই।

তখন তাঁহার সহিত এক হইয়া যাই। তখনই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যোগ স্থাপিত হয়। তখন আর দাসবৎ তাঁহার আদেশ ভয়ে ভয়ে আমরা পালন করি না—তখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, প্রীতিসহকারে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করি। তখন ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা, তাহাই আমার ইচ্ছা হয়—ঈশ্বরের যাহা কার্য্য, তাহা আমার কার্য্য হয়।

এইরূপে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যতই আমাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, ততই তাঁহার মঙ্গল সঙ্কল্প স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, ততই তাঁহার প্রতি আমাদের প্রীতি গাঢ়তর হয়। আমাদের উন্নতির শেষ নাই, আমাদের যোগেরও শেষ নাই। অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বাংশে ও সম্পূর্ণরূপে যোগ স্থাপন করা অনন্তকাল সাপেক্ষ। তাই, পুরাণে বর্ণিত মহাদেব প্রভৃতি ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন দেবতারাও পরব্রহ্মের ধ্যানে—তাঁহার সহিত যোগ স্থাপনে চির-নিরত। এইরূপ যোগ হইলে আমরা আর অন্ধভাবে তাঁহার কার্য্য করি না—তখন জ্ঞানপূর্ব্বক, প্রেমপূর্ব্বক, দণ্ড পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, নিষ্কামভাবে তাঁহার সঙ্কল্প সাধনে নিযুক্ত হই। এক কথায়, তখন জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে,জ্ঞান—ইচ্ছা ও কার্য্যে যোগ নিবদ্ধ হয়। তখন, এক হিসাবে বলিতে গেলে,দ্বৈতভাব অদ্বৈতভাবে পরিণত হয়। এই অদ্বৈতভাব, এই তন্ময়ভাব, এই "হরি হরাত্ম" ভাব, সখ্য ভাবেরই পরিণাম। এই রূপ ভাবে দেখিলে, দ্বৈত অদ্বৈতের সমন্বয় হইয়া যায়। ইহাই উপনিষদের যোগ ধর্ম্ম —ইহাই গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম। বাইবেল কোরাণে,ঈশ্বরের প্রভুভাবের কথা,ঈশ্বরের পিতৃভাবের কথা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় বটে কিন্তু ঈশ্বরের সহিত জীবের সখ্যভাব—যাহা আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম পরিণতি—তাহা কেবল উপনিষদেই জাজ্বল্যরূপে পরিলক্ষিত হয়। তাই উপনিষদ্ বলেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"
"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ"

স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা অন্তরের সহিত স্বাগত-অভিবাদন করিতেছি। তাঁহার যেরূপ প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি, ভব্য বৈরাগ্য-পরিচ্ছদ, তাঁহার যেরূপ বাক্‌পটুতা—শাস্ত্র-পারদর্শিতা, ও উৎসাহ-উদ্যম, তাহাতে যে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সফল-মনোরথ হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর তাঁহার শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করুন !

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্র মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কিন্তু অধ্যাত্ম-রামায়ণে বাহুল্যের মধ্যে এই আছে যে সুগ্রীব-প্রেরিত হনুমান রামের নিকট আসিয়াই তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া চিনিতে পারিলেন। সুগ্রীবও রামের সপ্ততালভেদাদি অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে তাঁহাকে পরমাত্মাজ্ঞানে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। শরপীড়িত বালীও মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া পরব্রহ্মবোধে রামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীরাম-মুখ-বিনির্গত উপদেশ শ্রবণে বালি-পত্নী তারার অনাদি সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, তিনি নিষ্পাপ ও জীবন্মুক্ত হইলেন। সুগ্রীবও অজ্ঞানরাশি হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থচিত্ত হইলেন। চতুর্থ সর্গে লক্ষ্মণের আগ্রহাতিশয়ে মুক্তির উপায় কথনচ্ছলে রাম বলিতে লাগিলেন, আলস্য-

শূন্য হইয়া নিজ মানসে, অগ্নিতে, প্রতিমাতে, ব্রাহ্মণে সূর্য্যমণ্ডলে বা শালগ্রাম শিলাতে আমার পূজা করিবেক; শিলানির্ম্মিত প্রতিমাকে স্নান করাইবে; আমা হইতে অভিন্ন বুদ্ধিতে নিজ গুরুর সেবা করিবে ইত্যাদি। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যোগিনী স্বয়ংপ্রভা কর্ত্তৃক রামের যে স্তব কীর্ত্তিত আছে, তাহা অতি সুমিষ্ট। মূল রামায়ণে পৌত্তলিকতার গোড়াপত্তন এ সব কিছুই নাই।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে শ্রীরামের অবতারত্ব সংস্থাপনসম্বন্ধীয় এই প্রমাণ গুলি অধ্যাত্ম-রামায়ণকার কোথা হইতে পাইলেন। ইহা লইয়াই অধ্যাত্ম রামায়ণকারের সহিত আমাদের বিবাদ। কিন্তু রামজীবনের ঐতিহাসিক ঘটনা অধ্যাত্ম রামায়ণকারের হস্তে বিকলিত রূপান্তরিত পল্লবিত হইলেও, অধ্যাত্ম তত্ত্বের ও দর্শনের যে সকল মীমাংসা আছে, তাহা যে বাস্তবিকই অতুলনীয়, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। সে যাহা হউক আমরা শুধু ইতিহাসের দিক দিয়া রামজীবনের ঘটনাবলী ধরিয়া তাঁহার অবতারত্ব খণ্ডন করিয়া যাইতেছি। প্রকৃত কথা এই যে, ঈশ্বর মনুষ্য হইয়া জন্মিতে পারেন না। অনেকে বলিতে পারেন যে ঈশ্বরের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে, তিনি সকলই হইতে পারেন, সকলই করিতে পারেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার উপর বাধা দিতে যাও, এত প্রগল্‌ভতা কেন। আমাদের উত্তর এই অপূর্ণ জড় আবরণ পূর্ণকে কস্মিন্ কালে ধরিতে পারে না, পারিবেও না। ইহাতে তাঁহার স্বরূপে দোষ আইসে। ঈশ্বর সকলই হইতে পারেন, সকলই করিতে পারেন স্বীকার করি বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার স্বরূপে তাঁহার মহিমায় অবিকৃত থাকিয়া। যাঁর অঙ্গুলীর নির্দ্দেশে কোটি কোটি নক্ষত্র বিঘূর্ণিত হয়, যাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া বল-ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ, যিনি ইচ্ছাময়, তাঁহার নিকট লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য কৌশলের আবশ্যকতা নাই। কৌশল ও ছলনা দুর্ব্বলতার পরিপূরক, ঈশ্বরের আভরণ নহে। তাই গীতাকার বলিতেছেন

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীন্তনুমাশ্রিতম্
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।
৯ম অ। ১১ শ্লোক।

আমি সকল ভূতের অধিপতি; লোকে আমার পরমতত্ত্ব অবগত না হইয়া কহে যে, আমি মনুষ্য দেহ গ্রহণ করিয়া থাকি, এবং এইরূপে আমাকে অবজ্ঞা করে। শাস্ত্রকারগণের নানা কথা নানা উক্তি ভেদ করিয়া তাঁহাদের বিশাল রচনার মধ্যে লুক্কায়িত অথচ সংযত ভাবে উচ্চারিত এই সকল মহাসত্যের প্রকৃত মর্ম্ম ধারণ করিবার আমাদের অবসর নাই। তাই আমরা বৃথা গণ্ডগোলে কাণ দিই, ও চির-অভ্যস্ত পৌত্তলিকতার নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া মস্তক উত্তোলন করিতে সঙ্কুচিত হই। এবং পুনরুত্থানকারীগণও সময় বুঝিয়া বৃথা তর্কজাল বিস্তার করত ঈশ্বরকে এইরূপে অবজ্ঞা করিয়া আমাদিগকে প্রসুপ্ত রাখিতে চাহেন। কি বিড়ম্বনা!

চম্বা।

অর্থাৎ

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চম্বা ভ্রমণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা)

কাশ্মীর যেমন মরির উপত্যকা, তেমনি বক্রোটার উপত্যকার নাম চম্বা। কতকাল বক্রোটা ছাড়িয়া

আসিয়াছি, কিন্তু চম্বার অতুলন সৌন্দর্য্য এখনও আমার মনে জাগিয়া রহিয়াছে। চম্বার নিকটে আসিয়া দেখি,তাহার অগণ্য দেবালয়ের অসংখ্য চূড়ায় সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইতেছে এবং তাহাতে সেই সঙ্কীর্ণ উপত্যকার শোভা এতই ফুটিয়া পড়িয়াছে যে, মনে হইল সত্য সত্য দেবলোক কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে কেবলই হিন্দুর বসতি, কাশ্মীরের ন্যায় মুসলমানের আদৌ সংস্পর্শ নাই। সে দিন চম্বার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য লইয়া আলোচনা করিতেছিলাম,হেমেন্দ্রনাথ সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার মুখে চম্বার বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ঐখানকার সৌন্দর্য্যবিমুগ্ধ জনৈক ইংরাজ পরিব্রাজক স্বীয় ভ্রমণ পুস্তকে লিখিয়াছেন "here creation seems not the work of nature, but her dreams." ইহা প্রকৃতির রচনা নয়, কিন্তু প্রকৃতির কল্পনা। আমি অন্তরের সহিত তাঁহার কথায় সায় দিলাম। প্রকৃতি যে এত সৌন্দর্য্য প্রসব করিতে পারেন তাহা তোমরা (হেমেন্দ্র বাবু ও লেখককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন) ধারণাতেই আনিতে পার না। ঐ সকল স্থানের সৌন্দর্য্য যখন নিজে প্রত্যক্ষ করিবে, তখন মনে হইবে যেন এক নূতন স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ করিতেছ।

চম্বায় প্রবেশ করিয়া পদব্রজে ভ্রমণে বাহির হইলাম। বোধ হইতে লাগিল মখ্‌মলের উপর দিয়া চলিতেছি। প্রস্তর বা ইষ্টক দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে হয় না। চারিদিকে ঘাষের রাস্তা, ঘাষ বড় হইলে ছাঁটিয়া দেয়। সেই সুকোমল পথে দাঁড়াইয়া দেখি একটি সুন্দর বালক অশ্বারোহণে অদূরে ভ্রমণ করিতেছেন। শুনিলাম তিনি চম্বার রাজা। কেহ কেহ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া আমাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, ইনি কলিকাতা হইতে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছেন। রাজা ঐ কথা শুনিয়া কি জানি কেন ভয়চকিত হইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন,এবং অবিলম্বে আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেন। এ রহস্যে আমি আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলাম।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৭, মাঘ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪২৫৷৷৵৯
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২২৬৯/৬
সমষ্টি	...	২৬৯৪৶৩
ব্যয়	..	১২৯৭৷৷০
স্থিত	...	১৩৯৭৷৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	৬০২৶৬
দফে উক্ত মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
	১১০২৶৬
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	২৮৮/৯
	১৩৯৭৷৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১৮৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা) ১৮১৮ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত	৩৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১০০৲
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	৪৲
„ বাবু গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২৲
„ „ ক্ষেত্রমোহন ধর	২৲
„ „ চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	২৲
শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী	৫৲
	২১৮৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৪/০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন,	কলিকাতা	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল বসু,	ঐ	৩৲
„ „ দ্বারকানাথ রায়,	ঐ	৩৲
„ „ হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার,	ঐ	৩৲
„ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ,	নওগাঁ	৬৲
„ „ ব্রাহ্মসমাজ,	বেনারস	।৵১
„ বাবু রামচন্দ্র মৌলিক,	ঐ	৩৷৵০
„ „ গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী,	গড়্‌ডা	৩৷৷০
„ „ গোবর্দ্ধন শীল,	চন্দননগর	২৲

" "	বিপিনবিহারী ঘোষাল, হুড়া	৩৸০
" "	শশীভূষণ তালুকদার, টাঙ্গাইল	৩৸০
	১৮১৭ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (একত্রে বাঁধা) একখণ্ড নগদ বিক্রয়	২৲
		৩৪৸০
পুস্তকালয়	...	২৪৲
যন্ত্রালয়	... ...	১৪১৸৶০
গচ্ছিত	... ...	১৸৶৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৫৸০
সমষ্টি		৪২৫৷৷৶৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১০৩৸৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮৸৶৯
পুস্তকালয়	...	২২।৶৯
যন্ত্রালয়	...	২১২৶৯
সমষ্টি	...	১২৯৭৷৷০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩১ চৈত্র সোমবার বর্ষশেষ। প্রত্যক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। যিনি জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭৷৷ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ মঙ্গলবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বর্ষশেষ হইতে চলিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল হিঃ যাঁহাদিগের নিকট ১৮১৮ শক পর্য্যন্ত টাকা অনাদায় রহিয়াছে তাঁহারা শীঘ্র টাকা দিয়া সমাজকে উপকৃত ও বাধিত করিবেন। সকলেই জানেন যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। তাহাতে এত দীর্ঘকাল টাকা অনাদায় থাকিলে সমাজকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস।
সহকারী সম্পাদক।

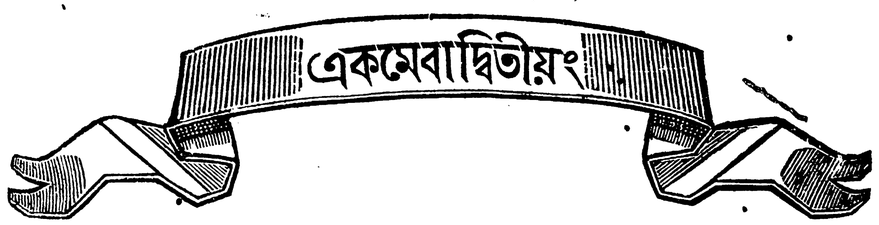

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

চতুর্দ্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
১৮১৮ শক।

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৩। ৺কলিগতাব্দ ৪৯৯৭। ১ চৈত্র শনিবার।

মূল্য ৵৪ চারি টাকা মাত্র।